শ্রীরামচরিত মানস

দ্বিতীয় খণ্ড

গোস্বামী তুলসীদাস

অরণ্যকাণ্ড, সুন্দরকাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড,
লঙ্কাকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড

অধ্যাপক শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক
বঙ্গানুবাদ

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির

দ্বিতীয় খণ্ডের সূচীপত্র

লঙ্কাকাণ্ড

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	দোহা	চৌপাই	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮	১২	৩	অন্তহীন ব্রহ্ম-অন্ত···	···ব্রহ্ম অণ্ড···
১২	১৭	ছন্দ	কোটি ইংন্দ্র	কোটি ইংন্দ
১৯	৩০	১	শুন রাম রঘুপতি···	···রাম রঘুপতি···
২২	৩৫	৫	মোর দরশন ফলও এ অপার অনুপ	মোর দরশন-ফল এ অপার ও অনুপ
২৫	৪২,খ)	৩	মাতা তব অভিলম্বা রক্ষা করেন তাঁ'র	মাতা তবে···
২৯	--	সোরঠা	···করিয়া গরল যেবা পান	···করিল গরল যেবা পান
৩৩	৭	১	···ষ্টি প্রহারি' ঘোর রবে করে গর্জন	·· মুষ্টি প্রহারি'···
•	•	৩	করিলেন নিজ দেহ তাঁ'র করে পরশন	করিলেন নিজ করে তাঁ'র দেহ পরশন
৩৪	১০	৫	···মিয়া চরণে তাঁ'র করিল সরে গমন	নমিয়া চরণে তাঁ'র···
৩৫	১১	৩	···কেন না বিপদে নর পড়িবে না বারবার	কেন বা বিপদে নর···
৫৯	৩৭	৪	···যেমন চতুর আর সকল গুণ নিচয়	···হউক চতুর আর সকল গুণ-নিলয়
৬০	৪২	১	···আসিলেন যূথপতি সাগরের এ-পার	···সাগরের এই পার
৬৩	৫০	--	···বিনা প্রয়াসেই ভাল কপি-সেনা···	···ভালু কপি-সেনা
৬৫	৫৩	১	···দিলেন রাম শ্রীটীকা ভালে তাঁর সেইক্ষণে	···দিলেন শ্রীরাম টীকা···
৬৭	৬০	—	শুনিলে আদরে তরিবে ভবেরে নিধি বিনা জলযান	···তরিবে ভবের···
৭৪	১১ খ)	৫	হলাহল-সিঞ্চিত নিশিত কর-প্রসারি'	···নিসিত কর প্রসারি'
৭৯	২২(খ)	৪	রাবণের পুরী দাহ করে এক কপি করে-	···ক্ষুদ্র এক কপি···
৮৮	৪২	৪	অরু সারথী···	···সারথি···
৯৩	৫৭	১	পাদটীকা (৩য় লাইন)—ফলে তাঁহারা অভিশম্পাতে···	···তাঁহার অভিশম্পাতে···
১০৫	৮২	১	ওকি রে খল বধিস···	ওরে খল কি বধিস্···
১০৭	৮৫	ছন্দ	করেছে শাঙ্গ···	···শার্ঙ্গ···
•	•	•	ভুজদণ্ড পীন···	ভুজ দণ্ড···
১০৮	৮৭	১	ম্লান করে তাহে ভুত···	ম্লান করে···
১০৯	৯০	১	···নিশিত শায়ক···	···নিসিত শায়ক
১১০	•	ছন্দ	···কোদণ্ডের ধ্বনি রক্ষেরা শুনি	···রক্ষেঃরা শুনি'···
১১২	৯৪	৪	বুদ্ধি বলেতে রক্ষে পেরে'ও হারা'তে নারে	···রক্ষেঃ···
১১৩	৯৬	৪	···কোথা খল যা'বি হায়	···যা'বি হায়···
১১৪	৯৮	৪	···লক্ষণ-প্রতি মোরে	···লক্ষ্মণ-প্রতি···
•	•	৬	···করুণা নিধানে···	···করুণানিধানে···
১১৬	১০১(খ)	--	কাটিলেন শিরে ভুজ বহুবার···	কাটিলেন শির···
১২০	১০৮	·১	প্রভুর চরণ শিরে···	প্রভুর বচন···

পৃষ্ঠা	দোহা	চৌপাই	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২০	১০৮	ছন্দ	ধরি' দেহ হস্তে···	ধরি' দেহ হাতে···
১২২	১১১	৩	···হেরিয়া পিতার প্রতি বিতরেন দৃঢ়-জ্ঞান	···হেরিয়া পিতার প্রতি বিতরেন দৃঢ় জ্ঞান
১২৪	১১৪(খ)	২	···কেশরী সমান মন থাক' জন-কাণ্ডারে	···কেশরী সমান থাক' জন-মন-কান্তারে
১২৫	১১৬(খ)	১	···কৃপা-নিদানের	···কৃপা নিধানের
১২৫	১১৮(গ)	--	না পারে কহিতে প্রেম-বশে কিছু	না পারে কহিতে···
১২৯	--	শ্লোক	শোভাগার-পীতবাস	শোভাগার পীতবাস
১৩১	৩(গ)	৩	উত্তরদিকে বহে সরযূ পাবন-তোয়া	···সরযূ···
১৩৪	৮(ক)	--	···আশীষ	(সর্ব্বত্রই আশীষ, আশাস্ হইবে ।
১৩৬	১২(গ)	--	···কৃপানিদান	···কৃপানিধান
•	•	ছন্দ	যে চরণ যুগে হে রমেশ রাম	সে চরণ যুগে···
১৩৮	১৪(খ)	২	···সুখ সমুদ সেইজন···	···সুখ সম্পদ···
১৩৮	১৫	২	পরম প্রীতির মনে···	···প্রীতির সনে···
১৪১	২২	৩	শস্তে পূরিত ধরা হিত প্রতি নিরত	···রহিত প্রতি নিরত
১৪৩	২৬	১	নারদ শনক আদি···	(সর্ব্বত্রই শনক, সনক হইবে)
১৪৯	৪২	৩	···আমার অনুশাসন কায়-মানে মানে যেই	···কায়-মনে···
১৫০	৪৫	২	মোর নাম দাস ধ'রে···	মোর দাস নাম ধ'রে···
১৫১	৪৭	৩	···নিশ্চিত শাস্ত্রেতে বেদ কি পুরাণ শ্রুতি	···পুরাণ স্মৃতি
১৫২	৫০	১(পাদটীকা)	···হৃদয় কম:লর মধু (প্রেম মধু) পা-কারী	ভ্রমর-স্বরূপ ···(প্রেম মধু) পানকারী···
১৫৩	৫৪	১	প্রভুর রচিত-কথা	···চরিত-কথা···
১৫৪	৫৬	১	মায়া-জানিত বহু গুণ···	মায়-জনিত···
১৫৫	৫৮	২	নারদের মনে শুনি' উপজে করুণা অতি	শুনি' নারদের মনে উপজে···
১৫৮	৬৮(ক)	--	দো	সো
১৬৪	৮১(খ)	৩	···দেখিবারে সেই সব	···দেখিবার···
১৬৯	৯৪(খ)	১	···কহিল ভবানী বাণী সহ অতি অনুরাগ	···কহিল ভবানি বাণী···
১৭৫	১০৬(খ)	১	···রে অভাগা জ্ঞানহীন আত্ম-অভিমানি	···জ্ঞানহীন আর আত্ম-অভিমানি
১৭৬	১০৭(খ)	৪	···চরাচর-প্রিয় নাথ শঙ্কর নতি পায়	···চরাচর-প্রিয় নাম···
১৮৩	১১৭(ঘ)	৪	··আঁচল-সমীরে নিজ জ্ঞানের দীপে নিবায়	···দীপে নিভায়
১৮৪	১১৯(খ)	২	···লোভরূপী মহাবায়ু কভু না তা'রে নিবায়	···কভু না তা'রে নিভায়
১৮৭	১২২(গ)	৩	···শুক শনকাদি হয়···	···শুক সনকাদি···

দ্রষ্টব্যঃ—গ্রন্থের মধ্যে সর্ব্বত্রই, "কৌশিকী" "কৌশিক" হইবে ; "শনক" "সনক" হইবে ; এবং "আশীষ" "আশীস" হইবে।

অরণ্যকাণ্ড হইতে উত্তরকাণ্ডের নির্ঘণ্ট

শ্রীগণেশায় নমঃ

শ্রীজানকীবল্লভের জয়

শ্রীরামচরিত মানস

তৃতীয় সোপান

অরণ্যকাণ্ড

শ্লোক—ধর্ম্ম-বিটপীর মূল বিবেক-জলধি-শোভা পূর্ণ-বিধু আনন্দ বিধাতা
বৈরাগ্য-অম্বুজ-ভানু ঘন পাপ-অন্ধকার আর তাপে স্থির পরিত্রাতা।
মোহ-জলধর ছিন্ন- ভিন্ন করণ কাল- নভঃ-জাত পবন-আকারে
বন্দি ব্রহ্ম-কুলজাত কলঙ্ক চির-নাশন রাজা রাম শম্ভুর প্রিয়েরে ॥ ১
জল ভরা জলধর- সমান সুন্দর তনু শোভার আধার পীতাম্বর
করেতে কার্ম্মুক শর কটিতটে সুশোভিত সু-উত্তম তূণীর সুন্দর।
আয়ত রাজীব-আঁখি মস্তক-উপরে যিনি জটাজুট করেন ধারণ
জানকী-লক্ষ্মণ-যুত পথিক-প্রবর পূজি অভিরাম সে রাম-চরণ ॥ ২

সো—উমা রাম-গুণ দৃঢ় প্রদানে সাধুরে বিরাগ মর্ম্মে।
মোহ লভে শুধু মূঢ় যে হরি-বিমুখ বিরত ধর্ম্মে ॥

জয়ন্তের কুটিলতা

চৌ—নিজমতি-অনুসারে অনুপম বিমোহন। করিনু ভরত পুরজন প্রীতি বিবরণ ॥
শ্রবণ করহ এবে শ্রীরামের লীলা পূত। করিলা যা' সুর-মুনি-নর-মন বিমোহিত ॥ ১
একবার নিজকরে কুসুম করি' চয়ন। বিবিধ ভূষণ রাম করিলেন বিরচন ॥
বসি' এক মনোহর স্ফটিক শিলার 'পরে। দেবী জানকীরে প্রভু পরা'ন আদরভরে ॥ ২
জয়ন্ত বাসব-সুত ধরি' রূপ বায়সের। হেরিবারে চাহে শঠ পরাক্রম শ্রীরামের ॥
যেন অতি মন্দমতি পিপীলিকা হঠ ভরে। অতল সাগর-তল মাপিতে দুরাশা ধরে ॥ ৩
মূঢ় কাক আপনার খল-মতি অনুসরি'। পলায় জানকী-পায় চঞ্চু-আঘাত করি' ॥
বহিতে রুধির-ধারা হইল রাম-গোচর। শরক*-সন্ধান এক করিলেন রঘুবর ॥ ৪

* তৃণের বাণ।

দো—অতি কৃপাময় রঘুকুলপতি সতত করুণা দীনে।
তাঁ'রো সনে ছল করে আচরণ দোষাগার মতিহীনে॥ ১

চৌ—মন্ত্র-চালিত হ'য়ে ব্রহ্ম-শায়ক ধায়। ভয়াকুল প্রাণ ল'য়ে বায়স পলা'য়ে যায়॥
আপন প্রকৃত রূপ ধরি' যায় পিতৃ পাশে। শ্রীরাম-বিরোধী বুঝি' অভয় নাহিক আসে॥ ১
উপজিল ত্রাস মনে ঘুচে' গেল সব আশা। চক্রের ডরে লভে দশা যথা দুর্ব্বাসা *॥
কৈলাস আদি করি' সব ধামে বিধি-লোকে। ছুটে' শ্রান্ত কলেবর সমাকুল ভয়ে শোকে॥ ২
জয়ন্তে বসিতে কেহ নাহি করে আবাহন। রাম-দ্রোহী জনে রাখে বল ধরে কে এমন॥
সুধা হয় বিষ কাক বলে শুন হরি যান। জননী মরণ-সমা জনক যম-সমান॥ ৩
শত অরি-সম হয় সুহৃদের ব্যবহার। শৈবলিনী বৈতরণী সমান নিকটে তা'র॥
তপ্ত অনল হ'তে তা'র কাছে সারা ধরা। এ দশা তাহার যেবা রাম-বিমুখতা ভরা॥ ৪
জয়ন্তে বিকল অতি হেরিলেন দেব-ঋষি। সন্ত কোমল-চিত করুণা উদিল আসি'॥
প্রেরণ করিলা তা'রে রামপদে ত্বরা করি'। চীৎকারি' কহে রাখ' প্রণতের হিতকারি॥ ৫
ভয়ে ভীত সকাতরে জড়া'য়ে ধরে চরণ। বলে ত্রাহি ত্রাহি প্রভু দয়াল রঘুনন্দন॥
তোমার অতুল বল প্রভুতা তব অতুল। আমার ছিল না জানা কুমতি আমি বাতুল॥৬
নিজকৃত কর্ম্মফল সমুচিত লভিলাম। রাখ' প্রভু এবে তব শরণে ছুটে' এলাম॥
কৃপাময় শুনি' তা'র অতি দুখ-ভরা বাণী। এক আঁখি করি' তা'রে ক্ষমিলেন হে ভবানি॥৭

দো—মোহ-বশে সাধে বাদ যদিও বিনাশ তা'র বিধি।
করুণা করি' অগাধ ক্ষমিলেন রাম গুণনিধি॥ ২

অত্রি-মিলন

চৌ—চিত্রকূটে অবস্থান করি' রঘুমণি রাম। করেন কতই লীলা শ্রুতিযুগ-অভিরাম॥
কিছুদিন গত হ'লে উদয় হইল মনে। হইবে বড়ই ভীড় সকলে ফেলে'ছে চিনে'॥ ১
এত ভাবি' মুনিগণ-সমীপে ল'য়ে বিদায়। সীতাসনে দুই ভাই যা'ন যথা মন যায়॥
অত্রিমুনির পাশে যখন করিলা গতি। বারতা শুনিয়া মুনি অতি হরষিত মতি॥ ২
রোমাঞ্চিত কলেবরে ধাবিত উঠিয়া মুনি। তাঁহারে হেরিয়া দ্রুত চলিলেন রঘুমণি॥
করিতেই দণ্ডবৎ শ্রীরামে বুকে জড়া'ন। প্রেমবারি সহযোগে দুজনে করা'ন স্নান॥ ৩
হেরিয়া শ্রীরাম-রূপ শীতল নয়ন-মন। সাদরে করেন নিজ আশ্রমে আনয়ন॥
অর্চ্চনা করি' কহি' সুবচন মনোহর। অর্পে'ন ফলমূল প্রীত রাম রঘুবর॥ ৪

সো—আসনেতে প্রভু সমাসীন হেরি' রূপ ভরিয়া নয়ন।
মুনিবর পরম প্রবীণ জুড়ি' কর করেন বন্দন॥ ৬

---

* ২৩১ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

ছ—প্রণাম তোমার পায় ভকতজনে সদয়। কোমলতা-ভরা প্রাণ ওহে প্রভু কৃপাময় ॥

অকামী জনেরে স্থান দাও তব নিজধাম। চরণ-সরোজে নমি' ভক্তি প্রাণ-অভিরাম ॥ ১
নয়নের প্রীতিকর কম শ্যাম কলেবর। তুমি ভব-জলধিতে মন্দর ধরাধর ॥
কিবা বিকশিত কম রাজীব যুগ-লোচন। কাম মদ মোহ-আদি সব দোষ বিমোচন ॥ ২
প্রলম্ব ও ভুজ-যুগে বিপুল কতই বল। বিভব তোমার প্রভু কে আছে যে পায় তল ॥
তূণীর শায়কবর ভীষণ ধনুকধারী। ত্রিলোক-অধিনায়ক ত্রিতাপ দুরিতহারী ॥ ৩
পূত দিবাকর-কুল করিলে তুমি উজ্জল। ধূর্জ্জটী-ধনু ভাঙ্গি' দেখাইলে নিজ বল ॥
সাধুগণ মুনিবর হৃদি অনুরঞ্জন। অমর-অরাতিদল-দর্প বিভঞ্জন ॥ ৪
মনোভব-অন্তক-বন্দিত পদতল। সেবিত কালান্তক অজ-আদি সুরদল ॥
শুদ্ধ জ্ঞানময় তুমি বিগ্রহ নিবারণ। দূষণ কলুষ যত করহ অপহরণ ॥ ৫
প্রণাম তোমায় করি রমার হৃদয়পতি। সুখের আকর চির সন্তজনের গতি ॥
শচীপতি-প্রিয়ানুজ ভকতের প্রাণাধার। অনুজ শকতি-সনে ভজনা করি তোমার ॥ ৬
আপন মনের হ'তে তমঃ করি' পরিহার। নিয়ত যে করে সেবা কমল-পদ তোমার ॥
সে কভু তর্ক-বীচি পূরিত ভবার্ণবে। ওহে প্রভু কৃপাময় স্বপনেও নাহি ডুবে ॥ ৭
একান্তে করি' বাস মুক্তির কামনায়। ইন্দ্রিয় বোধি' যেবা রত তব সাধনায় ॥
নিশ্চয় সেইজন পরম পুলক-মনে। স্বগতি করিয়া লাভ যায় নিজ-নিকেতনে ॥ ৮
সেই এক অদ্বিতীয় মায়ার অতীত প্রভু। সব সাধ-বিরহিত ঈশ্বর আর বিভু ॥
জগতের গুরু যিনি যিনি চির-সনাতন। ত্রিগুণ-অতীত যিনি স্বগত পরমাত্মন্ ॥ ৯
ভাব অতি প্রিয় যাঁ'র যিনি ভাব-বল্লভ। কু-যোগিগণের কাছে যিনি মহাদুর্ল্লভ ॥
নিজ ভকতের যিনি কল্পপাদপ-প্রায়। সম সুখে সেবা-যোগ্য ভজনা করি তাঁহায় ॥১০
অনুপম সুন্দর হে পৃথিবী-অধিপতি। তোমারে প্রণমি' আমি দেব জানকীর পতি ॥
তুষ্ট আমারে হও প্রণাম পায়ে তোমার। ভকতি কমল-পদে দাও মোরে কৃপাধার ॥ ১১
যেজন এ স্তব-পাঠ করয়ে সহ আদর। সেজন তোমার পদ ওহে প্রভু পরাৎপর ॥
অন্তে করয়ে লাভ নাহি তাহে সংশয়। তোমার ভকতি-রসে ভিজিয়া হে কৃপাময় ॥ ১২

দো—করিয়া মিনতি শির নত করি' ক'ন করি' কর জোড়।
ও পদ-কমল যেন প্রভু নাহি কভু ত্যজে মন মোর ॥ ৪

সীতা-অনসূয়া-মিলন; অনসূয়ার পাতিব্রত্য ধর্ম্ম কীর্ত্তন

চৌ—অনসূয়াদেবী-পদ ধারণ করিয়া সীতা। করিলেন সম্ভাষণ সুশীলা অতি বিনীতা ॥
ঋষি-ঘরণীর মন অপার সুখেতে ভাসে। আশীষ করিয়া দান বসা'লেন নিজ পাশে ॥ ১
পরা'লেন চারুবাস আভরণ সুন্দর। নিত যা' নূতন রয় নির্ম্মল মনোহর ॥
ক'ন ঋষিবধূ সহ সরস কোমল বাণী। রমণী-ধরম যাহা কিঞ্চিৎ বিবরণি ॥ ২

জনক জননী ভ্রাতা সকলেই হিতকারী। কিন্তু আছয়ে সীমা শুন নৃপ-সুকুমারি ॥
নিজ ভর্ত্তার দানে নাহি সীমা নাহি পার। অধম রমণী সেই যে না সেবা করে তাঁ'র ॥ ৩
ধৈর্য্য ধরম নিজ-বান্ধব আর নারী। বিপদের কালে তবে বুঝা যায় এই চারি ॥
বৃদ্ধ অসুস্থকায় মূর্খ ও ধনহীন। অন্ধ বধির ক্রোধ-পরায়ণ অতি দীন ॥ ৪
হেন পতিকেও যদি দারা করে অপমান। সে নারীর যমপুরে দুঃখ আছে বিধান ॥
কায় মন বাণী সনে পতি-পদে অনুরাগ। এই শুধু ধর্ম্ম ব্রত নিয়ম কেবল এক ॥ ৫
এ জগতে পতিব্রতা চারি প্রকারের রয়। নিগম পুরাণ সাধু সকলেই এই কয় ॥
উত্তম যেবা তা'র সদা এই ভাব মনে। দ্বিতীয় পুরুষ নাহি স্বপনেও ত্রিভুবনে ॥ ৬
মধ্যম পর-পতি দরশন করে হেন। সবে পিতা সহোদর পুত্র আপন যেন ॥
ধর্ম্ম ভাবিয়া মনে কুলে থাকে নারী যত। হীনা নারী সবে তা'রা বেদের বিধান মত ॥ ৭
ভয়ে কিম্বা অ-সুযোগে পতিরতা হ'য়ে রয়। বুঝিবে অধম নারী এরা সারা জগময় ॥
পতি-বঞ্চনা করি' পর-পতি করে আশ। রৌরব-মাঝে শতকল্প তাহার বাস ॥ ৮
দুষ্টা কে তা'র সম যে ক্ষণ-সুখ কারণে। শত কোটি জন্ম দুখ-ডর নাহি আনে মনে ॥
ছল ছাড়ি' পতিপদে যাহার অচল মতি। আয়াস বিনা সে নারী করে লাভ পরাগতি ॥ ৯
ভর্ত্তার প্রতিকূল আচরণ হয় যা'র। যৌবনে বিধবা-দশা লিখিত ললাটে তা'র ॥ ১০

সো—সহজে অ-পূতা নারী সেবি' পতি শুভ গতি পায়।
যশ গায় বেদ চারি আজিও তুলসী হরির পায় ॥ ৫ (ক)
স্মরি' সীতা তব নাম পতি-ব্রত নারী পালিবে সদা।
তুমি ত' রামের প্রাণ জগতের তরে বলা এ কথা ॥ ৫ (খ)

চৌ—শুনি' জানকীর প্রাণ পুলকে হ'ল অধীর। আদরে চরণ 'পরে নমিত করেন শির ॥
করুণানিধান তবে কহেন মুনির প্রতি। অপর কাননে যাই যদি হয় অনুমতি ॥ ১
সতত আমার 'পরে রাখিও তব করুণা নিজ দাস জানি' মনে স্নেহ যেন ত্যজিও না ॥
ধরমের ধুর-ধারী শ্রীরামের হেন বাণী। শুনিয়া প্রেমের সনে কহিলেন জ্ঞানী মুনি ॥ ২
যাঁ'র কৃপা শঙ্কর বিধাতা ও শনকাদি। করেন নিয়ত সাধ যত পরমার্থবাদী ॥
তেমন বিগতকাম পুরুষের(ও) প্রিয়তম। তুমি সেই দীননাথ কহ হেন কথা কম ॥ ৩
এতদিনে বুঝিলাম রমার কি চতুরতা। সকল দেবেরে ত্যজি' কেন তোমা 'পরে রতা ॥
কেহ নাহি ত্রিভুবনে যাঁ'র সম অতিশয়। কেন না হইবে কহ তাঁহার হেন বিনয় ॥ ৪
কোন্ প্রাণ ল'য়ে মুখে ক'ব প্রভু যাও তুমি। তুমিই বলহ নাথ তুমি ত অন্তরযামী ॥
এত বলি' প্রভু-পানে চেয়ে র'ন মুনিবর। নয়নেতে জল বহে পুলকিত কলেবর ॥ ৫

ছ—পুলক শরীরে প্রেমে প্রাণ ভরা কমল-আননে স্থাপিত আঁখি।
মন জ্ঞান গুণ ইন্দ্রিয়াতীত কি সাধনা-বলে প্রভুরে দেখি ॥

ধর্ম্ম যোগ জপ আচারের ফলে পরমা ভকতি লভয়ে নরে।
শ্রীরঘুনাথের পূতলীলা-গান নিশিদিন দাস-তুলসী করে॥

দো—কলির শমন মানস-দমন রাম-যশ সুখমূল।
সাদরে যে শুনে তাহার উপরে হ'ন রাম অনুকূল॥ ৬ (ক)

সো—কলি ঘোর মলাগার ধর্ম্ম জ্ঞান নাহি কি যোগ।
করি' সব পরিহার রামে ভজে যেবা চতুর লোক॥ ৬ (খ)

বিরাধ বধ; শরভঙ্গ-প্রসঙ্গ

চৌ—মুনির কমল-পদে অবশেষে করি' নতি। গমন করেন বনে সুর-মুনি-অধিপতি॥
অগ্রে চলেন রাম পাছে যা'ন লক্ষ্মণ। তাপসের বরবেশে সুশোভিত বিমোহন॥ ১
উভয়ের মাঝখানে শোভিতা এমন সীতা। ব্রহ্ম জীবের মাঝে মায়া যথা সুশোভিতা॥
দুর্গম ঘাটি বন নদনদী গিরিবরে। আপন প্রভুরে চিনি' পথ দেয় সমাদরে॥ ২
যথায় যথায় যা'ন প্রভু রাম রঘুরায়। নভে মেঘ ছায়া করি' তথায় তথায় যায়॥
বিরাধ অমর-অরি পাইলেন পথে তাঁ'র। সম্মুখে আসিতেই করিলেন সংহার॥ ৩
মরিতেই রাম-করে মনোহর কায়া পায়। পাঠা'ন আপন ধামে দুঃখিত হেরি' তা'য়॥
সহিত অনুজবর জানকীরে ল'য়ে সাথ। শরভঙ্গ মুনি-পাশে আসিলেন রঘুনাথ॥ ৪

দো—হেরিয়া শ্রীরাম- আনন-কমল মুনির লোচন-ভৃঙ্গ।
আদরে অচল হ'ল মধু পানে মহাধন্য শরভঙ্গ॥ ৭

চৌ—মুনি ক'ন রঘুবীর শুন প্রভু হে কৃপাল। ওহে শঙ্কর-মন-মানসসর-মরাল॥
যাইতেছিলাম আমি দেব চারিমুখ-ধাম। শ্রবণে আসিল তুমি কাননে আসিবে রাম॥ ১
নিশিদিন আছি চে'য়ে তদবধি পথ পানে। আজ তোমা হেরি' প্রভু শীতল হ'লাম প্রাণে॥
অতীব অধম আমি সকল সাধনহীন। ক'রেছ করুণা মোরে জানি' নিজ জন দীন॥ ২
সে কিছু আমার 'পরে নহে তব পক্ষপাত। রাখিলে আপন পণ জন-মনচোর নাথ॥
এলে যদি রহ তবে এ দীনের হিত তরে যতদিন নাহি পাই তোমা ত্যজি' কলেবরে॥ ৩
যাগ যোগ ব্রত তপ যা' করেন মুনিগণ। প্রভুরে সমর্পি' সব ভক্তি-বর যেচে' লন॥
এমনি ভকতি-পরা লভি' মুনি শরভঙ্গ। বসেন রচিয়া চিতা প্রাণে ত্যজি' সব সঙ্গ॥ ৪

দো—জানকী অনুজ সঙ্গেতে প্রভু নীল নীরধর-শ্যাম।
মম হৃদে বাস কর অবিরল সগুণ-মূরতি রাম॥ ৮

চৌ—এতেক কহিয়া যোগ-অনলে দহেন কায়। আত্মা হরির-ধামে যায় রাম-করুণায়॥
প্রথমেই ভেদ-ভক্তি লভিলেন বরদান। হরির চরণে লয় এ কারণে নাহি পা'ন॥ ১

ঋষিগণ মুনিবর হেরি' শরভঙ্গ-গতি। করিলেন অনুভব পরাণে পুলক অতি॥
করিলেন স্তুতি রামে মিলি' যত মুনিগণ। জয় হে প্রণত-হিত করুণার নিকেতন॥ ২

শ্রীরামের রাক্ষসবধের প্রতিজ্ঞা

পুনরায় রঘুনাথ চলেন কাননে আগে। বিপুল মুনির কুল তাঁহাদের সাথে লাগে॥
একস্থানে বহু অস্থি করি' রাম দরশন। কৃপা করি' মুনিগণে শুধা'লেন কি কারণ॥ ৩
ক'ন তাঁ'রা কি জিজ্ঞাস' জান' ত সকলি স্বামি। সর্ব্ব-দরশী তুমি সবার অন্তরযামী॥
রাক্ষসগণ করে মুনিগণে ভক্ষণ॥ শুনি' জলে উঠে ভরি' জলজ যুগ-নয়ন॥ ৪

দো—দু' বাহু তুলিয়া ক'ন নিশাচর- হীন ধরা হ'বে এবে।
মুনিদের বাসে গিয়া তা'র পর ধন্য করেন সবে॥ ৯

সুতীক্ষ্ণের ভক্তি; অগস্ত্য মিলন

চৌ—অগস্ত্যের শিষ্য এক আছিলেন জ্ঞানবান্। ভগবৎ-পদে মতি সুতীক্ষ্ণ তাঁহার নাম॥
কায় মন বচনেতে রাম-সেবা পরায়ণ। অন্য দেবতা-প্রতি স্বপনেও নাহি মন॥ ১
প্রভু-আগমন-কথা শ্রবণ করিয়া কাণে। ছুটেন ব্যাকুল করি' কতই মানস প্রাণে॥
হে বিধাতা দীননাথ সেই রাম রঘুবর। করুণা কি করিবেন আমা-সম শঠ'পর॥ ২
অনুজ সহিত মোরে জানকীর নাথ প্রভু। আপন ভকত-ভাবে দিবেন কি দেখা কভু॥
হৃদয়ে ভরসা নাহি নাহি বিশ্বাস দৃঢ়। ভকতি বিরাগ নাই নাহি জ্ঞান আমি মূঢ়॥ ৩
নাহি হ'ল সৎসঙ্গ নাহি জপ যোগ যাগ। কমল চরণ-তলে নাহি দৃঢ় অনুরাগ।
তবে এক প্রতিশ্রুতি আছে গুণ-নিধানের। সেই প্রিয় নাহি যা'র আশ্রয় অপরের॥ ৪
হইবে সফল আজ যুগল মম লোচন। হেরি' সে রাজীব মুখ ভবদুখ-বিমোচন॥
প্রেমী মুনির প্রাণে সীমাহীন নির্ভরতা। ভবানি সে দশা তাঁর কহিবার ভাষা কোথা॥ ৫
দিক কি বিদিক পথ কোন জ্ঞান নাহি মনে। কোথা যা'ন করেন কি না জানেন তা'ও ভ্রমে॥
কখনো সুমুখে চলি' আবার পিছা'য়ে যা'ন। কখনো নাচেন করি' প্রভুর মহিমা গান॥ ৬
অবিরল প্রেমাভক্তি লভিলেন মুনিবর। লুকা'য়ে বিটপী-আড়ে হেরেন করুণাকর॥
অতিশয় প্রীতিভাব করি' রাম দরশন। হরিতে ভবের ভয় হৃদয়ে উদয় হন॥ ৭
অমনি বসেন মুনি পথের মাঝারে স্থির। পনস* ফলের মত কাঁটায় ভরা শরীর॥
আসেন নিকটে তবে রঘুমণি কৃপাময়। ভক্তের দশা হেরি' পুলক নিরতিশয়॥ ৮
মুনিরে কতই ভাবে করিলেন সম্বোধন। ধ্যানে-পাওয়া সুখ-ঘোরে মুনি র'ন অচেতন॥
হরণ করিয়া তবে রাজ-রূপ আপনার। চারিভুজ রূপ নিজ ধরেন হৃদয়ে তাঁ'র॥ ৯

---

* কাঁটাল।

রাজ-রূপ না হেরিয়া উঠেন আকুল হ'য়ে। আকুল যেমন ফণী হয় মণি হারাইয়ে॥
সমুখে হেরেন শ্যাম বর-কলেবর রাম। জানকী অনুজ সনে সকল সুখের ধাম॥ ১০
ধরায় দণ্ড-সম পড়িয়া ধরেন পায়। মগ্ন প্রেমের সরে মহাধন্য মুনিরায়॥
সুবিশাল ভুজযুগে ধরিয়া তুলেন রাম। পরম প্রীতিতে বুকে ধরিলেন গুণধাম॥ ১১
মুনি সনে আলিঙ্গনে শোভেন কৃপাল হেন। কনক-পাদপ-গলে তমাল জড়া'ল যেন॥
দাঁড়া'য়ে চাহিয়া র'ন শ্রীরামের মুখপানে। চিত্রে মুনিরে যেন এঁকে' রাখে কোন জনে॥ ১২

দো—তা'র পর মুনি সম্বরি' নিজে পড়ি' পায়ে বারবার॥
আনিয়া প্রভুরে নিজ আশ্রমে পুজেন বহু প্রকার॥ ১০

চৌ—মুনি ক'ন শুন প্রভু অধীনের এ মিনতি। কি ভাবে করিবে দাস দীননাথ তব স্তুতি॥
অসীম মহিমা তব আর মোর লঘু মতি। দিবাকর-আগে যেন জোনাকীর ম্লান জ্যোতি॥ ১
শ্যামল তামরস-দামের সম বয়ান। জটার মুকুট শিরে মুনি-চীর পরিধান॥
করে শরাসন শর কটিতে বাঁধা তূণীর। প্রণতি চরণে তব অবিরত রঘুবীর॥ ২
মোহের বিপিন ঘন দহনকারী কৃশানু। সন্ত-কমলবন বিকাশন তুমি ভানু॥
রাক্ষস-করী যূথ তরে তুমি মৃগরাজ। করহ আমারে ত্রাণ হে ভব-বিহগ-বাজ॥ ৩
অরুণ রাজীব-আঁখি পরিধান চারুবেশ। জানকী-নয়ন যুগ-চকোরে তুমি নিশেশ॥
গিরিজা-বিলাস-হৃদি-মানস বাল মরাল। প্রণতি তোমারে রাম উর ভুজ সুবিশাল॥ ৪
সংশয়-ব্যাল-অরি বিনতার বাছাধন। কুটিল তর্ক-জাত বিষাদ-জালে শমন॥
ভবভয় ভঞ্জন সুখদাতা দেবতার। করহ আমারে ত্রাণ সদা কৃপা-পারাবার॥ ৫
স-গুণ অ-গুণ তুমি বি-সম সম-স্বরূপ। জ্ঞান বাণী ইন্দ্রিয়ের অতীত তুমি অনুপ॥
অমল অখিল অনবদ্য তুমি অপার। প্রণতি হে রঘুনাথ ভঞ্জন ভূমি-ভার॥ ৬
কল্প-পাদপবন তুমি তব ভকতের। ত্রাস-প্রদায়ক ক্রোধ লোভ মদ ও কামের॥
চতুর নিরতিশয় ভব-পারাবার-সেতু। সদা পার কর মোরে দিনকর কুল-কেতু॥ ৭
অতুলিত ভুজ-বল প্রতাপের চিরধাম। বিপুল কলির পাপ-ভঞ্জন তব নাম॥
ধর্ম্ম-বর্ম্ম তুমি নর্ম্মদ * গুণগ্রাম। কর বিতরণ সদা কল্যাণ মম রাম॥ ৮
যদিও বিরজ তুমি ব্যাপক অবিনাশী। নিত্যই সবাকার হৃদি-কন্দরবাসী॥
তথাপি অনুজ শ্রী সহ প্রভু হে খরারি। করহ নিবাস মম মানসে কানন-চারি॥ ৯
জানুক যে জানে তোমা পূজ্য প্রভু আমার। স-গুণ অ-গুণ আর হৃদিবাসী সবাকার॥
কোশলের পতি সেই রাজীব-নয়ন রাম-। রূপে মোর হৃদিতলে কর' আপনার ধাম॥ ১০
ভ্রমেও এ অভিমান যেন দূর নাহি হয়। আমি দাস আর পতি রঘুপতি কৃপাময়॥
মুনির বচন শুনি' তৃপ্ত শ্রীরাম-মন। আবার হরষ-প্রাণে মুনিরে বুকেতে ল'ন॥ ১১

* আনন্দ-দায়ক।

ক'ন মোরে অতি প্রীত মনে বুঝি' মুনিরাজ। যাহা সাধ যাচ' বর তাহাই পূরা'ব আজ॥
মুনি ক'ন কভু বর যাচিনি' ত'.তব পায়। কিবা যাচি কি না যাচি এ বিচার করা দায় ॥১২
তোমারে যে বর ভাল লাগে হে রঘুনায়ক। সেই বর দাও মোরে ভকত সুখ-দায়ক॥
রাম ক'ন অবিরল ভক্তি বিজ্ঞান জ্ঞান॥ বিরতি লভিয়া হও সকল গুণ-নিধান॥ ১৩
যাহা দিলে তাই প্রভু লইলাম অনুরাগে। এবে দাও সেই বর আমার যা' ভাল লাগে ॥১৪

দো—অনুজ জানকী সাথে ল'য়ে প্রভু ধরি' শর শরাসন।
হৃদয়-গগনে চন্দ্র-সমান বাস কর' সারাক্ষণ॥ ১১

চৌ—তা'ই হো'ক কহি' এই তখন রমা-নিবাস। পুলক-পরাণে যা'ন অগস্ত্য মুনির পাশ॥
বহুদিন গত হ'ল সুতীক্ষ্ণ তখন ক'ন। আসিলাম আশ্রমে করি' গুরু-দরশন॥ ১
আমিও গুরুর পদে প্রভু তব সনে যাই। ইহাতে তোমার প্রতি কোন অনুরোধ নাই॥
মুনির চাতুরী হেরি' তবে কৃপা-নিকেতন। ভাই দুইজনে হাসি' তাঁহারে সাথেতে ল'ন॥ ২
করিতে করিতে পথে বিবরণ ভকতির। মুনি-আশ্রমে গিয়া উপনীত রঘুবীর॥
ত্বরায় সুতীক্ষ্ণ হ'য়ে গুরুর চরণ-গত। দণ্ডবৎ নতি করি' কহিলেন এইমত॥ ৩
হে প্রভু কোশলপতি দশরথ সুকুমার। শ্রীরাম অনুজ সনে বৈদেহী সনে আর॥
আসিলেন তব সনে সাক্ষাৎ করিবারে। দিবানিশি যাঁ'র নাম জপ কর' প্রেমভরে॥ ৪
অগস্ত্য ছুটেন উঠি' এ কথা করি' শ্রবণ। পড়িতেই হরি চ'খে জলে ভরে দু'নয়ন॥
দুই ভাই পড়িলেন মুনির চরণ 'পরে। বুকেতে জড়া'ন ঋষি অতীব পুলকভরে॥ ৫
শুধা'ন কুশল সব সমাদরে মুনিবর। আনয়ন করি নিজে বসা'ন আসন 'পর॥
তা'র পর প্রভু-পূজা করিয়া বহু প্রকার। ক'ন আমা-সম নাই ভাগ্যবান্ কেহ আর॥ ৬
যতেক ছিলেন মুনি সেইখানে উপনীত। সুখ-কন্দে দরশন করি' হরষিত চিত॥ ৭

দো—মুনিগণ-মাঝে বসেন শ্রীরাম সব্যারি পানেতে ফিরি'।
শরতের চাঁদে যেন চে'য়ে রয় চকোরেরা আঁখি ভরি'॥ ১২

চৌ—মুনিগণ-প্রতি তবে রঘুমণি রাম ক'ন। তোমাদের সনে প্রভু নাহিক কিছু গোপন॥
যে কারণে হেথা আসা নহে ত' তা' অজানিত। সে কারণে নাহি কহি করি' কিছু বিস্তৃত॥ ১
এখন সে উপদেশ দেহ প্রভু সবে মোরে। মুনি-অরি নিশাচরগণে বধি যে প্রকারে॥
প্রভুর বচনে মুনি ঈষৎ হাসিয়া ক'ন। কি মনে ভাবিয়া প্রভু প্রশ্ন মোরে এমন॥ ২
তব পদ-ভজনার প্রভাব করি' আধার। কণাটুকু অবগত শুধু তব মহিমার॥
বিশাল তোমার মায়া উডুম্বরতরু*-হেন। অন্তহীন ব্রহ্ম-অন্ত উপ্ত তাহে ফল-সম॥ ৩
জন্তুর সম জীব চরাচর সমুদয়। নাহি জানে কিছু আর তাহারি মাঝারে রয়॥
সে ফল আহার করে যে ঘোর কাল করাল। সে কাল(ও) তোমার ভয়ে শঙ্কিত চিরকাল॥ ৪

---

* ডুমুর গাছ।

হ'য়ে তুমি নিজে সেই ত্রিভুবন-অধিপতি। ক্ষুদ্র মানব-প্রায় শুধাই'ছ মোর প্রতি ॥
যাচি কৃপা-নিকেতন এই বর তব পাশ। দয়িতা অনুজ সনে হৃদয়ে করহ বাস ॥ ৫
অচলা ভকতি তব সাধুসঙ্গ ও বিরাগ। চরণ-কমলে রহে অবিচ্ছেদ অনুরাগ ॥
যদিও অখণ্ড তুমি ব্রহ্ম সীমা বিহীন। অনুভব-গম্য সাধু যাঁহার ভজনে লীন ॥ ৬
জানিলেও করিলেও মুখে তাহা বর্ণন। সগুণ-রূপেতে রহে বারবার রত মন ॥
নিজ ভকতেরে সদা সম্মান কর দান। বুঝিলাম তা'ই তব শুধান' আমারে রাম ॥ ৭
হে প্রভু র'য়েছে এক ঠাঁই অতি মনোহর। পঞ্চবটী নাম তা'র অতি পূত সুন্দর ॥
সে দণ্ডক* কাননেরে করহ প্রভু পাবন। সুভীষণ মুনিবর-শাপেরে কর হরণ ॥ ৮

শ্রীরামের দণ্ডক কাননে প্রবেশ

মুনিগণ 'পরে এই দয়া কর' রঘুবর। তথায় করহ বাস দিবাকর-কুলেশ্বর ॥
চলেন শ্রীরাম তবে লভিয়া মুনি-আদেশ। পঞ্চবটী নিকটেতে উপনীত অবশেষ ॥ ৯

দো—গৃধ্ররাজ সনে হইল মিলন সহিত কত প্রণয়।
গোদাবরী-কাছে র'ন প্রভু রচি' বাস পল্লবময় ॥ ১৩

পঞ্চবটী বনে-বাস ; রাম-লক্ষ্মণ সংবাদ

চৌ—যদবধি রঘুনাথ স্থাপিলেন তথা বাস। মুনিগণ অতি সুখী বিগত হইল ত্রাস ॥
গিরি নদী সরোবর বন হ'ল সুশোভিত। সবাকার শোভা হয় দিনে দিনে বর্দ্ধিত ॥ ১
খেচর ভূচর যত সবে প্রমোদিত রয়। গুঞ্জে মধুর অলি নিরখিতে শোভাময় ॥
কাননের বিবরণ দিতে হারে অহিরাজ। করেন শ্রীরঘুনাথ যথায় নিজে বিরাজ ॥ ২
একবার রামচন্দ্র সুখাসনে সমাসীন। লক্ষ্মণ নিবেদন করেন কপট-হীন ॥
হে অমর নর মুনি স-অচর চর-ধব। নিজ-প্রভু জ্ঞান করি' শুধাই চরণে তব ॥ ৩
হে দেব আমারে তাহা বুঝাও করুণাময়। সকাল ত্যজিয়া যাহে ও চরণে মতি হয় ॥
কিবা জ্ঞান কি বিরাগ মায়াই বা বলি কা'রে। ভকতিও ব'লে দাও দয়া কর' যা'র তরে ॥ ৪

---

* **দণ্ডক** :—রাজর্ষি ইক্ষ্বাকুর মত পবিত্রাত্মা মানবের পুত্রগণের মধ্যে দণ্ডক নামে এক দুরাচার পুত্রও জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। বিন্ধ্য ও নীলগিরি পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যস্থিত ভূ-ভাগ তাহার অধিকারে দেওয়া হইয়াছিল। একদিন দণ্ডক হঠাৎ নিজগুরু শুক্রাচার্য্যের আশ্রমে আগমন করিয়া, তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা অরজাকে দেখিয়া মোহিত হয়, ও তাঁহার নিকট কু-প্রস্তাব করে। অরজা তাহা প্রত্যাখ্যান করিলে পর, দণ্ডক তাঁহার প্রতি অশিষ্ট ব্যবহার করে। অরজা পিতাকে সকল কথা বলিয়া দেন। ইহা শুনিয়া শুক্রাচার্য্য বলিলেন, "যে দেশের প্রজাপালক নরপতি এই প্রকারের, তেমন দেশের অতি সত্বর নাশ হওয়াই উচিত। আজ হইতে সাত দিনের মধ্যে তোমার রাজ্য ধ্বংস হইবে। দেবরাজ ইন্দ্র যেন প্রস্তর ও ধূলি বৃষ্টি করিয়া তোমার রাজ্য নাশ করিয়া দেন।" অনন্তর শুক্রাচার্য্য রাজ্যের প্রজাগণের মধ্যে এই ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, যে যে আপনার প্রাণরক্ষা করিতে চাহে, সে সে যেন অবিলম্বে সেই রাজ্য ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করে। ইহা শুনিয়া সকলে সে রাজ্য পরিত্যাগ করিল। সপ্তম দিবসে উহা পশু-পক্ষী বিহীন ধূলিময় দণ্ডক-অরণ্যে পরিণত হইল অবশেষে ভগবান্ রামচন্দ্র যখন তথায় পদার্পণ করিলেন, তখন আবার সে স্থান পবিত্র হইল।

দো—ঈশ্বরে জীবে কি প্রভেদ প্রভু বুঝা'য়ে বল সকল।
যাহাতে চরণে হয় রতি যায় শোক মোহ ভ্রম-দল ॥ ১৪

চৌ—রাম ক'ন সংক্ষেপে দিই তোমা বুঝাইয়া। শুন তাত বুদ্ধি মন আর চিত্ত লাগাইয়া ॥
আমি মোর তুমি তব এই মায়া বুঝ মনে। রাখে যাহা নিজ বশে ভুলাইয়া জীবগণে ॥ ১
ইন্দ্রিয়-গম্য যত মন যায় যতদূর। সবারি মাঝারে জে'ন মায়া রহে ভরপুর ॥
প্রভেদ তাহার মাঝে শুন বলি এ তোমারে। বিদ্যামায়া একটিরে অবিদ্যা বলে অপরে ॥ ২
অবিদ্যা অতীব দুষ্টা অতিশয় দুঃখ-রূপ। যাহার অধীনে জীব প'ড়েছে এ ভব-কূপ ॥
বিদ্যা-সৃজিত বিশ্ব তিনগুণ বশে যা'র। প্রভুর(ই) প্রেরিত তাহা নিজ বল নাহি তা'র ॥ ৩
তাই জ্ঞান মান-আদি দোষ-দুষ্ট যাহা নয়। ব্রহ্মের রূপ যাহে সবে প্রতিভাত হয় ॥
পরম বিরাগবান্ কহিবে মানবে সেই। তিন গুণ আর সিদ্ধি তৃণ সম ত্যজে যেই ॥ ৪

দো—মায়া ভগবান্ নিজেরে না জানে তাহারে বলিবে জীব।
বন্ধ মোক্ষ-প্রদ মায়ার প্রেরক সর্ব্বোপর সেই শিব ॥ ১৫

চৌ—বিরাগ ধরম হ'তে যোগ হতে জাগে জ্ঞান। জ্ঞান মোক্ষ-প্রদায়ক বেদ করে সদা গান ॥
যাহাতে দ্রবিত তাত আমি অতি সত্বর। আমার ভকতি তাহা ভকতের সুখকর ॥ ১
সে ভকতি নিজে আসে নহে কা'রো আশ্রিত। তাহারি অধীনে জ্ঞান আর অনুভব যত ॥
ভকতি উপমাহীন সুখের অ-শেষ মূল। সে ভকতি মিলে সন্ত হ'ন যদি অনুকূল ॥ ২
ভকতি-সাধনা কিবা কহিতেছি বিবরণি'। এ পথ সুগম অতি এতে মোরে পায় প্রাণী ॥
প্রথমেই বিপ্র-পদে প্রীতিতে মজিবে মন। বেদের বিধান-মত নিরত কাজে আপন ॥ ৩
বিষয়ে ইহার ফলে উদিত হ'বে বিরাগ। আমার ধরমে তবে হ'বে তা'র অনুরাগ ॥
শ্রবণ মনন আদি ন'-ভকতি দৃঢ় হ'বে। আমার লীলায় রতি অতীব মনেতে তবে ॥ ৪
সন্ত-কমলপদে প্রেম যা'র হয় গাঢ়। কর্ম্মে বচনে মনে ভজনে নিয়ম দৃঢ় ॥
জনক জননী গুরু ভর্ত্তা দেবতা ভ্রাতা। দৃঢ়-সেবা করে জানি' আমারে সব-বিধাতা ॥ ৫
মম গুণ-কীর্ত্তনে পুলকনে তনু ছায়। গদগদ হয় বাণী জলে আঁখি ভ'রে যায় ॥
কাম দম্ভ মদ-আদি পরিশূন্য হৃদি-তল। হে তাত তাহার বশে রহি আমি অবিরল ॥ ৬

দো—কায় বাক্ মনে আমি যা'র গতি সদা ভজে নিষ্কাম।
তাহারি হৃদয়- কমল মাঝারে মোর নিত বিশ্রাম ॥ ১৬

চৌ—ভক্তিযোগ-তত্ত্ব শুনি' অতি সুখ এল প্রাণে। নমিলেন লক্ষ্মণ শ্রীরামের শ্রীচরণে ॥
এই ভাবে জ্ঞান গুণ বিরতি-আদি কথায়। দণ্ডক বনে দিন অতীত হইয়া যায় ॥ ১

সূর্পণখার বিবরণ

সূর্পণখা নামে ছিল রাবণের সহোদরা। নাগিনী-সদৃশ হিয়া অতি ঘোর ভয়ঙ্করা ॥
পঞ্চবটী কাননে সে গিয়াছিল একবার। হেরিয়া বিকল হ'ল যুগল নৃপ-কুমার ॥ ২
কাক কয় কিবা পিতা ভ্রাতা সুত উরগারি। পুরুষে সুরূপ হেরে ধর্ম্ম-জ্ঞানহীনা নারী ॥
অতীব বিকল প্রাণ বশে না আনিতে পারে। রবিকান্তমণি যথা দ্রবিত তপনে হেরে' ॥ ৩
প্রভুর নিকটে যায় মনোহর রূপ ধরি'। মধুর বচন কহে হাসিতে আনন ভরি' ॥
বলে তোমা সম নর আর নারী মোর প্রায়। অনেক বিচার করি' নিরমিল বিধাতায় ॥ ৪
আলোড়িয়া ত্রিভুবন খুঁজিয়া দেখে'ছি আমি। কোথাও নাহিক কেহ মোর অনুরূপ স্বামী ॥
সে হেতু কুমারী ভাবে জীবন করি যাপন। তোমারে দেখিয়া মোর শান্ত আজিকে মন ॥ ৫
চাহিয়া সীতার পানে ক'ন প্রভু কৃপাময়। আজিও অনুজ মোর না করিল পরিণয় ॥
গেল লক্ষ্মণ-পাশে হেরি' অরি-সহোদরা। প্রভু-পানে চাহি' কথা ক'ন কোমলতা-ভরা ॥ ৬
সুন্দরি শুন আমি আজীবন ওঁর দাস। পরাধীন এখানে না পুরিবে তোমার আশ ॥
সর্ব্ব শক্তিমান্ প্রভু কোশলের অধিপতি। যা' করেন তাই সাজে উঁহার অমিত গতি ॥ ৭
দাস যদি সুখ চায় মান খুঁজে যে ভিখারী। দ্যূত সুরা-সেবী ধন শুভ-গতি ব্যভিচারী ॥
লোভী যশ তরে মরে চারি বর্গ অভিমানী। আকাশ-দোহনে দুধ চাহে এ সকল প্রাণী ॥ ৮
যায় রাম-সমীপেতে তখন সে পুনরায়। পুনঃ লক্ষ্মণ-পাশে শ্রীরাম পাঠা'ন তা'য় ॥
লক্ষ্মণ ক'ন তোরে বরণ করিবে সেই। পণ করি' সব লাজ পরিহার করে যেই ॥ ৯
রাগত হইয়া তবে পুনঃ রাম-পাশে যায়। নিজ ভয়াবহ রূপ তখন প্রকাশ পায় ॥
জানকীরে ভয়ভীতা নিরখিয়া রঘুবর। ভাইয়ে ইঙ্গিত করি' ডাকিলেন ত্বরা-পর ॥ ১০

দো—লক্ষ্মণ অতি পুলকে কয়েন শ্রুতি নাসাহীনা তা'য়।
তা'র হাত দিয়া রাবণের কাছে আহ্বান যেন যায় ॥ ১৭

খর-দূষণাদি বধ

চৌ—হারা'য়ে শ্রবণ-নাসা আকুলা সে অন্তরে। রুধিরের স্রোত ধারা গিরি হ'তে যেন ঝরে ॥
খর ও দূষণ-পাশে কাঁদিতে কাঁদিতে যায়। কহে ধিক্ পৌরুষে বলে তব ধিক্ হায় ॥ ১
শুধাইল হেতু যবে করিল সে বর্ণন। শুনি' নিশাচর ত্বরা করিল সেনা-গঠন ॥
প্রধাবিত হ'ল যত নিশাচর-সেনাদল। পক্ষ-যুত মসী-কায় গিরি যেন সে সকল ॥ ২
আরোহি' বাহন নানা ধরিয়া নানা আকার। ধরি' প্রহরণ কত ভয়ানক ও অপার ॥
অশুভ-দর্শন সেই কর্ণ নাসা-বিহীনারে। সঙ্গে লইয়া সবে চলে পুরোভাগে ক'রে ॥ ৩
অশুভ-শকুন যত হ'তে থাকে ভয়ঙ্কর। মরণ ঘনায় বলি' প্রাণে নাহি করে ডর ॥
গর্জ্জে হুঙ্কার করে উড়ে তা'রা নভোপরে। সেনা হেরি' বীরদের পরাণ পুলকে ভরে ॥ ৪

কেহ বা বলি'ছে জ্যান্ত দুটো ভাইয়ে ফেল ধ'রে। মেয়েটাকে কেড়ে নিয়ে ও দুটোরে ফেল মে'রে॥
ধুলিতে ধুলিতে ছে'য়ে মলিন হ'ল গগন। আহ্বানি' লক্ষ্মণে রাম তবে এই ক'ন ॥ ৫
গিরির গুহায় যাও জানকীরে সাথে ক'রে। ভয়ানক নিশাচর-সেনা আসে হুঙ্কারে ॥
সতর্কে থে'ক তথা শুনিয়া প্রভুর বাণী। সীতা-সনে লক্ষ্মণ যা'ন শর ধনু-পাণি ॥ ৬
শ্রীরাম হেরিয়া অরি হইতেছে অগ্রসর। হাসিয়া তখন গুণ চড়া'ন ধনুর 'পর ॥ ৭

ছ—কোদণ্ড কঠোর ধরি' জটাজুট বাঁধিয়া মাথায় শোভেন হেন।
নীলগিরি 'পরে কোটি ইরম্মদ- সনে অহি-যুগ যুঝি'ছে যেন ॥
কটিতটে আঁটা তূণীর বিশাল করে ধরি' চাপ বিশিখ-চয়।
হেরি'ছেন প্রভু গজ-যূথ পানে যেন মৃগরাজ চাহিয়া রয় ॥

সো—আসিয়া স্রোতের প্রায় ধর্ ধর্ বীরগণ করে।
বাল-রবি অসহায় পে'য়ে দৈত্য* যেইমত ঘিরে ॥ ১৮

চৌ—প্রভুরে হেরিয়া আর না পারে হানিতে শর। স্তব্ধ হইয়া রয় যতেক রজনীচর ॥
সচিবে ডাকা'য়ে তবে কহিল খর-দূষণ। কেবা এ নৃপতি-সুত মানবকুল-ভূষণ ॥ ১
অসুর অমর নর মুনি অহিদল যত। হেরে'ছি জিনে'ছি রণে কতই ক'রেছি হত ॥
কিন্তু জীবনে হেন হেরি নাই কোন দিন। হেন বিমোহন রূপ আভাময় অমলিন ॥ ২
যদিও ও হৃত-রূপা ক'রে দিল ভগিনীরে। তবু বধ অনুচিত এ অনুপ পুরুষেরে ॥
লুকায়িতা বনিতারে মোদের করি' অর্পণ। প্রাণ ল'য়ে গৃহে ফিরে' যাক্ ভাই দুইজন ॥ ৩
মোদের আদেশ এই শুনাও সকলে ওরে। উত্তর দেহ ওর আসি' ফিরে' ত্বরা ক'রে ॥
শ্রীরামেরে জানাইল এ আদেশ দূতগণ। শুনি' রঘুমণি তবে ঈষৎ হাসিয়া ক'ন ॥ ৪
জাতি ক্ষত্রিয় মোরা কাননে করি শিকার। খুঁজি' ফিরি খলপশু সম তোমা-সবাকার ॥
বলবান্ রিপু হেরি' প্রাণে নাহি করি' ডর। একবার কাল-সনে আসিয়া কর সমর ॥ ৫
যদিও মনুজ মোরা দনুজ কুল-নাশন। খলে দণ্ড-বিধায়ক বালক মুনি-পালন ॥
বল যদি নাহি থাকে যাও সবে ঘরে ফিরি'। সমর-বিমুখ জনে কা'রেও না প্রাণে মারি ॥ ৬
রণে আগুয়ান হ'য়ে শঠতা করা প্রকাশ। অরিরে করিলে দয়া বীর-গুণ পায় নাশ ॥
দূতেরা ফিরিয়া গিয়া সকলি আনে গোচরে। শুনি' খর-দূষণের সারা দেহ জ্বালা করে ॥ ৭

ছ—দহিল হৃদয় হুঙ্কারি' কয় ধর্ ওরে ছুটে রজনীচর।
শরাসন শর শক্তি তোমর শূল করবাল পরশু-ধর।
প্রথমে ধনুতে করেন কঠোর টঙ্কার ঘোর রাঘবমণি।
হইল অধীর রাক্ষস বীর হারায় চেতনা আরাব শুনি' ॥

---

* রাহু দৈত্য।

দো—সাবধান হ'য়ে দৌড়ে সকলে সবল বুঝি' অরাতি।
রামের উপরে বরষিতে লাগে প্রহরণ বহু ভাঁতি ॥ ১৯ (ক)
তিল তিল করি' সে আয়ুধচয় কাটিলেন রঘুবীর।
কর্ষিয়া ধনু শ্রবণ পূরিয়া ত্যজেন আপন তীর ॥ ১৯ (খ)

ছ—তখন ছুটিল কাল-সম শর গরজিয়া যেন কোটি ফণ-ধর।
চলিল নিসিত শর-নিকর কাঁপি'ছেন ক্রোধে রঘুকুলবর ॥ ১
হেরি' সে শায়ক রণ পরিহরি' পলাইতে সবে দরশন করি'।
কোপে তিন বীর* কহে পলায়ন- কথা রণে যেবা করিছে মনন ॥ ২
আপনার করে করিব সংহার শুনি' ফিরে মনে করিয়া বিচার।
মরণ আজিকে রহিয়াছে জানা মারে তবে রামে প্রহরণ নানা ॥ ৩
কোপ-যুত অরি নেহারিয়া রাম ছাড়িলেন চাপে চড়াইয়া বাণ।
হানিলেন পুনঃ বিপুল নারাচ খণ্ডিত হয় বিকট পিশাচ ॥ ৪
যথা তথা শির দেহ পদ কর পড়িতে লাগিল ধরণীর 'পর।
শায়ক-আঘাতে চীৎকার-ভরে ধরাধর-সম ধরণীতে পড়ে ॥ ৫
শত-টুকে কাটা বীরগণ-কায়া তবু উঠে তা'রা প্রকাশিয়া মায়া।
আকাশে উড়ি'ছে কর ও মুণ্ড মস্তক বিনা ছুটি'ছে রুণ্ড† ॥ ৬
মাংস-ভুক্ খগ কাক ও শৃগাল তুলি'ছে বিকট আরাব করাল ॥ ৭

ছ—ভয়ঙ্কর রব তুলে শিবা সব পিশাচ প্রেতেরা কপাল ভরে।
দিতেছে বেতাল খর্পরে তাল নাচি'ছে যোগিনী পুলক-ভরে ॥
শ্রীরামের বাণ করে খান খান বীরগণ-শির বাহু ও দেহ।
পড়ি'ছে ধরায় উঠি' পুনরায় যুঝে ধর্ ধর্ হাঁকিয়া কেহ ॥ ১
পিশাচের হাতে- ধরা অন্ত্র ল'য়ে আকাশে শকুনি যাই'ছে উড়ি'।
সংগ্রাম-রূপী নগরী-নিবাসী বালকেরা যেন উড়ায় ঘুড়ি ॥
নিহত মথিত বীর অগণিত বিদারিত-বুক কতই বীর।
হেরি' নিজদল ফিরি'ছে বিকল রক্ষঃ দূষণ খর ত্রিশির ॥ ২
শক্তি শায়ক তোমর কুঠার শূল তরবার কোপের ভরে।
রক্ষঃ বীরদলে সবে এককালে করি'ছে প্রহার রামের 'পরে ॥
নিমিষ-মাঝারে নিবারি' তাহারে হুঙ্কারি' প্রভু করেন রণ।
দশ-দশ শর বক্ষ-উপর লভিল রক্ষঃ-নায়কগণ ॥ ৩

---

* খর, দূষণ ও ত্রিশিরা।   † দেহ।

লুটা'য়ে ধরায় বীর পুনরায় উঠে নাহি মরে দেখায় মায়া,
তা'রা সীমাহীন প্রভু সাথিহীন হেরি' অমরের শিহরে কায়া ॥
হেরি' মুনি সুর ভয়েতে আতুর মায়াপতি লীলা দেখান তবে।
হেরি' এ উহারে রাম মনে ক'রে মরে হানাহানি করিয়া সবে ॥ ৪

দো—রাম রাম কহি' ত্যজে কলেবর পায় পদ-নির্ব্বাণ।
এ উপায় করি' পলকেতে অরি নাশেন কৃপানিধান ॥ ২০ (ক)
হরষে বরষে কুসুম অমর আকাশে নাকাড়া বাজে।
স্তুতি করি' করি' সবে যায় ফিরি' বিমানে বিবিধ সাজে ॥ ২০ (খ)

সূর্পণখার রাবণের নিকট গমন

চৌ—বিজয় যখন রণে লভিলেন শ্রীনিবাস। সুর নর মুনি সব হইল বিগত-ত্রাস ॥
ফিরিলেন লক্ষ্মণ সাথে ল'য়ে জানকীকে। পড়িতে প্রভুর পায়ে হরষে ধরেন বুকে ॥ ১
চাহিয়া রহেন সীতা রম শ্যাম-কলেবরে। তিরপিত নহে আঁখি পরম প্রণয়-ভরে ॥
পঞ্চবটীতে বাস করি' রাম এ প্রকার। সুর মুনি সুখ-দাতা করেন লীলা অপার ॥ ২
খর-দূষণের নাশ করিয়া লোচন-গত। সূর্পণখা করে গিয়া রাবণেরে উত্তেজিত ॥
দারুণ ক্রোধের ভরে রাবণে কহে বচন। তুই ত আছিস্ ভুলে যাবতীয় রাজ্যধন ॥ ৩
করিস্ মদিরা পান দিবারাতি ঘুমে ভোর। অরাতি শিয়রে খাড়া সে জ্ঞান নাহিক তোর ॥
নীতি ছাড়ি' রাজ-কাজ ধর্ম্ম ছাড়ি ধনার্জ্জন। সুকর্ম্ম যে নাহি করে শ্রীহরিরে সমর্পণ ॥ ৪
বিবেকেরে না জাগা'য়ে আরাধনে বিদ্যায়। পরিণামে তা'র হয় শ্রম করা শুধু সার ॥
সঙ্গ-দোষেতে সাধু রাজা কু-মন্ত্রণা-বশে। মানের দোষেতে জ্ঞান লজ্জা মদিরা-দোষে ॥ ৫
অহঙ্কার-দোষে গুণ নম্রতা-বিনা প্রীতি। ত্বরায় বিলোপ পায় শুনিয়াছি এই নীতি ॥ ৬

সো—অরি রোগ হুতাশন পাপ প্রভু অহি নগণ্য ভে'বো না।
করি' হেন বিবিধ বিলাপ কেঁদে' কয় মরম-বেদনা ॥ ২১ (ক)

দো—রাবণ-সভায় অতীব কাতরে বিলাপে নানা প্রকার।
তুই প্রাণে বেঁচে' থাকিতে রাবণ এ দশা হ'বে আমার ॥ ২১ (খ)

চৌ—শুনিয়া আকুল হ'য়ে উঠে সভাসদ্ সবে। হাত ধ'রে তুলে' তা'রে বুঝাইল কত ভাবে ॥
আপনার কথা বল্ কহে তবে দশানন। নাসিকা শ্রবণ তোর কেটে' দিল কোন্ জন ॥ ১
অযোধ্যার অধিপতি দশরথ-নন্দন। মানব-কেশরী আসে মৃগয়ার তরে বন ॥
তা'র আচরণ হেরি' মনে মোর বিশ্বাস। রাক্ষসহীন ধরা করিবার অভিলাষ ॥ ২
পেয়ে তা'র সুবিশাল ভুজযুগ-আশ্রয় বিচরণ করে বনে মুনিরা বিগত-ভয় ॥
দেখিতে বালক যেন অতি বীর ধনুর্দ্ধর। কালান্তক কাল-সম নানাগুণ-আধার ॥ ৩

অতুলন বলশালী সেই ভাই দুইজন। দুষ্ট-দমনরত দেবতা মুনি-পালন॥
সুষমার নিকেতন রাম যেন নাম তা'র। সঙ্গে রমণী এক তন্বী রূপসী-সার॥ ৪
বিশ্বের রূপ ল'য়ে বিধি তা'রে নিরমিল। মদনমোহিনী শতকোটি রূপে পরাজিল॥
আমার এ হেন দশা তাহারি অনুজ-পাশ। তোর ভগ্নী শুনে সে-ই ক'রেছিল পরিহাস॥ ৫
আমার রোদনে খর ও দূষণ ছুটে' গেল। নিমেষ-মাঝারে তা'র সেনাদলে নিপাতিল॥
ত্রিশিরা দূষণ খর নিহত করি' শ্রবণ। জ্বলিয়া উঠিল রেগে লঙ্কেশ দশানন॥ ৬

দো—কহি' নিজ বল সূর্পণখারে প্রবোধিয়া বহুভাঁতি।
অন্দরে গেল চিন্তিত মন জাগরণে গেল রাতি॥ ২২

চৌ—ভাবি'ছে রাবণ সুর নর দৈত্য নাগ-মাঝে। মোর অনুচরে জিনে হেন বল কা'র আছে॥
খর ও দূষণ ছিল আমা-সম বলবান্। তা'দের বিনাশ কেবা করে বিনা ভগবান্॥ ১
সুর-মন রঞ্জন ভঞ্জন মহীভার। পরম প্রভুর যদি হ'য়ে থাকে অবতার॥
তবে নিশ্চয় তাঁ'র বৈর করি' সাধন। তরিব প্রভুর শরে প্রাণ করি' বরজন॥ ২
তমোগুণ ভরা দেহে সাধনা ত' নাহি হ'বে। কায় মন বচনেতে পণ দৃঢ় এই তবে॥
আর যদি নৃপ-সুত নর হয় কোনজন। রণে পরাভবি' দোঁহে করিব নারী হরণ॥ ৩
মন স্থির করি' একা রথে দশানন যায়। মারীচ যথায় রহে সাগরের কিনারায়॥
অন্য দিকে রঘুবীর করেন উপায় যথা। শ্রবণ করহ উমা সেই মনোহর কথা॥ ৪

সীতার অগ্নি-প্রবেশ ও মায়া-সীতা

দো—লক্ষ্মণ যবে কাননেতে যা'ন আনিবারে ফল কন্দ।
জনক-সুতারে কহেন হাসিয়া সুখ ও করুণা-কন্দ॥ ২৩

চৌ—শুন প্রিয়া দয়িতের অনুরতা চারুশীলা। করিব এখন কিছু ললিত মানব-লীলা॥
যতদিন নিশাচরগণে না করি বিনাশ। ততদিন হুতাশন-মাঝে তুমি কর বাস॥ ১
যেমনি শ্রীরাম সব কহিলেন প্রকাশিয়া। প্রভু-পদ হৃদে ধরি' অনলে পশেন গিয়া॥
আপনার প্রতি-রূপ রাখিয়া গেলেন সীতা। সেই রূপ সেই শীল সেইমত সুবিনীতা॥ ২

মারীচের বিবরণ; মারীচ বধ

লক্ষ্মণের এ সবের ঘুণাক্ষর নাহি জ্ঞান। গোপনে যা' কিছু লীলা রচিলেন ভগবান্॥
স্বার্থেতে সদা মন দশানন অতি নীচ। নমিল যাইয়া তথা যথায় রহে মারীচ॥ ৩
দুঃখই দেয় নীচ যদি হয় অবনত। অঙ্কুশ ধনু অহি মার্জ্জার যেইমত॥
অকালে-ফুটিত ফুল যে প্রকার হে ভবানি। ত্রাসের কারণ তথা খলদের প্রিয়-বাণী॥ ৪

দো—করি' অর্চ্চনা মারীচ তখন সাদরে বচন ক'ন।
কি কারণে এত বিচলিত মনে একা তাত আগমন॥ ২৪

চৌ—ভাগ্য-হত দশানন তখন মারীচ-পাশে। প্রকাশ করিয়া কহে অভিমান-ভরা ভাষে॥
কহে তুমি যাও তথা মায়া-মৃগ রূপ ধরি'। যাহে আমি নৃপ-নারী পারি আনিবারে হরি'॥১
শুনিয়া মারীচ কয় নিবেদন রক্ষোবর। মানব-রূপেতে তিনি চরাচর-অধীশ্বর॥
বৈর-আচরণ তাত ক'রো না তাঁহার সনে। বাঁচিবে রাখিলে তাঁ'রে মারিলে মরিবে প্রাণে॥২
এ নৃপ-সুতেই মুনি আনে যাগ-রক্ষা তরে। ফলক-বিহীন শর হানিলেন মোর 'পরে॥
তা'র ঘায় ক্ষণ-মাঝে এলাম শত-যোজন। শত্রুতা তাঁ'র সনে ভাল নহে কদাচন॥৩
ভৃঙ্গ-কীট সম এবে হ'য়েছে দশা আমার। যথা যাই দু-ভাইয়ের মুরতি করি নেহার॥
যদিও মানব তাঁ'রা অতি বীর বলবান্। বিরোধে তাঁ'দের সনে নাহি হ'বে লাভবান্॥৪

দো—তাড়কা বিনাশি' সুবাহু বধিয়া ভাঙ্গে যে হর-কোদণ্ড।
দূষণ ত্রিশিরা খরে যে বিনাশে সে নর কি বীর চণ্ড॥২৫

চৌ—ফিরে' যাও রাখি' মনে রক্ষঃ-কুলের হিত। শুনি' গালি দশানন দিল তা'রে যথোচিত॥
গুরুর সমান মূঢ় উপদেশ-বাণী মোরে। আমার সমান বীর কে আছে ধরণী 'পরে॥১
তখন মারীচ মনে করে এই অনুমান। এই নয়জন সনে বিরোধেতে অকল্যাণ॥
অস্ত্র-পাণি প্রভু মূঢ় গুপ্ত-কথা যেই জানে। ধনবান্ বৈদ্য ভাট কবি সূপকার জনে॥২
উভয় দিকেই যবে বুঝিল নিজ মরণ। করিল তখন সার শ্রীরাম-পদে শরণ॥
অভাগা বধিবে মোরে উত্তর দিলে পরে। কেন তবে নাহি ত্যজি পরাণ রামের শরে॥৩
চলে দশানন-সাথে স্থির হেন করি' মনে। রাখি' অবিচল প্রেম রঘুনাথ-শ্রীচরণে॥
মনেতে হরষ অতি প্রিয়তম শ্রীরামেরে। নয়নে হেরিব কিন্তু কিছুই না কহে তা'রে॥৪

ছ—মোর প্রিয়তমে নিরখি' নয়নে আজিকে সফল করিব আঁখি।
সানুজ জানকী কৃপা-নিকেতন- চরণের তলে এ মন রাখি'॥
কোপানল যাঁ'র মোক্ষ-সুখাগার ভকতি অ-বশে বশেতে আনে।
সে সুখ-সাগর সন্ধানি' শর বধিবেন মোরে স্বকরে বাণে॥

দো—পশ্চাতে মোর ধাবন-নিরত করে শর শরাসন।
হেরিব প্রভুরে চাহি ফিরে' ফিরে' সফল হ'বে জীবন॥২৬

চৌ—সে বনের সানুদেশে দশানন যবে যায়। মারীচ তখন ধরে কপট-মৃগের কায়॥
বর্ণিতে নাহি ভাষা হেন রূপ মনোহর। কনক-জড়িত মণি-বিরচিত কলেবর॥১
রমণীয় মৃগ হ'ল সীতার আঁখি-গোচর। প্রতি-অঙ্গরূপ-ভাতি মন-প্রাণ মোহকর॥
সীতা ক'ন শুন দেব রঘুপতি কৃপাময়। চর্ম্ম-বরণ মোর প্রাণ মন হ'রে লয়॥২
সত্যসন্ধ প্রভু উহারে কার' বিনাশ। চর্ম্ম আনিয়া দাও পুরাও মনের আশ॥
তখন করুণাময় জানিয়াও সব মনে। উঠেন হরষ ভরে সুর-কাজ সম্পাদনে॥৩

মৃগ দরশন করি' বাঁধিলেন পরিকর। ধারণ করেন করে রুচির ধনুক-শর॥
কহেন বুঝা'য়ে প্রভু লক্ষ্মণে তা'র পর। বেড়ায় কাননে ভাই অগণিত নিশাচর॥ ৪
কর জানকীরে তুমি ভালমতে রক্ষণ। বুদ্ধি বিবেক বলে কাল করি' বিবেচন॥
প্রভুরে হেরিয়া মৃগ লাগিল পলা'য়ে যে'তে। শরাসন শরে সাজি' যা'ন প্রভু পশ্চাতে॥ ৫
বেদ যাঁ'রে নেতি বলে ধ্যানে শিব নাহি পা'ন। মায়ামৃগ-পিছে পিছে সেই প্রভু ছুটে' যা'ন॥
কভু মৃগ কাছে আসে করে দূরে পলায়ন। কভু দেখা দেয় কভু নিজেরে করে গোপন॥ ৬
দেখা দিয়া লুকাইয়া বহু ছল প্রকাশিয়া। বহু দূরে ল'য়ে তাঁ'রে হেন যায় পলাইয়া॥
স্থির-লক্ষ্যে শেষে রাম করিলেন শরাঘাত। ধরা'পরে পড়ে তবে করি' ঘোর আর্ত্তনাদ॥ ৭
প্রথমেই উচ্চরবে লক্ষ্মণের ধরি' নাম। পরে নিজ মন-মাঝে স্মরণ করে শ্রীরাম॥
প্রাণ ত্যজিবার কালে ধরে নিজ কলেবর। স্মরণ ভকতি ভরে করে রাম রঘুবর॥ ৮
তাহার প্রাণের প্রেম বুঝিলেন ভগবান্। মুনি-দুর্ল্লভ গতি তা'রে করিলেন দান॥ ৯

দো—বরষিল সুর প্রসূন প্রচুর প্রভু-গুণগাথা গায়।
স্থান নিজ পায়ে দৈত্যে দেন হেন দীননাথ রঘুরায়॥ ২৭

সীতা-হরণ ও সীতা-বিলাপ

চৌ—খলেরে বিনাশি' ত্বরা ফিরিলেন রঘুবীর। করেতে শোভিত ধনু কটিতে বাঁধা তূণীর॥
আর্ত্তনাদ-বাণী যবে শুনিলেন কাণে সীতা। কহিলেন লক্ষ্মণে হ'য়ে অতি ভয়ভীতা॥ ১
করহ গমন ত্বরা বিপদে পতিত ভ্রাতা। হাসিয়া কহেন তবে লক্ষ্মণ শুন মাতা॥
ভ্রূকুটি-বিলাসে যাঁ'র সৃষ্টির হয় লয়। স্বপনেও সঙ্কট তাঁ'র কি কখনো হয়॥ ২
বচন মরম-ভেদী কহিলেন সীতা যবে। লক্ষ্মণ-মন টলে হরি-প্রেরণায় তবে॥
স'পিয়া সীতায় বনদেব দিক্‌পালগণে। রাবণ শশীর রাহু যথা যা'ন সেইখানে॥ ৩
রক্ষকহীন করি' দরশন দশানন। সন্ন্যাসী-রূপ ধরি' তথা করে আগমন॥
যা'র ডরে সুরাসুর রহে হেন ত্রস্ত-চিতে। দিবসে নাহিক অন্ন নিদ্রা নাহি রজনীতে॥ ৪
সারমেয়-মত চুপে সেই বীর দশানন। এদিক ওদিক চাহি' সভয়ে করে গমন॥
এমনই কুপথে যবে চলে কেহ হে খগেশ। শরীরে না রহে তেজ বুদ্ধির বল-লেশ॥ ৫
বিবিধ বচন-জাল করি' শঠ বিস্তার। রাজনীতি ভয় প্রীতি দেখায় সীতারে আর॥
কহেন জানকী শুন সন্ন্যাসি মহাশয়। কথা ত কহি'ছ তুমি দুষ্ট জনের প্রায়॥ ৬
তখন আপন রূপ দেখায় তাঁ'রে রাবণ। শুনাইতে নিজ নাম ত্রাসিত সীতার মন॥
গভীর ধীরতা-ভরে জানকী কহেন তবু। দাঁড়া খল এইক্ষণে আসিবেন ফিরে' প্রভু॥ ৭
কেশরীর বধূ ক্ষুদ্র শশকে যেমন চায়। তথা তুই কাল-গ্রাসে পতিত রাক্ষসরায়॥
পশিতেই কথা কাণে ক্রোধে ভরে দশানন। মনে মনে সুখ পায় বন্দি' সীতা-চরণ॥ ৮

জটায়ুর রাবণের সহিত যুদ্ধ

দো—ক্রোধ-যুত হ'য়ে রাবণ তখন লয় তাঁ'রে রথোপরে।
চলে ব্যোম্-পথে ভয়াতুর মন রথ চালাইতে নারে ॥ ২৮

চৌ—এ অখিল বিশ্বের এক বীর রঘুরায়। পাশরিলে নিজ দয়া কোন্ অপরাধে হায় ॥
হা দুখ-হরণ প্রভু শরণের সুখকর। হা রাঘবকুল-রূপী সরোজের দিনকর ॥ ১
হায় লক্ষ্মণ তব নাহি এতে লেশ দোষ। লভিলাম ঠিক ফল যেমন করিনু রোষ ॥
বিলাপ বিবিধ তবে করেন বিদেহ-সুতা। সে কৃপার পারাবার রহিলেন এবে কোথা ॥ ২
বিপদ-বারতা মোর প্রভুরে কে দিবে হায়। যজ্ঞের দেব-ভাগ রাসভে পাইতে চায় ॥
বিলাপ মরম-ভেদী শুনিয়া জানকী মুখে। চরাচর জীবগণ অভিভূত হ'ল দুখে ॥ ৩
পশিতে জটায়ু-কাণে গভীর বিলাপাবলী। চিনিলেন রঘুকুল-তিলকের নারী বলি' ॥
হীন রাক্ষস-করে হ'তেছেন অপহৃতা। সুরভী কপিলা যথা ম্লেচ্ছ কবল-গতা ॥ ৪
কহিয়া উঠিল সীতে বৎসে না কর ত্রাস। এই নিশাচরে স্থির করিব এবে বিনাশ ॥
ক্রোধ-যুত খগরাজ ছুটিল বেগে তেমন। ধরাধর-অভিমুখে অশনি ছুটে যেমন ॥ ৫
কহে খল কিবা হেতু না হ'স দণ্ডায়মান। নিডর চলিয়া যা'স্ কে আমি নাহিক জ্ঞান ॥
করাল কৃতান্ত সম আসিতে হেরিয়া ধে'য়ে। রাবণ ভাবিল মনে তা'র পানে ফিরে' চে'য়ে ॥৬
মৈনাক গিরি এ কি অথবা বিহগপতি। সে ত' জানে মোর বল সহিত আপন পতি ॥
স্থবির জটায়ু এই কহিল সে তা'র পর। মম কর-তীর্থে আসে ত্যজিবারে কলেবর ॥ ৭
জটায়ু এ কথা শুনি' ধে'য়ে আসে ক্রোধ ভরে। কহে শোন্ দশানন যেই শিক্ষা দিই তো'রে ॥
ভালয় ভালয় ফিরে' সীতা ত্যজি' যা' ভবনে। নতুবা রে বহুবাহু এই দশা হ'বে রণে ॥ ৮
রঘুবংশ-অবতংস ক্রোধ-হুতাশনে ঘোর। বর্ত্তি-সমান হ'বে সমুদয় কুল তো'র ॥
এর উত্তরে কিছু না কহিল দশানন। করিল তখন গৃধ্র ক্রোধে তা'রে আক্রমণ ॥ ৯
কেশে ধরি' রথহীন করি' ভূমে ফেলে' তা'রে। ফিরিল জটায়ু রাখি' জানকীরে একধারে ॥
চঞ্চু-প্রহারে করে দেহ তা'র বিদারণ। দণ্ডেক তরে জ্ঞান হারাইল দশানন ॥ ১০
ভীষণ ক্রোধের ভরে দশনে চাপি' দশন। করাল কৃপাণ করে রক্ষঃ-বাজ নিষ্কাষণ ॥
কর্ত্তিত-পক্ষ খগ পড়ে ধরণীর 'পরে। শ্রীরামের অদ্ভুত লীলায় স্মরণ ক'রে ॥ ১১
সীতারে আবার রথে উঠাইল দশানন। চলিল সন্ত্রাস ভরে শান্ত নহেক মন ॥
বিবশ ব্যাধের ভয়ে মৃগী-প্রায় ভয়ভীতা। কাঁদিতে কাঁদিতে যা'ন আকাশ-পথেতে সীতা ॥ ১২
শৈল-শিখর 'পরে নিরখি' বানর-কুল। উচ্চারি' হরিনাম দিলেন ফেলি' দুকুল ॥
এইভাবে জানকীরে দশানন ল'য়ে যায়। অশোক-কানন মাঝে রাবণ রাখে তাঁহায় ॥ ১৩

দো—বহু ভয় বহু প্রণয় দেখা'য়ে সবেতেই খল হারে।
তখন অশোক- পাদপের তলে রাখিল যতন ক'রে ॥ ২৯ (ক)

যে ভাবে কপট- কুরগের পিছে ধাবিত হ'লেন রাম।
সে ছবি জানকী ধরিয়া হৃদয়ে থাকেন রটিতে নাম। ২৯ (খ)

শ্রীরামের বিলাপ ও জটায়ুর প্রসঙ্গ

চৌ—রঘুপতি অনুজেরে আসিতে করি' লোকন। বাহ্য-ভাবেতে হ'ন অতি চিন্তিত-মন ॥
অবহেলা করি' মোর উপদেশ সমুদয়। একাকী সীতারে ছাড়ি' হেথা কি আসিতে হয় ॥ ১
নিশাচরগণ বনে কত করে বিচরণ। আশ্রমে নাহি সীতা হেন লয় মোর মন ॥
ধরিয়া সরোজ-পদে অনুজ জুড়িয়া কর। কহে মোর অপরাধ কিছু নাই কৃপাকর ॥ ২
লক্ষ্মণ সনে প্রভু করেন গমন তথা। গোদাবরী-তটদেশে আশ্রম রহে যথা ॥
হেরিয়া কুটির এবে জনক-দুহিতাহীন। সাধারণ নর-প্রায় হ'লেন বিকল দীন ॥ ৩
ক'ন হায় গুণ-খনি জনক-দুহিতা সীতা। হায় রূপে সুবিনয়ে নিয়মে ব্রতে পুণিতা ॥
লক্ষ্মণ বহুভাবে প্রবোধ করেন দান। ব্রততী পাদপে প্রভু শুধা'তে শুধা'তে যা'ন ॥ ৪
হে খেচর হে কুরগ ওহে মধুকরগণ। মৃগ-আঁখি জানকীরে ক'রেছ কি দরশন ॥
কপোত খঞ্জন শুক সু-আঁখি কুরগ মীন। কাল-ভুজগিনী কিবা কোকিলা মহাপ্রবীণ ॥ ৫
দাড়িম দামিনী আর বিমল কুন্দ-কলি। কমল শারদ বিধু মধুর-নিনাদী অলি ॥
বরুণের পাশ হংস মনোজের শরাসন। শুনি'ছে কেশরী গজ বাখান আপনাপন ॥ ৬
কদলী কনক বিল্ব পুলকিত অতিশয়। সঙ্কোচ নাহি মনে নাহি আর তিল ভয় ॥
তোমার বিহনে সীতা ইহারা সবাই আজ। পুলক-পূরিত প্রাণ যেন ভোগ করে রাজ ॥ ৭
কেমনে সহি'ছ প্রিয়া ইহাদের স্পর্দ্ধা হেন। ত্বরায় ফিরিয়া আসি' উদয় না হও কেন ॥
এ ভাবে খুঁজেন আর কাঁদেন জগত-স্বামী। বিরহী বড়ই যেন তিনি যেন অতি কামী ॥ ৮
পূর্ণকাম যে শ্রীরাম অপার আনন্দ-রাশি। করেন মানব লীলা আজ সেই অবিনাশী ॥
পতিত থাকিতে আগে হেরিলেন জটায়ুরে। রেখাবলী-লাঞ্ছিত রাম-পদ চিন্তা করে ॥ ৯

দো—সরোরুহ-করে পরশেন শির রাম কৃপা-পারাবার।
শোভার আগারে নিরখি' নয়নে বিগত যাতনা তা'র ॥ ৩০

চৌ—জটায়ু বচন কহে করি' নিজে সম্বরণ। শুন রাম রঘুপতি ভবভয়-ভঞ্জন ॥
এ দশা আমার লঙ্কাপতি দশানন-করে। ল'য়েছে হরণ করি' সেই খল জানকীরে ॥ ১
লইয়া গিয়াছে তাঁ'রে দক্ষিণ দিক পানে। বিলাপ করেন অতি আকুলিত ক্রন্দনে ॥
প্রভু তব দরশন-আশে রেখেছিনু প্রাণ। বিদায় চরণে যাচি এখন কৃপা-নিধান ॥ ২
শ্রীরাম কহেন তাত রাখ' নিজ কলেবর। জটায়ু শুধান হাসি' কি হেতু করুণাকর ॥
মরণ-সময়ে নাম গ্রহণ করিলে যাঁ'র। অধমেও পরা-গতি পায় বেদ কহে সার ॥ ৩
সেই তোমা আঁখি-আগে দরশন করি যবে। কিসের আশায় তবে জীবন রাখিতে হ'বে ॥
কহেন শ্রীরঘুনাথ জলে ভরা দু'নয়ন। কর্ম্মের মত তাত গতি পায় জীবগণ ॥ ৪

অপরের হিত-সাধ নিয়ত হৃদয়ে যা'র। দুর্ল্লভ ধরামাঝে কিছুই নাহিক তা'র ॥
তনু পরিহরি' তাত যাও মম নিজধাম। কি দিব তোমারে বল তুমি ত পূরণ কাম ॥ ৫

দো—সীতার বারতা ব'লো না পিতারে শপথ করিয়া কই।
স-কুলে রাবণ নিজে গিয়া ক'বে যদি রাম আমি হই ॥ ৩১

চৌ—জটায়ু ত্যজিয়া কায়া ধরিল হরির রূপ। আভরণ কতবিধ বসন পীত অনুপ।
শ্যাম কম-কলেবর সুবিশাল ভুজ চারি। স্তুতি-গান সে বদনে নয়নে প্রেমের বারি ॥ ১

ছ—জয় জগ-ভূপ অনুপম রূপ সগুণ অ-গুণ মায়ার পতি।
ভীম দশানন ভুজ-বিখণ্ডন চণ্ড শর-ধর ভূষণ ক্ষিতি ॥
তনু জলধর মুখ মনোহর কমল লোচন রাজীব-দল।
নমি সদা পায় রাম কৃপাময় ভব-নিবারণ ভুজ বিশাল ॥ ১
বল অতুলিত মায়ার অতীত আদি অ-জ এক হে অগোচর।
গোবিন্দ* গো-পর† সব-দ্বন্দ্ব হর বিজ্ঞান-ঘন ধরণীধর ॥
রাম-নাম মন্ত্র জপে যেই সন্ত অনন্ত-দাসের মন যে হরে।
নমি সদা রাম সে প্রিয় অকাম কামাদি দলে যে দলন করে ॥ ২
যাঁ'রে মায়াতীত ব্রহ্মা সব-গত অজ রজাতীত বেদেতে গায়।
করি' যোগ ধ্যান বিরতি ও জ্ঞান- সাধনে মুনিরা যাঁহারে পায় ॥
সেই কৃপা-কন্দ সুষমার বৃন্দ জগ-বিমোহন নিজে প্রকাশ।
হৃদি-এ ভ্রমর প্রতি অঙ্গ 'পর বহু কাম-শোভা করে বিকাশ। ৩
অগম সুগম শান্ত অ-সম স্বভাব-বিমল সম যে সদা।
যোগিগণ যাঁ'রে যতনে নেহারে ইন্দ্রিয় মনে দমিয়া সদা ॥
সেই ভব পতি রমা-প্রাণপতি ভক্ত-বশ যিনি সতত র'ন।
হৃদয়ে আমার বাস হো'ক তাঁ'র পূত লীলা যাঁর ভব-বারণ ॥ ৪

দো—অচলা ভকতি- বর ভিক্ষা করি' গৃধ্র গেল হরি-ধাম।
তাহার সৎকার করেন বিহিত আপনার করে রাম ॥ ৩২

কবন্ধ-উদ্ধার

চৌ—অতীব কোমল-প্রাণ দীনেরে দয়ার খনি। কারণ বিনাই কৃপা করেন শ্রীরঘুমণি ॥
গৃধ্র অধম খগ আমিষ করে আহার। যোগিজন-বাঞ্ছিত সুগতি হইল তা'র ॥ ১
হর ক'ন শুন উমা তা'রা অতি ভাগ্যহীন। হরি ত্যজি' হয় যা'রা বিষয়-রসেতে লীন ॥
সীতা-সন্ধান রত দুই ভ্রাতা তা'র পর। অতীব বিকল প্রাণে হইলেন অগ্রসর ॥ ২

---

* বেদবাক্য যাঁহা জ্ঞেয়। † ইন্দ্রিয়-অতীত।

তরুলতা সমাকুল গভীর ঘন কানন। কতই বিহগ মৃগ কেশরী কত বারণ ॥
কবন্ধে গমন-পথে আসিতে করেন নাশ। নিজ শাপ-কথা রক্ষঃ কহিল প্রভুর পাশ ॥ ৩
কহিল দুর্ব্বাসা ঋষি দিলা এই অভিশাপ। প্রভু-পদ দরশনে ঘুচিল এবে সে পাপ ॥
ক'ন রাম গন্ধর্ব্ব আমার শুন বচন। ব্রহ্মকুল-অরি আমি নাহি সহি কদাচন ॥ ৪

দো—কায় বাক্ মনে কপটতা ত্যজি' বিপ্র-সেবা যে করে।
ব্রহ্মা শিব আর আমার সহিত সব দেবে বশ করে ॥ ৩৩

শবরীর প্রতি কৃপা

চৌ—হ'ন শাপ-দণ্ড-প্রদ রূঢ়ভাষা-পরায়ণ। তবু দ্বিজ পূজনীয় সাধুদের এ বচন ॥
করিবে বিপ্রের পূজা হইলেও গুণহীন। শূদ্র কভু পূজ্য নহে হ'লেও গুণে প্রবীণ ॥ ১
বুঝা'লেন নিজধর্ম্ম করি' তা'র বিবরণ। হেরি' প্রেম নিজ পায়ে প্রসন্ন রামের মন ॥
রঘুপতি-পদতলে শির অবনত করি'। যায় সে গগন-পথে আপনার রূপ ধরি' ॥ ২
উদ্ধার করি' তা'রে উদার-চরিত রাম। শবরী-আবাসে গিয়া উপনীত গুণধাম ॥
আশ্রমে উপনীত হেরি' রাম রঘুরায়। মতঙ্গ মুনির বাণী স্মরি' পুলকিত-কায় ॥ ৩
জলজ-লোচন দুই বাহুযুগ সুবিশাল। জটার মুকুট মাথে গলে শোভে বনমাল ॥
এক শ্যাম কলেবর সু-গৌর আরজনে। শবরী পড়েন লুটে' জড়াইয়া শ্রীচরণে ॥ ৪
প্রেমেতে বিভোর প্রাণ বচন না আসে মুখে। বারবার পদে নতি করি'ছেন মহাসুখে ॥
আদরে সলিল সনে ধুয়া'ন কম-চরণ। বর-সুখাসন ল'য়ে করা'ন উপবেশন ॥ ৫

দো—কন্দ মূল ফল অতি সুরসাল আনিয়া করেন দান।
প্রেমভরে প্রভু করেন আহার করি' বহু গুণগান ॥ ৩৪

নববিধ ভক্তির উপদেশ

চৌ—জোড় করি' দুই পাণি দাঁড়া'লেন সম্মুখে। প্রভুরে নয়নে হেরি' ভকতির বান বুকে ॥
কি ভাবে এ দাসী প্রভু করিবে তোমার স্তুতি। জাতিতে অধম আমি অতি মোর জড় মতি ॥১
নীচাদপি নীচ যেবা তা' হ'তেও নীচ নারী। তাহাদেরো মাঝে আমি হীনতম হে পাপারি ॥
ক'ন রাম শুন ভামা মোর এ বচন স্থির। সম্পর্ক জীবের সনে শুধু মোর ভকতির ॥ ২
জাত-পাঁত কুল-মদ ধর্ম্ম মান প্রধানতা। ধন বল পরিজন গুণ কিম্বা চতুরতা ॥
ভকতি-বিহীন নর বিশ্বরে শোভা তেমন। জল বিনা জলধর নয়নে লাগে যেমন ॥ ৩
নবধা ভকতি-কথা কহিতেছি তব কাছে। অবহিত হ'য়ে শুন গেঁথে' রাখ' হৃদি-মাঝে ॥
প্রথম ভকতি হ'বে সন্তের সৎসঙ্গে। দ্বিতীয় ভকতি রতি আমার কথা-প্রসঙ্গে ॥ ৪

দো—তৃতীয় ভকতি গুরু-পদ সেবা বর্জ্জন করি' মান।
চতুর্থ আমার গুণ সমুদয় অকপটে করা গান ॥ ৩৫

চৌ—মম নাম জপ করা সহ দৃঢ় বিশ্বাস। এই পঞ্চম বেদে র'য়েছে ইহা প্রকাশ ॥
ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়-রোধ বিনয় বিরাগ মনে। অবিরত রত থাকা সজ্জন-আচরণে ॥ ১
সপ্তম আমি-ময় করা জগ দরশন। মো' হ'তে অধিক করি' দেখা সাধু-সজ্জন ॥
অষ্টম যথা-লাভে মন-মাঝে সন্তোষ। স্বপনেও আঁখি মেলে' নাহি দেখা পর-দোষ ॥ ২
নবম সরল সবে অকপট ব্যবহার। আমারি ভরসা প্রাণে বীত সুখদুখ-ভার ॥
এই নয়টির মাঝে একটিও যা'র হয়। হ'ক সে পুরুষ নারী জড় কি চেতনাময় ॥ ৩
হে ভামিনি সেই মোর পাশে প্রিয়তম অতি। তুমি ত সকল ভাবে সুদৃঢ় ভকতিমতী ॥
যোগিজন-দুর্ল্লভ গতি যাহা সুমহান্। সে গতি ত' তব তরে সুখ-লভ হয় জ্ঞান ॥ ৪
মোর দরশন-ফলও এ অপার অনুপ। জীব অধিকার করে স্বাভাবিক নিজরূপ ॥
হে দেবি এখন বল যদি তব রহে জানা। বারণ-গামিনী কোথা সীতা মৃগ-সুনয়না ॥ ৫
কহিলা শবরী যাও পম্পা সরসী-পানে। তথায় মিতালি হ'বে তব সুগ্রীব সনে ॥
করিবে সে নিবেদন সব তোমা রঘুবীর। জেনে'ও শুধাও মোরে কিবা প্রভু মতিধীর ॥ ৬
বারবার প্রভু-পদে শির করি' অবনত। শুনায় ভকতি-ভরে শবরী বারতা যত ॥ ৭

ছ—নিবেদি' সকল সে মুখ-কমল নিরখিয়া পদ হৃদয়ে ধ'রে।
যোগে দহি' কায় হরি-পদ পায় যথা হ'তে কভু কেহ না ফিরে ॥
বহুমত কর্ম্ম সকল অধর্ম্ম শোক-প্রদ সব ত্যজহ নর।
করি' বিশ্বাস বলে তুলসীদাস কর নতি রাম-চরণ 'পর ॥

দো—জন্ম নীচ কুলে পাপে ধরাতলে তারিলেন হেন নারী।
ওরে খল মন সুখ আকিঞ্চন এ হেন প্রভু বিসারি' ॥ ৩৬

রামের বিরহ

চৌ—সে কানন(ও) করি' ত্যাগ চলিলেন রঘুবর। মানব-কেশরী দুই অতুলিত বল-ধর ॥
বিরহী-সমান প্রভু সহিত কত বিষাদ। কহি'ছেন অনুজেরে কত কথা-সংবাদ ॥ ১
ক'ন লক্ষ্মণ হের বন কিবা শোভাময়। হেন শোভা হের' কা'র প্রাণে ক্ষোভ নাহি হয় ॥
দয়িতার সনে সব জন্তু বিহগগণ। নিন্দা করি'ছে মোরে এই যেন লয় মন ॥ ২
আমারে বিলোকি' দূরে মৃগেরা পলা'য়ে যায়। মৃগীরা হাসিয়া কহে তোমাদের নাহি ভয় ॥
সাধারণ-মৃগজাত তোমরা কর বিহার। খুঁজিতে কনক-মৃগ কাননে আসা ইহার ॥ ৩
কুঞ্জর নিজ পাশে বধূরে টানিয়া লয়। যেন তা'রা ইঙ্গিতে আমারেই শিক্ষা দেয় * ॥
সুচিন্তিত শাস্ত্র যত দেখ তুমি বারবার। সু-সেবিত নৃপে বশে ভে'বনাক' আপনার ॥ ৪

* যেন এই শিক্ষা দেয় যে, স্ত্রীকে কখনও একাকী রাখিয়া যাওয়া উচিত নহে।

যদিও নারীরে নিজ বুকে পুরে রাখ কভু। শাস্ত্র যুবতী নৃপ বশে নাহি রয় তবু॥
মধুর মলয়ঋতু হের মন-বিমোহন। প্রিয়ার বিহনে মোর' করে ত্রাস উৎপাদন॥ ৫

দো—বিরহে বিকল বলহীন অতি একা মোয়ে তা'র জানা।
মধুপ কানন বিহগেরে ল'য়ে কাম দিল তা'ই হানা॥ ৩৭ (ক)
দেখে' গেল দূত ভ্রাতা সনে মোরে সংবাদ লভি' তা'র।
থামাইয়া যেন আপন বিপুল বাহিনী স্থাপিল মার॥ ৩৭ (খ)

চৌ—বিশাল পাদপ হ'তে ঝুলিছে ব্রততী যত। রচিত হইল যেন তথায় শিবির কত॥
উড়িছে পতাকা ধ্বজা যতেক কদলী তালে। ধীরতা যাহার মনে সে কভু নাহিক টলে॥ ১
ধ'রেছে বিবিধ ফুল নানাজাতি তরুদল। যেন তীরন্দাজ বহু আগুলিছে বন্দিদল॥
হেথা হোথা মনোহর তরুগণ শোভা পায়। পৃথক্ ছাউনি যেন কোন কোন বীর ছা'য়॥ ২
পিকের কূজন যেন মত্ত বারণ-রব। ডাহুক কোকিল উট অশ্বতর যেন সব॥
ময়ূর চকোর শুক কপোত মরালচয়। এরা যেন মনোজের মহাতেজ রণ-হয়॥ ৩
তিতির বটের যত পদাতিক সেনাগণ। কত ক'ব মনসিজ-বাহিনীর বিবরণ॥
রথ ধরাধর-শিলা দুন্দুভি নির্ঝর। চাতক-ভাটেরা গায় গুণচয় নিরন্তর॥ ৪
মধুকর-গুন্‌গুন্ তূরী আর ভেরী-হেন। ত্রিনবিধ সমীরণ মদনের দূত যেন॥
চারিদল অনীকিনী ল'য়ে সাথে আপনার। রণে আবাহন করি' বিচরণ করে মার॥ ৫
মীন-কেতনের এই সেনা করি' দরশন। যে পারে ধরিতে ধীর খ্যাতি লভে সেইজন॥
রমণী কামের এক বড়ই প্রবল বল। বিজয় যে লভে তা'তে বীর সেই মহাবল॥ ৬

দো—তাত এই তিন খল অতিবল কাম ক্রোধ লোভ আর।
পলে বিক্ষোভ তুলে মুনি-মনে যাঁ'রা বিজ্ঞানাগার॥ ৩৮ (ক)
লোভের ইচ্ছা দম্ভ সহায় নারীই কামের বল।
ক্রোধের সহায় পরুষ বচন ব'লেছেন মুনিদল॥ ৩৮ (খ)

পম্পা-সরোবরে গমন

চৌ—গুণের অতীত তিনি চরাচর-জগৎস্বামী; ভবানি তিনিই রাম সবার অন্তরযামী॥
কামীদের দীন-ভাব দেখাইয়া রঘুবর। করিলেন বিবেকীর বিরাগ সুদৃঢ়তর॥ ১
ক্রোধ কাম মদ লোভ মায়া-আদি সমুদায়। শ্রীরামের দয়া হ'লে আপনি ঘুচিয়া যায়॥
বাজীকর যা'র 'পরে র'ন সদা অনুকূল। বাজীর মায়ায় তা'র কদাচ না হয় ভুল॥ ২
উমা কহিতেছি আমি নিজের যা' অনুভব। হরির ভজনা সার স্বপ্ন জগত সব॥
তা'র পর যা'ন প্রভু সেই সরসীর তীর। পম্পা যাহার নাম মনোহর সুগভীর॥ ৩
সন্ত-হৃদয় সম নির্ম্মল তা'র বারি। তাহাতে বাঁধান' ঘাট রহে মনোহর চারি॥
যথা তথা জলপান করে বহু পশুদল। উদার দাতার গৃহে যেমন যাচক দল॥ ৪

দো—কমল-পর্ণে লুকান' সলিল সহজে না পা'বে মর্ম্ম।
মায়াবৃত জীব না পায় দরশ যথা নির্গুণ ব্রহ্ম ॥ ৩৯ (ক)
সুখে রহে মীন এক-রসে মাতি' অতল জলের মাঝে।
ধর্ম্ম-নিরত জীবন যেমন কেটে' যায় সুখ-সাজে ॥ ৩৯ (খ)

চৌ—বিকশিত বহুভাঁতি সরসিজ শোভমান্। গুঞ্জে ভৃঙ্গ বহু তুলিয়া ললিত তান ॥
জল-কুক্কুট ডাকে মরাল সু-রব করে। প্রভুরে হেরিয়া যেন সবে গুণগান করে ॥ ১
চক্রবাক্ বক-আদি কতবিধ খগ আর। মুখে নাহি যায় কহা দেখিবার(ই) সে বাহার ॥
নয়ন-ভুলান' পাখী করে গান বিমোহন। পথচারী পথিকেরে যেন করে আবাহন ॥ ২
সরোবর-তটদেশে কত মুনি-আশ্রম। কাননের চারিদিকে তরু রহে মনোরম ॥
চম্পা বকুল আর কদম কিবা তমাল। পাটল পনস আদি সহকার সুরসাল ॥ ৩
নব কিশলয়-সাজে সজ্জিত তরুচয়। ফুলে ভরা মধুকর গুঞ্জরে মনোময় ॥
স্বভাবজ-সুশীতল মন্দ সুরভি-যুত। ত্রিবিধ সমীরণ রহে তথা প্রবাহিত ॥ ৪
মুহুমুহু কুহুকুহু কোকিলেরা তুলে তান। রস তন্ময় সেই রব শুনি' মুনি গত-ধ্যান ॥ ৫

দো—ফল-ভারে নমি' পাদপ নিকর ধরণী পরশি' রয়।
পর-উপকারী নর যথা নব লভিয়া বিত্ত চয় ॥ ৪০

চৌ—রমণীয় সরোবর করি' রাম দরশন। মজ্জন করি' তাহে অতীব মোদিত মন ॥
হেরি' মনোহর এক পাদপ তাহার ছায়। বসিলেন অনুজের সনে তথা রঘুরায় ॥ ১
আসেন তখন তথা মুনি ঋষি সুরগণ। নিজনিজ ধামে যা'ন করি' পদ-বন্দন ॥
পরম হরষ-মনে বসিয়া তথা কৃপাল। অনুজের সনে ক'ন কত কথা সুরসাল ॥ ২

নারদ-রাম সংবাদ

বিরহ-পীড়িত ভগবানে করি' দরশন। অতীব ভাবনাবৃত নারদ মুনির মন ॥
ভাবেন আমারি শাপ দয়াল করি' স্বীকার। শ্রীরাম সহেন এই দুঃখ নানাপ্রকার ॥ ৩
এমন প্রভুরে গিয়া করি আজি দরশন। হেন অবসর আর হ'বে না পরে কখন ॥
এ কথা ভাবিয়া মনে করেতে লইয়া বীণ। গেলেন নারদ যথা সুখে প্রভু সমাসীন ॥ ৪
মুখেতে করেন গান মুহুমুহু রাম-নাম। করেন ভকতি ভরে বিবিধ লীলা বাখান ॥
করিতেই দণ্ডবৎ ধরিয়া তুলেন তাঁ'রে। চাপেন আপন বুকে নারদেরে বারেবারে ॥ ৫
স্বাগত করিয়া তাঁ'রে আপন পাশে বসা'ন। লক্ষ্মণ বারি আনি' আদরে পদ ধুয়া'ন ॥ ৬

দো—বহুবিধি স্তুতি করিয়া তাঁহার প্রভুরে মোদিত জানি'।
কহেন বচন নারদ তখন জুড়িয়া কমল-পাণি ॥ ৪১

চৌ—সহজ-উদার শুন হে রঘুনায়ক। সুন্দর অগম সুগম বরদায়ক॥
যাচি ও পদতলে এক বর দেহ স্বামি। যদিও বিদিত সব অন্তরযামী॥ ১
আমার প্রকৃতি ভাল জান মুনি রাম ক'ন। ভকতের কাছে কভু থাকে কি কিছু গোপন॥
কি আছে এমন প্রিয় কহ এ সুজন 'পর। যাচিতে যা' মোর পাশে নাহি পায়' মুনিবর॥ ২
অদেয় ভকতে মোর নাহিক কিছু এমন। এ প্রতীতি ভুলেও না কভু হ'য়ো বিসরণ॥
নারদ কহেন তবে প্রাণে ভরা পুলকতা। এই বর যাচি প্রভু ক্ষম মম ধৃষ্টতা॥ ৩
যদিও হে প্রভু নাম গণনাহীন তোমার। এক হ'তে এক বড় বেদ এই বলে আর॥
রাম-নাম হ'ক নাথ বড়-নাম সকলের। ব্যাধের সমান হ'ক যত পাপ-বিহগের॥ ৪

দো—পূর্ণিমা নিশা তোমার ভকতি রাম-নাম হ'য়ে সোম।
অন্যে তারা সম করুক উজ্জ্বল ভকত-হৃদয়-ব্যোম॥ ৪২ (ক)
তাহাই হইবে মুনি-প্রতি ক'ন কৃপানিধি রঘুনাথ।
বিপুল পুলকে প্রভুর চরণে নারদ নমা'ন মাথ॥ ৪২ (খ)

চৌ—তখন নারদ রামে অতি প্রসন্ন জানি'। কহিলেন আর বার সহ সুকোমল বাণী॥
শুন প্রভু রঘুনাথ মায়ারে করি' প্রেরণ। বিমোহিত ক'রেছিলে যখন আমার মন॥ ১
বিবাহ করিতে তবে হ'য়েছিল অভিলাষ। দিয়াছিলে বাধা তাহে কি হেতু রমা-নিবাস॥
অবধান মুনিবর কহি তোমা প্রীতিভরে। সকল ভরসা ত্যজি' যে মোর ভজনা করে॥ ২
তেমনি তাহার সদা করি পরিরক্ষণ। মাতা যথা করে শিশু-রক্ষণাবেক্ষণ॥
ধরিতে অনল অহি শিশু যবে ছুটে' যায়। মাতা তব আগুলিয়া রক্ষা করেন তা'য়॥ ৩
প্রৌঢ়ও হ'লে সুত মাতার তনয়-'পরে। স্নেহ রয় তবে নহে পূর্ব্বের মত ক'রে॥
প্রৌঢ় তনয় সম যে সকল জ্ঞানিগণ। বালক-তনয় মম অ-মান ভকতজন॥ ৪
ভকতের মোর বল নিজবল জ্ঞানীদের। কাম-ক্রোধ আদি রিপু আছেই ত সকলের॥
পণ্ডিত এ বিচারি' আমার ভজনা করে। করিলেও জ্ঞানলাভ নাহি ছাড়ে ভকতিরে॥ ৫

দো—কাম ক্রোধ লোভ মোহ অহঙ্কার এরা ভীম অনীকিনী।
তা'র মাঝে অতি দুখদ দারুণ নারী মায়া-স্বরূপিণী॥ ৪৩

চৌ—সন্ত পুরাণ বেদ এই বলে মুনিরাজ। কামিনী মোহের বন-মাঝে যেন ঋতুরাজ॥
জপ-তপ-নিয়ম-জলাশয় হ'তে বারি। শোষণ করয়ে সব নিদাঘরূপিণী নারী॥ ১
কাম-ক্রোধ-মদ-ভেকেরে হরষ দিতে। এরাই প্রাবৃট-রূপা শুধু এক এ মহীতে॥
কু-বাসনা বিকশিত কুমুদ-নিকর-প্রায়। এ শরৎঋতু হ'তে তা'রা সদা সুখ পায়॥ ২

ধর্ম্ম যতেক তা'রা কমল-আকার ধরে। নীচ-সুখদা নারী হিমরূপে দহে তা'রে ॥
নারী-হিমঋতু পেয়ে তখন মমতা-কাশ। সবারে আবরি' করে নিজেরে তেজে প্রকাশ ॥ ৩
পাপ-পেচকের চির অন্তর-বিনোদিনী রমণী তমসাময়ী ঘন ঘোর নিশীথিনী ॥
বুদ্ধি বল সত্য শীল এ সকল মীন। এদের বঁড়শী যেন রমণী বলে প্রবীণ ॥ ৪

দো—যাতনা-দায়িনী সব দোষ মূল সকল দুখের খনি।
এই সব বুঝি' তা'ই নিবারণ করিয়াছিলাম মুনি ॥ ৪৪

চৌ—মনোহর রঘুপতি বচন করি' শ্রবণ। পুলকিত মুনি-কায় জলে ভরে দু'নয়ন ॥
ভাবি'ছেন বল' কোন্ প্রভুর এমন রীতি। ভকতের তরে কা'র এমন মমতা প্রীতি ॥ ১
ভ্রম করি' বরজন যে প্রভুরে নাহি ভজে। জ্ঞানের কাঙ্গাল সেই কু-ললাট-পাঁকে মজে ॥
আদরের সনে পুনঃ কহেন মুনি নারদ। কহ প্রভু রঘুনাথ বিজ্ঞান-বিশারদ ॥ ২
সাধুজন-লক্ষণ কহ দেব কৃপা করি'। ভবভয়-নিবারণ হে নাথ দুরিতহারি ॥
রাম ক'ন শুন মুনি সাধু গুণ-বর্ণন। তাঁ'দের অধীন আমি রহি সদা যে কারণ ॥ ৩
জিত যিনি ছ' বিকার অ-পাপ বিগত কাম। অবিচল অকিঞ্চন পূত আর সুখধাম ॥
সীমাহীন জ্ঞান যাঁ'র ইচ্ছাহীন মিত-ভোগী। সত্য-রত সব কালে পণ্ডিত কবি যোগী ॥ ৪
সাবধান মানদাতা আপনি মদ-বিহীন। ধৈর্য্যশীল ধর্ম্ম-জ্ঞান আচারে মহাপ্রবীণ ॥ ৫

দো—ভব-দুখহীন গুণের আধার নাহি কোন সন্দেহ।
আমার চরণ বিহনে কিছুই নহে প্রিয় গৃহ দেহ ॥ ৪৫

চৌ—কুণ্ঠিত হয় শুনি' আপনার গুণগান। শুনিলে পরের গুণ অধিক হরষে প্রাণ ॥
সম শীতল ভাব ত্যাগ যে না করে নীতি। স্বভাবে সারল্য ভরা সবারি সহিত প্রীতি ॥ ১
জপ তপ ব্রত দম নিয়ম সংযম আর। গোবিন্দ গুরু দ্বিজ-চরণে ভকতি যা'র ॥
শ্রদ্ধা ক্ষমা সখা-ভাব দয়া ভরা অন্তরে। প্রমোদিত ভাব প্রেম আমার চরণ 'পরে ॥ ২
বিরাগ বিবেক শীল ভরা অনুভব-জ্ঞানে। যথাযথ জ্ঞান যা'র কিবা বেদে কি পুরাণে ॥
দম্ভ মান মদ নাহিক কাহার সনে। ভ্রমেও না দেয় পদ কখনো কুপথ-পানে ॥ ৩
মম লীলা-গান মুখে কাণে শুনে অবিরত। বিনা হেতু অপরের উপকারে সদা রত ॥
শুন মুনি সাধুদের লক্ষণ এ সকল। বর্ণিতে মানে হার বাণী আর বেদ-দল ॥ ৪

ছ—হারে বীণাপাণি বাসুকী এ শুনি' কমল-চরণ মুনি জড়া'ন।
এ-ভাবে কৃপাল দীনের দয়াল ভকতের গুণ শ্রীমুখে গা'ন ॥
বার বার নমি' পদ-কোকনদে গেলেন নারদ ধাতার ধামে।
তুলসি সে ধন্য ত্যজি আশা অন্য রঞ্জিত রহে যে হরি-প্রেমে ॥

শ্রীরাম-মাহাত্ম্য শ্রবণের মহিমা

দো—রাবণ-অরির পুণ্য-সুযশ যে জন শুনিবে গা'বে।
বিনা যোগ জপ বিরাগ রামের দৃঢ় ভক্তি সে পা'বে ॥ ৪৬(ক)
দীপ-শিখা প্রায় যুবতীর কায় হ'য়ো না মন পতঙ্গ।
ভজ' রাম-পদ ত্যজি' কাম মদ কর সদা সৎসঙ্গ ॥ ৪৬(খ)

কলিযুগের সমস্ত পাপধ্বংসকারী শ্রীরামচরিত-মানসের
এই তৃতীয় সোপান সমাপ্ত হইল ॥

(অরণ্যকাণ্ড সমাপ্ত)

শ্রীগণেশায় নমঃ

শ্রীজানকীবল্লভের জয়

শ্রীরামচরিত মানস

চতুর্থ সোপান

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

শ্লোক—কুন্দ নীল-ইন্দীবর গৌর-শ্যামল রূপ অতিবল বিজ্ঞানের ধাম
অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর শোভাধার বেদ-বন্দ্য গো-ব্রাহ্মণগণ-প্রাণারাম।
মায়ায় মানবরূপী রঘুকুলবর দুটি সদ্ধর্ম্মের বর্ম্ম হিতকারী
সীতা-অন্বেষণপর পথিক-প্রবর সদা হ'ন ভক্তি বিতরণকারী ॥ ১
ব্রহ্ম-বারি সমুদ্ভব কলির কলুষ যত নিঃশেষ-বিধ্বংসী নাশ হীন।
সুষমা বিস্তার করি' সর্ব্বকাল তরে যেই শ্রীশম্ভুর মুখ-ইন্দু লীন।
জন্ম-মরণ রোগে সুধাসম ঔষধ জানকীর প্রাণের সমান
ধন্য তা'রা যা'রা করে নিশিদিন নিরন্তর শ্রীরামের নামামৃত পান ॥ ২

সো—মুক্তি-জন্মভূমি জানি' জ্ঞানকর পাপ-বিনাশন।
যথা র'ন শঙ্কর-ভবানী সে কাশী না সেবি কি কারণ ॥
দহিত হেরিয়া সুরগণ করিয়া গরল যেবা পান।
না ভজিস্ তাঁ'রে মূঢ় মন কে কৃপাল সে শম্ভু সমান ॥

শ্রীরামের সহিত হনুমানের সাক্ষাৎ

চৌ—পুনরায় আগুয়ান হ'ন রাম রঘুবর। ঋষ্যমূক শৈলের হ'লেন নিকটতর ॥
সেথা সুগ্রীব রহে আপন সচিব সনে। আসিতে হেরিয়া মহাবল রাম-লক্ষ্মণে ॥ ১
অতীব ত্রাসের ভরে কহে শুন হনুমান। কে ওই যুগল নর বল ও রূপ-নিধান ॥
ধরি' ব্রহ্মচারী-রূপ আপনি ওখানে যাও। মর্ম্ম বুঝিয়া সব বারতা মোরে জানাও ॥ ২
প্রেরিত কুটিল বালি যদ্যপি ওরা হয়। পর্ব্বত ত্যজি' তবে এখনি পলা'তে হয় ॥
দ্বিজ-বেশ ধরি' কপি করিল তথা গমন। নমিত করিয়া শির শুধাইল এ বচন ॥ ৩

কে তোমরা দুই জন গৌর-শ্যাম শরীর। ফিরি'ছ কানন মাঝে রূপে ক্ষত্রিয় বীর ॥
সুকঠিন ক্ষিতিতলে কোমল চরণ ফেলে'। হে প্রভু এ বনদেশে বিচরিছ কোন্ ছলে ॥ ৪
মৃদুল মনোহর সুন্দর কলেবর। স'হিছ' আতপ-তাপ সমীরণ ক্লেশকর ॥
ত্রি-মূরতি মাঝ হ'তে তোমরা কি দুইজন। অথবা তোমরা কি গো সেই নর-নারায়ণ ॥ ৫

দো—কিম্বা জগত- তারণ-কারণ ভঞ্জন ভূমি-ভার।
আপনি অখিল ভুবনের পতি নেছ' নর-অবতার ॥ ১

চৌ—সুত মোরা কোশলের নৃপতির রাম ক'ন। জনক-বচনে বনে দোঁহাকার আগমন ॥
মোরা ভাই দুইজন লক্ষ্মণ রাম নাম। সাথে সুকুমারী নারী ছিল আঁখি-অভিরাম ॥ ১
হেথা সেই জানকীরে রাক্ষস নিল হ'রে। ব্রাহ্মণ ফিরি মোরা তা'রি উদ্দেশ ক'রে ॥
করিলাম বর্ণন নিজেদের ইতিহাস। নিজ-কথা এবে দ্বিজ করহ মোরে প্রকাশ ॥ ২
প্রভুরে চিনিয়া হনু পড়িল চরণ ধ'রে। সে সুখ তাহার উমা বর্ণনা কেবা করে ॥
পুলকনে ভরে তনু মুখে না আসে বচন। প্রভুর রুচির বেশ করে শুধু দরশন ॥ ৩
তখন ধরিয়া ধীর করে তাঁ'র স্তুতি গান। চিনিয়া প্রভুরে নিজ হরষে ভরিল প্রাণ ॥
কহে মোর শুধানতে নাহি কিছু অন্যায়। তুমি কি শুধাও প্রভু তুচ্ছ মানবপ্রায় ॥ ৪
তোমারি মায়ার বশে ভ্রান্ত হইয়া ফিরি। সে কারণে আপনার প্রভুরে চিনিতে নারি ॥ ৫

দো—একেই ত নিজে মূঢ় মায়াবশ কুটিল হৃদয় অজ্ঞান।
তাহে তুমি প্রভু ভুলাইলে মোরে দীননাথ ভগবান্ ॥ ২

চৌ—যদিও আমার প্রভু অপরাধে সীমা নাই। প্রভু যেন সেবকেরে না ভুলিও এই চাই ॥
তোমারি মায়ায় নাথ মুগ্ধ জীব সকলে। নিস্তার পে'তে পারে তোমারি দয়ার বলে ॥ ১
তদুপরি তোমার দোহাই হে রঘুরায় কিছুই ত জানা নাই সাধনার সদুপায় ॥
সন্তান জননীর প্রভু-ভরসায় দাস। অ-ভাবনা রহে প্রভু পালিলেই পূরে আশ ॥ ২
এ বলিয়া সকাতরে পড়িয়া চরণ 'পরে। হৃদে প্রেম ভরা নিজ শরীর প্রকাশ করে ॥
তখন শ্রীরঘুনাথ উঠাইয়া বুকে লন। জুড়া'ন আপন আঁখি-বারি করি' সিঞ্চন ॥ ৩
ক'ন কপি মনে গ্লান আনিও না কোন মতে। তুমি মোর পাশে প্রিয় দ্বিগুণ লক্ষ্মণ হ'তে ॥
সম-দরশী বলি' বলে মোরে সবজনে। সেবক অনন্যগতি মোর প্রিয় লাগে মনে ॥ ৪

দো—মতি অনন্য তাহারি যাহার মনে এ অটল জ্ঞান।
আমি দাস আর চরাচর-রূপে প্রভু মোর ভগবান্ ॥ ৩

শ্রীরামের সহিত সুগ্রীবের মিত্রতা

চৌ—হেরিয়া পবনসুত শ্রীরামেরে অনুকূল। অপার প্রসাদ প্রাণে মিটে গেল সব শূল ॥
বলে প্রভু গিরি 'পরে কপিপতি করে বাস। সুগ্রীব নাম তা'র সে-ও তব এক দাস ॥ ১

তাহার সাথেতে প্রভু স্থাপন কর প্রণয়। তা'রে দীন বুঝি' মনে প্রদান কর অভয়॥
সে-ই জানকীর তব করাইবে অন্বেষণ। চারি দিকে কোটি কোটি কপিরে করি' প্রেরণ॥২
এই ভাবে শ্রীরামেরে সব কথা বুঝাইল। দুজনেরে নিজ কাঁধে আরোহণ করাইল॥
পায় সুগ্রীব যবে শ্রীরামের দরশন। করিল জনম অতি ধন্য বলি' গণন॥ ৩
মিলিল আদরে নত করিয়া চরণে শির। ভাই সনে সম্ভাষণ করিলেন রঘুবীর॥
সুগ্রীব মনে মনে করিতেছে এ বিচার। করিবেন কি হে বিধি প্রণয় সনে আমার॥ ৪

দো—হনুমান তবে দোঁহে দোঁহাকার সকল কথা শুনায়।
অনলে সাক্ষী রাখিয়া মিতালি করাইল দু'জনায়॥ ৪

চৌ—প্রণয় স্থাপিত হ'ল না রহিল অন্তর। লক্ষ্মণ রাম-গাথা কহিলেন অতঃপর॥
সুগ্রীব কহে তবে নয়নে পূরিত বারি। আবার পাইবে নাথ মিথিলেশ-সুকুমারী॥ ১
মন্ত্রিগণের সনে এইখানে একবার। বসি' বসি' সবে কিছু করিতেছিনু বিচার॥
তখন গগনে যে'তে করিয়াছি দরশন। পরের কবলে পড়ি' করেন বহু রোদন॥ ২
রাম রাম হায় রাম রবে চীৎকার করি'। দিলেন বসন ফেলি' আমা সবাকায় হেরি'॥
যাচিতে বসন রাম এনে দিল স্বরাপর। সে বাস হৃদয়ে চাপি' শ্রীরাম অতি কাতর॥ ৩
সুগ্রীব কহে তবে শুন প্রভু রঘুবীর। খেদ কর ত্যাগ এবে পরাণে ধরহ ধীর॥
সকল প্রকারে সেবা করিব আমরা সবে। জনক-কুমারী সীতা যাহে ফিরে' পাওয়া যা'বে॥৪

দো—সখার বচন শুনি' প্রীত অতি কৃপানিধি বলধাম।
কহ কি কারণে বনে বাস কর সুগ্রীবে ক'ন রাম॥ ৫

সুগ্রীবের নিজ দুঃখ বর্ণন

চৌ—সুগ্রীব কহে নাথ বালি আমি দুই ভাই। কত যে প্রণয় ছিল বলিবার ভাষা নাই॥
ময়-দানবের সুত মায়াবী তাহার নাম। একবার এসেছিল সে প্রভু মোদের গ্রাম॥ ১
অর্দ্ধ রাত্রে করে চীৎকার পুরদ্বারে। অরাতির বল বালি পারিল না সহিবারে॥
বালিরে ধাবিত হেরি' লাগিল সে পলাইতে। ছুটিনু তখন আমি ভ্রাতার সহায় হ'তে॥ ২
গিরির গুহায় এক সে দানব প্রবেশিল। তখন আমারে বালি সম্ভাষি' এ কহিল॥
মোর আসা-পথ চে'য়ে র'বে পক্ষান্ত-তরে। যদি নাহি ফিরি মনে বুঝিবে গিয়াছি ম'রে॥ ৩
একমাস কাল তথা রহিলাম হে খরারি। বাহির লাগিল হ'তে রুধিরের স্রোত ভারি॥
ভাবিলাম হত বালি আসিবে মোরে মারিতে। গুহা-মুখে শিলা চাপি' লাগিলাম পলাইতে॥ ৪
নিরখি' নৃপতি হীন বালির সচিবগণ। হঠে মোরে করাইল রাজাসনে আরোহণ॥
দানবে বধিয়া বালি ভবনে আসিল ফিরে। বিরোধ হৃদয়ে তা'র বাড়িল নিরখি' মোরে॥ ৫
অরাতি-সমান মোরে করিল অতি প্রহার। সকলি হরিয়া নিল কেড়ে' নিল জায়া আর॥
তাহার ত্রাসেতে ওহে রঘুবীর কৃপাময়। ফিরে'ছি বেহাল হ'য়ে সকল ভুবনময়॥ ৬

শাপের কারণে হেথা নাহি করে আগমন। তথাপি র'য়েছি হের সতত ত্রাসিত মন ॥
ভকতের দুখ শুনি' দীনের প্রতি কৃপাল। সজোরে তুলেন উচ্চে ভুজযুগ সুবিশাল ॥ ৭

বালি-বধ প্রতিজ্ঞা; বন্ধু-লক্ষণ বর্ণন

দো—সুগ্রীব শুন বধিব বালিরে সন্ধানি' এক বাণ।
ব্রহ্মা শিবের নিলেও শরণ তবু না রহিবে প্রাণ ॥ ৬

চৌ—বন্ধুর দুখে প্রাণে যেজন না দুখ পায়। হেরিলেও তা'রে চ'খে পাপ হয় অতিশয় ॥
নিজ গিরি-সম দুখ রেণু ব'লে মনে করে। বন্ধুর কণা-দুখ সুমেরু-সমান হেরে ॥ ১
স্বাভাবিক ভাবে যা'র হেন মতি নাহি আসে। সে শঠ কি হেতু মিছা মিতালি করিতে আসে ॥
ফিরায়ে কুপথ হ'তে ফিরা'বে সুপথ পানে। বাড়া'বে সুগুণ যত দূর করি অপগুণে ॥ ২
আদান-প্রদানে লেশ-শঙ্কা বিহীন চিত। আপনার যথাবল করিবে সদাই হিত ॥
শতগুণ স্নেহ র'বে তাহার বিপদ কালে। পরম সখার গুণ এই সব বেদে বলে ॥ ৩
সমুখে মধুর কহে বচন করি' রচন। আড়ালে শুধুই গ্লানি কুটিলতা ভরা মন ॥
যাহার মনের হেন সর্প-সমান গতি। তেমন কু-সখা জনে বর্জনে শুভ অতি ॥ ৪
কৃপণ নৃপতি শঠ সেবক কুলটা নারী। কপটতা ভরা সখা শূল সম এই চারি ॥
চিন্তা দূর কর সখা ত্যজ' সব মোর' পরে। তোমার সকল ভার লইনু আপন করে ॥ ৫
সুগ্রীব কহে তবে অবধান রঘুবীর। বালি মহাপরাক্রম অতিশয় রণধীর ॥
দুন্দুভি রক্ষঃ-অস্থি দেখাইল বৃক্ষ তাল। বিনায়াসে করিলেন চূর্ণ তা'রে দয়াল ॥ ৬

সুগ্রীবের বৈরাগ্য

হেরিয়া অমিত বল হৃদয়ে বাড়িল প্রীতি। ইঁহা হ'তে বালি-বধ হ'বে হ'ল পরতীতি ॥
বার বার করে শির আনত চরণ 'পর। লভি' প্রভু-পরিচয় হৃষ্ট মন কপিবর ॥ ৭
উপজিত হ'ল জ্ঞান বচন কহিল বীর। হে নাথ কৃপায় তব মন মোর হ'ল স্থির ॥
সম্পদ সুখ আর খ্যাতি মান পরিবার। করিব তোমার সেবা সব করি' পরিহার ॥ ৮
শ্রীরাম ভকতি-পথে এরা সব অন্তরায়। এই ক'ন সন্তেরা যাঁ'র মন তব পায় ॥
অরাতি-বান্ধব-সুখ দুঃখ জগতময়। মায়ার রচিত শুধু সত্য প্রকৃত নয় ॥ ৯
বালি অতি হিতকারী তা'র তরে লভিলাম। তোমা হে করুণাময় দুঃখ-শমন রাম ॥
স্বপ্নেও যা'র সনে হইবে দ্বন্দ্ব মোর। জাগরণে মনোমাঝে উদিবে শোচনা ঘোর ॥ ১০
এখন হে কৃপাময় কর কৃপা এই ভাঁতি। সব ত্যজি' তোমা যেন ভজি আমি দিবারাতি ॥
শুনিয়া বিরাগভরা কপির মুখের বাণী। হসিত-বদনে তবে ক'ন রাম ধনুপাণি ॥ ১১
যাহা কিছু বর্ণিলে সত্য সকলি তাহা। মিথ্যা কখন সখা না হ'বে কহিনু যাহা ॥
কাক কহে হে খগেশ শ্রীরাম বেদে এ বলে। নটের বানর-প্রায় নাচান সবারে ছলে ॥ ১২

বালি-সুগ্রীব-যুদ্ধ ; বালি বধ

সুগ্রীবে সাথে ল'য়ে পরে রাম রঘুনাথ। চলিলেন ধনুশর গ্রহণ করিয়া হাত॥
পাঠা'লেন সুগ্রীবে বালি-পাশে সেইখন। কাছে গিয়া শ্রীরামের বলে করে গর্জ্জন॥ ১৩
শুনিতেই হুঙ্কার ছুটে বালি ক্রোধাতুর। চরণ ধরিয়া তারা বুঝায় তা'রে প্রচুর॥
শুন নাথ সুগ্রীব জুটে'ছে যাঁ'দের সনে। তেজ আর বলাধার তাঁ'রা ভাই দুইজনে॥ ১৪
কোশলেশ-আত্মজ লক্ষ্মণ আর রাম। কালেও জিনিতে রণে সক্ষম গুণধাম॥ ১৫

দো—বালি কহে শুন ভীরু প্রিয়তমে সম-দিঠি রঘুনাথ।
কদাপিও যদি বধেন আমারে সুশীলে হ'ব সনাথ॥ ৭

চৌ—এতেক বলিয়া যায় সহ মহা অভিমান। তৃণের সমান লঘু সুগ্রীবে করি' জ্ঞান॥
ভেটিল দোঁহায় দোঁহে বালি করে তর্জ্জন। মুষ্টি প্রহারি' ঘোর রবে করে গর্জ্জন॥ ১
পলায় আকুল হ'য়ে সুগ্রীব সে প্রহারে। অশনি-সমান লাগে মুষ্টি-প্রহার তা'রে॥
বলেছিনু রঘুবীর কৃপাময় তোমা হেন। ভাই নয় সাক্ষাৎ কাল মোর বালি যেন॥ ২
রাম ক'ন অবিকল আকৃতি দুইজনে। ভ্রমবশে বধ নাহি করিলাম সে কারণে॥
করিলেন নিজ দেহ তা'র করে পরশন। কুলিশ হইল তনু ঘুচিল সব বেদন॥ ৩
গলায় পরা'য়ে রাম দিলেন কুসুম-মাল। পাঠা'লেন তা'রে পুনঃ দিয়া বল সুবিশাল॥
আবার কতই মতে হইল ভীষণ রণ। বৃক্ষের আড়ে রাম করি'ছেন দরশন॥ ৪

দো—বহু ছল-বল সুগ্রীব করে হৃদয়ে বিজিত-ভয়।
করষি' শায়ক হানেন শ্রীরাম ভেদিয়া বালি-হৃদয়॥ ৮

চৌ—আকুল হইয়া পড়ে ধরায় শরের ঘায়। প্রভুরে সমুখে হেরি' উঠি' বসে পুনরায়
শ্যাম কলেবর শিরে বিরচিত জটাভার। অরুণ নয়ন-যুগ করে ধনু শর আর॥ ১
বার বার তাঁরে হেরি' সে চরণে দিল মন। চিনিয়া প্রভুরে মানে সফল নিজ জনম॥
মুখেতে কঠোর ভাষা পরা প্রেম ভরা বুকে। কহিল তখন বালি চাহি' শ্রীরামের মুখে॥ ২
ধর্ম্ম-কারণে প্রভু তোমার অবতরণ। ব্যাধের সমান ছলে করিলে মোরে হনন॥
অরাতি তোমার আমি সুগ্রীব প্রিয়তর। কি দোষ আমার প্রভু যাহাতে পরাণে মার'॥৩
রাম ক'ন শোন্ শঠ ভ্রাতৃবধূ সহোদরা। পুত্রবধূ ও দুহিতা সকলে সমান এরা॥
ইঁহাদের 'পরে করে যেজন কু-আঁখিপাত। তাহারে করিলে বধ কিছু নাহি অপরাধ॥ ৪
রে মূঢ় হৃদয়ে ঘোর অতিশয় অভিমান। বনিতার উপদেশে সে হেতু না দিলি কাণ॥
মম ভুজবলাশ্রিত জেনে'ও মনেতে তা'রে। গর্ব্বি অধম সাধ সুগ্রীবে বধিবারে॥ ৫

দো—শুন রাম নাথ- সহিত আমার কভু না চলিবে ছল।
এখনো কি প্রভু রহিলাম পাপী লভি' ও চরণ-তল॥ ৯

চৌ—শ্রবণ করিয়া রাম মন প্রাণ-গলা বাণী। বালির শিরের 'পরে রাখিয়া আপন পাণি ॥
কহেন অটুট দেহ করি তুমি রাখ' প্রাণ। উত্তরে বালি কহে শুনহ কৃপা-নিধান ॥ ১
জনম জনম মুনি করেন কত সাধনা। অন্তে তথাপি রাম-নাম মুখে বাহিরে না ॥
নামের প্রতাপে যাঁ'র শঙ্কর বারাণসী-। ধামে সকলেই সম-গতি দেন অবিনাশী ॥ ২
পে'য়েছি নয়ন-আগে আজ তাঁ'রে সুপ্রকাশ। আর কি কখনো প্রভু পা'ব হেন অবকাশ ॥ ৩

ছ—নয়ন-গোচর আজিকে সে জন বেদ নেতি যা'রে সতত গায়।
জিনি' প্রাণ-মন ইন্দ্রিয় বোধি' ধ্যানে মুনি যা'রে কদাচ পায় ॥
অতি অভিমানী মনে মোরে জানি' ক'ন প্রভু রাখ' এ কলেবরে ॥
কোন্ মূঢ় হঠে সুর-তরু কেটে' তা'দিয়ে বাবুল গাছেরে ঘেরে ॥ ১
নাথ এ কামনা করিয়া করুণা কৃপা-চ'খে হের দেহ সে-বর।
যে-যোনি ভিতরে ক্রিয়া অনুসারে যাই প্রেম রহে চরণ 'পর ॥
এ মম তনয় সমান বিনয় বল কৃপা করি' শরণে লও।
ধরি' এর হাত সুর-নর-নাথ অঙ্গদে দাস-পদে বসাও ॥ ২

দো—রামের চরণে দৃঢ় অনুরাগে বালি করে তনু ত্যাগ।
গল-চ্যুত হ'লে কুসুম-মালিকা তা' যথা জানে না নাগ* ॥ ১০

তারার বিলাপ, শ্রীরামের তারাকে উপদেশ

চৌ—পাঠাইলেন রঘুনাথ বালিরে আপন লোক। আসিল ব্যাকুল হ'য়ে নগরের যত লোক ॥
করিল বিলাপ তারা আসিয়া কতই মত। এলায়িত কেশদাম দেহ নহে সংযত ॥ ১
তারারে আকুলা হেরি' রঘুনাথ দয়া করি'। করিলেন জ্ঞানদান লইলেন মায়া হরি' ॥
কহিলেন ক্ষিতি বারি ব্যোম্ তেজ সমীরণ। এই পাঁচ হ'তে অতি ছার দেহ বিরচন ॥ ২
সে দেহ তোমার আগে ভূমিতে পড়িয়া রহে। সনাতন জীব তবে কেন তব মন দহে ॥
উদিত যখন জ্ঞান পড়িল চরণ 'পর। যেচে' নিল তাঁ'র পাশে পরমা-ভকতি বর ॥ ৩
শিব ক'ন উমা সবে কাঠের পুতুল মত। নাচান শ্রীরাম প্রভু চরাচরে আছে যত ॥
করিলেন সুগ্রীবে তখন আদেশ দান। যথা-বিধি সাধে বালি-মৃতক্রিয়া অনুষ্ঠান ॥ ৪

সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেক

তা'র পর রাম ক'ন বুঝাইয়া লক্ষ্মণে। বসাও আপনি গিয়া সুগ্রীবে রাজাসনে ॥
রামের আদেশ শিরে ধারণ করি তখন। নমিয়া চরণে তাঁ'র করিল সবে গমন ॥ ৫

দো—লক্ষ্মণ ত্বরা ডাকা'য়ে বিপ্র নগরবাসী-সমাজ
রাজ্য দিলেন সুগ্রীবে আর অঙ্গদে যুবরাজ ॥ ১১

---

* হস্তী।

চৌ—ভবানি শ্রীরাম সম হিতকারী জগময়। কিবা গুরু মাতা পিতা ভাই প্রভু কেহ নয় ॥
দেবতা মানব মুনি সকলেরি এই রীতি। স্বার্থের তরে করে অপরের সনে প্রীতি ॥ ১
আকুল বালির ত্রাসে ছিল যেবা দিবা রাতি। শরীরে আঘাত বহু ভাবনায় ভরা ছাতি ॥
সেই সুগ্রীবে দেন কপিদের রাজাসন। অতীব কৃপাল রাম রঘুকুল-বিভূষণ ॥ ২
জানিয়াও করে যা'রা হেন প্রভু পরিহার। কেন না বিপদে নর পড়িবে না বার বার ॥
অতঃপর সুগ্রীবে কাছে করি' আহ্বান। নৃপতির বহুনীতি শিখা'লেন প্রভু রাম ॥ ৩
কহিলেন সুগ্রীব শুন সখা কপিরাজ। চারি-দশ বর্ষ আমি না রব' বসতি-মাঝ ॥
নিদাঘ হ'য়েছে গত বরষার আগমন। নিকটের শৈল 'পরে রহিব আমি এখন ॥ ৪
অঙ্গদ সনে তবে কর তুমি এবে রাজ। কিন্তু স্মরণে সদা রাখিও আমার কাজ ॥
সুগ্রীব ফিরে' যবে আসিল আপন পুরে। গেলেন শ্রীরাম তবে প্রবর্ষণ গিরি 'পরে ॥ ৫

দো—আগেই দেবতা রেখেছিল তথা রচি' গুহা সুন্দর।
কিছুদিন এসে করিবেন বাস কৃপাধার রঘুবর ॥ ১২

চৌ—মঞ্জু কানন-তল কুসুমিত অতি শোভা। গুঞ্জে মধুপ দল মধুলোভে মনোলোভা ॥
কন্দ মূল ও ফল-পত্র মানস-হর। ছেয়ে'ছে কানন যবে আসিলেন রঘুবর ॥ ১
অনুপম ধরাধর করি' রাম দরশন। সুর-ভূপ ভ্রাতাসনে করিলেন নিবসন ॥
ভ্রমরা বিহগ মৃগ-দেহ ধরি' দেবদল। করেন প্রভুর সেবা সিদ্ধ মুনি সকল ॥ ২
যবে হ'তে রমাপতি করিলা কাননে বাস। তবে হ'তে বন হ'ল সব মঙ্গলাবাস ॥
স্ফটিকের শিলা এক অতি শ্বেত মনোহর। সুখাসনে সমাসীন দুই ভাই তদুপর ॥ ৩
অনুজের পাশে ক'ন কাহিনী-কথা অনেক। ভক্তি বিরতি আর নৃপ-নীতি ও বিবেক ॥
প্রাবৃট্-গগনে ঘন-আবৃত জলধর। গরজন-রত লাগে অতি প্রাণ-মনোহর ॥ ৪

বর্ষাঋতু বর্ণন

দো—লক্ষ্মণ হের নাচে শিখিগণ হেরি' ঘন নভঃ 'পর।
বিরাগ-প্রবণ গৃহী প্রীত যথা নেহারি' ভকতবর ॥ ১৩

চৌ—অম্বরে জলধর করে ঘোর গরজন। তরাসে শিহরি' উঠে প্রিয়াহীন মোর মন ॥
দামিনী-দমক আর ঘন-মাঝে নাহি রয়। খলের প্রণয় যথা কখনই স্থির নয় ॥ ১
ধরণী-নিকটে নেমে বরষে জলদ দল। বিদ্যা লভিয়া নত যেমন জ্ঞানী সকল ॥
বৃষ্টি-কণার ঘাত সহে গিরি সেই মত। দুষ্ট-বচনে সাধু যথা নহে বিচলিত ॥ ২
প্লাবিয়া ভাঙিয়া তট তটিনী ছুটি'ছে তথা। স্বল্প বিত্তে খল মর্য্যাদা ভুলে যথা ॥
ধরণী-পরশে নীর তেমনি মলিন হয়। যেই মত মায়াজাল-বিজড়িত জীবচয়। ৩

সদ্‌গুণ যেইমত জড়' হয় সাধু-পাশে। বারি-সমাবেশে তথা সরসী ভরিয়া আসে॥
শ্রীহরি লভিয়া যথা জীবগণ হয় স্থির। তেমনি সাগর মাঝে প্রবেশি' তটিনী-নীর॥ ৮

দো—তৃণে আবৃত শ্যামলা ধরণী নাহি দেখা যায় পন্থ।
ভণ্ড-মতবাদ উদয়ে যেমন লোপ পায় সদ্‌গ্রন্থ॥ ১৪

চৌ—মধুর দাদুর-রব চারিদিকে অনু-'খন। বেদপাঠ করে যেন মিলি যত যতিগণ॥
নব কিশলয়-সাজে সাজিয়াছে তরুদল। বিবেক সাধক-মন যথা করে ঝলমল॥ ১
অর্ক * জবাসা এরা পত্র হারা'য়ে দীন। সু-রাজার রাজ্যে খল যেমন উত্তমহীন॥
ধূলি আর ধরাপরে নাহি মিলে সন্ধানে। ধর্ম্ম লুকায় যথা ক্রোধরিপু আগমনে॥ ২
শস্যে সাজিয়া ধরা সেই মত সুশোভিত। উপকারী মানবের সম্পদ যেইমত॥
রজনীর ঘন-তমে খদ্যোত শোভাপায়। দম্ভীর দল যেন গড়িয়াছে সম্প্রদায়॥ ৩
ক্ষেত্রের বাঁধ ফুটে ধারা-বরষার জলে। নষ্ট যেমন হয় নারী স্বাধীনতা পেলে॥
জ্ঞানী যথা ত্যাগ করে মদ আর মোহ মান। নিড়ায় তেমনি ক্ষেত কৃষিদল মতিমান্॥ ৪
চক্রবাক্ পাখী আর চ'খে নাহি দেখা যায়। কলিযুগ-সঞ্চারে ধর্ম্ম যথা লোপ পায়॥
উষরে প'ড়েও বারি তৃণ নহে উদ্‌গত। ভকতের হৃদে কাম উপজেনা যেইমত॥ ৫
বিবিধ প্রাণীতে ধরা সেইমত শোভমান্। যেমন সু-রাজ পে'লে প্রজা হয় বর্দ্ধমান্॥
পথিক স্থগিত-গতি হ'য়ে যথাতথা রয়। জ্ঞানের উদয়ে যথা ইন্দ্রিয়-দশা হয়॥ ৬

দো—ছারখার করি' জলদ-পটল কভু বায়ু বেগে বয়।
কু-তনয় কুলে উদিলে যেমন ধরমের নাশ হয়॥ ১৫ (ক)
কখনো দিবসে ঘোর আঁধিয়ার কভু ভাতে দিবাকর।
ঘুচে পুনঃ জাগে জ্ঞান যেই মত সু-কু-সঙ্গ ক'রে ভর॥ ১৫ (খ)

চৌ—বরষা অতীত এবে শরতের আগমন। কিবা মনোহর শোভা দেখ দেখ লক্ষ্মণ॥
ফুল্ল কাশের ফুলে ধরাতল আবৃত। প্রাবৃট্ আপন জরা যেন করে প্রকাশিত॥ ১
সমুদিত ছায়াপথ জলেরে করে শোষণ। সন্তোষ আসি' যেন লোভেরে করে হরণ॥
সরসী তটিনী-বারি নির্ম্মল শোভাময়। অপগত মোহমদ সাধুর যেন হৃদয়॥ ২
শুকায় সরসী নদী সেই মত ধীরে ধীরে। জ্ঞানিজন মমতারে যেইমত ত্যাগ করে॥
শরৎ এসেছে জেনে' খঞ্জন আসে ফিরে'। পুণ্য যেমন ফিরে' আসে শুভ-অবসরে॥ ৩
নাহি ধূলি কর্দ্দম শোভে বসুমতী হেন। সুনীতি-নিপুণ নৃপজন-আচরণ যেন॥
জল-সঙ্কোচে মীন সেইমত আকুলিত। বিবেক-বিহীন গৃহী ধন বিনা যেইমত॥ ৪
মেঘহীন নির্ম্মল শোভি'ছে শরদাকাশ। শোভে যথা ভকতেরা পরিহরি' সব আশ॥
কোথাও বা মৃদু লঘু শরতের বরষণ। আমার ভকতি যথা লভয়ে বিরল জন॥ ৫

* মাদার।

দো—হরষিত চলে পুরী ছাড়ি' যোগী বণিক নৃপ ভিখারী।
হরির ভকতি লভি' যথা ত্যজে শ্রম আশ্রমী চারি ॥* ১৬

চৌ—সুখে রহে সেই মীন অগাধ জলে যে রয়। হরির শরণে যথা কোন বাধা নাহি রয় ॥
খুলি' দল শতদল বিতরে সুষমা তথা। ব্রহ্ম রহিত-গুণ সগুণ হইলে যথা ॥ ১
গুঞ্জে মধুপকুল মুখর ও অনুপম। সুন্দর খগ-রব নানা শ্রুতি-মনোরম ॥
চক্রবাক্ দুখে ভাসে যামিনী আগত দেখি'। পর-সম্পদ হেরে যেমন কু-জন দুখী ॥ ২
চাতক ফাটায় গলা তৃষা তা'র অতিশয়। শঙ্কর-দ্রোহী যথা কভু সুখী নাহি হয় ॥
শরৎ-আতপ-তাপ শশী হ'য়ে লয় রাতে। যথা পাপ কেটে যায় সন্তের সাক্ষাতে ॥ ৩
নিরখিয়া শশধর চকোরেরা সেইমত। হরি পেয়ে ভকতেরা চে'য়ে রয় যেইমত।
মশক দংশ† যত নষ্ট হিমের ডরে। কুলনাশ হয় যথা বিপ্র-দ্রোহের ভরে ॥ ৪

দো—বরষায়-জাত জীব ছিল যত শরতে পেয়েছে নাশ।
সংশয় ভ্রম অপগত যেন সৎগুরু পে'য়ে পাশ ॥ ১৭

সুগ্রীবের উপর শ্রীরামের অসন্তোষ; লক্ষ্মণের ক্রোধ

চৌ—বরষা অতীত হ'ল নির্মল ঋতু এ'ল। এখনও নাহি তাত সীতার বারতা এ'ল ॥
কোন মতে একবার যদি সন্ধান হয়। নিমেষ মাঝারে আনি কালেও ক'রে বিজয় ॥ ১
যেখানেই থাক্ সীতা যদি প্রাণে বেঁচে' রয়। যতন করিয়া তাত আনি তা'রে নিশ্চয় ॥
লভি' ধন লভি' পুরী বনিতা ও রাজাসন। সুগ্রীব মোর কথা হইয়াছে বিসরণ ॥ ২
বালিরে যে-শরঘায় পাঠা'নু সদনে কাল। সেই শরাঘাতে মূঢ়ে বিনাশ করিব কাল ॥
যাঁহার কৃপায় উমা মোহ মদ ঘুচে যায়। স্বপনেও তাঁ'র ক্রোধ কখনো কি ভাবা যায় ॥ ৩
মুনি জ্ঞানী রাম-পদে সঁপে'ছেন যাঁ'রা মন। তাঁ'রাই জানেন লীলা প্রভুর ইহা কেমন ॥
বুঝিলেন লক্ষ্মণ ক্রোধযুত ভগবান্। ধনুতে চড়া'য়ে জ্যা লইলেন করে বাণ ॥ ৪

দো—অনুজে তখন বুঝা'লেন রাম করুণার পারাবার।
ভয় দেখাইয়া হেথা আন' তাত সুগ্রীবে একবার ॥ ১৮

চৌ—এদিকে পবন-সুত মনে মনে চাহিল। শ্রীরামের দেওয়া কাজ সুগ্রীব পাশরিল ॥
সমীপে করিয়া গতি সুগ্রীবে প্রণমিল। সাম দান ভেদ দণ্ড-নীতি কহি' বুঝাইল ॥ ১
শুনি' সব সুগ্রীবের ভয়ে ভীত হ'ল প্রাণ। কহে বিষয়েই মোর হ'রে নিল সব জ্ঞান ॥
এখন পবন-সুত না করিয়া কালক্ষয়। পাঠাও সকল দিকে কপি-সেনা-সমুদয় ॥ ২
ব'লে দাও পক্ষ মাঝে যেবা ফিরে' না আসিবে। আমার করেতে তা'র নিশ্চিত প্রাণ যা'বে ॥
এ শুনিয়া দূতগণে ডাকাইল হনুমান্। সকলের প্রতি করি' বহুবিধি সম্মান ॥ ৩

---

* শ্রীহরির ভক্তি লাভ করিয়া চারিবিধ আশ্রমী যেমন সাধন-জনিত পরিশ্রম পরিত্যাগ করেন, সেইমত বর্ষার অন্তে শরৎ ঋতু পাইয়া, রাজা, তপস্বী, বণিক্, ভিখারী—সকলেই নিজ নিজ পুরী (আশ্রয়স্থল) ত্যাগ করিয়া বাহির হইতেছেন। † ডাঁস।

ভীতি-প্রদর্শন আর প্রীতি-নীতি দেখাইল। চরণে করিয়া নতি সকলে তবে চলিল ॥
হেন অবকাশে পুরে আসিলেন লক্ষ্মণ। ক্রোধ হেরি' কপিদল সবে করে পলায়ন ॥ ৬

দো—ধনু উঠাইয়া ক'ন তবে পুরী দহিয়া করিব ছার।
হেরিয়া সবারে অতীব ব্যাকুল আসেন বালি-কুমার ॥ ১৯

চৌ—চরণে নমিয়া শির করিলেন স্তুতিবাদ। লক্ষ্মণ অভয় দেন তুলিয়া আপন হাত ॥
ক্রোধ-যুত লক্ষ্মণ শ্রবণ করিয়া কাণে। কহিলেন অতিশয় সন্ত্রাস-ভরা প্রাণে ॥ ১
হনুমান কথা শুন তারারে সাথেতে ল'য়ে। কুমারে মিনতি করি' এখনি বুঝাও গিয়ে ॥
তারারে সাথেতে ল'য়ে গিয়া তবে হনুমান। বন্দি' চরণ তাঁ'র সুরু করে যশোগান ॥ ২
মিনতি করিয়া কত মন্দিরে আনে তাঁ'রে। ধুয়া'য়ে চরণ যুগ বসায় শয়ন 'পরে ॥
তা'র পর কপিরাজ চরণে করে নমন। লক্ষ্মণ হাত ধরি' করিলেন আলিঙ্গন ॥ ৩
বলে বিষয়ের সম মদ কিছু নাহি নাথ। মুনির(ও) মনেতে ক্ষণ-মাঝে হয় মোহ-পাত ॥
মিনতি শ্রবণ করি' সুখেতে মগন মন। তাহারে অনেক ভাবে বুঝা'লেন লক্ষ্মণ ॥ ৪

শ্রীরাম-সুগ্রীব-সংবাদ

দো—চলিল হরষে সুগ্রীব তবে অঙ্গদ আদি সাথ।
লক্ষ্মণে আগে করিয়া সকলে যায় যথা রঘুনাথ ॥ ২০

চৌ—চরণে নমিয়া শির কহে করি' করজোড়। হে নাথ ইহাতে কিছু অপরাধ নাহি মোর ॥
হে দেব তোমার মায়া প্রবল নিরতিশয়। তুমি যদি দয়া কর তবেই তা' দূর হয় ॥ ১
সবাই বিষয়-বশ সুর নর মুনি স্বামি। আমি ত পামর পশু বানর চরম কামী ॥
রমণী-নয়নশর যেইজনে নাহি লাগে। ঘোর ক্রোধ-তমোনিশি-মাঝে যেবা সদা জাগে ॥২
গলায় লোভের ফাঁস নাহি পরে যেই জন। সে ত' ভবে তব সম ওহে প্রভু সনাতন ॥
কেবল সাধনা-বলে এগুণ না পাওয়া যায়। তোমারি করুণা-বলে কোন কোন জন পায় ॥ ৩
তখন শ্রীরাম ক'ন বদনে ঈষৎ হাসি। অনুজ ভরত সম তোমা আমি ভালবাসি ॥
সে যতন কর ত্বরা দিয়া সবে প্রাণ মন। জানকীর তত্ত্ব যাহে এবে হয় নিরূপণ ॥ ৪

সীতার সন্ধানে বানর-সৈন্য প্রেরণ

দো—হ'তেছে এ ভাবে কথোপকথন আসিল বানরগণ।
বিবিধ বরণ যে দিকেই হের তথা কপি-গণগণ ॥ ২১

চৌ—ভবানি বানর সেনা করিয়াছি দরশন মূঢ় সে তা'দের যেবা করিতে চাহে গণন ॥
আসি' শ্রীরামের পদে প্রণমে বানরচয়। চাহিয়া সে কলেবরে কৃতার্থ হ'য়ে রয় ॥ ১
কপি-সেনা মাঝে হেন না রহিল একজন যাহার কুশল রাম না করিলা জিজ্ঞাসন ॥
প্রভুর নিকটে কিছু সত্ত্বহীন নয়। বিশ্বরূপ শ্রীরাম যে ব্যাপ্ত জগন্ময় ॥ ২

আজ্ঞা পাইয়া যথা তথা সবে দাঁড়াইল। তাদিগে' সকল কথা সুগ্রীব বুঝাইল ॥
ইহা শ্রীরামের কাজ আর মোর অনুনয়। দলে দলে চারি দিকে যাও হে বানরচয় ॥ ৩
জনক-দুহিতা সীতাদেবী কর' উদ্দেশ। মাস-গতে সবে ভাই আসিবে করি' বিশেষ ॥
পঞ্চাদিন-পরে যেবা আসিবে হ'য়ে বিফল। মরণ আমার করে জেনে' রেখ' অবিকল ॥ ৪

দো—শুনিয়া আদেশ কপিরা চলিল ত্বরা চারিদিক পানে।
সুগ্রীব তবে ডাকা'লেন নল অঙ্গদ হনুমানে ॥ ২২

চৌ—শুন নীল অঙ্গদ শুন বীর হনুমান। জাম্বুবান ধীরমতি সুচতুর জ্ঞানবান্ ॥
সবে বীর-ধুরন্ধর যাও দক্ষিণ পানে। সীতার উদ্দেশ-কথা শুধাও সকল জনে ॥ ১
কায় মন বচনেতে উপায় করহ স্থির। যা'তে নির্ব্বাহ হয় কাজ রাম রঘুবীর ॥
ভানু-সেবা পৃষ্ঠযোগে বক্ষযোগে হুতাশন। সর্ব্বভাবে প্রভু-সেবা ছল করি' বরজন ॥ ২
মায়া ছাড়ি' করিবারে হয় সেবা পরলোক। যাহাতে মিটিবে সব সংশয়-জাত শোক ॥
কলেবর ধারণের এই শুভ পরিণাম। সকল কামনা ছাড়ি' আরাধনা করা রাম ॥ ৩
সেই সব-গুণজ্ঞাতা বড় ভাগ্যবান্ সেই ॥ শ্রীরাম-চরণ 'পরে অনুরাগ-যুত যেই ॥
আদেশ করিয়া ভিক্ষা চরণে নমিয়া শির। চলিল হরষ ভরে হৃদে ধরি' রঘুবীর ॥ ৪
সকলের শেষে পায়ে নতি করে হনুমান। কার্য্য-বিচার করি' নিকটে প্রভু ডাকান ॥
পরশ করেন শিরে সহ সরোরুহ পাণি। অঙ্গুরী খুলি' দেন আপন ভকত জানি' ॥ ৫
কহেন প্রবোধ দিও বহু ভাবে জানকীরে। মোর বল আকুলতা কহি' ত্বরা এস ফিরে ॥
জনম সফল হ'ল মনে ভাবে হনুমান। চলিল হৃদয় মাঝে রাখিয়া কৃপানিধান ॥ ৬
যদিও প্রভুর পাশে কিছু নহে অজানিত। তবু রাজনীতি তাঁ'র হইতেছে আচরিত ॥ ৭

দো—চলে আলোড়িয়া কানন সরিত খুঁজে নদী গুহা গিরি।
শ্রীরামের কাজে তন্ময় মন দেহ-বোধ বিস্মরি' ॥ ২২

তপস্বিনীর সহিত বানরগণের সাক্ষাৎ

চৌ—যদি কোন রাক্ষস সনে দেখা হ'য়ে যায়। করে তা'র প্রাণ নাশ এক এক চপেটায় ॥
কতই প্রকারে খুঁজি' সবে গিরি কান্তারে। দেখা পেলে কোন মুনি সবে ঘিরে' বসে তাঁ'রে ॥ ১
খুঁজিবার শ্রম-ভারে ছাতি ফাটে পিপাসায়। ঘন বনে পথ ভুলে জল নাহি পাওয়া যায় ॥
হনুমান নিজ মনে করিল এ অনুমান। এবার মরিবে সবে না করিয়া জল পান ॥ ২
আরোহি' ভূধর-শিরে চারিদিক পানে চায়। কৌতুক এক ভূমি-বিবরে দেখিতে পায় ॥
উড়ি'ছে মরাল বক চক্রবাক্ চারিধারে। প্রবেশ করি'ছে বহু বিহগেরা সে বিবরে ॥ ৩
পর্ব্বত চূড়া হ'তে হনুমান নেমে' এ'ল। সবারে লইয়া গিয়া সে-বিবর দেখাইল ॥
সব কপি হনুমানে স্থাপি' নিজ পুরোদেশ। বিলম্ব না করি' করে বিবর মাঝে প্রবেশ ॥ ৪

দো—গিয়া হেরে সর বর-উপবন বিকশিত বহু কঞ্জ।
মন্দির এক রুচির তথায় বসি' নারী তপঃপুঞ্জ ॥ ২৪

চৌ—দূর হতে সবে তাঁ'র উদ্দেশে প্রণমিল। শুধাইতে আপনার বিবরণ নিবেদিল ॥
কহিলেন তবে তিনি কর সবে জলপান। সরস সুন্দর নানা ফলেতে জুড়াও প্রাণ ॥ ১
মজ্জন করে সবে সুমধুর ফল খায়। নারীর নিকটে পুনঃ সকলে মিলিয়া যায় ॥
তখন সে তপস্বিনী শুনান আপন কথা। কহেন যাইব এবে শ্রীরাম আছেন যথা ॥ ২
নিজ নিজ আঁখি মুদি' এ বিবর ত্যাগ কর। পা'বে সবে জানকীরে প্রাণে দুখ নাহি কর ॥
মুদিল নয়ন সবে খুলিতে হেরিল বীর। র'য়েছে সকলে মিলি' দাঁড়া'য়ে সাগর-তীর ॥ ৩
তপস্বিনী যা'ন তবে যথা রাম রঘুনাথ। গিয়া পদ-শতদলে করিলেন প্রণিপাত ॥
নানাভাবে করিলেন মিনতি ও স্তুতিগান। দিলেন তাঁহারে প্রভু অবিচল প্রেম দান ॥ ৪

দো—প্রভুর আদেশ ধরিয়া মাথায় গেলেন বদরী-বন।
হৃদয়ে রাখিয়া অজেশ-পূজিত শ্রীরাম যুগ-চরণ ॥ ২৫

বানরগণের সমুদ্রতটে গমন

চৌ—এদিকে বানরগণ হৃদয়ে করে বিচার। গণাদিন ব'য়ে গেল কাজ নহে উদ্ধার ॥
সবে মিলে' এ উহারে এ কথাই কহে তা'ই। বারতা না পাই যদি কি হ'বে তখন ভাই ॥ ১
নয়নেতে ভরা জল অঙ্গদ বলে তবে ॥ বুঝিতেছি দু'য়েতেই আমারে মরিতে হ'বে ॥
এদিকে সীতার কোন উদ্দেশ নাহি হায়। ওদিকে ফিরিয়া গে'লে মারিবে বানর-রায় ॥ ২
আমারে মারিত সে ত' পিতার নিধন-পরে। তাহার দয়ায় নহে রাম রাখিলেন মোরে ॥
বার বার অঙ্গদ কহে এই সবাকায়। মরিতেই হ'বে কিছু সংশয় নাহি তা'য় ॥ ৩
অঙ্গদ-খেদবাণী শুনে সবে কপিবীর। ভাষা নাহি আসে মুখে নয়নেতে বহে নীর ॥
এক পল তরে সবে চিন্তা-মগন রয়। তা'রপরে একযোগে এই কথা সবে কয় ॥ ৪
না করিয়া সমাপন সীতা-উদ্দেশ-কাজ কখনো যা'ব না ফিরে' হে প্রবীণ যুবরাজ ॥
এত বলি' লবণাম্বু-সাগরের তটে গিয়া। বসিল সকলে মিলি কুশদল বিছাইয়া ॥ ৫
জাম্ববান অঙ্গদ-খেদ করি' দরশন। কহিল বিশেষ ভাবে উপদেশে এ বচন ॥
হে তাত রামেরে কভু মানব ভে'বো না যেন। ব্রহ্ম অ-গুণ অজ অজেয় বলিয়া জেন' ॥ ৬
সেবক আমরা সবে অতি মহাভাগ্যবান্। সে স-গুণ ব্রহ্ম-পদে সঁপিয়াছি মনপ্রাণ ॥ ৭

দো—স্বে-চ্ছায় প্রভু আসিলেন সুর ধরা দ্বিজ ধেনু লাগি'।
স-গুণ-সেবক সাথে সেবা-রত রহে মোক্ষেরে ত্যাগি' ॥ ২৬

সম্পাতির সহিত বানরগণের কথোপকথন

চৌ—এইভাবে জাম্বুবান ক'ন কথা নানা ভাঁতি। আলোচনা শুনে গিরি-কন্দরে সম্পাতি ॥
বাহিরে আসিয়া হেরে বসিয়া বহু বানর। ভাবে মোর পাঠা'লেন খাদ্য জগদীশ্বর ॥ ১
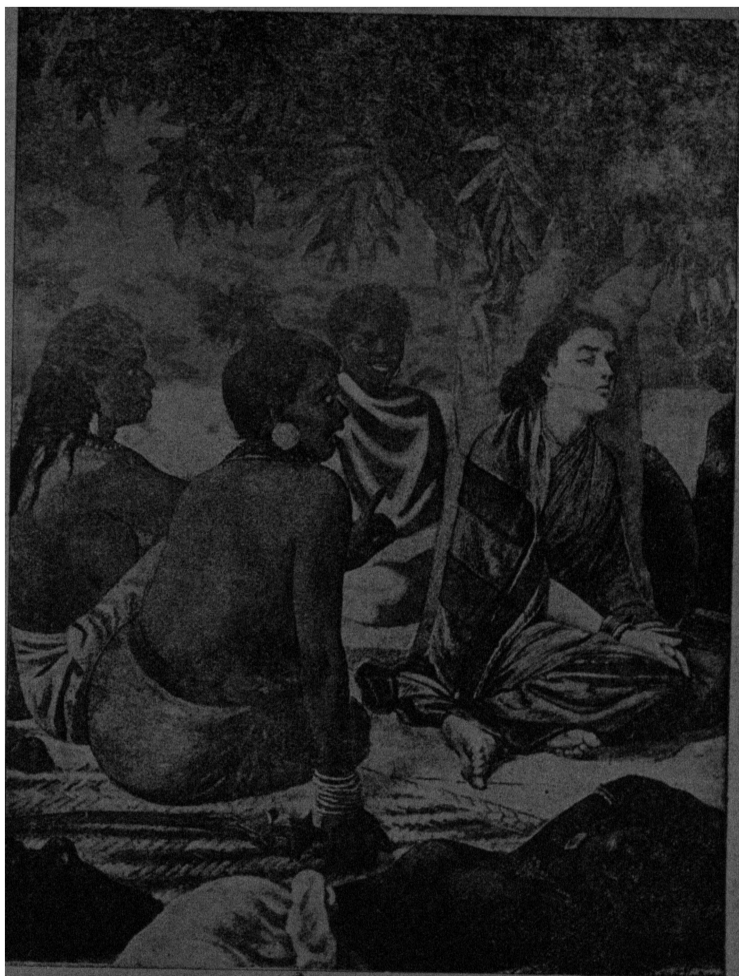
অশোক-বনে-চেড়ীবেষ্টিতা-সীতা

বহুদিন গত হ'ল প্রাণ যায় উপবাসে। সবারে খাইব আজ মিটা'য়ে মনের আশে ॥
কখনো না পাওয়া যায় উদর ভরি' আহার। আজিকেই দিল বিধি সে আহার একবার ॥ ২
শকুনির কথা কাণে আসিতে ভয়েতে সারা। এবার আমরা সবে সত্য গেলাম মারা ॥
কপিরা দাঁড়া'য়ে উঠে হেরিতেই সম্পাতি। জাম্ববান-মন মাঝে চিন্তা বিশেষ অতি ॥ ৩
অঙ্গদ নিজ মনে বিচার করিয়া কয়। আহা জটায়ুর সম ধন্য কেহই নয় ॥
শ্রীরামের উপকারে তনু করি' বর্জ্জন। হরি-পুরী পুণ্যবান্ করিল সোজা গমন ॥ ৪
শুনিয়া বিহগ এই শোক-হর্ষ ভরা বাণী। আসিল নিকটে ভয়ে উড়িল কপির প্রাণী ॥
সবারে অভয় দিয়া কাছে গিয়া শুধাইল। তখন বারতা সবে সম্পাতিরে শুনাইল ॥ ৫
সম্পাতি শুনি' নিজ সহোদর-আচরণ। রামের মহিমা করে বহুবিধি বরণন ॥ ৬

দো—ল'য়ে চল মোরে সাগর-কিনারে তর্পণ করি তা'র।
বদলে হইব বচনে সহায় পা'বে খোঁজ কর যা'র ॥ ২৭

চৌ—অনুজের ক্রিয়া শেষ করিয়া সাগর-তীরে। আপনার কথা কহি' শুনাইল কপিবীরে ॥
কহে শুন বীরগণ প্রথম-যৌবনে দুই। ভাই মিলি' একবার তপন-সমীপ হই ॥ ১
না পারি' সহিতে তেজ করি প্রতি-আগমন। অভিমানী আমি করি তপন-পাশে গমন ॥
পক্ষ দহিত হল সূর্য্য-তেজে অপার পড়িনু ধরণীতলে করি' ঘোর চীৎকার ॥ ২
চন্দ্রমা নামে এক মুনি মহা সদাশয়। আমারে হেরিয়া তাঁ'র দয়া আসে অতিশয় ॥
আমারে জ্ঞানের কথা কহিলেন কত মত। দেহ-অভিমান মোর করিলেন বিদূরিত ॥ ৩
ত্রেতায় ব্রহ্মের হ'বে মানব-রূপ ধারণ। রাবণ তাঁহার নারী করিবে অপহরণ ॥
পাঠা'বেন তবে প্রভু তাঁ'র উদ্দেশে চর। তাহাদের পে'য়ে পূত হইবে বিহগবর ॥ ৪
আবার গজা'বে পাখা ভাবনা ক'রো না মনে। সীতারে দেখা'য়ে দিও তুমি সেই চরগণে ॥
চন্দ্রমা মুনি-বাণী সত্য হইল আজ। আমার বচন মত কর সবে প্রভু-কাজ ॥ ৫
লঙ্কা বিরাজ করে ত্রিকূট-গিরির 'পর। তথায় রাবণ রহে স্বভাবত বিনা ডর ॥
তাহার মাঝারে যথা বিরাজে অশোক বন। সে বনে বসিয়া সীতা শোকে র'ন অনু'খণ ॥ ৬

দো—আমি হেরিতেছি না হের তোমরা শকুন-দৃষ্টি অপার।
স্থবির এখন নহে করিতাম কিছু কাজ সবাকার ॥ ২৮

চৌ—লঙ্ঘিবে যেবা এই সাগর শত যোজন। করিবে সে মতিমান্ রাম-কাজ সমাপন ॥
মোর প্রতি চাহি' সবে হৃদয়ে বাঁধহ ধীর। রামের কৃপায় কিবা হইল মম শরীর ॥ ১
পাপ-রত জন(ও) করি' স্মরণ তাঁহারি নাম। অপার ভবের পারে যায় সেই ভাগ্যধাম্ ॥
তোমরা ত' তাঁ'র দূত হ'য়ে আসহীন মন। হৃদয়ে রাখিয়া রামে করহ সবে যতন ॥ ২

সমুদ্র-লঙ্ঘনের যুক্তি

হেন কহি' খগরাজ গৃধ্র চলিয়া গেল। বানরগণের মনে বিস্ময় অতি এল॥
আপন আপন বল করিয়া সবে জ্ঞাপন। লঙ্ঘিতে পারাবার সন্দেহে দোলে মন॥ ৩
স্থবির হ'য়েছি এবে কহিতেছে ঋক্ষেশ। নাহি আর এ শরীরে পূর্ব্ব-বলের লেশ॥
বামন-রূপেতে যবে আসিলেন খর-অরি। তখন তরুণ আমি দেহে মোর বল ভারি॥ ৪

দো—বলিরে বাঁধিতে প্রভু-তনু কত বাড়িল কে তাহা বলে।
আমি কিন্তু তবে সাত বার পাক্ লাগা'য়েছি দুই পলে॥ ২৯

জাম্ববানের হনুমানকে উৎসাহিত করণ

চৌ—অঙ্গদ বলে আমি যে'তে পারি হ'য়ে পার। তবে সন্দেহ প্রাণে হয় কালে ফিরিবার॥
জাম্ববান্ বলে তুমি যোগ্য সকল ভাবে। কিন্তু নায়ক তুমি সেহেতু কেমনে যা'বে॥ ১
ঋক্ষেশ বলে কিবা বল তুমি হনুমান্। নীরবে বসিয়া আছ কিবা ওহে বলবান্॥
পবন-তনয় তুমি পবন-সমান বল। বুদ্ধি বিবেক আর অনুভবে নাহি তল॥ ২
এজগতে কোন্ কাজ কঠিন আছে এমন। অক্ষম তুমি যাহা করিবারে সমাপন॥
রামের কাজের তরে হ'ল তব অবতার। শুনিতেই দেহ তা'র ধরিল ভূধরাকার॥ ৩
কনক-বরণ তনু তেজ-ছটা উপচিত। সকল গিরির রাজা সুমেরু-সম শোভিত॥
করিল পবনসুত সিংহনাদ বার বার। হেলায় লবণ-অম্বুরাশি আমি হ'ব পার॥ ৪
যতেক সহায় সনে রাবণে করি' হনন। আনিব হেথায় করি' ত্রিকূটেরে উৎপাটন॥
এখন হে জাম্ববান্ শুধাই শুধু তোমারে। যথাযথ ব'লে দাও কি করিতে হ'বে মোরে॥৫
তাত তুমি এই কর কহে তবে ঋক্ষেশ। সাক্ষাৎ সীতা সনে করি' আন সন্দেশ॥
রাজীব-লোচন তবে দেখাইতে ভুজবল। কৌতুক ভরে সাথে ল'বেন বানর দল॥ ৬

ছ—কপি সেনা ল'য়ে জানকীরে রাম আনিবেন ফিরে রক্ষঃ নাশি'।
সুর-মুনিগণ ত্রিলোক-পাবন গাবেন রামের সুযশ-রাশি॥
যা' শুনে' যা' গেয়ে' কহিয়ে বুঝিয়ে সেই পরা-পদ মানব পায়।
তাহে রঘুবর- চরণ ভ্রমর কিঙ্কর এই তুলসী গায়॥

শ্রীরামগুণ-মাহাত্ম্য

দো—ভবের ভেষজ রঘুনাথ-যশ শুনিবে যে নরনারী।
সিদ্ধ তা'দের সব মনোরথ করিবেন ত্রিশিরারি॥ ৩০(ক)

সো—নীলোৎপল-তনু শ্যাম কোটি কাম হ'তে শোভা অধিক।
শুন তাঁ'র গুণগ্রাম যাঁ'র নাম অঘ-খগে বধিক॥ ৩০(খ)

কলিযুগের সমস্ত পাপধ্বংসকারী শ্রীরামচরিত মানসের এই চতুর্থ সোপান সমাপ্ত হইল।

(কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড সমাপ্ত)

শ্রীগণেশায় নমঃ

শ্রীজানকীবল্লভের জয়

শ্রীরামচরিত মানস

পঞ্চম সোপান

সুন্দরকাণ্ড

শ্লোক—শান্ত ও সনাতন অপ্রমেয় পাপহীন   নির্ব্বাণ-পরমা শান্তিদাতা
বেদান্তের অধিগম্য সর্ব্বগত অনীশ্বর   শম্ভু-শেষ-সেবিত বিধাতা।
রাম-নামে অভিহিত জগদীশ সুরগুরু   মায়া-নরকায়াধারী হরি
কৃপাকর রঘুবর নৃপতির চূড়ামণি   বন্দনা চরণ যুগ করি॥ ১
সত্য কহি রঘুনাথ নাহি হৃদে অন্য আশা   আর অন্তরাত্মা তুমি অখিল ভুবন।
হে রঘু-পুঙ্গব দেহ অনন্য-ভকতি তব   আর কাম-আদি দোষ শূন্য কর মন॥ ২
অতুলিত-বল-ধাম হেম-শৈল-আভ দেহ   দৈত্যবন-অগ্নি সম জ্ঞানী-অগ্রগণ্য তুমি।
রঘুনাথ-প্রিয়ভক্ত সকল গুণ-নিধান   কপিনাথ বায়ু-সুত তোমারে প্রণমি আমি॥ ৩

হনুমানের সাগর-লঙ্ঘন

চৌ—জাম্ববান্ মুখ হ'তে নিঃসৃত সু-বচন।   পবন-সুতের লাগে অতি প্রাণ-বিমোহন॥
হনু কয় মোর আসা-পথ চেয়ে ততক্ষণ।   রহ ভাই সহি' ক্লেশ ফল করি' ভক্ষণ॥ ১
যতক্ষণ পুনঃ নাহি ফিরি হেরি' জানকীরে।   হ'বেই নিশ্চয় কাজ প্রাণ মম সুখে ভরে॥
এত বলি' সবাকার চরণে নমিয়া শির।   হৃদয়ে স্মরিয়া রামে যায় হনুমান্ বীর॥ ২
সাগরের তটে ছিল গিরি এক সুন্দর।   কৌতুক ভরে হনু আরোহিল তদুপর॥
বার বার রঘুবীরে হৃদয়ে করি' স্মরণ।   তখন বিপুল বলে দিল এক লম্ফন॥ ৩
যে ভূধর 'পরে পদ দেয় হনু বানরেশ।   প্রবল বেগেতে তাহা পাতালে করে প্রবেশ॥
যেমতি অমোঘ অতি রামের করের বাণ।   তেমনি ভাবেতে নভে যায় বীর হনুমান্॥ ৪
শ্রীরামের দূত বলি' সাগর মনে বিচারি'।   মৈনাকে কহে এঁর হও তুমি শ্রমহারী॥ ৫

দো—হনুমান্ তাঁরে   করিয়া পরশ   করিল পুনঃ প্রণাম।
কহে রাম-কাজ   সমাপন বিনা   কোথা মম বিশ্রাম॥ ১

হনুমান-সুরসা সাক্ষাৎকার

চৌ—প্রধাবিত হনুমানে দেখে যত দেবগণ। করিতে তাহার বল-বিবেচনা নিরূপণ ॥
নাগ-মাতা সুরসারে-সবে মিলি' পাঠাইল। হনুমান্-পাশে গিয়া এইমত শুধাইল ॥ ১
দেবগণ দিলা মোরে দয়া করে' সু-আহার তাহার বচন শুনি' কহিল বায়ু-কুমার ॥
সাধি' শ্রীরামের কাজ ফিরে' আসি' একবার। প্রভুরে প্রদান করি জানকীর সমাচার ॥ ২
প্রবেশ করিব তবে তব মুখ-বিবরেতে। সত্য করিয়া বলি এখন মা দাও যেতে ॥
তাহার মিনতি যবে কোন মতে শুনিল না। হনুমান্ কহে মোরে গ্রাস যেন করিও না ॥ ৩
যোজন ব্যাপিয়া নিজ বদনেরে প্রসারিল। দ্বিগুণ বানর তা'র নিজ তনু বাড়াইল ॥
সুরসা বাড়া'ল মুখ ষোড়শ যোজন ধরি'। বত্রিশ করে হনু নিজ তনু বিস্তারি' ॥ ৪
যেমন যেমন মুখ সুরসা বাড়া'য়ে যায়। তাহার দ্বিগুণ দেহ ধরে হনু কপি-রায় ॥
করিল যোজন শত মুখ যবে আপনার। অমনি করিল হনু অতি লঘু দেহাকার ॥ ৫
বদনে প্রবেশ করি' আসিল পুনঃ বাহিরে। বিদায় যাচিল তা'রে প্রণতির অন্তরে ॥
কহে তবে পাঠাইলা দেবগণ যে কারণে। পাইলাম পরিচয় সেই বল বুদ্ধি গুণে ॥ ৬

দো—হ'বে তোমা হ'তে রাম-কাজ সব তুমি বুদ্ধি বল-ধাম।
দিয়া আশীর্ব্বাদ যায় চলি' প্রীত হ'য়ে চলে হনুমান্ ॥ ২

চৌ—সিন্ধুর মাঝে এক রাক্ষসী করে বাস। মায়া রচি' উড্ডীন বিহগে সে করে গ্রাস ॥
জন্তু জীব যে সকল উড়ে অম্বর 'পরে। জল-মাঝে তাহাদের দেহ-প্রতিরূপ হেরে' ॥ ১
ছায়ারে ধরিয়া লয় উড়িতে না পারে আর। এ ভাবে গগন-চরে করে সে সদা আহার ॥
পবন-সুতের 'পরে প্রকাশে সে এই ছল। তাহার এ চতুরতা বুঝে কপি অবিকল ॥ ২
তাহারে করিয়া বধ পবন-তনয় বীর। অবশেষে ধীর মতি পারে গেল বারিধির ॥

লঙ্কা-বর্ণন, লঙ্কিণী বধ, হনুমানের লঙ্কায় প্রবেশ, লঙ্কার শোভা বর্ণন

উত্তরি' হেরে হনু পরম কানন-শোভা। মধুলোভে গুঞ্জরে মধুকর মনোলোভা ॥ ৩
বিবিধ পাদপ তথা ফলে ফুলে শোভাময়। খগ মৃগ দরশন করি' মনে সুখ হয় ॥
বিশাল ভূধর এক করি' আগে দরশন। ভয় ত্যাগ করি' দ্রুত করে তাহে আরোহণ ॥ ৪
কপির মহিমা এতে নাহি উমা শিব ক'ন। প্রভুরই প্রতাপ শুধু কালে করে বিনাশন ॥
শৈল-উপরে উঠি' লঙ্কাপুরী নেহারে। দুর্গ প্রকাণ্ড এত কহিবারে ভাষা হারে ॥ ৫
তুঙ্গ অতীব তাহা, জলনিধি চারি পাশে। স্বর্ণ-প্রাকার তা'র চারু বিভা পরকাশে ॥ ৬

ছ—কনক প্রাকার শোভার আধার মণিময় তাহে বিবিধ ঘর।
সু-পথ বাজার গলির বাহার গঠিত সে পুরী কতই তর ॥
গজ অশ্বতর বাজি পদচর কে গণে তথায় রথ যে কত।
বহু রূপধর রক্ষঃ-নিকর অতি বলধর সৈন্য যত ॥ ১

বন উপবন- বাটিকা কানন কূপ-সরোবর কি শোভা ধরে।
গন্ধর্ব্ব মানব নাগ সুর-বালা রূপে মুনি মন মোহিত করে॥
কোথাও বা মাল * দেহ সুবিশাল বিরাম-বিহীন গরজ করে।
নানা ক্রীড়া-স্থলে অজ মল্ল দলে আবাহে দ্বন্দ্বে তর্জ্জ-ভরে॥ ২
কোটি ভীমকায় বীর সমুদায় যতনে প্রহরা দিতেছে পুরে।
কোথা পশু নর খল নিশাচর অজ অশ্বতর উদরে পুরে॥
নিশাচরগণ- কথা এ কারণ বিস্তার করি' তুলসী গায়।
শ্রীরামের শর- তীর্থের 'পর দেহ ছাড়ি' গতি পা'বে সবায়॥ ৩

দো—অনেক প্রহরী- রক্ষিত পুরী হেরি' কপি ভাবে মনে।
লঘু-রূপ ধ'রে ঢুকিব নগরে ঘোর নিশা আগমনে॥ ৩

চৌ—মশক-সমান হনু লঘু-কলেবর ধরি'। প্রবেশে পুরীর মাঝে প্রাণে ধরি' নরহরি॥
তখন লঙ্কিণী নামে এক ঘোর নিশাচরী। বলে কোথা যাও তুমি আমারে গোপন করি'॥১
মর্ম্ম আমার দেখি জানা নাই শঠ তোর। আমার আহার শুধু জগতের যত চোর॥
মুষ্টি-প্রহার এক হনু লাগাইল বলে। রুধির বমন টলি' পড়িল ধরণীতলে॥ ২
সম্বরি' আপনায় লঙ্কিণী উঠে তবে। কহিল জুড়িয়া কর সভয়ে মিনতি-ভাবে॥
ধাতা যবে দশাননে করিলেন বরদান। মোরে তা'র বিনাশের লক্ষণ ব'লে যা'ন॥ ৩
কহেন বানর-করে হ'বি যবে জ্ঞানহারা। তখন জানিস্ মনে দশানন যা'বে মারা॥
হে তাত কি ক'ব মোর সুকৃতি অতিশয়। রঘুবর রাম-দূত নয়ন-গোচর হয়॥ ৪

দো—স্বরগের আর মোক্ষের সুখ তুলাদণ্ডে রাখা যায়।
হয় না সমান যে সুখ পলকে ক্ষণ-সাধু সনে পায়॥ ৪

চৌ—নগরে প্রবেশ করি' কর যাহা কিছু কাজ। হৃদয়ে ধারণ করি' কোশলের মহারাজ॥
বিষ হয় সুধা তাঁ'র অরিও মিতালি করে। সিন্ধু গো-পদ বহ্নি শীতল-আকার ধরে॥ ১

হনুমান বিভীষণ সংবাদ

হে গরুড় রেণু সম মেরু গিরি লাগে তা'রে। বারেক কৃপায় রাম দরশন দেন যা'রে॥
অতিশয় লঘুরূপ ধরি' তবে হনুমান্। পশিল পুরীর মাঝে স্মরি' হৃদে ভগবান্॥ ২
প্রতি গৃহমাঝে পশি' খোঁজ করে জানকীর অগণন যথা-তথা হেরে নিশাচর বীর॥
দশানন-মন্দিরে করিল পরে প্রবেশ। সে পুরী বিচিত্র অতি কহিলে না হয় শেষ॥ ৩
হেরিল শয়ন-'পরে শু'য়ে রয় দশানন। সে পুরীতে জানকীর নাহি পে'ল দরশন॥
অন্য ভবন এক দেখা গেল পুনরায়। হরি-মন্দির তথা পৃথক্ দেখিতে পায়॥ ৪

* মল্ল।

দো—রামের আয়ুধ- অঙ্কিত গৃহ শোভা কহা নাহি যায়।
নব-তুলসীর বৃক্ষ সেখানে হেরি' প্রীত কপিরায় ॥ ৫

চৌ—লঙ্কা ত' নিশাচর-নিকরের বাসে ভরা। হেথা কোথা সাধুজন-নিবাস মানসহরা ॥
তর্ক এমনি করে হনুমান্ মনে মন। করেন এহেন কালে বিভীষণ জাগরণ ॥ ১
রাম রাম রাম রব বাহির হ'ল বদনে। হৃষ্ট-পরাণ কপি সজ্জন বুঝি' মনে ॥
এঁরই সনে নিজে গিয়া করি তবে পরিচয়। সাধু হ'তে কাজ হানি কখনো হ'বার নয় ॥ ২
বিপ্রের রূপ ধরি' ডাকে তাঁ'রে হনুমান্। শুনিতেই বিভীষণ উঠিয়া তথায় যা'ন ॥
প্রণাম করার পরে কুশল শুধা'ন তা'র। কহেন বলুন দ্বিজ কিবা কাজ আপনার ॥ ৩
আপনার দরশনে প্রীতি জাগে হৃদিমাঝে। আপনি কি একজন হরির ভকত-মাঝে ॥
অথবা কি দীনজনে অনুরাগী নিজে রাম। আসিলে আমারে দেব করিবারে ভাগ্যবান্ ॥ ৪

দো—তখন কহিল হনুমান্ সব রাম-কথা নিজ নাম।
শুনি' হুঁহুঁ-কায় পুলক মগন মন স্মরি' গুণগ্রাম ॥ ৬

চৌ—আমার থাকার কথা শুন বায়ু-সুত ওহে। দশন-মাঝারে যথা অভাগী রসনা রহে ॥
হে তাত অনাথ মোরে করি' মনে বিবেচন। কখনো কি করিবেন রাম দয়া বিতরণ ॥ ১
তামস এ কলেবর কিছুই সাধনা নাই। সে চরণ-শতদলে প্রীতি মনে নাহি পাই ॥
এতদিনে মনে আশা উদিল হে হনুমান্। সন্ত না মিলে কৃপা না করিলে ভগবান্ ॥ ২
ক'রেছেন রঘুবর কৃপা যবে মোর 'পরে। তখনি দরশদান হ'য়ে গে'ছে হঠ্ ভরে ॥
হনু কয় প্রভু-রীতি শুন ওহে বিভীষণ। ভক্তের 'পরে প্রীতি রহে তাঁর অনু-'খন ॥ ৩
বলুন ত' আমি কি সে জাতিতে মহাকুলীন। চঞ্চল কপি জাতি সকল প্রকারে হীন ॥
প্রভাতে উঠিয়া যেবা নাম মোর লয় ঠোঁটে। সে দিন তাহার আর আহার নাহিক জোটে ॥৪

দো—এমনি অধম তবু শুন সখা মোর 'পরে রঘুবীর।
ক'রেছেন দয়া তাঁ'র গুণ স্মরি' নয়নে ভরিল নীর ॥ ৭

চৌ—জানিয়াও প্রভু হেন তাঁহারে ভুলে যে জন। ঘুরে ম'রে কেন দুখে না হ'বে সে নিমগন ॥
এই ভাবে বিবরিতে শ্রীরামের গুণগ্রাম। ভাষাতীত তৃপ্তি পে'য়ে মহাশান্ত হ'ল প্রাণ॥১
তখন সকল কথা কহিলেন বিভীষণ। জনক-দুহিতা সীতা যেভাবে তথায় র'ন ॥
শুন ভাই বলে হনু তবে বিভীষণ-পাশ। জানকী মায়েরে মোর হেরিবারে অভিলাষ ॥২

অশোকবনে সীতাকে দেখিয়া হনুমানের দুঃখ; রাবণের সীতাকে ভয় প্রদর্শন

দেখার উপায় সব বিভীষণ ব'লে দিল। বিদায় গ্রহণ করি' হনুমান চ'লে গেল ॥
পুনঃ লঘুরূপ ধরি' করিল তথা গমন। অশোক-কানন-মাঝে জানকী যথায় র'ন ॥ ৩

হেরিতেই মনে মনে করিল তাঁ'রে প্রণাম। বসিয়াই কাটে তাঁ'র প্রতি রাতে চারি যাম ॥
ক্ষীণ তনু শিরে ঝুলে জটাময় এক বেণী। হৃদয়ে জপেন সদা শ্রীরামের গুণ-শ্রেণী ॥ ৪

দো—আপন চরণে লাগা'য়ে নয়ন রামপদে মন লীন।
উদিল দারুণ দুখ হনু প্রাণে জানকীরে হেরি' দীন ॥ ৮

চৌ—বিটপী-পল্লব মাঝে রহিল সে লুকাইয়ে। কি করা এখন যায় এ বিচার শুধু হিয়ে ॥
হেন অবসরে তথা উপনীত দশানন। সাথে ল'য়ে নারী বহু করি' নানা প্রসাধন ॥১
অনেক প্রকারে খল জানকীরে বুঝাইল। সাম দান ভয় ভেদ এ সকলি দেখাইল ॥
কহিল রাবণ শুন জ্ঞানবতি সুনয়নি। আছে মোর যতজন মন্দোদরী-আদি রাণী ॥ ২
শপথ তোমার পাশে হ'বে তব অনুচরী। একবার মোর প্রতি চাহ শুধু আঁখি ভরি' ॥
মাঝে তৃণ ব্যবধান রাখি' বৈদেহী ক'ন *। সে পরম প্রেমময় শ্রীরামে করি' স্মরণ ॥ ৩
শুন দশানন ম্লান জোনাকীর জ্যোতিঃ-ধারে। কমলের বিকশিত কভু কি করিতে পারে ॥
একথা বুঝিও মনে আবার জানকী ক'ন। রামের শরের কথা হইও না'ক বিস্মরণ ॥ ৪
শূন্যে আমারে শঠ করিলি অপহরণ। লাজ নাহি আসে তোর লাজহীন রে অধম ॥৫

সো—আপনারে শুনি' জোনাকীর প্রায় তপন-সমান রাম।
শুনি' রূঢ় বাণী নিষ্কাশি' অসি কহে রোষে দহমান ॥ ৯

চৌ—জানকি করিলে তুমি আমার এ অপমান। কাটিব তোমার শির সহ ভীম এ কৃপাণ ॥
বিলম্ব না করি' নহে মেনে লও মোর বাণী। নহে বিধুমুখী হ'বে তোমার জীবনহানি ॥ ১
শ্যামল সরোজদাম সম প্রাণ-বিমোহন। করী-কর সম প্রভু-ভুজযুগ দশানন।
এ গলে সে ব'ন্থ নহে তোমার কৃপাণ ঘোর। দুই মাঝে এক খল এই স্থির পণ মোর ॥ ২
সীতা ক'ন চন্দ্রহাস† হর' মম পরিতাপ। রঘুপতি-বিরহের দারুণ অনল-তাপ ॥
নিশিত শীতল অতি তোমার এ বর-ধার। হরণ করহ মম দুঃখের গুরুভার ॥ ৩
দশানন বধিবারে ছুটে' আসে এ কথায়। ময়-সুতা তবে তা'রে নীতির ভাষে বুঝায় ॥
যত রাক্ষসগণে রাবণ ডাকা'য়ে কয়। সকলে বিবিধ ভাবে সীতারে দেখাও ভয় ॥ ৪
মাসেক ভিতরে যদি মোর কথা নাহি মানে। কৃপাণের ঘায় তবে উহারে বধিব প্রাণে ॥ ৫

দো—ভবনে গমন করে দশানন হেথা পিশাচিনীবৃন্দ।
সীতারে দেখায় নানাবিধ ভয় ধরি' রূপ বহু মন্দ ॥ ১০

* অপরিচিত পুরুষের সহিত বাক্যালাপ করিতে নারীদের যে স্বাভাবিক লজ্জায় ব্যবধান (বা পর্দা) থাকে, এখানে তাহা রক্ষা রাখিবার অবকাশ নাই ; তাই সীতা শ্রীরামকে স্মরণ করিয়া, যেন একগাছি তৃণ মাত্রকে ব্যবধান (পর্দা) স্বরূপ রাখিয়াই, রাবণের সহিত কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। † তরবারি।

সীতা-ত্রিজটা সংবাদ

চৌ—ত্রিজটা নামেতে ছিল রাক্ষসী একজন। বিবেক-নিপুণা সেই রামের চরণে মন ॥
আপন স্বপন কথা শুনা'য়ে সবারে কয়। জানকী-সেবায় নিজ হিত কর সঞ্চয় ॥ ১
স্বপনে হেরে'ছি পুরী বানরে করে দহন। নিশাচর-অনীকিণী সবারে করে হনন ॥
নগ্ন লঙ্কেশ আর আরূঢ় রাসভ 'পর। মুণ্ডিত শির তা'র খণ্ডিত বিশ কর ॥ ২
এই ভাবে দশানন দক্ষিণ দিকে যায়। লঙ্কার রাজাসন বিভীষণ যেন পায় ॥
নগরে সকলে করে শ্রীরামের জয় গান। তা'র পর রঘুবর সীতারে ডাকি' পাঠা'ন ॥ ৩
দেখে'ছি স্বপন যাহা কহি করি' চীৎকার। সত্য হ'বেই হ'বে গত হ'লে দিন চার ॥
শুনিয়া তাহার বাণী সবে প্রাণে ত্রাস পায়। সকলে মিলিযা পড়ে জনক-সুতার পায় ॥ ৪

দো—করিলে প্রয়াণ সকলে তখন চিন্তা সীতার মনে।
মাস গত হ'লে নিশ্চয় নীচ আমারে বধিবে প্রাণে ॥ ১১

চৌ—ত্রিজটার প্রতি ক'ন করিয়া দু'কর জোড়। তুমি মা সঙ্গিনী শুধু এ ঘোর বিপদে মোর ॥
ত্বরা যাহে দেহ যায় কর তুমি সে উপায়। দু-সহ বিরহ আর মো' হ'তে না সহা যায় ॥ ১
বিরচিত কর চিতা আহরিয়া ইন্ধন। তাহাতে অনল মাতা কব পরে সংযোজন ॥
আমার দয়িত-প্রেম সত্য কর কৃপা-গুণে। কহ শূলসম বাণী সদা কাণে কেবা শুনে ॥ ২
শুনি' কথা পায়ে ধরি' কত ভাবে বুঝাইল। প্রভুর প্রতাপ বল যশোগাথা শুনাইল ॥
নিশিতে অনল কোথা পা'ব কহ সুকুমারি। এ কহি' ভবনে নিজ চ'লে গেল নিশাচরী ॥ ৩

সীতা-হনুমান্ সংবাদ

জানকী ভাবেন মনে বিধাতাই প্রতিকূল। মিলিল না হুতাশন মিটিল না হৃদি-শূল ॥
অম্বরে বিরাজিত ওই অঙ্গার এত। একটাও তা'রা কই মহী'পরে পড়ে না ত' ॥ ৪
ইন্দু পাবকময় না ঢালে অনল-ধারা। এ যেন আমারে বুঝি' চিরতরে ভাগ্যহারা ॥
শুনহ মিনতি মোর তরুবর হে অশোক। নামেরে সফল কর অপহর' মোর শোক ॥ ৫
তব নব-কিশলয় পাবকের সমতুল। দাও বহ্নি বাড়া'য়ো না আর এ বিরহ-শূল ॥
অতীব বিরহাকুল সীতারে দরশ ক'রে। কল্প-সমান প্রতি'খন কপি মনে করে ॥ ৬

সো—করি' কপি হৃদয়ে বিচার অঙ্গুরী ফেলি' দিল সীতায়।
দিল যেন অশোক অঙ্গার হরষি' জানকী নিলেন তা'য় ॥ ১২

চৌ—দেখিয়া তখন সেই অঙ্গুরী সুন্দর। শ্রীরামের নাম যাহে অঙ্কিত মনোহর ॥
চকিত হইয়া চাহি' রহেন তাহারে চিনে'। হরষ-বিষাদ বহে লহর তাঁহার মনে ॥ ১
সে অজেয় রঘুনাথে কে করিতে পারে জয়। মায়ায় এমন গড়া তাও সম্ভব নয় ॥
এই মত নানা কথা ভাবেন জানকী মনে। কহে তবে হনুমান্ মধুর বচন সনে ॥ ২

রামচন্দ্র-গুণগাথা সুরু করে বর্ণিতে। শুনিযা সীতার দুখ অপগত চিত হ'তে ॥
লাগা'য়ে শ্রবণ মন করেন কথা শ্রবণ। আদি হ'তে সব কথা শুনায হনু তখন ॥ ৩
শ্রবণের সুধা-সম যে শুনা'লে এই ভাষ। কেন ভাই সম্মুখে নাহি হও সুপ্রকাশ ॥
তখন নিকটে তাঁ'র করে গতি হনুমান্। পিছন ফিরেন সীতা বিস্ময়ে ভরে প্রাণ ॥ ৪
জননী জানকি রাম রঘুবর-দূত আমি। সত্য আমার ভাষা শপথ হৃদয়-যামী ॥
আমিই এ অঙ্গুরী সাথে মাতঃ আনিলাম। তোমারে এ অভিজ্ঞান পাঠা'যে দিলেন রাম ॥ ৫

দো—প্রণয়-পূরিত কপির বচন শুনি' জাগে বিশ্বাস।
জানিলেন তা'রে বাণী কায় মনে কৃপানিধানের দাস ॥ ১৩

চৌ—হরির ভকত জানি' প্রীতি বাড়ে অন্তরে। পুলকনে তনু ছায নয়নেতে জল ভরে ॥
বিরহ সাগর মাঝে ডুবিতে হে হনুমান্। তুমিই হইলে তাত বাঁচাবার জলযান ॥ ১
এখন কুশল কহ আমি যাই বলিহারী। অনুজ-স'হিত সুখ-নিকেতন খর-অরি ॥
সুকোমল চিত তিনি কৃপাময রঘুরায়। এ নিঠুর আচরণ কি হেতু তাঁহার হায ॥ ২
সহজ-স্বভাব ভরে ভকতে সুখদায়ক। কখনো স্মরেন কি গো আমারে রঘুনায়ক ॥
আমার নযন তাত আর কতদিন পর। হইবে শীতল হেরি' শ্যাম মৃদু-কলেবর ॥ ৩
বচনে সরে না ভাষা নযনে ভরিল জল। ক'ন নাথ আমারে কি ভুলিলেন অবিকল ॥
সীতারে হেরিয়া কপি অতীব বিরহাকুল। বিনীত ভাবের সনে বলে বাণী অনুকূল ॥ ৪
জননি অনুজ সনে কুশলেই প্রভু র'ন। তব দুখে দুখী অতি সদা কৃপা-নিকেতন ॥
আর কিছু ভাবি' মাতা করিও না খেদ মনে। দ্বিগুণ তোমার 'পরে প্রেম রয় প্রভু-মনে ॥ ৫

দো—রামের বারতা শুন মা এখন পরাণে ধরিযা ধীর।
এ বলিযা কপি গদগদ হ'ল নয়নে ভরিল নীর ॥ ১৪

চৌ—ব'লে দিয়েছেন রাম জানকি বিযোগে তব। বিপরীত মোরে সব হয় এবে অনুভব ॥
নব-কিশলয় যেন হইযাছে হুতাশন। কাল-নিশা সম নিশি ইন্দু যেন তপন ॥ ১
কমলের বন লাগে শূলভরা বন-প্রায। জলদ তৈল যেন তপ্ত বরষি' যায় ॥
প্রাণারাম ছিল যা'রা পীড়া দেয় তা'রা সবে। ত্রিবিধ সমীর লাগে অহি-শ্বাস অনুভবে ॥ ২
কহিলে প্রাণের খেদ হয় কিছু প্রশমন। কারেই বা বলি কথা নাহি কেহ হেন জন ॥
তোমার আমার মাঝে প্রণযের ভেদ যাহা। মাত্র মোর মন আছে অবগত প্রিয়া তাহা ॥৩
সে মন আমার সদা তোমারি নিকটে রয়। ইহাতেই কর' প্রেম অনুমান যাহা হয় ॥
প্রভুর প্রেরিত বাণী জানকী করি' শ্রবণ। মগ্ন প্রণয-নীরে দেহ-বোধ বিসরণ ॥ ৪
হনু কয় হৃদে মাতা ধারণ করহ ধীর। সেবকের সুখদাতা স্মর' রাম রঘুবীর ॥
রামের প্রতাপ বলে ভরহ নিজ হৃদয়। আমার বচন শুনি' বর্জ্জন কর ভয় ॥ ৫

দো—রক্ষঃ নিকর পতঙ্গ সমান রাম-শর হুতাশন।
ধৈর্য্য ধর মা হিয়ায় জানিও পুড়িছে রক্ষঃগণ ॥ ১৫

চৌ—যদি রাম রঘুপতি লভিতেন সন্ধান। দেরী না হই'ত তবে একতিল পরিমাণ ॥
শ্রীরামের শর-রবি হে দেবি হ'লে উদয়। তমোরূপী নিশাচর কোথায় বা আর রয় ॥ ১
এখনি মা পারিতাম যাইতে ল'য়ে তোমারে। রামের শপথ হেন আদেশ নাহি মোরে ॥
কিছু দিন ধীর হ'য়ে কর মা হেথা যাপন। কপিগণ সনে রাম করিবেন আগমন ॥ ২
যা'বেন লইয়া বধ করি' নিশাচরগণে। গাহিবেন তাঁ'র যশ নারদাদি ত্রিভুবনে ॥
তোমারি ত' অনুরূপ হে তনয় কপিগণ। রাক্ষস অতি বীর আর তেজ-পরায়ণ ॥ ৩
আমার হৃদয়-মাঝে এতে বড় সন্দেহ। শুনিয়া প্রকাশ হনু করিল আপন দেহ ॥
কনক-ভূধরাকার সুবিশাল সে শরীর। রণে ত্রাস-উৎপাসক অতি বলশালী বীর ॥ ৪
তখন সীতার মনে বিশ্বাস উপজিল। আবার আকার লঘু হনুমান ক'রে নিল ॥ ৫

দো—শুনহ জননি শাখামৃগগণ নহে অতি-মতি বল।
পারে ক্ষুদ্র অহি গরুড়েও খে'তে যদি পায় প্রভু-বল ॥ ১৬

অশোকবন ছারখার

চৌ—ভক্তি প্রতাপ তেজ আর বলে পূর্ণ বাণী। শুনি' সন্তোষ-মন জানকী রমণীমণি।
শ্রীরামের প্রিয় বুঝি' করেন আশীষ দান। কহিলেন হও তাত শীল আর বল-ধাম ॥ ১
হও সুত গুণনিধি জরাহীন মৃত্যু হীন। করুন প্রভুত কৃপা তোমারে ভকতাধীন ॥
করুন করুণা প্রভু এ কথা শুনিয়া কাণে। ভকতিতে তন্ময় হ'ল হনুমান্ মনে ॥ ২
বারবার পদতলে করি' শির অবনত। জোড় করি' করযুগ কহে কপি এই মত ॥
এখন মা চরিতার্থ হ'ল তব সন্তান। তোমার আশীষবাণী কদাচ না হ'বে আন ॥ ৩
নিবেদি' মা পদে আমি ক্ষুধিত নিরতিশয়। এ ক্ষুধা পে'য়েছে হেরি' সুন্দর ফলচয় ॥
সীতা ক'ন মহা মহা রাক্ষস বীরগণ। নিয়ত এ কাননের করে সুত রক্ষণ ॥ ৪
হনু কয় তাহাদের করি নাক' মনে ভয়। যদি এতে সন্তোষ তোমার মনেতে হয় ॥ ৫

দো—হেরি' বুদ্ধি বল- নিপুণ হনুরে জানকী কহেন যাও।
শ্রীরাম-চরণ রাখিয়া হৃদয়ে সুমধুর ফল খাও ॥ ১৭

চৌ—প্রণতি করিয়া পদে কাননে করে প্রবেশ। খায় ফল আর নাশ করে তরু সবিশেষ ॥
বহু বীর ছিল তথা কাননে প্রহরা দিতে। কতক বা গেল মারা কিছু ধায় বার্ত্তা দিতে ॥ ১

অক্ষয় কুমার বধ

কহে প্রভু আসিয়াছে কপি এক সুভীষণ। ফেলিল উজাড় করি' সাধের অশোকবন ॥
খায় নিজে ফল আর উপাড়ে বিটপীদলে। রক্ষকে পিশে' পিশে' মাটির উপরে ফেলে ॥ ২

শুনিয়া রাবণ প্রেরে তথা বহু যাতুধান*। তা'দের নিরখি 'করে গর্জ্জন হনুমান্॥
সব নিশাচরগণে করিল কপি হনন। চীৎকার সনে ধায় কিছু অর্দ্ধ-মৃতগণ॥ ৩
অক্ষয় কুমারে পাঠাইল রক্ষোনাথ। হনুরে ভেটিতে যায় অগণিত বীর-সাথ॥
তা'দের আসিতে দেখে' গর্জ্জে তরু ধরি' করে। বিনাশ করিয়া সবে তর্জ্জে হুঙ্কার ভরে॥ ৪

দো—কা'রেও বা মারে চূর্ণে বা কা'রে কা'রে করে ধুলি-প্রায়।
কেহ ফিরে' গিয়ে আর্ত্তনাদ করে মহাবলী কপি হায়॥ ১৮

মেঘনাদ কর্ত্তৃক হনুমানের নাগপাশে বদ্ধ হইয়া রাবণ-সভায় গমন

চৌ—তনয়ের বধ শুনি' লঙ্কেশ রোষযুত। পাঠাইল সে তখন বলী মেঘনাদ সুত॥
ব'লে দিল বেঁধে এন মেরো না তাহারে প্রাণে। কোথাকার সে বানর হ'বে তা' লইতে জেনে'॥১
অতুল নিপুণ রণে বাসবে যে করে জয়। ভ্রাতার নিধনে মনে রোষের প্লাবন বয়॥
আসি'ছে দারুণ বীর হনু দেখিবারে পায়। গর্জ্জে পেষণ করে দাঁতে দাঁতে আর ধায়॥ ২
অতীব বিশাল এক তরু উৎপাটন ক'রে। তা'র ঘায় রথহীন রাবণ কুমারে করে॥
তা'র সনে মহা মহা বীরগণ রহে যত। আপনার অঙ্গ-সনে করে হনু ঘর্ষিত॥ ৩
বীরগণে বধি' শেষে মেঘনাদ সনে লড়ে। দুই গজরাজ যেন এ উহার ঘাড়ে পড়ে॥
মুষ্টি প্রহার করি' চড়ে বিটপীর 'পরে। তাহাতে হারায় জ্ঞান মেঘনাদ ক্ষণতরে॥ ৪
চেতনা লভিয়া মায়া বিস্তারে নানামতে। জয় করিবারে নারে তা'তেও পবন-সুতে॥ ৫

দো—ব্রহ্ম-আয়ুধ হানে কপি মনে তাহাতে করে বিচার।
ব্রহ্ম-শরে যদি অসম্মান করি মহিমা না র'বে তা'র॥ ১৯

চৌ—ব্রহ্ম-শর মেঘনাদ কপিরে আঘাত করে। পড়িবার কালে হনু বহু সেনা সংহারে॥
নিরখিয়া ইন্দ্রজিত মূর্চ্ছিত হনুমান্। নাগপাশে বাঁধি' করে সাথে ল'য়ে প্রস্থান॥ ১
শিব ক'ন শুন উমা জপ করি' নাম যাঁ'র। জ্ঞানী নর ভব-বাধা হ'তে সদা হয় পার॥
তাঁ'র দূত বন্ধ-দশা কবে লাভ কি কখন। কার্য্যের তরে প্রভু ঘটা'লেন বন্ধন॥ ২
বন্দী জানিয়া কপি রাক্ষসগণ ধায়। কৌতুক হেরিবারে সভামাঝে সবে যায়॥
হনুমান তথা গিয়া রাবণের সভা হেরে। তাহার বিভব কত বর্ণিতে ভাষা হারে॥ ৩
কর-জোড় করি রহে দিক্‌পাল সুরগণ। আড়েও হেরিলে হয় শঙ্কিত সব-মন॥
হেরিয়াও এ প্রতাপ হনু নহে ভয়যুত। অহিগণ মাঝে যথা নিডর বিনতা-সুত॥ ৪

হনুমান্-রাবণ সংবাদ

দো—কপিরে নিরখি' হাসে দশানন কটুভাষা মুখে কয়।
সুত বধ মনে করি' তা'র মন বিষাদ-পূরিত রয়॥ ২০

---

* রাক্ষস।

চৌ—লঙ্কেশ কহে বল্ রে বানর তুই কোন্। কা'র বল ধ'র' দেহে উজাড় করিস্ বন ॥
কাণে তোর কখনো কি পশে নাই মোর নাম। দেখা যায় ওরে শঠ ডরহীন তোর প্রাণ ॥ ১
রাক্ষসগণে তুই বধিলি কি অপরাধে। নিজ প্রাণ যা'বে তা'য় এ বাধা না মনে বাধে ॥
হনু কহে যাঁ'র বলে বলী হ'য়ে দশানন ॥ সীমাতীত ব্রহ্ম-অণ্ড করে মায়া বিরচন ॥ ২
যাঁ'র বল করি' লাভ বিধি বিষ্ণু মহেশ্বর। সৃজন পালন নাশ করি'ছেন নিরন্তর ॥
সহস্র-বদন শেষ করি' যাঁ'র বলাশ্রয়। স-কানন ধরাধর চরাচর শিরে বয় ॥ ৩
কত দেহ ল'ন যিনি অমরে করিতে ত্রাণ। কতবিধি তোমা সম শঠে দেন শিক্ষা দান ॥
কঠোর হরের ধনু ভাঙ্গিলা যে অবহেলে। তা'রি সনে নৃপদল-মদ যে চরণে দলে ॥ ৪
খরে দূষণেরে আর ত্রিশিরা রাক্ষস বালি। বধিলা যে এ সকলে অতিশয় বলশালী ॥ ৫

দো—যাঁ'র অণু বল করি' আশ্রয় জিনিলে এ চরাচর।
হ'রেছ যাঁহার প্রিয়তমা আমি তাঁ'রি দূত রক্ষঃবর ॥ ২১

চৌ—তোমার প্রতাপ বল সব আমি অবগত। সহস্র-বাহুর* সনে সমর হইল যত ॥
বালির† সহিত রণে সুযশ লভিলে যথা। রাবণ বচন শুনি' হাসিয়া উড়া'ল কথা ॥ ১
ক্ষুধায় খে'লাম ফল রক্ষঃরাজ দশানন। বানর-স্বভাব বশে তরু করি উৎপাটন ॥
সকলেরি নিজনিজ দেহ লাগে প্রিয়তম। প্রহারে দুষ্টেরা যবে করে মোরে জ্বালাতন ॥২
বধিনু তা'দের তবে আমারে মারিল যা'রা। তা'র পরে সুত তব বাঁধিয়া করিল সারা ॥
এ বাঁধন তরে মোর মনে কিছু নাহি লাজ। আমার ত' অভিলাষ সাধিতে প্রভুর কাজ ॥ ৩
জোড়করে এ মিনতি করি তোমা লঙ্কেশ। অভিমান ত্যজি' ধর আমার এ উপদেশ ॥
দেখ তুমি নিজ পূত কুলেরে‡ বিচার করি'। ভ্রম ত্যজি' ভজ সেই ভকতের ভয়হারী ॥ ৪
যেই কাল সুরাসুর চরাচর সব গ্রাসে। সে প্রবল কাল কাঁপে থরথরি' যাঁ'র ত্রাসে ॥
বৈরতা তাঁ'র সনে করিও না কদাচন। মোর অনুরোধ মানি' সীতা কর অর্পণ ॥ ৫

দো—প্রণত-পালক কৃপা-পারাবার খরারি জানকীনাথ।
পড়িলে শরণে রাখিবেন তোমা পাশরিয়া অপরাধ ॥ ২২

চৌ—রাম পদ-শতদল হৃদয়ে কর ধারণ। তা'রপরে এই পুরী অচল কর শাসন ॥
মহর্ষি পুলস্ত্য-যশঃ নির্ম্মল শশধর। হ'য়ো না কলঙ্ক যেন সে বিধুর রক্ষঃবর ॥ ১

---

* ইঁহার অপর নাম কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন। ইনি এত বলবান্ ছিলেন যে রাবণও ইঁহার নিকট বন্দী ছিলেন। কার্ত্তবীর্য্য পরশুরামের পিতা জমদগ্নির কামধেনু অপহরণ করিয়া তাঁহাকে বধ করেন, ইহাতে পরশুরাম কার্ত্তবীর্য্যকে সংহার করেন।

† রাবণ বালির বল পরীক্ষা ক'রিতে চাহিয়াছিল। বালি তখন সন্ধ্যা করিতে উদ্যত। রাবণ অপেক্ষা করিতে সম্মত না হওয়ায়, বালি তাহাকে অনায়াসে নিজ কুক্ষি-মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া, প্রতিদিনের নিয়ম মত চারি সমুদ্রে ঘুরিয়া সন্ধ্যা শেষ করে। অবশেষে সূর্য্য-অর্ঘ্য দিবার সময় ভুলিয়া হাত উঁচু করিতে গেলে রাবণ বাহির হয়, ও অনেক বিনয় করিয়া তাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করে।

‡ রাবণ পুলস্ত্য মুনির বংশে বিশ্রবা মুনির পুত্র, সুতরাং ব্রাহ্মণ-বংশোৎপন্ন।

বিহনে শ্রীরাম-নাম বচন না শোভা পায়। মদ মোহ পরিহরি' মনে বুঝি' দেখ তা'য় ॥
হ'লেও ভূষণে সব বিভূষিতা বরনারী। বসন বিহনে শোভা নাহি পায় হে সুবারি ॥ ২
শ্রীরাম-বিমুখ যেবা প্রভুতা বিভব তা'র। পেলেও নাহিক রয় পাওয়া খোওয়া একাকার॥
যে নদীর উৎস দেশে জল-স্রোত নাহি হায়। বরষার অবসানে পুনঃ তা' শুকা'য়ে যায় ॥ ৩
শপথ করিয়া কহি শুন লঙ্কা-অধীশ্বর। রাম-বিমুখের ত্রাতা কেহ নাহি ধরাপর ॥
সহস্র মহেশ বিষ্ণু সহস্র চতুরানন। রাখিতে না পারে রাম-বিরোধীরে কদাচন ॥ ৪

দো—মোহ-মূল বহু দুঃখ-আধার ত্যজ তম-অভিমান।
ভজ রাম-রঘু- কুলের নায়ক কৃপানিধি ভগবান্ ॥ ২৩

লঙ্কা-দহন

চৌ—যদিও কহিল কপি বাণী অতি হিতকর। ভকতি বিবেক নীতি-সিক্তিত মনোহর ॥
উপহাস-হাসি হাসি' কহে মহা অভিমানী। জুটে'ছে বানর গুরু আমার পরম জ্ঞানী ॥ ১
দুষ্ট মরণ তো'র শিয়রে ঘনা'য়ে আসে। উপদেশ বাণী মোরে তা'ই তো'র মুখে আসে॥
হনু কহে বিপরীত হ'বে এর পরিণাম। তো'রি হ'ল মতিভ্রম নিশ্চয় বুঝিলাম ॥ ২
কপির বচন শুনি' মনে ক্রোধ অতিশয়। ত্বরা এরে বধ কর দশানন রোষে কয় ॥
শুনিতেই বধ-তরে ছু'ট রাক্ষসগণ। তখনি সচিব সহ আসিলেন বিভীষণ ॥ ৩
নমিত করিয়া শির মিনতি করিয়া কত। ক'ন দূতে বধ করা সব নীতি-গর্হিত ॥
দণ্ড অপর কোন ইহার কর বিধান। সকলে কহিল সাধু যুক্তি করিলে দান ॥ ৪
শুনি' কথা দশানন কহিল হাসির ভরে। অঙ্গহীন করি' ফিরে' পাঠা'য়ে দেহ বানরে ॥৫

দো—বানরের মায়া লাঙ্গুলে রয় কহি সবে বুঝাইয়া।
তৈল সিক্ত বাস বাঁধিয়া তাহাতে দেহ অগ্নি লাগাইয়া ॥ ২৪

চৌ—লাঙ্গুল-হীন হ'য়ে বানর যাউক ফিরে'। আসুক আবার মূঢ় প্রভুরে সাথেতে ক'রে ॥
যাহার করিল মুখে এতই মহিমা গান। দেখিব প্রতাপ বল তাহার কি পরিমাণ ॥ ১
একথা শুনিয়া কপি মনে মনে হাসে তবে। বুঝি' দেবী বীণাপাণি সহায় হ'লেন এবে ॥
রাক্ষসগণ শুনি' রাবণের এ বচন। মূর্খেরা সবে করে আয়োজন আরম্ভন ॥ ২
রহিল না পুরীমাঝে তেল ঘৃত কি বসন। লাঙ্গুল করে হনু কৌতুকে প্রসারণ ॥
রঙ্গ হেরিতে আসে যথা তথা পুরবাসী। চরণ প্রহারি' ক'রে কতই প্রকার হাসি ॥ ৩
বাজিতে লাগিল ঢোল সবে দেয় করতালি। নগর ঘুরা'য়ে দিল লাঙ্গুলে অনল জ্বালি' ॥
অগ্নি জ্বলিত হেরি' হ'য়ে অতি ত্বরাপর। ধারণ করিল হনু অতি লঘু কলেবর ॥ ৪
মুক্ত-বাঁধন হ'য়ে চড়ে হেম-সৌধ 'পরে। রাক্ষসীগণ হেরে' সকলে ভয়েতে মরে ॥ ৫

দো—হরি-প্রেরণায় সেইকালে বয় বায়ু উনপঞ্চাশ।
অট্টহাসি হাসি' গর্জ্জিয়া কপি ছুঁয়া'ল দেহ আকাশ ॥ ২৫

চৌ—অতীব বিশাল তবু অতি লঘু কলেবর। পলক মাঝারে যায় গৃহ হ'তে গৃহান্তর ॥
জ্বলিতে লাগিল পুরী পুরবাসী ভয়ে মরে। কোটি-করে হুতাশন করাল-ঝাপট মারে ॥ ১
চারিদিকে সেইকালে শুধু এই শুনা যায়। কোথা পিতা মাতা কেবা মোদের বাঁচা'বে হায় ॥
প্রথমেই ব'লেছিনু বানর এ কভু নয়। বানরের রূপ ধ'রে কোন দেব নিশ্চয় ॥ ২
সাধুজন-অপমান-প্রতিফলে এইমত। প্রজ্বলিত সারা পুরী অনাথ-নগরী মত ॥
এক নিমেষেতে সারা করিল পুরী দাহন। শুধু বিভীষণ-পুরে না লাগা'ল হুতাশন ॥ ৩

হনুমানের সীতার নিকট বিদায় গ্রহণ

উমা হনু তাঁ'র দূত অনল সৃজন যাঁ'র। একারণে না দহিল অনলে শরীর তা'র ॥
এক প্রান্ত হ'তে লঙ্কা পুরীরে করি' দাহিত। লম্ফ দিয়া পারাবার-মাঝে হ'ল মজ্জিত ॥ ৪

দো—পুচ্ছ নিবা'য়ে দূর করি' শ্রম পুনঃ লঘুকায় ধরি'।
জনক-সুতার সম্মুখে গিয়া দাঁড়া'ল দু' কর জুড়ি' ॥ ২৬

চৌ—কহিল জননি মোরে দেহ কিছু নিদর্শন। দিলেন আমারে যথা রাঘবকুল-মোদন ॥
চূড়া হ'তে মণি খুলি' জানকী দিলেন তা'রে। লইল পবনসুত পরম হরষ ভরে ॥ ১
এভাবে প্রণাম মম ক'রো তাত নিবেদন। পরিপূর্ণ-কাম তুমি প্রভু রঘুনন্দন ॥
তথাপি করুণা দীনে করিবারে পণ তব। হর নাথ হর মম সঙ্কট ভবধব ॥ ২
হে তাত জয়ন্ত-কথা করা'য়ো তাঁ'রে স্মরণ। শরের প্রতাপ তাঁ'র তাঁহারে ক'রো জ্ঞাপন ॥
মাসেক মাঝারে যদি তাঁ'র আসা নাহি হয়। জীবিত আমারে তিনি না পা'বেন নিশ্চয় ॥ ৩
বল' তাত কি প্রকারে দেহে প্রাণ আমি ধরি। তুমিও ত কহিতেছ এবার যাইবে ফিরি' ॥
তোমারে হেরিয়া প্রাণ জুড়া'য়েছিল আমার। দিবা রাতি সম হ'বে আমার কাছে আবার ॥ ৪

সাগর-লঙ্ঘনানন্তর সকলের প্রত্যাবর্ত্তন

দো—সীতারে বুঝা'য়ে বহুভাবে হনু তাঁহারে প্রবোধ দিল।
চরণ কমলে করিয়া প্রণাম রাম-পদে ফিরে' গেল ॥ ২৭

চৌ—প্রস্থান-কালে করে মহারবে গর্জ্জন। ত্রাসে জ্ঞানহারা হয় রাক্ষস-নারীগণ ॥
সাগর লঙ্ঘিয়া পুনঃ আসিল এ-তট 'পরে। কিচ্‌কিচ হর্ষরব শুনা'ল যত বানরে ॥ ১
হরষিত হ'য়ে সবে চাহে হনুমান পানে। নূতন জনম পে'ল এ-ভাব সবার মনে ॥
মোদিত বদন তেজ শরীরে করে বিরাজ। বুঝা গেল সাধিয়াছে হনুমান রাম-কাজ ॥ ২
সকলে ঘেরিল তা'য়ে প্রাণে মোদ অতিশয়। কণ্ঠাগত-প্রাণ মীন বারি পে'লে যথা হয় ॥
সকলে পুলক-মনে যায় শ্রীরামের পাশ। কহিতে শুনিতে পথে এই নব ইতিহাস ॥ ৩

মধুবন ভঙ্গ ; সুগ্রীব-মিলন

হেনকালে হ'ল সবে মধুবনে উপনীত। খায় মধুফল করি' অঙ্গদে সম্মত ॥
প্রহরীরা তাহাদের যেমনি তাড়া'তে এল। মুষ্টি-প্রহার লভি' সকলে পলা'য়ে গেল ॥ ৪

দো—তা'রা হেঁকে কয় সব গেল বন উজাড়েন যুবরাজ।
সুগ্রীব শুনি' বুঝিল কপিরা সেধে' এল প্রভু-কাজ ॥ ২৮

চৌ—না যদি উদ্দেশ লাভ করিত সবে সীতার। মধুবন-ফল খায় এমন ক্ষমতা কা'র ॥
মনে মনে এ বিচার করে যবে কপিরাজ। হেনকালে এল হনু সহিত কপি-সমাজ ॥ ১
আসি' সুগ্রীব-পদে সবে মাথা নোয়াইল। কপিরাজ প্রীতিভরে সবাকারে সম্ভাষিল ॥
কুশল শুধা'লে বলে কুশল হেরি' চরণ। রাম-কৃপাবলে কাজ হইয়াছে সমাপন ॥ ২
সবে কহে প্রভু-কাজ সাধিয়াছে হনুমান। সে-ই রক্ষা করিয়াছে বানরগণের মান ॥
শুনি' সুগ্রীব তা'রে সম্ভাষে আরবার। কপিদের সনে যায় যথা রাম কৃপাধার ॥ ৩
রাম যবে হেরিলেন কপি করে আগমন। কার্য্য সমাধা হ'ল বুঝি' পুলকিত মন ॥
স্ফটিক শিলার 'পরে ব'সে র'ন দু'জনায়। আসিয়া সকল কপি পড়িল তাঁহার পায় ॥ ৪

দো—প্রণয়ের সনে মিলেন সকলে করুণা-সাগর রাম।
শুধা'ন কুশল বলে শুভ এবে হেরি' পদ কৃপাধাম ॥ ২৯

শ্রীরাম-হনুমান সংবাদ

চৌ—জাম্ববান কহে তবে শুন ওহে দয়াময়। তোমার করুণা প্রভু যাহার উপর হয় ॥
তাহার সদাই শুভ কল্যাণ নিরন্তর। অমর মানব মুনি প্রীত র'ন তা'র 'পর ॥ ১
বিজয় লভয়ে সেই সে গুণী বিনয়বান্। উজ্জ্বল ত্রিভুবন তাহার যশে মহান্ ॥
প্রভুর করুণাবলে হ'য়েছে সকল কাজ। মোদের জনম ভবে হ'য়েছে সফল আজ ॥ ২
হে নাথ পবনসুত যে কাজ এসেছে ক'রে। সহস্র হ'লেও মুখ সাধ্য কা'র তা' বিবরে ॥
মনোহর কাজ যত আচরিল হনুমান। শ্রীরামের শ্রীচরণে নিবেদিল জাম্ববান্ ॥ ৩
হনুমান-ক্রিয়াবলী লাগে ভাল রাম-প্রাণে। পুলকে আবার বুকে লইলেন হনুমানে ॥
কহিলেন সীতা এবে কহ তাত কি প্রকারে। রহেন রাখেন প্রাণ আপনার লঙ্কাপুরে ॥ ৪

দো—দ্বারী তব নাম কপাট তাহার দিবানিশি তব ধ্যান।
পদ-লগ্ন আঁখি এ তালা লাগান' কোন পথে যা'বে প্রাণ ॥ ৩০

চৌ—ফিরিবার কালে মোরে দিলেন চূড়ার মণি। আদরে হৃদয়ে চাপি' ধরিলেন রঘুমণি ॥
হনু কহে প্রভু সহ বারি-ভরা দু' নয়ন। জনক-তনয়া কিছু তোমারে বচন ক'ন ॥ ১
পড়িও অনুজ-সহ প্রভুর চরণ 'পর। ব'লো তুমি দীননাথ প্রণত-বিপদহর ॥
আমি ত কায়ায় মনে বচনে চরণ-রতা। কোন্ অপরাধে নাথ করিলে চরণ-চ্যুতা ॥ ২

এক অপরাধ মম আমি তা' করি স্বীকার। বিরহে এ প্রাণ নাহি করে দেহ পরিহার ॥
কিন্তু দেব এ ত' মোর নয়নের অপরাধ। বাহিরিতে গেলে প্রাণ সে-ই তাহে সাধে বাদ ॥৩
বিরহ অনল যেন তুলা দেহ নিশ্বাস-। সমীরণ পারে ক্ষণে দেহের করিতে নাশ ॥
নিজ হিত-লাগি' বারি নয়ন করে ক্ষরণ। বিরহ-অনল নারে করিতে কায়া দহন ॥ ৪
জনক-সুতার তথা বিপদ অতি বিশাল। সেকথা না কহা ভাল চবণে দীনদয়াল ॥ ৫

দো—এক এক পল কল্প-সমান কাটে তাঁ'র এক্ষণে।
চল ত্বরা প্রভু আন' বাহুবলে জয় করি' খলগণে ॥ ৩১

চৌ—জনকসুতার হেন ক্লেশ শুনি' কৃপাধার। নলিন-নয়নযুগে ভ'রে আসে জলভার ॥
ক'ন কায় বাণী মনে রত যেবা মোর 'পরে। স্বপনেও কি বিপদ কোনকালে লাগে তা'রে ॥ ১
হনু কহে বিপদ ত তাহারেই প্রভু কয়। তোমার ভজনা ধ্যান যা'র তরে নাহি হয় ॥
তোমার নিকটে নাথ এ আর কি বড় কথা। রিপুদলে জয় কার' আনিতে জনক-সুতা ॥ ২
প্রভু ক'ন হনুমান তোমা সম উপকারী। কেহ নাহি সুর নর মুনি-মাঝে তনুধারী ॥
এর প্রতি উপকার কি করি তব এখন। তোমার সমীপ হ'তে নাহি পারে মোর মন ॥ ৩
শুন সুত তব ঋণ নহে কভু শোধিবার। হৃদয়-মাঝারে আমি দেখে'ছি করি' বিচার ॥
বারবার কপি-পানে চাহি'ছেন কৃপাধার। রোমাঞ্চ শ্রীকলেবরে নয়নেতে জলভার ॥ ৪

দো—প্রভু-বাণী শুনি' হেরি' ফুল্ল মুখ হরষিত হনুমান।
প্রেমাকুল হ'য়ে পায়ে পড়ি' কহে ত্রাহি ত্রাহি ভগবান্ ॥ ৩২

চৌ—প্রয়াস করেন প্রভু তুলিবারে বারবার। এমনি মগন প্রেমে তুলিতে শকতি কা'র ॥
স্থাপিত তাহার শিরে প্রভুর কমল-কর। সে দশা করিয়া মনে তন্ময় হ'ন হর ॥ ১
সম্বরি' নিজ মনে শঙ্কর পুনঃ ক'ন। জননী ঈশানী-পাশে সে কাহিনী মনোরম ॥
কপিরে তুলিয়া প্রভু বুকের 'পরে লাগা'ন। হাত ধ'রে একেবারে আপন কাছে বসা'ন ॥ ২
ক'ন কহ হনুমান রাবণ-রক্ষিত পুরে। আর বাঁকা দুর্গে তা'র দহিলে কেমন ক'রে ॥
প্রভুরে মোদিত-মন জ্ঞান করি' হনুমান। কহিল বচন হেন পরিশূন্য অভিমান ॥ ৩
শাখা-মৃগদের এই পুরুষার্থ অতিশয়। শাখা হ'তে অন্য শাখে গমনে শকতি রয় ॥
লঙ্ঘি' সাগর করি' কনকপুরী দহন। রাক্ষসগণে বধি' উজাড় করিনু বন ॥ ৪
তোমারি প্রতাপ তাহা সকলি ত' রঘুনাথ। কিছুই বড়াই তাহে নাহিক আমার নাথ ॥ ৫

দো—কিছু নাহি তা'র সাধ্যের বা'র তুমি অনুকূল যা'রে।
তোমার প্রভাবে তুলা'ও অনলে দহন করিতে পারে ॥ ৩৩

চৌ—অচলা ভকতি তব মোর অতি ভাল লাগে। কৃপা করি' দেহ নাথ মিনতি চরণ-আগে ॥
শুনি' প্রভু বানরের পরম সরল বাণী। 'এবমস্তু'* এই তবে কহিলেন হে ভবানি ॥ ১

* ইহাই হউক।

ঈশানি স্বভাব তাঁ'র জানিযাছে যেইজনে। ভজনা ব্যতীত কিছু ভাল নাহি লাগে মনে ॥
এ তত্ত্ব* হ'যেছে যা'র হৃদিগত একবার। ভকতি শ্রীরাম-পদে সে ক'রেছে অধিকার ॥ ২

বানর-সেনা সহ শ্রীরামের সমুদ্র-তটে আগমন

প্রভুর বচন শুনি' কপিগণ সবে কয়। জয় সুখ-মূলাধাব জয জয় কৃপাময় ॥
করিলেন রাম তবে সুগ্রীবে আবাহন। কহিলেন কর এবে যাত্রার আযোজন ॥ ৩
কিসের কারণ আর এবে বিলম্ব করা। আদেশ ত্বরায দেহ যাত্রা করুক্ তা'রা ॥
লীলা হেরি' বহু ফুল বরষিযা সুরগণ। আপন আপন লোকে ফিরে' যান প্রীত মন ॥ ৪

দো—সুগ্রীব ত্বরা ডাকা'ন সবারে আসে তা'রা দলে দলে।
বিবিধ বরণ ঋক্ষ কপিদল অতুল দেহের বলে ॥ ৩৪

চৌ—প্রভু পদ শতদলে সকলে নোযায শির। গর্জ্জে ঋক্ষ কপি মহাবল মহাবীর ॥
কপি-অনীকিনী করি' রঘুমণি দবশন। করেন সবাব 'পরে কৃপা-দিঠি বরষণ ॥ ১
রামেব কৃপাব বল লাভ করি' কপিদল। হ'ল যেন পক্ষযুত ধরাধর মহাবল ॥
করেন হবষে তবে যাত্রা রঘু-মোদন। হইতে লাগিল শুভ সুন্দর লক্ষণ ॥ ২
কীর্ত্তি যাঁহার সদা সব-মঙ্গলময়। তাঁ'র যাত্রায শুভ লীলা মহিমায় হয় ॥
স্পন্দিত হ'য়ে বাম-অবযব জানকীরে। রাম-আগমন যেন তাঁহাবে ঘোষণা করে ॥ ৩
যা' যা' হয মঙ্গল সীতাব শকুনচয়। তাহাই রাবণ তরে অশুভ-কারণ হয় ॥
চলিল বাহিনী কেবা করিবে বা বর্ণন। অগণিত কপি ভালু করিতেছে গর্জ্জন ॥ ৪
নখর-আযুধধব চলিছে নিডর মনে। ধরি' পর্ব্বত তরু ধবণীতে কি গগনে ॥
গর্জ্জন করিতেছে কপি-ভাল্লুকদল। বিচলিত দিক্-করী করে তা'রা টলমল ॥ ৫

ছ—দিক্-গজ ডাকে বসুমতী টলে চঞ্চল গিরি কাঁপে সাগর।
হরষিত মন সুর মুনিগণ হইল সকলে বিগত ডর ॥
দাঁতে কট্‌কট্ করে বহু ভটা† কোটি মর্কট সবেগে ধায়।
জয়জয় বাম মহা বলধাম বলি' গুণগ্রাম সকলে গায় ॥ ১
বহিবারে নারে অনীকিনী-ভারে শেষ বারেবারে মুরছা যায়।
কঠোব কূর্ম্মের পৃষ্ঠেতে দাঁতে কামড়ে তাহাতে কি শোভা হায় ॥
বিমোহন রাম- সমরাভিযান অতি মনোহর তাহারে জানি'।
কূর্ম্মের পিঠে যেন দাগ কেটে চিরতরে নাগ লিখে সে বাণী‡ ॥ ২

---

* প্রভু-ভৃত্য ভাব। † যোদ্ধা। ‡ সেনার ভীষণ ভার বহিতে অসমর্থ হইয়া বাসুকি বার বার মূর্চ্ছিত হইতেছেন, আর কূর্ম্মের কঠিন পিঠের উপর কামড় দিয়া ধরিতেছেন (অর্থাৎ নিজেকে সামলাইতেছেন), এইরূপ বার বার দাঁত দিয়া কামড়াইয়া ধরায় কূর্ম্মের পিঠে যে সকল রেখা পড়িতেছে, তাহাতে কি অপূর্ব্ব শোভা হইতেছে। শ্রীরামচন্দ্রের এই সমরাভিযানকে অতি মনোহর বিবেচনা করিয়া, নাগরাজ বাসুকি কূর্ম্মের পিঠে দাগ করিয়া চিরতরে তাহার ইতিবৃত্ত ক্ষোদিত করিয়া রাখিতেছেন।

দো—এইভাবে চলি' করুণা-সাগর আসেন সাগর-তীর।
যথা তথা ফল খায় অবিরল বহু ভালু কপিবীর ॥ ৩৫

মন্দোদরী-রাবণ সংবাদ

চৌ—ওদিকে রাক্ষসগণ রহে ত্রাস-যুত মন। যবে হ'তে হনু যায় লঙ্কা করি' দহন ॥
নিজ নিজ গৃহে বসি' করে তা'রা এ বিচার। রাক্ষসকুলে আর রক্ষা নাহি এবার ॥ ১
যাহার দূতের বল নাহি আসে বর্ণনায়। সে নিজে আসিলে আর কিবা শুভ তাহে হায় ॥
দূতীগণ-মুখ হ'তে শুনি' পুরবাসী-বাণী। সমধিক আকুলিত হ'ন মন্দোদরী রাণী ॥ ২
নির্জ্জনে পতি-পদে পড়ি' করি' জোড়কর। নীতি-রসে সিক্তি ক'ন এ বচন-বর ॥
দ্রোহ কর পরিহার কান্ত হরির সনে। হিতকর বলি' মোর বচন ধরহ মনে ॥ ৩
যাহার দূতের কাজ করিতে মনে স্মরণ। শিহরিত-প্রাণ হয় যত নিশাচরীগণ ॥
ভাল যদি চাহ নাথ তবে তা'র দয়িতারে। নিজ সচিবের সনে পাঠাইয়া দেহ ফিরে' ॥ ৪
তোমার কুলের কম কমল কানন তরে। আসে সীতা দুখ দিতে বিভাবরী-রূপ ধ'রে ॥
শুন নাথ যদি ফিরে' সীতারে না দেওয়া যায়। বিধি হর কহিলেও হিত তব নাহি তা'য় ॥ ৫

দো—রাম-শর অহি- গণের সমান ভেক-সম রাক্ষস।
গ্রাস না করিতে করহ উপায় নাহি হ'য়ে হঠ-বশ ॥ ৩৬

চৌ—শ্রবণে শুনিয়া শঠ মন্দোদরীর বাণী। হাসিল বড়ই হাসি ধরা-খ্যাত অভিমানী ॥
স্বভাবে অতীব ভীরু সত্যই নারীগণ। শুভেতেও প্রাণে ভয় দুর্ব্বল তব মন ॥ ১
যদি আসে লঙ্কায় বানরের সেনাগণ। দুখী রাক্ষস তবে জীবন করে ধারণ ॥
লোকপাল যা'র ডরে কম্পিত-কলেবর। ভয়ভীতা তা'র রাণী এ বড়ই হাস্যকর ॥ ২
এত কহি' পুনঃ হাসি' তাহারে ধরিল বুকে। চলিল সভার পানে মমতা দেখা'য়ে মুখে ॥
রক্ষঃরাণী-মনোমাঝে জাগে শুধু এ ভাবনা। স্বামীর উপরে এবে বিধাতার বিড়ম্বনা ॥ ৩
যেমনি সভায় বসে বারতা করে শ্রবণ। সাগরের পর-পারে উপনীত অরিগণ ॥
শুধায় সচিবগণে কি উপায় কহ সবে। হাসিয়া সকলে বলে নীরবে রহু'ন এবে ॥ ৪
জিনে'ছেন সুরাসুর শ্রম নাহি হ'ল তা'য়। মানব বানর এরা কিবা আসে গণনায় ॥ ৫

দো—ভিষক্ সচিব গুরু তিনে যদি প্রিয় কহে লোভে ত্রাসে।
রাজ্য ধর্ম্ম দেহ তিনটিই তবে ত্বরা নাশ হ'য়ে আসে ॥ ৩৭

চৌ—রাবণের উপনীত সেই যোগাযোগ এবে। মন্ত্রী চাটু-বাণী কহে শুনা'য়ে শুনা'য়ে সবে ॥

রাবণকে বিভীষণের উপদেশ

হেন কালে বিভীষণ তথা আসি' উপনীত। ভ্রাতার চরণ 'পরে শির করে অবনত ॥ ১
পুনঃ নমি' করে নিজ আসনে উপবেশন। আদেশ করিয়া লাভ কহে তবে এ বচন ॥
কৃপাময় মোর 'পরে যদি অনুমতি হয়। হিত-বাণী কহি তবে যাহা মোর মনে লয় ॥ ২

যেজন কামনা করে কল্যাণ অপনার। সুযশ সুমতি সুখ শুভগতি অনিবার ॥
তাহার উচিত পর-বনিতারে হে রাজন্। চতুর্থীর শশী সম সদা করা বর্জ্জন* ॥ ৩
চারি-দশ লোকপতি যদিও সেজন হয়। জীব সনে বিরোধেতে তা'রো নাশ নিশ্চয় ॥
যেমন চতুর আর সকল গুণ-নিচয়। অল্প লোভও তা'র শ্রেয় কেহ নাহি কয় ॥ ৪

দো—কাম ক্রোধ মদ লোভ এরা প্রভু নরকেতে ল'য়ে যায়।
এ সবে ত্যজিয়া ভজ রঘুবীর সন্ত ভজেন যাঁ'য় ॥ ৩৮

চৌ—শুধু মানবের রাজা ন'ন রাম রঘুবর। কাল যে তাহারো কাল সর্ব্বলোক-অধীশ্বর ॥
ব্রহ্ম তিনি অ-বিকার জন্মহীন ভগবান্। অজেয় অনাদি আর ব্যাপক অ-পরিমাণ ॥ ১
ধরণী সুরভী দ্বিজ দেবতার হিতকারী। কৃপার সাগর রাম নরের শরীরধারী ॥
ভকতের রঞ্জন দুর্জ্জন-অন্তক। তিনি ভাই সদা বেদ ধর্ম্মের রক্ষক ॥ ২
ত্যাগ করি' দ্রোহ তাঁ'র নমিত করহ শির। প্রণতের সব দুখ ভঞ্জন রঘুবীর ॥
হে প্রভু বিদেহ-সুতা ফিরাইয়া তাঁ'রে দেহ। অহেতুকী হিতকারী-চরণে শরণ লহ ॥ ৩
বিশ্ব-দ্রোহের পাপে যে হয় পাপ-ভাজন। শরণে আসিলে সে-ও না ত্যজেন কদাচন ॥
বিনাশে ত্রিবিধ তাপ যাঁহার নামের গুণে। প্রকট সে প্রভু ইহা লঙ্কেশ বুঝ মনে ॥ ৪

দো—বার বার পড়' চরণে তাঁহার মিনতি এ দশানন।
কোশল-অধিপে ভজ মোহ মান মদ করি' বরজন ॥ ৩৯ (ক)
মুনি পুলস্ত্য নিজ শিষ্য দিয়া পাঠা'লেন এ বারতা।
শুভ-অবসর লভি' সত্বর জানা'লাম সেই কথা ॥ ৩৯ (খ)

চৌ—মাল্যবান্ নামে এক চতুর সচিব ছিল। বিভীষণ-বাণী শুনি' অতিশয় সুখ পে'ল ॥
কহিল অনুজ তব অতি নীতি-বিভূষণ। হৃদয়ে গ্রহণ কর কহে যাহা বিভীষণ ॥ ১
অরির মহিমা গান করে মূঢ় দুইজন। কে আছ সম্মুখ হ'তে করহ অপসারণ ॥
মাল্যবান্ গৃহে গেল করি' এ শ্রুতি-গোচর। বিভীষণ ক'ন তবে জোড় করি' দুই কর ॥ ২
কিবা বেদ কি পুরাণ সবেতেই প্রভু কয়। সবারি হৃদয়-মাঝে কুমতি সুমতি রয় ॥
যথায় সুমতি তথা সম্পদ অগণন। কুমতি যথায় তথা বিপদ নাহি গণন ॥ ৩
তোমার হৃদয়ে করে দুর্মতি অধিষ্ঠান। তা'তেই অহিতে হিত আর সখা হয় জ্ঞান ॥
রাক্ষস-কুল তবে কাল-রজনীর প্রায়। সীতা 'পরে অতি তব অনুরাগ দেখা যায় ॥ ৪

দো—তাত পদে ধরি' করি এ কামনা মোর প্রতি স্নেহ-ভরে
রামে দেহ সীতা কখনো অহিত নাহি হ'বে ক্ষণতরে ॥ ৪০

* অর্থাৎ লোকে যেমন চতুর্থীর নষ্ট-চন্দ্রকে বর্জ্জন করে।

রাবণ কর্তৃক বিভীষণের অপমান

চৌ—পুরাণ পণ্ডিত শ্রুতি সম্মত বর বাণী। কহিলেন বিভীষণ সাধু-নীতি বিবরণি' ॥
তাহা শুনি' দশানন অতীব কোপেতে তবে। কহে খল মৃত্যু তো'র নিকটে আগত এবে ॥ ১
মোর অন্নে মূঢ় তোর এ যাবৎ রহে প্রাণ। অরাতির পক্ষ তবু শ্রেয়তর হয় জ্ঞান ॥
বল্ দেখি লঘুমতি কে আছে এ ধরাতলে। যাহারে বিজয় নাহি করিলাম ভুজবলে ॥ ২
মোর পুরে করি' বাস তাপসের 'পরে প্রীতি। যা' অজ্ঞান তা'র পাশে তা'রে শিখাগে যা' নীতি ॥
এত কহি' বিভীষণে চরণ প্রহার করে। অনুজ তথাপি ধরে পদ তা'র বারে বারে ॥ ৩
শিব ক'ন হে ভবানি সাধুর মহিমা এই। তাহারি করেন হিত অপকার করে যেই ॥
পিতার সমান ভাল ক'রেছ মোরে প্রহার। শ্রীরামের আরাধনে হে নাথ শুভ তোমার ॥ ৪
সচিবে* লইযা চলে নভোপথে বিভীষণ। সবজনে শুনাইয়া ব'লে গেল এ বচন ॥ ৫

দো—সত্যব্রত প্রভু রঘুকুল-মণি কাল-গ্রাসে সভা তব।
মোর অপবাদ দি'য়ো নাক' যেন এবে রাম-পদে যা'ব ॥ ৪১

চৌ—এত বলি' স্থান ছাড়' বিভীষণ যা'ন যবে। মরণ নিশ্চিত হ'ল রক্ষঃগণের তবে ॥
সাধুজন-অপমান-ফলে অতি সত্বরে। মূল সনে শুভ নাশ পায় স্থির চিরতরে ॥ ১

বিভীষণের শ্রীরামের চরণে শরণ গ্রহণ

যেইক্ষণে বিভাষণ দশাননে ত্যাগ করে। তখনি সে হতভাগা হারা হ'ল বিভবেরে ॥
রামের চরণ-তলে যা'ন হরষিত মন। করিতে করিতে পথে কতইবিধ মনন ॥ ২
হেরিব তথায় গিয়া সে চরণ শতদল। ভকতের সুখদাতা অরুণ অতি কোমল ॥
যে পদ পরশ করি' তরিল ঋষির নারী। যে চরণ দণ্ডক-কাননে পাবনকারী ॥ ৩
যে পদ জনক-সুতা যতনে হৃদয়ে ধরে। কপট-মৃগের পিছে যা' ছুটে ধরণী 'পরে ॥
হরের হৃদয়-সরে সরোজ-সম যে পদ। ধন্য ললাট মম হেরিব সে কোকনদ ॥ ৪

দো—যাঁহার চরণ- পাদুকায় মন লাগা'য়ে ভরত র'ন।
আজিকে এখনি যাইয়া নয়নে করিব তা' দরশন ॥ ৪২

চৌ—করিতে করিতে মনে প্রেম সনে এ বিচার। আসিলেন সুরাগতি সাগরের এ-পার ॥
কপিগণ বিভীষণে হেরে' তথা আসিবারে। অরির বিশেষ দূত বলি' হেন মনে করে ॥ ১
তাঁহারে তথায় রাখি' সুগ্রীব-কাছে আসে। তাঁহার বারতা সব নিবেদন করে পাশে ॥
সুগ্রীব কহে তবে শুন প্রভু রঘুনাথ। রাবণের ভ্রাতা আসে করিবারে সাক্ষাৎ ॥ ২

---

* নিজের মন্ত্রী।

শ্রীরাম কহেন সখে কিবা তব অনুমান। কপিপতি কহে তবে শুন হে কৃপা-নিধান ॥
রাক্ষস-মায়া কিছু অনুমানে নাহি আসে। মায়ারূপধারী হেথা কিসের কারণে আসে ॥ ৩
তথ্য লওয়ার তরে উহার হেথা উদয়। বন্দী উহাবে করা ভাল মোর মনে হয় ॥
তোমার বিচার করে নীতির অনুসরণ। আশ্রিত-ভয় দূর করা-ই আমার পণ ॥ ৪
প্রভুর বচন শুনি' হনুমান হরষিত। ভাবে আহা আশ্রিত-বৎসল প্রভু কত ॥ ৫

দো—আশ্রিত জনে যেবা ত্যাগ করে নিজাহিত অনুমানি'।
কলুষেতে ভরা সে পামর নর তা'রে হেরিলেও হানি ॥ ৪৩

চৌ—কোটি দ্বিজ-বধ পাপ লেগে'ছে যাহার 'পরে। শরণে পড়িলে সেও কেহ নাহি ত্যজে তা'রে ॥
আমার সমীপ-দেশে আসে জীব যেইক্ষণ। কোটি জনমের পাপ নাশ পায় সেইক্ষণ ॥ ১
স্বাভাবিক ভাব এই পাপাচার-রতগণে। আমার ভজনা 'পরে ভাব নাহি আসে মনে ॥
এ যদি প্রকৃত হ'ত দুষ্ট-হৃদয়বান্। আমার সমীপে তবে হইত কি আগুয়ান ॥ ২
নির্ম্মল মন যা'র সেজন আমারে পায়। কপটতা ছল-ছিদ্র ভাল না লাগে আমায় ॥
যদি সন্ধান ল'তে প্রেরে এরে দশানন। তাহাতেও হানি ভয় কিছু না করি গণন ॥ ৩
যত নিশাচর রহে জগত মাঝারে সখা। সবে লক্ষ্মণ পারে নাশিতে নিমেষে একা ॥
আর যদি ত্রাস-ভরে লইতে আসে শরণ। প্রাণের সমান তা'রে রাখিব করি যতন ॥ ৪

দো—হাসিয়া কহেন কৃপা-নিকেতন দু'য়েতেই আন' তা'রে।
জয় প্রভু বলি' অঙ্গদ হনু- সহ চলে আনিবারে ॥ ৪৪

চৌ—সমাদরে বিভীষণে অগ্রে ল'য়ে বানর। চলিল রহেন যথা রঘুপতি কৃপাকর ॥
দূর হ'তে বিভীষণ করে তবে দরশন। নয়নের সুখকর সেই ভাই দুইজন ॥ ১
আরবার শোভাধার রাম-রূপ নিরখিয়া। স্তব্ধ হ'য়ে অপলকে সেদিকে রহে চাহিয়া ॥
প্রলম্ব যুগল ভুজ আঁখি লাল শতদল। প্রণতের ভয়হারী কলেবর সুশ্যামল ॥ ২
আয়ত সুন্দর উর স্কন্ধ কেশরী-সম। অমিত মদন-মনোমোহন আনন রম ॥
নয়নে ভরিল নীর পুলকিত হ'ল কায়। ধীরতা ধরিয়া মনে কহেন মৃদু ভাষায় ॥ ৩
প্রভু দশ-আননের সহোদর এই দাস। নিশাচর-কুলে জন্ম হে ত্রাতা অমর-ত্রাস ॥
স্বভাবতঃ পাপ-প্রিয় তামস এ কলেবর। তমঃ 'পরে পেচকের প্রীতি যথা নিরন্তর ॥ ৪

দো—তব যশ শুনি' আসিয়াছি প্রভু ভঞ্জন ভব-ভয়।
শরণ-সুখদ আর্ত্তি-হরণ রাখ' পায়ে কৃপাময় ॥ ৪৫

চৌ—এত বলি' দণ্ডবৎ নমিতে হেরিয়া তা'রে। ত্বরিতে উঠেন প্রভু অতীব হরষ ভরে ॥
দীনভাষা শুনি' রাম মনে অতি সুখ পা'ন। বিশাল ভুজেতে বাঁধি' আপন বুকে লাগা'ন ॥ ১

ভ্রাতা সনে সম্ভাষি' নিকটে বসা'ন হরি। কহেন বচন তবে ভকতের ভয়হারী ॥
কহ লঙ্কা-অধিপতি সহ নিজ পরিবার। কুশল ত' তব বাস কু-দেশ 'পরে তোমার ॥ ২
অসৎ-সমাজ মাঝে নিশিদিন তব বাস। কেমনে ধরম নিজ নির্ব্বাহ' বারমাস ॥
তব রীতিনীতি সব বিদিত আছে আমার। অতি নীতিযুত তুমি অনীতি বিষ তোমার ॥ ৩
হে তাত বরং শ্রেয় নরকেতে অবস্থান। তবু ধাতা যেন খল-সমাগম নাহি দেন ॥
রক্ষঃ কহে দাস বুঝি' করিলে মোরে করুণা। হেরি' পদ নাথ এবে কুশল করি গণনা ॥ ৪

দো—শোকের আগার কামনা ত্যজিয়া রামে নাহি ভজে যবে।
তদবধি শুভ স্বপনেও মনে শান্তি না পায় জীবে ॥ ৪৬

চৌ—যদবধি হৃদয়ে না নিবসেন রঘুনাথ। কটিতে তূণীর বাঁধা শর শরাসন সাথ ॥
তদবধি হৃদিমাঝে রহে যত পাপাশয়। লোভ মোহ অহঙ্কার মদ মান রিপুচয় ॥ ১
রাম-দ্বেষ-পেচকের প্রাণে সুখ প্রদায়িনী। মমতা-রূপিণী তমোময়া ঘোর নিশীথিনী ॥
তদবধি সে রজনী জীব-মনে ছে'য়ে রয়। প্রভুর প্রতাপ-রবি যদবধি অনুদয় ॥ ২
এখন কুশল মম মিটে'ছে ভবের ভয়। হেরিয়া কমল-পদ তোমার হে দয়াময় ॥
হে কৃপাল যা'র 'পরে তুমি হও অনুকূল। তাহারে না লাগে কভু ত্রিবিধ ভবের শূল ॥ ৩
রাক্ষস আমি অতি অধম-স্বভাববান্। কভু শুভ-আচরণ কখনো না করিলাম ॥
যাঁহার রূপের ছবি মুনিও না ধ্যানে পা'ন। সে প্রভু প্রীতির ভরে হৃদয়ে মোরে লাগা'ন ॥ ৪

দো—সীমাহীন ওহো সুকৃতি আমার কৃপা সুখ-রাশি রাম।
বিধাতা মহেশ- সেবিত ও পদ এ নয়নে হেরিলাম ॥ ৪৭

চৌ—রাম ক'ন শুন সখা আপন স্বভাব কই। জানেন মহেশ কাক আর উমা কৃপাময়ী ॥
হইলেও দ্রোহী নর কিবা জড়ে কি চেতনে। সভয় হৃদয়ে যদি সে আসে মম শরণে ॥ ১
আর ত্যজে নানাছল নিজ মদ মোহ মান। সন্ত তা'হ'লে করি তাহারে সাধু-সমান ॥
জনক জননী ভ্রাতা সন্তান বনিতারে। শরীর ভবন ধন সুহৃদ্ ও পরিবারে ॥ ২
সবার মমতা-ডোর যে জন করি' ছেদিত। মনেরে আমার পায়ে করে দৃঢ় নিয়োজিত ॥
সম-দিঠি রহে যা'র কিছু না কামনা রয়। না হরষ নাহি শোক মনোমা'ঝে নাহি ভয় ॥ ৩
হেন সজ্জন মম হৃদে হেন বাস করে। হৃদয়েতে লোভী যথা ধনের লালসা করে ॥
তোমার সমান সাধু অতীব প্রিয় আমার। অন্য কাহারো তরে ধরি না এ দেহ-ভার ॥ ৪

দো—সগুণ-ভকত পরহিতে রত নীতি নিয়মেতে রতি।
সে মানব মম প্রাণের সমান দ্বিজ-পদে যা'র প্রীতি ॥ ৪৮

চৌ—এ সব তোমার গুণ শুন লঙ্কা-অধিপতি। সেহেতু তোমাতে মোর অতিশয় প্রীত মতি ॥
রামের বচন শুনি' কপিদল সবে কয়। অপার কৃপার নিধি রঘুনাথ জয় জয় ॥ ১
শ্রবণ করেন কাণে প্রভু-বাণী বিভীষণ। শ্রবণ-অমিয় জানি' তিরপিত নাহি হ'ন ॥
চরণ-সরোজ 'পরে নিপতিত বারবার। ধরে না হৃদয়-মাঝে সেই প্রেম-পারাবার ॥ ২
কহেন শুনহ দেব চরাচর জগ-স্বামি। হে প্রণত-প্রতিপাল হৃদয়-অন্তরযামি ॥
প্রথমে আছিল কিছু বাসনা মানস-তলে। ভাসিয়া গিয়াছে এবে প্রভু-প্রেম-নদীজলে ॥ ৩
এখন হে কৃপাময় পাবনী তব ভকতি। দেহ দাসে শিব-মন দ্রবীভূত যাহে অতি ॥
'এবমস্তু' কহি' তবে রঘুমণি রণধীর। কহিলেন ত্বরা করি' আনিতে সাগর-নীর ॥ ৪
কহেন যদিও সখা তব অভিলাষ নাই। অমোঘ দরশ মম ধরা মাঝে সর্ব্বদাই ॥
হেন কহি' রাজটীকা দেন রাম বিভীষণে। প্রচুর বরষে ফুল যতেক অমরগণে ॥ ৫

দো—আপন বচন- সমীরে প্রবল রাবণের ক্রোধানলে।
দগ্ধ বিভীষণে জুড়া'য়ে দিলেন অখণ্ড-তিলক ভালে ॥ ৪৯ (ক)
যে সম্পদ শিব দেন দশাননে দশ শির-বিনিময়ে।
তাহাই শ্রীরাম করিলেন দান বিভীষণে ভয়ে-ভয়ে ॥ ৪৯ (খ)

চৌ—এমন প্রভুবে ত্যজি' যে ভজে অপরজনে। সে মানব পশু স্থির পুচ্ছ ও শিং বিনে ॥
আপনার দাস বুঝি' আপনার করি' ল'ন। প্রভুর স্বভাব লাগে কপি-মনে বিমোহন ॥ ১

সমুদ্র উত্তরণের পরামর্শ

তখন সর্ব্বজ্ঞ প্রভু সবার হৃদয়-বাসী। সর্ব্বরূপধারী সব-বিরহিত ও উদাসী ॥
কার্য্যতরে নররূপ দনুজ-কুল ঘাতক। কহেন বচন এই নীতির প্রতিপালক ॥ ২
শুন কপি-অধিপতি আর লঙ্কাপতি বীর। এ গভীর পারাবারে কি প্রকারে পা'বো তীর ॥
মকর ভুজগ মীন-সঙ্কুল পারাবার। তলহীন অর্ণবে তরে সে শকতি কা'র ॥ ৩
বিভীষণ কহে শুন হে প্রভু রঘুনায়ক। কোটি হেন পারাবার-শোষক তব শায়ক ॥
তথাপি নীতি এ বলে আপনার কাজ-তরে। সাগর-সকাশে গিয়া মিনতি জানাও তা'রে ॥৪

দো—হে প্রভু তোমার কুলের প্রবীণ জলধি ক'বে উপায়।
বিনাই প্রয়াস ভাল কপি-সেনা সাগরে তরিবে যা'য় ॥ ৫০

চৌ—রাম ক'ন সখা তুমি কহিয়াছ সদুপায়। দেবতা সদয় হ'লে তবে ইহা করা যায় ॥
এই যুক্তি লক্ষ্মণের পরাণেতে নাহি লাগে। রামের বচন শুনি' প্রাণ ভরে অনুযোগে ॥ ১
ক'ন নাথ দৈব 'পরে ভরসা আছে বা কোন্। মনোমাঝে ক্রোধ আন' সাগরে কর শোষণ ॥
কাপুরুষগণ-মনে কেবল ভরসা তা'র। 'দৈব দৈব' ব'লি তা'রা চীৎকারে বারবার ॥ ২

এ কথা শ্রবণে হাসি' ক'ন তবে রঘুবীর। তাহাই করিব মনে এখন ধরহ ধীর॥
এই কথা বলি' প্রভু বুঝাইয়া অনুজেরে। সাগর-সমীপদেশে যা'ন রাম তীর 'পরে॥ ৩
শির অবনত করি' প্রথমে প্রণাম করি'। কুশ বিছাইয়া পরে বসিলেন তটোপরি॥
বিভীষণ আসিলেন যেমনি প্রভুর পায়। সেইক্ষণে তাঁ'র পিছে রাবণ দূতে পাঠায়॥ ৪

রাবণের দূতের আগমন ও লক্ষ্মণের লিপি লইয়া প্রতিগমন

দো—সকল ব্যাপার নিরখিল দূত ধরি' ছলে কপি-দেহ।
হৃদে প্রভু-গুণে দেয় সাধুবাদ শরণাগতেরে স্নেহ॥ ৫১

চৌ—ধরি' নিজরূপ রাম-স্বভাব-মহিমা গায়। অতীব ভকতি সনে ভুলিয়া কপটতায়॥
অরাতির দূত বলি' তখন কপিরা জানে। সুগ্রীব-সম্মুখে সকলে বাঁধিয়া আনে॥ ১
সুগ্রীব কহে শুন যতেক বানরগণ। অবয়ব-হানি' করি' ইহারে কর প্রেরণ॥
সুগ্রীব-বাণী শুনি' বানর সকল ধায়। সেনাদের চারিধারে বাঁধিয়া তা'রে ঘুরায়॥ ২
কতই প্রকারে তা'রে বানরে করে প্রহার। চীৎকার করে তবু নিস্তার নাহি তা'র॥
রক্ষঃ তখন বলে নাসিকা কিবা শ্রবণ। রামের শপথ যদি কর মোর কর্ত্তন॥ ৩
ইহা শুনি' লক্ষ্মণ সবারে ডাকা'য়ে পাশে। বাঁধন ঘুচা'য়ে দেন ত্বরিতে দয়ায় হেসে'॥
ক'ন তা'রে রাবণের হাতে দিও এ লিখন। আর ব'লো লক্ষ্মণের বারতা কর পঠন॥ ৪

দো—ব'লো বাচনিক সেই মূঢ়-পাশে বারতা মম উদার।
সীতা অর্পিয়া মিল' রাম সনে উদিত কাল তোমার॥ ৫২

চৌ—ত্বরা লক্ষ্মণ-পদে শির অবনত করি'। রাম-গুণ বর্ণিয়া চলিল সে দূত ফিরি'॥
গাহিতে গাহিতে রাম-যশ ফিরে লঙ্কায়। নমিত করে সে শির তখন রাবণ-পায়॥ ১

দূতের রাবণকে উপদেশ ও লক্ষ্মণের লিপি দান

হাসিয়া রাবণ করে জিজ্ঞাসা বিবরণ। আপন কুশল শুক নাহি কহ কি কারণ॥
তা'র পর সমাগত মরণ শিয়রে যা'র। সেই বিভীষণ-কথা গোচর কর আমার॥ ২
লঙ্কা ত্যজিল মূঢ় প্রভুতা করি' দলিত। এখন যবের কীট* হ'বে সেই ভাগ্যহত॥
পরে কহ কপি ভালু-সেনাদের সমাচার। কালের প্রেরিত হ'য়ে আসে যা'রা দুরাচার॥ ৩
যাহাদের জীবনের রক্ষী দিবসচয়। শুধুই কোমল প্রাণ সাগরের 'পরে রয়॥
তা'র পর কহ মোরে তাপসদ্বয়ের কথা। বড়ই আমার ডর যা'দের পরাণে গাঁথা॥ ৪

দো—পে'য়েছিস্ দেখা অথবা ফিরে'ছে শুনি' কাণে যশ মোর।
কেন না কহিস্ অরি-তেজ বল চকিত হৃদয় তো'র॥ ৫৩

---

* যেমন যবের সহিত কীটও নিষ্পেষিত হয়, সেই মত বানর-সেনার সহিত বিভীষণও মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।

চৌ—দূত কহে কৃপা করি' শুধাইলে যেইমত। ক্রোধ ত্যজি' নিবেদন শুন প্রভু সেই মত ॥
যেমনি অনুজ তব মিলিলা রামের সনে। দিলেন রাম শ্রীটীকা ভালে তাঁর সেইক্ষণে ॥ ১
রাবণের দূত আমি শ্রবণে যথা পশিল। বানরে বাঁধিয়া মোরে যাতনা কতই দিল ॥
নাসিকা শ্রবণ মম কর্ত্তনে উদ্যত রামের শপথ দিতে হইল তবে বিরত ॥ ২
শুধাই'ছ প্রভু রাম-বাহিনীর বল কত। কহিতে না পারে মুখ হইলেও কোটিশত ॥
বিবিধ বরণ কপি ঋক্ষের সেনাগণ। বিকট-বদন তা'রা সুবিশাল ও ভীষণ ॥ ৩
এ পুরী দহিল যেবা বধিল তোমার সুতে। সে-ই হেরি ক্ষীণবল সকল কপির হ'তে ॥
কতবিধ নাম-ধর কুশলী রণে করাল। অগণিত করী-বল শরীর অতি বিশাল ॥ ৪

দো—দ্বিবিদ ময়ন্দ বিকট-বদন অঙ্গদ নল নীল।
দধিমুখ শঠ কেশরী নিশঠ জাম্ববান্ বলশীল ॥ ৫৪

চৌ—এসব বানরে বল সুগ্রীব-সম ধরে। এইমত কোটি কোটি গণনা বা কেবা করে ॥
তা'দের অতুল বল রামের করুণা-বলে। তৃণ-সম জ্ঞান করে ত্রিভুবন-মণ্ডলে ॥ ১
শুনে'ছি আপন কাণে ওহে প্রভু দশানন। অষ্টাদশ পদ্ম কপি গণনে সেনানীগণ ॥
হে প্রভু বাহিনী-মাঝে হেন কপি নাহি রয়। সমরে যে নাহি পারে তোমারে করিতে জয় ॥ ২
অতি রোষ-ভরে করে করে-করে মর্দ্দন। এখনো না করি' লাভ রামের অনুমোদন ॥
কহে মীন অহি সহ শুষিব সারা সাগর। করিব ভরাট নহে লইয়া বড় পাথর ॥ ৩
নিপীড়িয়া দশাননে মিশাইব ধূলি সনে। এইমত কথা কহে যতেক বানরগণে ॥
স্বভাবে নিডর তা'রা গর্জ্জে তর্জ্জে হেন। অভিলাষ ধরে মনে লঙ্কা গ্রাসিতে যেন ॥ ৪

দো—স্বাভাবিক বীর কপি ভালু সব পুনঃ রাম শিরোপরে।
কোটি কালে তা'রা প্রভু লঙ্কাপতি রণে জিনিবারে পারে ॥ ৫৫

চৌ—রামের প্রতাপ বল বুদ্ধির বিপুলতা। শতকোটি শেষ নারে কহিবারে সেই কথা ॥
সক্ষম এক শরে শুষিতে শত সাগর। তথাপি অনুজ-পাশে শুধা'ন নীতি-নাগর ॥ ১
ভ্রাতার বচন শুনি' পারাবার-সন্নিধানে। গমনের পথ চা'ন এমনি করুণা মনে ॥
দূতের বচন শুনি' হেসে' উঠে দশানন। এই বুদ্ধি তাই লয় বানর-পদে শরণ ॥ ২
সহজ-ভীরুর* কথা করিয়া সে সপ্রমাণ। পারাবার সনে হঠ্ আচরিল অল্প-জ্ঞান ॥
রে মূঢ় বড়াই বৃথা কি করিস্ তা'র আর। অরাতির বল মতি বুঝিয়াছি এইবার ॥ ৩
কাপুরুষ বিভীষণ যা'র মন্ত্রণাদাতা। বিজয় বিভূতি তা'র জগত-মাঝারে কোথা ॥
রাবণ-বচন শুনি' বাড়িল দূতের ক্রোধ। পত্র বাহির করে যথা-কাল করি' বোধ ॥ ৪
কহে রামানুজ এই পত্র করিলা দান। পাঠ করাইয়া প্রভু শীতল কবহ প্রাণ ॥
হাস্য করি' বাম করে লইল লিপি রাবণ। সচিবে ডাকা'য়ে পাঠ করাইল আরম্ভন ॥ ৫

* বিভীষণ।

দো—কেবল কথাতে মনেরে বুঝা'য়ে কুলনাশ নাহি কর'।
রাম-দ্রোহী নাহি বাঁচিবে যদিও ত্রিমূর্ত্তি-শরণে পড়' ॥ ৫৬ (ক)
হয় ত্যজি' মান অনুজ-সমান হ' প্রভু-চরণ-ভৃঙ্গ।
অথবা রে খল রাম-কোপানলে হ' কুল-সহ পতঙ্গ ॥ ৫৬ (খ)

চৌ—লিপি শুনি' ভীত মন মুখে শুক হাসি আনি'। সবারে শুনা'য়ে কহে দশানন এই বাণী ॥
ধরায় পড়িয়া যথা ধরিতে চাহে আকাশ। লঘু-তাপসের* তথা এহেন কথা-বিলাস ॥ ১
দূত কহে ঠিক প্রভু বচন লিখিত যথা। মানের স্বভাব ত্যজি' বুঝহ সকল কথা ॥
ধরহ বচন মম পরিহার করি' ক্রোধ। রামের সহিত ত্যাগ কর প্রভু এ বিরোধ ॥ ২
যদিও শ্রীরাম হ'ন সকল ভুবনপতি। তথাপি স্বভাব তিনি ধরেন কোমল অতি ॥
করিলেই সাক্ষাৎ প্রভু কৃপা করিবেন। হৃদি-মাঝে অপরাধ কিছু নাহি রাখিবেন ॥ ৩
রামেরে জনক-সুতা কর' প্রতি-অর্পণ। এই অনুরোধ প্রভু আমার কর গ্রহণ ॥
সীতা-অর্পণ-কথা যথা দূত মুখে নিল। অমনি তাহারে মূঢ় পদাঘাত প্রহারিল ॥ ৪
সে-ও তবে পদে তা'র নমিত করিয়া শির। চলিল যথায় র'ন কৃপানিধি রঘুবীর ॥
প্রণাম করিয়া পদে জানাইল নিবেদন। রাম-করুণায় পেল' মুনির গতি যেমন ॥ ৫
অগস্ত্য মুনির শাপে শিব ক'ন হে ভবানি। রাক্ষস হ'য়েছিল নতুবা সে মুনি জ্ঞানী ॥
রামের চরণতলে প্রণমিয়া বার বার। আশ্রম পানে মুনি গেল চলি' আপনার ॥ ৬

সমুদ্রের উপর রামের ক্রোধ; ও সমুদ্রের স্তব

দো—হেথা তিনদিন হইল অতীত সাগর কথা না মানে।
কোপে রাম ক'ন ভয়ের বিহনে প্রীতি না আসিবে মনে ॥ ৫৭

চৌ—লক্ষ্মণ ল'য়ে এস মোর শর শরাসন। অগ্নি শায়কে করি সাগরে এবে শোষণ ॥
মিনতি মূঢ়ের পাশে কুটিলের সনে প্রীতি। স্বভাব-কৃপণ পাশে কথা উদারতা-নীতি ॥ ১
মমতা-জড়িত জনে জ্ঞানের যত বচন। অতিশয় লোভী-আগে বৈরাগ্যের বিবরণ ॥
শান্তি ক্রোধীর কাছে কামী-আগে হরি-কথা। ঊষর ভূমিতে বীজ-বপন বিফল যথা ॥ ২
এত বলি' রঘুপতি জ্যা দিলেন শরাসনে। এ উপায় অতি ভাল লাগে লক্ষ্মণ-মনে ॥
প্রভু' হানিলেন শর করাল অতি ভীষণ। উপজিত পারাবার-হৃদয়মাঝে দহন ॥ ৩
মকর উরগ মীন ব্যাকুলিত অতিশয়। জলনিধি যবে জানে প্রাণীরা দহিত হয় ॥
কনক-থালায় ভরি' নানা মণি-উপহার। মান ছাড়ি' আসে নিধি ধরিয়া দ্বিজ-আকার ॥ ৪

দো—কোটি যত্নে কেহ সেঁচুক কদলী কাটিলেই ফল ধরে।
বিনয়েতে বশ হয় নাক' নীচ পথে আসে তিরস্কারে ॥ ৫৮

---

* কনিষ্ঠ তাপস—লক্ষ্মণ।

চৌ—ত্রাস ভরে প্রভু-পদ জড়াইয়া পারাবার। বলে প্রভু ক্ষমা কর অপরাধ যা' আমার ॥
গগন সলিল ধরা পবন ও হুতাশন। স্বভাবতঃ জড়-প্রায় ইহাদের আচরণ ॥ ১
তব প্রেরণায় মায়া সৃষ্টির কাজ-তরে। ইহাদের বিরচিল শাস্ত্রে এ গান করে ॥
যাহার উপরে প্রভু-আদেশ যেমন হয়। সেভাবে থাকায় তা'রা পরাণেতে সুখ পায় ॥ ২
কল্যাণ হ'ল শিক্ষা করিলে হে প্রভু দান। জীবের স্বভাব যত যদিও তোমারি দান ॥
তবু ঢোল মূঢ় শূদ্র পশু নারীগণ আর। ইহারা তাড়িত হ'তে ধরে শুধু অধিকার ॥ ৩
প্রভুর প্রতাপে যা'ব শুকাইয়া নিশ্চয়। পারে যাবে সেনা ইহা মোর মহিমায় নয় ॥
অলঙ্ঘ্য আদেশ তব বেদেতে ইহাই কয়। করহ তাহাই ত্বরা যাহা অভিরুচি হয় ॥ ৪

দো—শুনি' অতিশয় বিনীত বচন স্মিতমুখে রাম ক'ন।
কহ সে উপায় যাহে তাত কপি- সেনা হয় উত্তরণ ॥ ৫৯

চৌ—নাথ নলনীল নামে রহে দুই সহোদর। বালক-বয়সকালে লভিল মুনির বর ॥
তাহারা পরশে যদি গিরি অতি গুরুভার। তোমার প্রতাপ-বলে সাগরে দিবে সাঁতার ॥ ১
আমিও হৃদয়ে ধরি' তোমার প্রতাপ-বল। হইব সহায় তব আমার যেমন বল ॥
এই ভাবে পারাবারে করাইলে বন্ধন। ত্রিলোকে তোমার যশ হ'বে প্রভু অতুলন ॥ ২
এই শর হানি' মম উত্তর-তটবাসী। হনন করহ যত খল নর পাপ-রাশি ॥
কৃপাল শুনিয়া তবে সাগরের মন-খেদ। করেন ত্বরিতে রাম তাহাদের উচ্ছেদ ॥ ৩
রামের পৌরুষ বল করি' নিধি দরশন। হইল পলক-মাঝে মহাসুখে নিমগন ॥
পাপীদের সব কথা বিবরিয়া শুনাইল। পদ-বন্দনা করি' সাগর চলিয়া গেল ॥ ৪

শ্রীরামগুণ-মাহাত্ম্য

ছ—সাগর ভবন করিল গমন রঘুপতি হ'ন হরষ মনে।
এ চরিত-বর কলিমল-হর যথা মতি দাস তুলসী ভণে ॥
সুখের সদন দ্বিধার শমন বিষাদ-দমন সুগুণ-রাশ।
ওরে মূঢ় মন শো'ন্ কীর্ত্তন কর্ সদা ত্যজি' সকল আশ ॥

দো—সব মঙ্গল চির বিধায়ক রঘুপতি-গুণ গান।
শুনিলে আদরে তরিবে ভবেরে নিধি বিনা জলযান ॥ ৬০

কলিযুগের সমস্ত পাপধ্বংসকারী শ্রীরামচরিত-মানসের
এই পঞ্চম সোপান সমাপ্ত হইল ॥

(সুন্দরকাণ্ড সমাপ্ত)

শ্রীগণেশায় নমঃ

শ্রীজানকীবল্লভের জয়

শ্রীরামচরিত মানস

ষষ্ঠ সোপান

লঙ্কাকাণ্ড

শ্লোক—কামারি-সেবিত রাম ভব-ভয় দূরকারী মত্ত করী কালের কেশরী
যোগীশ্বর-জ্ঞানগম্য অজেয় গুণের নিধি গুণের অতীত নির্ব্বিকার।
মায়াহীন সুরেশ্বর তৎপর নিধন দুষ্ট একমাত্র দ্বিজ রক্ষাকারী
পদ্মাক্ষ জলদ-তনু নৃপ-রূপ পরমেশ বন্দি আমি চরণ তোমার ॥ ১
শঙ্খ-ইন্দু-নিভ আভা অতীব সুন্দর তনু ব্যাঘ্র-চর্ম্ম কটি-আভরণ
করাল কালের সম ব্যাল-ভূষণ-ধর সুরধুনী শশী-প্রিয় দেব।
কাশীশ্বর যম তুমি কলির কলুষ-চয়ে কল্যাণের কল্পদ্রুম সম
প্রণাম গিরিজাপতি গুণনিধি তব পায়ে শ্রীশঙ্কর অরি কামদেব ॥ ২
কৈবল্য-মোচন(ও) যিনি অতীব দুর্লভ যাহা সাধুগণে করেন প্রদান।
আর খলে দণ্ডদাতা করুন সে শিবশম্ভু মোর 'পরে বিস্তার কল্যাণ ॥ ৩

দো—ক্ষণ ও নিমেষ যুগ পরমাণু কল্প বর্ষ শর চণ্ড।
না ভজিস্ মন তেমন রামেরে যাঁহার কাল কোদণ্ড ॥

সেতু-বন্ধন

সো—সিন্ধু-বাণী শুনি' তবে সচিবে ডাকিয়া প্রভু ক'ন।
বিলম্বে কি কাজ এবে কর' সেতু বাহিনী-কারণ ॥
শুনহ তপনকুল-কেতু জাম্ববান্ কহে জুড়ি' কর।
তব নাম(ই) প্রভু ভব-সেতু যা'তে ভব-পারে যায় নর ॥

চৌ—এতটুকু এ সাগর শুষিতে লাগে কি ক্ষণ। মারুতি কহিল পুনঃ শুনিয়া হেন বচন ॥
প্রভুর প্রতাপ অতি ভীষণ বাড়বানল। শুষিয়াছিল প্রথম মহা-পয়োধির জল ॥ ১

অরাতি-রমণীগণ-রোদনের জলধারে। লবণ-সাগর হ'য়ে আবার গিয়াছে ভ'রে ॥
হনুর রহস্য ভরা বচন করি' শ্রবণ। রঘুপতি-পানে চেয়ে কপিগণ প্রীত মন ॥ ২
জাম্ববান্ আবাহন করি' তবে নীল নলে। তাহাদের সব কথা যতনে বুঝা'য়ে বলে ॥
শ্রীরাম-প্রতাপ মনে রাখি' চির জাগরিত। নির্ম্মাণ কর সেতু শ্রম নাহি কিছু তাত ॥ ৩
তখন বানরদলে করি' কাছে আবাহন। বলে সবে মিলি' শুন মোর কিছু নিবেদন ॥
রাম পদ-শতদল রাখ' নিজ নিজ মনে। এক খেলা খেল' সবে মিলি' কপি ভালুগণে ॥৪
ধাও সবে ভীমকায় মহাবীর কপিগণ। আন' তরু ধরাধর করি' করি' উৎপাটন ॥
শুনিতেই ধায় কপি ভালু করি' হুঙ্কার। শ্রীরামের প্রতাপের করি' জয়জয়কার ॥ ৫

দো—অতি উতঙ্গ শৈল পাদপ হেলায় উপাড়ি' লয়।
আনিয়া তা' সবে দেয় নল নীল রচে সেতু কলাময় ॥ ১

শ্রীরাম কর্ত্তৃক রামেশ্বরের প্রতিষ্ঠা

চৌ—বিশাল-আকার গিরি করে কপি আনয়ন। কন্দুক-প্রায় নল নীল করে তা' গ্রহণ ॥
নয়নের অভিরাম সেতুর হেরি' রচন। হাসিয়া করুণানিধি কহেন তবে বচন ॥ ১
অতি রমণীয় এই উত্তর মহীতল। অসীম মহিমা এর কহিতে বাণী বিকল ॥
এইস্থানে করিবারে মহাদেব প্রতিষ্ঠিত। পরম এ অভিলাষ মনোমাঝে সমুদিত ॥ ২
ইহা শুনি' কপিরাজ বহু দূত পাঠাইল। মুনিবর সকলেরে যতন করি' আনিল ॥
লিঙ্গ-স্থাপন করি' যথাবিধি পূজা হয়। রাম ক'ন হর সম কেহ মম প্রিয় নয় ॥ ৩
শিব-দ্রোহিজন যদি আমাব ভকতি করে। কখনো না পায় মোরে স্বপনেও হেন নরে ॥
মহেশ-বিমুখ যদি ভকতি চাহে আমার। সে নারকী মূঢ় আর অতি লঘু মতি তা'র ॥৪

দো—হরের ভকত দ্রোহ মোর 'পরে শিব-দ্রোহী মম দাস।
এমন মানব কল্প ধরি' ঘোর নরকে করে নিবাস ॥ ২

চৌ—রামেশ্বর মহাদেব যে করিবে দরশন। সে পা'বে আমার ধাম তনু করি' বরজন ॥
সুরধুনী-বারি আনি' ঢালিবে ইঁহায় যেই। সাযুজ্য করিবে লাভ পুণ্যবান্ নর সেই ॥ ১
কামনা-অতীত হ'য়ে যে সেবিবে ছাড়ি' ছল। দিবেন মহেশ তা'রে মোর ভক্তি অবিচল ॥
আমার রচিত সেতু দরশন যে করিবে। আয়াস বিহনে ভব-মহাবারি সে তরিবে ॥ ২
রামের বচন লাগে অতি প্রিয় সবাকার। আশ্রমে যা'ন ফিরে' মুনিগণ যে যাঁহার ॥
হর ক'ন হে ভবানি শ্রীরামের এই রীতি। প্রণত জনের 'পরে সদাই তাঁহার প্রীতি ॥ ৩
বাঁধিল সাগর দোঁহে নল নীল সুচতুর। রামের কৃপায় যশে হ'ল ধরা ভরপুর ॥
যে উৎপল নিজে ডুবে অপরে ডুবায় যাহা। তরণী-সমান ভাসে ভাসায় অপরে তাহা ॥ ৪
সাগর-মহিমা ইহা নাহি হ'ল বর্ণিত। শৈলের গুণ নহে নহেক কপির যত ॥ ৫

দো—শ্রীরঘুনাথের অমিত প্রতাপে সাগরে ভাসে পাষাণ।
মন্দমতি সেই অপর প্রভুরে যেবা ভজে ত্যজি' রাম ॥ ৩

সাগর উত্তরণ

চৌ—অতিশয় দৃঢ় সেতু করা হ'ল বিরচন। কৃপানিধি মনে প্রীত করি' তাহা দরশন ॥
চলিতে লাগিল সেনা বর্ণনা হ'বে কত। অবিরত গর্জ্জন করে কপি-বীর যত ॥ ১
কৃপাময় রঘুনাথ সেতু-তটে আরোহিয়া। রহিলেন অম্বুর প্রসার পানে চাহিয়া ॥
পরম করুণা-মূল প্রভুর দরশ-তরে। জলচর প্রাণী যত আসিল সলিলোপরে ॥ ২
মকর হাঙ্গর নানা মীন জাতি আর ব্যাল। যোজন যোজন শত দেহ যা'র সুবিশাল ॥
আসিল এমন জীব তা'দের(ও) যাহারা খায়। কাহারো কাহারো ডরে তাহারাও ভয় পায় ॥ ৩
প্রভু-পানে চাহি' রহে সবাইলে নাহি সরে। পরাণে হরষ ভরা ভাসে সবে সুখ সরে ॥
তা'দের কারণে জল চ'খে দেখা নাহি যায়। হরি রূপ হেরে তা'রা প্রেমের মগনতায় ॥ ৪
প্রভুর আদেশ লভি' বাহিনী গমন করে। কপিদল কি বিপুল কে তাহা কহিতে পারে ॥৫

দো—সেতু 'পরে ভীড় অতিশয় কপি আকাশে উড়িয়া চলে।
জলচরগণ- 'পরে আরোহিয়া কতক বাহিনী চলে ॥ ৪

সুবেল পর্ব্বতে অবস্থান; রাবণের ব্যাকুলতা

চৌ—এইমত কৌতুক করি' দোঁহে দরশন। হাসিয়া চলেন কৃপাময় রাম লক্ষ্মণ ॥
বাহিনী সহিত হ'ন লঙ্কায় উত্তরিত। কত যে সেনানী সেনা সে আর কহিব কত ॥১
শিবির স্থাপিলা প্রভু সাগরের পরপারে। আদেশ বানরগণে দেন রাম একেবারে ॥
যাও সবে খাও ফল মূল অতি সুমধুর। শুনিতেই ধায় কপি ভালু সুখে ভরপুর ॥ ২
রামের হিতের তরে তরুগণ ফলবান্। সময় কি অসময় সে সবের নাহি জ্ঞান ॥
খায় সুমধুর ফল নাড়া দেয় বিটপীরে। পাহাড়ের চূড়া ভাঙ্গি' লঙ্কার পানে ছুঁড়ে ॥ ৩
যেখানে করিতে দেখে রাক্ষসে বিচরণ। সকলে ঘেরিয়া তা'রে করে নানা জ্বালাতন ॥
কামড়িয়া কেটে লয় নাসিকা শ্রবণদ্বয়। ছেড়ে' দেয় যবে প্রভু-গুণগান মুখে কয় ॥ ৪
এ ভাবে যে নিশাচর হয় নাসা কাণ হারা। রাবণ-সমীপে গিয়া সব কথা বলে তা'রা ॥
সাগর ফেলে'ছে বেঁধে' একথা শ্রবণে শুনে'। রাবণ বলিয়া উঠে অতীব আকুল প্রাণে ॥ ৫

দো—সত্য কি বেঁধে'ছে সলিলাধিপতি জলধি সিন্ধু বারীশ।
তোয়-অধিপতি নীর-অধিশ্বর উদধি পয়োধি ঈশ ॥ ৫

রাবণের প্রতি মন্দোদরীর উপদেশ

চৌ—আপনার আকুলতা আপনি করি' বিচার। ডর ত্যজি' দশানন গৃহে যায় আপনার ॥
কাণে যবে মন্দোদরী শুনে প্রভু আসিলেন। খেলা-ছলে উত্তাল পারাবারে বাঁধিলেন ॥ ১

তখন ধরিয়া করে পতিরে ভবনে আনি'। কহেন তাহারে অতি মন-বিমোহন বাণী ॥
চরণে নমিয়া শির অঞ্চল প্রসারিয়া। ক'ন নাথ শুন কথা হৃদি-রোষ বরজিয়া ॥ ২
হে প্রভু তাহারি সনে বিরোধ করা উচিত। বুদ্ধি বলে যা'র সনে তোমার হইবে জিত ॥
তোমার ও রাম-মাঝে অন্তর সেইমত। জোনাকী ও দিবাকরে প্রভেদ র'য়েছে যত ॥ ৩
সীমাহীন বল মধু-কৈটভে যেবা মারে। বীরগণ-অগ্রগণ্য দিতিসুতে সংহারে ॥
বলিরে বাঁধিল কার্ত্তবীর্য্যে যে বিনাশিল। ধরা-ভার হরিবারে সেই আসি' উতরিল ॥ ৪
তাঁ'র সনে বৈরতা করিও না প্রাণনাথ। কর্ম্ম কাল জীব সব(ই) র'য়েছে যাঁহার হাত ॥ ৫

দো—রামেরে প্রদান করি' জানকীরে চরণে নমিয়া মাথ।
তনয়েরে দিয়া রাজাসন বনে গিয়া ভজ রঘুনাথ ॥ ৬

চৌ—দীনজনে অতি দয়া-পরবশ রঘুরায়। শরণে আসিলে পরে শার্দ্দূল(ও) নাহি খায় ॥
তোমার কামনা যত সবি ত' হ'ল পূরণ। সুরাসুর চরাচর পরশে তব চরণ ॥ ১
সাধুগণ এই নীতি ক'য়েছেন মহারাজ। জরায় কানন মাঝে যাওয়াই নৃপের কাজ ॥
তথায় ভজনা স্বামি করহ চরণ তাঁ'র। সৃজেন পালেন যিনি করেন বিনাশ আর ॥ ২
তিনিই সে রঘুনাথ প্রণতের হিতকারী। ভজহ তাঁহারে নাথ সব মায়া পরিহরি' ॥
যাঁহারে লভিতে মুনি করেন কত যতন। বিরাগী হয়েন নৃপ ত্যাগ করি' রাজাসন ॥ ৩
তিনিই যে কোশলের অধিপতি প্রভু রাম। তোমারে করিতে কৃপা উপনীত গুণধাম ॥
যদি ওহে প্রাণপতি মান' মম এ বচন। অতি পূত যশে তব ভ'রে যা'বে ত্রিভুবন ॥ ৪

দো—এত কহি' ভরি' দু নয়নে নীর কম্পিতা ধরি' পায়।
কহে হ'বে তব ভাগ্য অচল ভজ রাম রঘুরায় ॥ ৭

চৌ—রাবণ করিয়া ময়-দুহিতায় উত্তোলন। করিতে লাগিল নিজ প্রভুতার বর্ণন ॥
কহে প্রিয়া শুন বলি বৃথা তব মনে ভয়। আমার সমান বীর জগমাঝে কেবা রয় ॥ ১
কুবের বরুণ কিবা পবন শমন কাল। বিজিত এ ভুজবলে যত সব দিক্‌পাল ॥
দনুজ অমর নর মোর বশে সবে রয়। কি কারণে তব মনে উপজিল এই ভয় ॥ ২
নানাবিধি ময়-সুতা রাবণেরে বুঝাইল। রাবণ সভায় গিয়া আবার আসন নিল ॥
বুঝিল হৃদয়-মাঝে ময়-সুতা পরিশেষে। কাল-কবলিত তা'ই প্রাণে অভিমান আসে ॥৩

রাবণ-প্রহস্ত সংবাদ

সভায় ফিরিয়া করে সচিবেরে সম্বোধন। কহ অরাতির সনে কি ভাবে হইবে রণ ॥
সচিব তাহাতে কহে ল'য়ে এই কথা ছার। হে প্রভু রাক্ষসপতি কি শুধা'ন বারবার ॥ ৪
বলুন ত', কিবা হেন হৃদি-মাঝে মহাডর। আহার ত' আমাদের কপি ভালু আর নর ॥ ৫

দো—সবার বচন শুনি' প্রহস্ত* করজোড় করি' কয়।
নীতি-অপলাপ করিও না প্রভু মন্ত্রী মূঢ় অতিশয় ॥ ৮

চৌ—চাটুকার-বাণী কহে মূর্খ সচিবগণ। এ ভাবে না হ'বে কাজ-উদ্ধার কদাচন ॥
শুধু এক কপি এ'ল বারি লঙ্ঘন করি'। আজো আছে তা'র কথা সবাকার মন ভরি' ॥ ১
তখন কি কা'রো নাহি ছিল ক্ষুধা-হুতাশন। নগর দহিতে কেন না করিল ভক্ষণ ॥
সচিবেরা যে মন্ত্রণা শুনাইল বিধিমতে। এখন শুনিতে ভাল দুখ আছে পশ্চাতে ॥ ২
হেলায় বাঁধিল যেবা উত্তাল পারাবার। সুবেল গিরিতে যেবা আনিল বাহিনী আর ॥
বলুন ত' নর কি সে করিব যা'রে আহার। বড়াই করিয়া সবে বচন কহে অসার ॥ ৩
হে তাত বচন মম আদরে কর শ্রবণ। মোরে যেন কাপুরুষ করিও না বিবেচন ॥
শ্রবণের সুখকর প্রিয় কথা যা'রা বলে। হেন চাটু-কথা পটু বহু রহে মহীতলে ॥ ৪
শুনিতে কঠোর বটে পরম হিত-বচন। যেবা শুনে আর বলে বিরল এমন জন ॥
প্রথমে পাঠাও দূত শুন কথা ভরা নীতি। সীতারে ফিরা'য়ে দিয়া কর তা'র সনে প্রীতি॥৫

দো—বনিতারে পে'য়ে যদি ফিরে' যায় বাড়া'য়ো না ঝঞ্ঝাট।
নহিলে সমুখ- সমরেতে তাত ক'রো খুব মারকাট ॥ ৯

চৌ—বচন আমার প্রভু যদি তব মনে লয়। উভয় প্রকারে যশ হ'বে ভবে নিশ্চয় ॥
কুপিত হইয়া কহে সুত-প্রাত দশানন। হেন মতি তো'রে মূঢ় প্রদানিল কোন্ জন ॥ ১
এখনি-ই সন্দেহ হৃদে হয় জাগরিত। বেণু-মূলে কু-বিটপী সম তুই সমুদিত ॥
শুনিয়া পিতার বাণী পরুষ† অতীব ঘোর। আলয়ে চলিল ফিরে' বচন কহি' কঠোর ॥ ২
কাল-কবলিত জনে ঔষধ যেই মত। তোমার লাগে না ভাল হিত কথা সেইমত ॥
প্রদোষ আগত হেরি' লঙ্কাধিপ দশানন। গৃহে যায় নিজ বিংশ-ভুজ করি' দরশন ॥ ৩
বিরাজে ভবন এক লঙ্কা-শিখর 'পর। অতি বিচিত্র রঙ্গ-ভবন মানস হর ॥
সে ভবনে উপনীত হ'য়ে বসে দশানন। সুরু করে স্তুতিগান যত কিন্নরগণ ॥ ৪
বাজি'ছে মুরজ বাজে করতাল আর বীণা। অপ্সরাগণ নাচে নর্ত্তন-সুপ্রবীণা ॥ ৫

দো—শত পুরন্দর- সমান নিয়ত রাবণ করে বিলাস।
অতীব প্রবল শিয়রে অরাতি তবু নাহি শোচ ত্রাস ॥ ১০

সুবেল পর্ব্বতে চন্দ্রোদয় বর্ণন

চৌ—এদিকে সুবেল গিরি 'পরে রাম রঘুরায়। উত্তরেন সহ সেনা সাগর-লহর প্রায় ॥
উচ্চ শিখর তাহে করি' এক দরশন। সমতল শুভ্র অতি আর প্রাণ-বিমোহন ॥ ১

---

* রাবণের এক পুত্র। † রূঢ়।

তরু হ'তে কিশলয় লইয়া কুসুম দল। বিছা'লেন লক্ষ্মণ সহ নিজ পাণি' তল ॥
উপরে রুচির এক মসৃণ মৃগছাল-। আসনে বিরাজমান শ্রীরাম মহা কৃপাল ॥ ২
সুগ্রীব-ক্রোড় 'পরে স্থাপিত প্রভুর শির। দক্ষিণ বামপাশে রহে কার্ম্মুক তীর ॥
যুগল কমল-করে শর হয় সংস্কার-। কাণে কাণে মন্ত্রণা করে বিভীষণ আর ॥ ৩
অতি মহা ভাগ্যবান্ অঙ্গদ বায়ু-সুত। কত-ভাবে সে চরণ-শতদল সেবা-রত ॥
বীরাসনে বসি' প্রভু-পশ্চাতে লক্ষ্মণ। কটিতে তূণীর বাঁধা করে শর শরাসন ॥ ৪

দো—এই ভাবে কৃপা রূপ-গুণ-ধাম প্রভু রাম সমাসীন।
ধন্য সেই নর এ রূপ-ধেয়ানে যেবা রহে লৌলীন ॥ ১১ (ক)
পূরবে চাহিয়া হেরিলেন প্রভু সমুদিত শশধর।
কহেন সবারে দেখ শশধরে কেশরী-সম নিডর ॥ ১১ (খ)

চৌ—প্রাচী-দিশি-বিরাজিত শৈলের গুহাবাসী। পরম প্রতাপ তেজ ও বিপুল বলরাশি ॥
মত্ত বারণ-তমঃ-শির করি' বিদারণ। সিংহ-সম শশী করে নভঃ-বনে বিচরণ ॥ ১
আকাশে ছড়ান' তারা মুকুতা সকলে যেন। নিশীথিনী-কামিনীর কম শৃঙ্গার-হেন ॥
প্রভু ক'ন কহ দেখি' মনেতে বিচার ক'রে। কিবা ওই শ্যামলিমা বিরাজিত শশধরে ॥ ২
সুগ্রীব কহে প্রভু মোর মতি-অনুসারে। ধরণীর ছায়া রহে নিশাকর-কলেবরে ॥
আঘাত করিল রাহু চাঁদেরে কেহ বা কয়। তাহারি ও শ্যামলিমা সারা দেহে ছেয়ে রয় ॥৩
কেহ বলে রতি-মুখ বিধাতা গড়েন যবে। শশী হ'তে সার ভাগ হরিয়া নিলেন তবে ॥
ছিদ্র সে আজো রহে ইন্দুর ওই বুকে। সে-পথে নভের কাল ছায়া পড়ে সব-চ'খে ॥ ৪
প্রভু ক'ন হলাহল ইন্দুর প্রিয় ভাই। আপন বুকেতে তা'রে আদরে রাখিলা তাই ॥
হলাহল-সিঞ্চিত নিশিত কর-প্রসারি'। দহে সে বিরহ-যুত যাবতীয় নরনারী ॥ ৫

দো—হনুমান কহে শুন প্রভু তব শশধর প্রিয় দাস।
তোমার মূরতি বুকে গাঁথা তা'র তা'তেই শ্যাম-আভাষ ॥ ১২ (ক)
পবন-সুতের বচন শ্রবণে হাসেন রাম সুজান।
দক্ষিণ-পানে অবলোকি' প্রভু কহেন কৃপা-নিধান ॥ ১২ (খ)

চৌ—দেখ দেখ বিভীষণ দক্ষিণ দিক্-পানে। জলদ-নিবিড় ছা'য় দামিনী কেমন হানে ॥
মধুর মধুর কিবা ঘন করে গরজন। হয় ত' করকা কোথা হইতেছে বরষণ ॥ ১
বিভীষণ কহে তবে শুন প্রভু কৃপাময়। নহেক তড়িৎ উহা জলধর(ও) উহা নয়।
লঙ্কা-শিখর 'পরে বিলাসের নিকেতন। নৃত্যগীত উপভোগ করে তথা দশানন ॥ ২
জলদ-বরণ শিরে ছত্র করে বাহার। ঘন-শ্যাম ঘনঘটা-ছটা করে অন্ধকার ॥
ময়-দুহিতার কাণে আভরণ বিমোহন। দামিনী-দমক সম চমকি'ছে অনু-'খন ॥ ৩

বাজিতেছে অনুপম করতাল পাখোয়াজ। মধুর গরজ সেই শুন সুরকুল-রাজ ॥
ঈষৎ হাসেন রাম হেরি' তা'র অভিমান। ধনুতে চড়া'য়ে জ্যা হানিলেন এক বাণ ॥ ৪

দো—ছত্র মুকুট শ্রুতি-আভরণ কর্ত্তিত এক বাণে।
পড়ে মহীতলে সবাকার আগে মর্ম্ম কেহ না জানে ॥ ১৩ (ক)
ক্রীড়া সমাপিয়া রামের শায়ক পশিল পুনঃ নিষঙ্গ*।
রাবণ-সভায় সচকিত সবে হেরি' মহা রস-ভঙ্গ ॥ ১৩ (খ)

চৌ—নাহি কাঁপে বসুমতী উতল না বহে বায়। অথবা আয়ুধ কোন নয়নে না দেখা যায় ॥
আপন আপন মনে সকলে করে বিচার। অশুভ নিদর্শন উদিত হ'ল অপার ॥ ১
ত্রাসে অভিভূত সভা অবলোকি' দশানন। যুক্তির যোগে হাসি' কহিল হেন বচন ॥
শির অর্পণে যা'র শুভ হয় নিরন্তর। মুকুট-স্খলনে তা'র অশুভ কেন এ ডর ॥ ২
শয়ন করহ এবে নিজ নিজ বাসে গিয়া। যায় সবে গৃহে ফিরে' পদে তা'র প্রণমিয়া ॥
খসিতেই ধরাতলে সোণার কাণের ফুল। ময়-সুতা মনে হ'ল চিন্তা সুদৃঢ়-মূল ॥ ৩

মন্দোদরীর রাবণকে পুনর্ব্বার উপদেশ ও রাম-মহিমা কীর্ত্তন

সজল-নয়নে কহে করি' দুই কর যোড়। শুন শুন প্রাণপতি কাতর মিনতি মোর ॥
প্রিয়তম রাম-সনে এ বিরোধ পরিহর'। মানুষ ভাবিয়া হঠ্ মন-মাঝে নাহি ধর' ॥ ৪

দো—বিশ্বরূপ রাম রঘুকুল-মণি মান' মোর এ কথায়।
অবয়বে যাঁ'র কতই ভুবন বিরাজে বেদে এ গায় ॥ ১৪

চৌ—পাতাল চরণ যাঁ'র শিরে বিধিলোক রয়। গণনা-অতীত ধাম রাজে কলেবরময় ॥
ভ্রূকুটি-বিলাস কাল করাল সে ভয়ঙ্কর। অলকা জলদ-জাল আঁখি যাঁ'র দিবাকর ॥ ১
নাসিকা হইয়া রহে অশ্বিনীর দু' কুমার। আঁখির নিমেষ যেন দিবস রজনী যাঁ'র ॥
শ্রুতি দশ দিক্ যাহা নিগম কহে বাখানি'। নিশ্বাস বায়ু আর চারি বেদ যাঁ'র বাণী ॥ ২
যাঁহার অধর লোভ দশন যম করাল। মায়া হাসি ভুজগণ যত সব দিক্‌পাল ॥
মুখ যাঁ'র হুতাশন রসনা সলিলপতি। সৃজন পালন লয় যাঁ'র শুধু ক্রিয়া-গতি ॥ ৩
অষ্টাদশ বনস্পতি যে শরীরে রোমাবলী। অস্থি ভূধর শিরা ধমনী সরিতাবলী ॥
সাগর উদর অধঃ-অঙ্গ নিরয় যত। জগময় প্রভুরূপ-কল্পনা হ'বে কত ॥ ৪

দো—অহঙ্কার হর বুদ্ধি চারিমুখ বিষ্ণু চিত শশী মন।
মানব-আকারে বিশ্বরূপ সেই রঘুকুল-বিভূষণ ॥ ১৫ (ক)

* তূণ।

এ বিচার করি' শুন প্রাণপতি ত্যজ' বাদ প্রভু-সনে।
আমার সোহাগ যাহাতে না যায় প্রীতি কর' সে চরণে ॥ ১৫ (খ)

চৌ—রাবণ হাসিল শুনি' বনিতার এ বয়ান। কহিল মোহের ওহো মহিমা কি বলবান্ ॥
রমণীর স্বভাবেতে সত্যই সবে কয়। অষ্ট-প্রকার দোষ চিরদিন ছে'য়ে রয় ॥ ১
সাহস ও মায়াজাল চপলতা মিথ্যাচার। অপূততা অবিবেক নিঠুরতা ভয় আর ॥
অরাতির রূপ যাহা করিলে তা' বর্ণন। অতীব দারুণ ভয় করা'লে মোরে শ্রবণ ॥ ২
সে জগ ত' প্রিয়তমে আমারি রহে অধীন। তোমারি কৃপার ভরে বুঝে'ছে তব এ দীন ॥
তব চতুরতা যত বুঝিয়াছি সুলোচনা। এ ভাবে প্রতাপ মোর নিয়ত কর রটনা ॥ ৩
রহস্যে পূরিত অতি মৃগ-আঁখি তব বাণী। বুঝিলে সুখদ হয় শ্রবণেতে ভয়-হানি ॥
রক্ষঃ-রাণী মনোমাঝে এ দৃঢ় প্রতীতি এল। কাল-কবলিত পতি তা'ই ভ্রষ্ট মতি হ'ল ॥ ৪

দো—এ ভাবে বিনোদ করিতে অনেক যামিনী পোহা'য়ে এল।
স্বভাব-নিডর লঙ্কা-অধিপ সভায় চলিয়া' গেল ॥ ১৬ (ক)
অমৃত ঘন বরষে যদিও বেতসে ধরে না ফুল।
না মূঢ়ে চেতনা মিলিলেও গুরু ব্রহ্মার সমতুল ॥ ১৬ (খ)

অঙ্গদের লঙ্কা গমন

চৌ—এ দিকে প্রভাত কালে জাগিলেন রঘুরায়। শুধা'লেন অভিমত আহ্বানি' সবাকায় ॥
ক'ন কহ ত্বরা করি' কি উপায় করা যা'বে। জাম্ববান্ পদে শির নোয়া'য়ে কহিল তবে ॥ ১
শুনহ সর্ব্বজ্ঞ প্রভু সবার হৃদয়-বাসি। বুদ্ধি বল পরাক্রম ধর্ম্ম ও গুণ-রাশি ॥
মন্ত্রণা কহি এই নিজ মতি অনুসারে। পাঠাও দূতের রূপে বীর বালি-সুকুমারে ॥ ২
যুক্তি অতীব শ্রেয়ঃ বলি' সবে করে জ্ঞান। অঙ্গদ-প্রতি তবে কহেন কৃপানিধান ॥
বল মতি গুণধাম হে বীর বালির সুত। লঙ্কায় যাও এবে আমার কাজেতে তাত ॥ ৩
তোমারে অধিক ক'রে বুঝা'য়ে কি ক'ব আর। পরম চতুর তুমি জানা আছে তা' আমার ॥
অরি-সনে সেই ভাবে ক'রো কথা-বিনিময়। যাহে মোর কাজ আর কল্যাণ তা'র হয় ॥ ৪

সো—প্রভুর আদেশ ধরি' শির বালি-সুত উঠে পদে নমি'।
কহে গুণনিধি ধীর কৃপা রাম যা'রে কর তুমি ॥ ১৭(ক)
আপনি সকল সব কাজ প্রভু মোরে শুধু দেন মান
এ কথা ভাবিয়া যুবরাজ ফুল্ল-কায় পুলকিত-প্রাণ ॥ ১৭(খ)

চৌ—বন্দি' চরণে প্রাণে ধরিয়া প্রতাপ তাঁ'র। সকলে নমিয়া চলে বালির প্রিয়-কুমার ॥
রামের প্রতাপে প্রাণ সহজ বিগত-ভয়। সমর-নিপুণ বীর অঙ্গদ নির্ভয় ॥ ১

করিতে প্রবেশ পুরে রাবণ-তনয়ে পায়। পুরীর সমুখে যেবা নিরত ছিল খেলায় ॥
কথায় কথায় বাড়ে মলিনতা দুঁহু মনে। বীরতায় অতুলন তাহে যুবা দুই জনে ॥ ২
অঙ্গদ-প্রতি করে নিজ পদ উত্তোলন। ধরি' তা' ঘুরা'য়ে কপি ধরায় করে পাতন ॥
রাক্ষসগণ হেরি' হেন ভয়ানক বীরে। ছুটে যে যেদিকে পায় গোল করিতেও নারে ॥৩
এ উহার পাশে কিছু প্রকৃত কথা না কয়। কুমারের প্রাণ-নাশ স্থির জানি' চুপ রয় ॥
নগর-ভিতরে শেষে কোলাহল সমুদিত। যে কপি দহিল পুরী সে পুনঃ হ'ল আগত ॥ ৪
অতি ভয়ে ভীত হ'য়ে সকলে করে বিচার। কে জানে বিধির মনে কিবা আছে এইবার ॥
কোন কথা না শুধা'য়ে দেয় পথ দেখাইয়া। যে-ই দেখে সে-ই যেন ভয়ে যায় শুকাইয়া ॥৫

রাবণ-অঙ্গদ সংবাদ

দো—সভার তোরণে উপনীত শেষে রামের চরণ স্মরি'।
হেরে চারিদিক্ বীরকুল-চূড়া সিংহ-ধীরতা ধরি' ॥ ১৮

চৌ—ত্বরিতে অঙ্গদ এক রাক্ষসে পাঠাইল। রাবণেরে সমাচার দিতে তা'রে ব'লে দিল ॥
তা' শুনি' হাসিয়া কহে লঙ্কেশ দশানন। কোথাকার সে বানর ডেকে আন' কোন জন ॥১
আদেশ করিয়া লাভ অনেক দূতেরা ধায়। কপি-কুঞ্জরে ডাকি' সভায় লইয়া যায় ॥
অঙ্গদ দশাননে করে হেন দরশন। কজ্জল-গিরি যেন সজীব সহ চেতন ॥ ২
ভুজ মহীরুহ শির ভূধর-শিখর-প্রায়। লোমাবলী সে শরীরে যেন লতা সমুদায় ॥
বদন নাসিকা কিবা নয়ন শ্রবণ আর। গিরি-কন্দরে খাদে যেন করে অনুকার ॥ ৩
অতি বিক্রম-যুত রণ-বীর বালি-সুত। সভায় দাঁড়া'য়ে মনে তিল নহে বিস্মিত ॥
অঙ্গদে হেরি' সবে আসন ছাড়িয়া উঠে। রাবণের মনোমাঝে নিদারুণ ক্রোধ জুটে ॥ ৪

দো—যথা মত্ত গজ- যূথের মাঝারে কেশরী চলিয়া যায়।
তথা রাম-বল স্মরি' বসে অভি- বাদন করি সভায় ॥ ১৯

চৌ—শুধাইল দশানন কে তুই ওরে বানর। আমি শ্রীরামের দূত এল তা'র উত্তর ॥
পিতায় তোমায় ছিল সুহৃত্তা অতিশয়। তোমার হিতের তরে তা'ই আসা মহাশয় ॥ ১
উত্তম কুল-জাত পুলস্ত্য মুনির নাতি। বিধাতা মহেশে তুমি আরাধিলে বহুভাঁতি ॥
করিয়াছ বরলাভ সকল বাসনা যত। লোকপাল নৃপগণ সবে তব পদানত ॥ ২
নৃপ-অভিমানবশে অথবা মোহের ভুলে। সারা জগতের মাতা জানকী হরিয়া নিলে ॥
শ্রবণ করহ এবে এই মোর হিত-বাণী। সব অপরাধ তব ক্ষমিবেন রঘুমণি ॥ ৩
দশনে ধরহ তৃণ কণ্ঠ 'পরে কুঠার। আপন বনিতা সহ সহ নিজ পরিবার ॥
আদরে সীতারে ল'য়ে সবাকার পুরোভাগে। ত্যজিয়া সকল ভয় যাও শ্রীরামের আগে ॥ ৪

দো—প্রণত-শরণ রঘুকুলমণি ত্রাহি ত্রাহি এবে মোরে।
কাতর বচন শুনিলেই প্রভু অভয় দিবেন তো'রে ॥ ২০

চৌ—রে কপির পুৎ মুখে ক'স্ কথা সংযত। দেবতার অরি আমি না জানিস্ ভাগ্যহত ॥
বল্ তো'র নিজ নাম আর তো'র জনকের। কি ছলে দূতা-দাবী করিস্ এ লঙ্কেশের ॥ ১
অঙ্গদ নাম মোর কপীশ বালি-তনয়। কখনো কি তাঁর সনে হ'য়েছিল পরিচয় ॥
অঙ্গদ-বাণী শুনি' কুঞ্চিত দশানন। বলে জানি বালি-নামে ছিল কপি একজন ॥ ২
বালির তনয় তুই অঙ্গদ নাম তো'র। ওরে কুল-বিনাশক বেণুর অনল ঘোর ॥
জঠরে মরণ কেন নাহি হ'ল মিছে এলি। নিজ মুখে তাপসের দূত পরিচয় দিলি ॥ ৩
বালির কুশল বল্ কোথা সে থাকে এখন। শুনি' অঙ্গদ হাসি' বলে তবে এ বচন ॥
দিন দশ গত হ'লে নিজে গিয়ে বালি-কাছে। সখারে জড়া'য়ে বুকে শুধা'যো কেমন আছে ॥ ৪
রাম দ্রোহ-প্রতিফলে যেমন কুশল হয়। সব সে শুনা'বে তোমা তাহাতে নাহিক ভয় ॥
শোন্ মূঢ় ভেদ-নীতি তা'রি মনে পায় স্থান। হৃদয়ে না ধরে যেবা রঘুবীর ভগবান্ ॥ ৫

দো—সত্য কুল-নাশা আমি আর তুমি পালক-কুল সুজান।
অন্ধ মূক নাহি কহে হেন বাণী বিশ তব আঁখি কাণ ॥ ২১

চৌ—বিধাতা মহেশ দেব মুনিগণ আর যত। যাঁ'র চরণের দাস হ'তে সবে লালায়িত ॥
তাঁ'র দূত হ'য়ে আমি কুল-বিনাশক হ'ব। হেন মতি তবু হিয়া দীর্ণ না হয় তব ॥ ১
শুনিয়া কঠোর ভাষা অঙ্গদ-মুখ হ'তে। লঙ্কেশ কহে তবে চাহি' বক্র-নয়নেতে ॥
রে পাপি ধরম-নীতি সব অবগত মোর। তা'ই সহি আমি এই রূঢ় বাণী যত তো'র ॥ ২
কপি কহে জ্ঞাত আছি তব ধর্ম্ম-আচরণ। পরের রমণী চুরি করা ওহে দশানন ॥
দেখে'ছি কেমন তুমি দূতগণে রক্ষাকারী। ডুবিয়া না মর' কেন ওহে ধর্ম্ম-ব্রতধারি* ॥ ৩
নিরখিয়া সহোদরা বিগত নাসা শ্রবণ। ধর্ম্ম ভেবে'ই ক্ষমা ক'রেছ ত হে রাজন্ ॥
ধর্ম্মশীলতা তব জানে সারা সংসার। তব দরশন লাভ বড় ভাগ্য এ আমার ॥ ৪

দো—কথা বলা বৃথা জড়-পশু কপি দেখ্ এই মোর বাহু।
লোকপাল্-বল- চাঁদেরে গ্রাসিতে এরা যেন সব রাহু ॥ ২২ (ক)
পুনঃ নভঃ-সরে এ কর নিকর- কমলে করিয়া বাস।
মরাল সমান শোভিলা ঈশান সহ তাঁ'র কৈলাস ॥ ২২ (খ)

চৌ—বল্ দেখি অঙ্গদ তো'দের সেনার মাঝে। আমারে ভেটিবে রণে কে এমন বীর আছে ॥
তো'র ভ' যে প্রভু নারী-বিরহে সে বলহীন। আর যে অনুজ সেও তা'র দুখে বিমলিন ॥ ১

---

* রাবণ হনুমানের নির্য্যাতন করায় অঙ্গদের এই শ্লেষ।

তুই আর সুগ্রীব কূল-দ্রুম* দুইজন। আর আছে ভ্রাতা মোর মহা ভীরু বিভীষণ॥
জাম্ববান্ মন্ত্রী আছে তবে সে স্থবির অতি। রণে উদ্যত হ'বে কোথা তা'র সে শকতি॥ ২
শিল্প-করম শুধু অবগত নল নীল। আছে বটে এক কপি যেবা মহা বলশীল॥
সব-আগে হেথা আসি' নগরীরে যে দহিল। রাবণ-বচনে বালি-কুমার উত্তর দিল॥ ৩
সত্য করিয়া বল লঙ্কাপতি দশানন। সত্যই কি সে বানর করিল পুরী দহন॥
রাবণের পুরী দাহ ক্ষুদ্র এক কপি করে। সত্য বলিয়া কেবা এ কথা প্রতীত করে॥ ৪
যা'রে মহাবীর বলি' বাখানিলে রক্ষঃবর। সুগ্রীবের বার্ত্তাবহ সে ত' এক ক্ষুদ্রচর॥
গতি-বেগ অতি তা'র তবে সে নহেক বীর। বারতা লইতে তা'ই পাঠা'লেন রঘুবীর॥ ৫

দো—সত্য কি প্রভুর বিনা অনুমতি দহিল পুরী তোমার।
তা'ই বুঝি রহে লুকা'য়ে না ফিরে সুগ্রীব-পাশে আর॥ ২৩ (ক)
প্রকৃত ব'লেছ সব দশ-গ্রীব নাহি মোর এতে ক্রোধ।
দ্বন্দ্বী তোমার মোদের কটকে কেহ নাহি হেন যোধ। ২৩ (খ)
প্রণয় বিরোধ সমানে সমানে করিতে র'য়েছে নীতি।
মৃগপতি যদি ভেকেরে বিনাশে হ'বে কি তাহাতে খ্যাতি॥ ২৩(গ)
যদিও তোমারে বধিলে রামের লঘুতা ও বড় দোষ।
তথাপি কঠিন অতি দশানন ক্ষত্র-জাতির রোষ॥ ॥ ২৩ (ঘ)
বক্র বচন- ধনুকের শরে দহে কপি অরি-হিয়া।
প্রতি-উত্তর- আয়ুধ রাবণ যেন আনে বাহিরিয়া॥ ২৩ (ঙ)
হাসি' দশানন কহে বড গুণ রহে এক কপিদের।
অনেক প্রয়াস করে উপকারে এরা প্রতিপালকের॥ ২৩ (চ)

চৌ—ধন্য বানবেরা যা'রা সাধিতে প্রভুর কাজ। যথায় তথায় নাচে পরিহার করি' লাজ॥
নেচে'-কুদে দর্শকের মনে এনে' ফুল্লতা। প্রভু-হিত করা তা'র ধর্ম্মের নিপুণতা॥ ১
রে অঙ্গদ প্রভুভক্ত অতীব তো'দের জাতি। কেন গান না করিবি প্রভু-গুণ এই ভাঁতি॥
অতি গুণ-গ্রাহী আমি রস-বোদ্ধা সবিশেষ। এ কারণে কটুভাষে না করি অভিনিবেশ॥ ২
অঙ্গদ কহে তব রসবোধ-গুণ যত। সত্য পবন-সুত কহিল তা' কতমত॥
অশোক-কানন নাশে বধে সুতে পুরী দহে। তবু তোমা হ'তে তা'র কোন অপকার নহে॥ ৩
তোমার সে মনোরম প্রকৃতি করি' বিচার। ধৃষ্টতা করা হ'ল দশানন এ আমার॥
যা' কিছু কহিল হনু—তা'ই হেরিলাম নিজে। তোমারে বিরাগ লাজ কিম্বা রোষ না বিরাজে॥৪
হেন মতি তা'ই খে'লি পিতারে মূঢ় আপন। এতেক বচন কহি' হেসে' উঠে দশানন॥
পিতারে খে'য়েছি—হ'তে তুমিও উদরসাৎ। এক কথা মনোমাঝে সমুদিল অকস্মাৎ॥ ৫

---

* নদীতটের বৃক্ষ।

জনক বালিরে পূত যশের ভাজন জানি'। তো'রে নাহি করি বধ রে অধম অভিমানি ॥
বল্ ত' রাবণ রহে কত জন এই ভবে। শুনেছি যা'দের কথা নিজ কাণে শোন্ তবে ॥৬
বলিরে জিনিতে এক রাবণ পাতালে গেল। বাজিশালে বালকেরা তা'রে বেঁধে রেখে'ছিল ॥
খেলিত বালক আর করিত তা'রে প্রহার। করুণার বশে বলি মুক্তি দিল তাহার ॥ ৭
অন্য রাবণে এক সহস্রবাহু নেহারে। জন্তু-বিশেষ যেন এ ভাবে তাহারে ধরে ॥
কৌতুক-ভরে রাখে ভবনেতে আপনার। তাহার পুলস্ত্য মুনি সাধিলেন উদ্ধার। ৮

দো—তৃতীয়ের কথা বলিতে বাধিছে বালির বগলে ছিল।
এ সব রাবণ- মাঝে তুমি কোন্ সত্য না রেগে' বল'। ২৪

চৌ—শোন্ মূঢ় এইজন সে—রাবণ বলবান্। যা'র ভুজ-লীলা জানে হর-গিরি সুমহান্ ॥
মহেশ-ভবানী জ্ঞাত যে জনার বীরপণা। করিল যে তাঁহাদের শির-ফুলে অর্চ্চনা ॥ ১
অগণন কতবার পূজিয়াছি ধূর্জ্জটী। এ শির-সরোজ নিজ কর-যোগে উৎপাটি' ॥
এ ভুজের কি বিক্রম জানে তাহা দিক্‌পাল। আজ(ও) যা'র প্রাণে মূঢ় বিঁধে আছে দুখ-শাল ॥২
এই বুক কি কঠোর—দিক্-হাতী তাহা জানে। যখনি ভেটে'ছি রণে হঠে তাহাদের সনে ॥
তাহাদের যে দশন অটুট অশনি-প্রায়। এর সংঘাতে তাহা মূলা-সম ভেঙ্গে' যায় ॥ ৩
যাহাদের গতি-ভারে বসুমতী টলে হেন। লঘু তরণীর 'পরে মত্ত বারণ যেন ॥
সেই দশানন আমি জগত-খ্যাত প্রভাব। অলীক-প্রলাপি কাণে পশেনি মম প্রতাপ ॥ ৪

দো—সেই রাবণেরে তুচ্ছ করিয়া করিস্ নরে বাখান।
বর্ব্বর খল খর্ব্ব বানর বুঝিয়াছি তো'র জ্ঞান ॥ ২৫

চৌ—হেন শুনি অঙ্গদ কহিল সকোপ বাণী। সংযত হ'য়ে বল্ রে অধম অভিমানি ॥
সহস্রবাহুর বাহু-সদৃশ বন অপার। দহনে অনল সম করাল কুঠার যাঁ'র ॥ ১
পরশু-সাগরতলে যাঁ'র মহা খর-ধার। মজ্জিত চিরতরে কত নৃপ বহুবার ॥
সেই ভার্গব-মদ যাঁ'রে হেরে' বিদূরিত। সে কি রে মানব হায় দশানন ভাগ্যহত ॥ ২
রে অজ্ঞান মদ-গর্ব্বি মানব কি রঘুমণি। মনোজ কি ধনুধারী নদী কি রে সুরধুনী ॥
কল্প-পাদপ তরু কপিলারে পশু কয়। অন্নদান দান কি রে অমিয় কি রস হয় ॥ ৩
বিনতা-তনয় পাখী অহি কি সহস্রানন। বলিবি কি চিন্তামণি প্রস্তর দশানন ॥
বৈকুণ্ঠ কি লোক তবে ওরে অতি মন্দমতি। সে কি লাভ হ'লে লাভ অচলা রামের প্রীতি ॥৪

দো—উজাড়ি' অশোক জ্বালাইয়া পুরী স-সেনা দলিয়া মান।
তো'র সুতে বধি' যে গেল ফিরিয়া কপি কি সে হনুমান্ ॥ ২৬

চৌ—শুন দশানন—করি' কপটতা পরিহার। কেন নাহি ভজ' সেই করুণার পারাবার ॥
রে খল করিস্ যদি শত্রুতা শ্রীরামের। বাঁচা'তে শকতি নাই ধাতার কি মহেশের ॥ ১

বৃথাই করা ও মুখে শূরতার আস্ফালন। রামের দ্রোহের ফলে হইবে দশা এমন ॥
মস্তক যত তব কপি-আগে ধরাতলে। রামের শরের ঘায় লুটা'বে অচির-কালে ॥ ২
তখন ও শির যত কন্দুকের মত ক'রে। খেলিবে বানর ভালু মহা-উল্লাস ভরে ॥
রণ-প্রাঙ্গণে কোপ করিবেন প্রভু যবে। করাল শায়ক বহু ধাবিত হইবে তবে ॥ ৩
চলিবে কি তবে হেন শূরতার আস্ফালন। এ বিচার করি' রঘুনায়কে কর' ভজন ॥
দশানন জ্বলে' উঠে এ হেন বচন শুনে'। ঘৃতাহুতি পড়ে যেন বহ্নিমান্ হুতাশনে ॥ ৪

দো—কুম্ভকর্ণ-হেন ভ্রাতা বিখ্যাত তনয় বাসব-জয়ী।
মোর বিক্রম পশে নাই কাণে চরাচর জগ-জয়ী ॥ ২৭

চৌ—কপি সমবেত করি'—সহায়তা লভি' তা'র। সাগরে বাঁধিল সেতু ইহাই প্রভুতা তা'র ॥
বিহগ ত' পারাবার পার হয় অগণন। তা'রা ত' না বীর হয় শোন্ কপি এ বচন ॥ ১
মম ভুজ-পারাবার বল-জলে ভরপুর। যাহাতে ডুবিল বহু সুর নর আর শূর ॥
বিংশ পয়োধি হেন অতল নাহিক পার। কে আছে এমন বীর এ'তে যে হইবে পার ॥ ২
দিক্-পালগণে দিয়ে আমি ভরা'লাম জল। শুধু এক ভূপ-যশ আমারে শুনাস্ খল ॥
তো'র প্রভু যদি হয় সংগ্রামে ধুরন্ধর। করিস্ যাহার যশ-গাথা গান নিরন্তর ॥ ৩
তবে সে কি কাজে দূত করিল হেথা প্রেরণ। অরি-সনে প্রীতি-ভাবে লাজে নাহি ভরে মন ॥
কৈলাস মথে যেই ত্থাখ্ সেই বাহু মোর। তথাপি বাখান মূঢ় কারস্ প্রভুর তো'র ॥ ৪

দো—রাবণ-সমান কেবা আছে বীর স্বকরে শির যে কাটি'।
বহুবার দিল আহুতি হরষে সাক্ষী তা'র ধূর্জ্জটী ॥ ২৮

চৌ—যখন পুড়িতেছিল শির মোর হুতাশনে। বিধির লিখন নিজ ললাটে এল নয়নে ॥
মরণ নরের করে এ লিপি করি' পঠন। বিধি-লিপি মিছা জানি' হাসিলাম মনে মন ॥১
ক'রেও স্মরণ তা'য় ত্রাস নাহি মোর মনে। স্থবির বিধাতা ইহা লিখিয়াছে মন-ভ্রমে ॥
রে মূঢ় ত্যজিয়া লাজ আর আপনার মান। অন্য বীরের বল করিস্ মোরে বাখান ॥ ২
অঙ্গদ কহে লাজ তব সম দশানন। জগত-মাঝারে আর ধরে না কেহ এমন ॥
লজ্জাশীলতা তব স্বভাবে দেখিতে পাই। নিজমুখে নিজগুণ কা'রো কাছে বলা নাই ॥ ৩
শির আর গিরি-কথা ইহাতে ভরা হৃদয়। তা'তে বার-কুড়ি হ'বে সে কাহিনী বা'র হয় ॥
হৃদয়ে গোপন ক'রে রে'খেছ বাহুর বীর্য্য। যা' দিয়ে জিনিয়াছিলে বলি আর কার্ত্তবীর্য্য ॥৪
শোন্ ওরে মন্দমতি ঢের হ'ল মনে হয়। নিজ মাথা কাটিলেই অমনি কি বীর হয়॥
যাদুকরে কভু কেহ বলে না ত' মহাবীর। যদিও আপন হাতে কাটে সে সারা শরীর ॥ ৫

দো—পুড়ে পতঙ্গ মোহের কারণে গর্দ্দভ বহে ভার।
বুঝে' ভাখ্ মূঢ় না কহে তাদের বীর কেহ একবার ॥ ২৯

চৌ—দুষ্ট অধিক আর বৃথা বাদ নাহি কর'। আমার বচন মান' মদ-তমঃ পরিহর' ॥
দশানন দূত হ'য়ে হেথা আসি নাই আমি। এ বিচার করি' মোরে পাঠা'লেন রঘুস্বামী ॥ ১
বার বার এই কথা কহিলেন কৃপাময়। শৃগালে বধিলে যশ কেশরীর নাহি হয় ॥
প্রভুর এ কথা রাখি' স্মরণেতে অনিবার। কঠোর বচন মূঢ় সহিয়াছি বার বার ॥ ২
নহে বিকৃত করি' ছার ও তব বদন। লইয়া যে'তাম সীতা করি' বল প্রদর্শন ॥
রে অধম জানা আছে তো'র বল অমরারি। শূন্য পথেতে হরি' আনিলি পরের নারী ॥ ৩
নিশাচর-রাজা তুই মুরতি সে গর্ব্বের। আমি ত শুধুই দূত রঘুপতি-সেবকের ॥
রাম-অপমান-ডর যদি নাহি রাখিতাম। দেখিতে দেখিতে এই কৌতুক করিতাম ॥ ৪

দো—ভূমিতে আছাড়ি' সেনা হত করি' মথিয়া নগর গ্রাম।
যুবতী বনিতা- গণ সহ শঠ সীতা ল'য়ে যাইতাম ॥ ৩০

চৌ—করিলেও এইমত গৌরব কিছু নাই। মৃতেরে করিলে বধ কা'র হয় কি বড়াই ॥
কৃপণ যে অতি মূঢ় কদাচারী কামবশ। দরিদ্র নিরতিশয় স্থবির ভরা কুযশ ॥ ১
সদা রোগ-পরায়ণ যেজন নিয়ত ক্রোধী। বিষ্ণু-বিমুখ বেদ সন্তগণ-বিরোধী ॥
দেহই যাহার সব নিন্দুক পাপে ভরা। জীবন কালেই হয় মৃতের সমান তা'রা ॥ ২
এ বিচার করি' শুধু তো'রে বধ নাহি করি। রাগত আমারে আর না করিস্ সুর-অরি ॥
শুনিয়া ক্রোধের ভরে কহিল রাক্ষস-নাথ। দশনে অধর কাটি' হাতে নিপীড়িয়া হাত ॥ ৩
রে নীচ বানর এবে মরিতে বাসনা তো'র। এ কারণে ছোট মুখে বড় কথা এত জোর ॥
যাহার বলেতে কটু-ভাষা মুখে বাহিরায়। বুদ্ধি প্রতাপ বল তেজ কিছু নাহি তা'য় ॥ ৪

দো—অ-গুণ অ-মান বুঝেই ত' তা'রে পিতা দিল বনবাস।
সহে তা'র দুখ যুবতী-বিরহ দিবানিশি মম ত্রাস ॥ ৩১(ক)
যাহার বলের অহঙ্কার তো'র হেন নরে দিনরাত।
রক্ষঃ কত শত করিছে আহার বোঝ ছাড়ি' পক্ষপাত ॥ ৩১(খ)

চৌ—রাম-নিন্দাবাণী যবে উচ্চারিল দশানন। ক্রোধ-যুত অতিশয় হ'ল অঙ্গদ-মন ॥
হরি-হরনিন্দা যেবা শ্রবণ করে শ্রবণে। গো-হনন সম পাপ লাভ করে সেই জনে ॥ ১
কট্‌কট্ ঘোর রব করিল বানর-বর। দুই বাহুদণ্ড বলে প্রহারিল ধরা 'পর ॥
কম্পিতা বসুমতী সভাসদ্ প'ড়ে যায়। ভয়-ভূতগ্রস্ত হ'য়ে এদিকে-ওদিকে ধায় ॥ ২
পড়িতে সামালি' উঠে লঙ্কার অধিপতি। ভূমে গড়াগড়ি যায় মুকুট সুন্দর অতি ॥
কতক রাবণ শিরে বসায় পুনঃ যতনে। কতক ছুড়িয়া দেয় অঙ্গদ প্রভু-পানে ॥ ৩
মুকুট উড়িয়া আসে হেরিয়া কপিরা ধায়। ভাবে উল্কা দিনমানে এ কেমন বিধি হায় ॥
অথবা প্রেরিল রোষে রাবণ অশনি চারি। ভীম কোপে আসে যাহা কিছুই বুঝিতে নারি ॥৪

হাসি' তবে প্রভু ক'ন না কারও মনে ভয়। উল্কা অশনি কেতু কিম্বা রাহু কিছু নয়॥
ও গুলি মুকুট দশানন-শির-আভরণ। অঙ্গদ নিক্ষেপিল করিতেছে আগমন॥ ৫

দো—লম্ফ দিয়া হনু ধরি' সে সকলে এনে' রাখে প্রভু-পাশ।
কৌতুকে হেরে ভালুকে বানরে তপন-সম প্রকাশ॥ ৩২ (ক)
ওদিকে ক্রোধিত দশানন কহে চণ্ড ভাষায় সবে।
ধর' ধ'রে মার ওই বানরেরে অঙ্গদ হাসে তবে॥ ৩২ (খ)

চৌ—বলে এরে বধ করি' যত বীর বেগে যাও। খাও ভালু কপিদের যেখানে দেখিতে পাও॥
মর্কট হীন কর ধরাতল সবে গিয়ে। জীবন্ত আন ধ'রে তাপস সে দুই ভা'য়ে॥ ১
শুনি' রোষে অঙ্গদ ক'রে উঠে গর্জ্জন। লজ্জা আসে না তো'র করিবারে আস্ফালন॥
আত্মঘাতী হ'য়ে মর্ রে নিলাজ কুলঘাতি। হেরিয়াও মোর বল ফাটে না ক' তো'র ছাতি॥২
ওরে ওরে নারী-চোর ওরে ওরে কদাচারি। ওরে খল পাপ-রাশি মন্দমতি ব্যাভিচারি॥
সন্নিপাত রোগ বশে প্রলাপ কি ক'স্ আর। কাল-কবলিত তুই রে রাক্ষস মহী-ভার॥ ৩
এর যথোচিত ফল আছে ধরা ভবিষ্যতে। পা'বি তাহা বানরের দারুণ চপেটাঘাতে॥
রাম নর ও বদনে আনিতে এ হেন বাণী। খসিয়া পড়ে না তো'র রসনা রে অভিমানি॥৪
সংশয় নাহি এতে খসিবেই জিভ্ তো'র। মুণ্ড সহিত তবে রণ-প্রাঙ্গণে ঘোর॥ ৫

দো—নর তিনি যিনি বধেন বালিরে একই শায়কাঘাতে।
বিশ লোচনেও অন্ধ রে জড় ধিক্ তব জনমেতে॥ ৩৩ (ক)
তো'র শোণিতের পিয়াসে পিয়াসী রামের শর-নিকর।
তাহারি কারণে ত্যজিলাম তো'রে বৃথা-ভাষি নিশাচর॥ ৩৩ (খ)

চৌ—পারি চূর্ণ করিবারে ও দশন—রে অধম। আদেশ নাহিক দিলা মোরে সে পুরুষোত্তম॥
এত রোষ জাগে হৃদে মুখ তো'র চূর্ণ করি'। লঙ্কা উঠা'য়ে দিই সাগরে মজ্জিত করি'॥ ১
ডুমুর-সমান তো'র অতি ক্ষুদ্র এই লঙ্কা। কীট-সম তো'রা তাহে রহিস্ বিগত শঙ্কা॥
জাতিতে বানর আমি ফল খে'তে কিবা ক্ষতি। কেবল আদেশ মোরে না দিলেন সীতাপতি॥ ২
অঙ্গদ-ভাষে এ'ল রাবণের মুখে হাসি। কহে শিক্ষা কোথা হ'তে এ অলীক ভাষা-রাশি॥
বালি ত' কহিত না—ক' বচন এত অসার। তাপসের সাথে থেকে' শেখা এই মিথ্যাচার॥ ৩
প্রকৃতই মিথ্যাবাদী হ'ব বিংশ বাহু-ধারি। তো'র ওই দশ জিভ্ যদি না ছিঁড়িতে পারি॥
রাম-বল করি' মনে ক্রোধান্বিত যুবরাজ। দন্তে চরণ স্থাপি' দাঁড়া'ল সভার মাঝ॥ ৪
কহে—যদি কেহ পদ করিতে পারে হেলন। হারিলাম সীতা রাম যা'বেন না করি' রণ॥
দশানন কহে—করি' সম্বোধন রক্ষঃ বীরে। পা ধরিয়া আছাড়িয়া ফেল' ও বানরটারে॥ ৫
ইন্দ্রজিত আদি ছিল যত সব বলবান্। বীরেরা আসন ত্যজি' উঠে অতি হৃষ্ট প্রাণ॥
মারে টান সংহত করি' বল প্রাণপণে। নড়ে না চরণ বসে নত শিরে নিজাসনে॥ ৬

আবার উঠিয়া টানে চরণ অমর-অরি। অ-নড় কপির পদ তেমনি হে উরগারি ॥
মোহের বিটপী যথা কখনো কু-যোগী জন। হৃদয় হইতে নারে করিবারে উৎপাটন ॥ ৭

দো—মেঘনাদ-সম বীর কোটিজন উঠে হ'য়ে হরষিত।
টানে নাহি নড়ে কপি-পদ পুনঃ বসে করি' শির নত ॥ ৩৪ (ক)
ক্ষিতি হ'তে তা'র উঠে না চরণ হেরি' অরি-মদ যায়।
কোটি-বিঘ্নতেও সাধু-মন হ'তে যথা নীতি নাহি যায় ॥ ৩৪ (খ)

চৌ—বানরের বল হেরি' মনে সবে মানে হার। আপনি রাবণ উঠে শুনি' কপি-ধিক্কার ॥
ধরিতে যাইতে পদ বালির তনয় কয়। ধরিলে আমার পায়ে রক্ষা হ'বার নয় ॥ ১
রামের চরণ কেন না ধরিস্ হেন গিয়া। শুনিয়া রাবণ ফিরে ল'য়ে কুঞ্চিত হিয়া ॥
তেজ-হত মুখ তা'র শ্রী সকলি অপগত। মধ্য-দিবসভাগে শশধর যেইমত ॥ ২
আনত করিয়া শির বসে গিয়া রাজাসনে। হৃত-সম্পদ যেন হেন ক্লিষ্ট-ভাব মনে ॥
জগতের আত্মা যিনি সর্ব্ব-প্রাণপতি রাম। তাঁহাতে বিমুখ যেবা পাইবে কিসে বিরাম ॥ ৩
ভ্রূকুটি-বিলাস ভরে হে ভবানি যে রামের। উপজে অখণ্ড ভব পুনঃ নাশ হয় এর ॥
করেন তৃণেরে বাজ বাজে পুনঃ তৃণদল। তাঁহার দূতের পণ কেমনে হ'বে বিফল ॥ ৪
আবার বুঝায় কপি নীতি-কথা নানামত। মানিল না তা' রাবণ সে তখন কাল-গত ॥
রিপু-মদ করি' চূর গাহি' প্রভু-গুণগান। বালির তনয় করে ইহা বলি' প্রস্থান ॥ ৫
খেলা'য়ে খেলা'য়ে যদি না মারি সমরে তো'রে। প্রথম হ'তেই তবে কি বড়াই করি জোরে ॥
প্রথমেই* অঙ্গদ ব'ধেছে তনয়ে তা'র। এ শুনিয়া দশানন দুখিত হ'ল অপার ॥ ৬
বীর অঙ্গদ-পণ শুনি' রক্ষের দল। অতি নিদারুণ ভয়ে হইল সবে বিকল ॥ ৭

দো—মথি' অরি-বল হরষিয়া কপি বালি-সুত বল-পুঞ্জ।
পুলক-শরীরে সজল নয়নে ধরে রাম-পদ-কঞ্জ ॥ ৩৫ (ক)

রাবণকে মন্দোদরীর পুনঃ উপদেশ দান

প্রদোষ আগত বুঝি' দশানন ভবনে গেল উদাস।
ময়-সুতা বহু বুঝায় রাবণে কহি' নীতি-যুত ভাষ ॥ ৩৫ (খ)

চৌ—মনেতে বিচারি' নাথ ত্যজ এই কুটমতি। রঘুপতি সনে তব রণ অশোভন অতি ॥
রামের অনুজ এক রেখা যে টানিয়া দিল। তাহারেও লঙ্ঘিতে শকতি না তব ছিল ॥ ১
যাহার দূতের এক এইমত ক্রিয়াবলী। প্রিয়তম তা'রে রণে জিনিতে এত আকুলি ॥
খেলায় হেলায় এ'ল লঙ্ঘিয়া পারাবার। বানর-কেশরী প্রাণে ডর-লেশ নাহি যা'র ॥ ২

* সভায় আসিবার পূর্ব্বেই।

প্রহরীরে বধ করি' উজাড় করিল বন্। অক্ষয়ে আঁখি-আগে করিয়া গেল নিধন ॥
দাহ করি' সারা পুরী ক'রে গেল ভস্ম-শেষ। কোথায় আছিল বল-গর্ব্ব তব এ অশেষ ॥ ৩
বৃথা কথা-আড়ম্বর এবে নাহি শোভা পায়। আমার মিনতি হৃদে ধর' রক্ষঃ-কুল রায় ॥
হে প্রভু—রামেরে যেন ভেবো না মানুষ ব'লে। চরাচর-পতি তিনি অতুলিত তেজে বলে ॥ ৪
শায়কের কি প্রতাপ মারীচ বিদিত ছিল। তাহার নিষেধ তব মনে ভাল না লাগিল ॥
জনক-সভায় ছিল অগণিত নরপাল। তুমিও তথায় ছিলে অতুল বলে বিশাল ॥ ৫
হর-কার্ম্মুক ভাঙ্গি' যবে লভে জানকীরে। তখন সমর করি' জিনিলে না কেন তা'রে ॥
বাসব-তনয় কিছু জানে বল হে রাজন্। রাখেন জীবিত করি' এক আঁখি উৎপাটন ॥ ৬
নয়নে হে'রেছ সূর্পণখার কি দশা হ'ল। তথাপি তোমার মনে বিশেষ না লাজ এ'ল ॥ ৭

দো—বধিয়া বিরাধ খর-দূষণেরে কবন্ধে বধে হেলায়।
এক শরে বধ করে যে বালিরে বুঝ' তা'র মহিমায় ॥ ৩৬

চৌ—পার-হীন পারাবার বাঁধিল যেবা হেলায়। উতরিলা যেই প্রভু সেনা সহ সুবেলায় ॥
সেই কারুণিক প্রভু দিনকর-কুল কেতু। প্রেরণ করিলা দূত তোমারি হিতের হেতু ॥ ১
সভার মাঝারে যেবা মথিল তোমার বল। করী-যূথ মাঝে যথা মৃগপতি মহাবল ॥
অঙ্গদ হনুমান্ যে প্রভুর অনুচর। রণ-সুনিপুণ বীর অতি মহা বলধর ॥ ২
তাঁহারে হে প্রিয়তম নর বল' বারবার। বৃথাই বেড়াও বহি' মাথা মান মদ-ভার ॥
হা প্রভু রামের সনে টানিয়া নিলে বিরোধ। কাল-কবলিত-প্রাণে উপজে না শুভ বোধ ॥ ৩
দণ্ড ধরিয়া কাল কাহারেও নাহি মারে। বিচারের ধর্ম্মমতি শুধু সে হরণ করে ॥
নিকটে যাহার প্রভু কাল হয় সমাগত। ভ্রম ঘনাইয়া আসে তাহার তোমারি মত ॥ ৪

দো—দুই সুত হত দগ্ধ নগরী সমাপ্ত করিয়া দাও।
কৃপানিধি রামে ভজি' প্রিয়তম সুবিমল যশ পাও ॥ ৩৭

চৌ—তীক্ষ্ণ শায়ক-সম শুনি' বনিতার বাণী। প্রভাত হ'তেই সভা মাঝে যায় রক্ষঃমণি ॥
অতি অভিমান-বশে ভয় ত্রাস সব ভুলি'। সিংহাসন 'পরে গিয়া বসে মনে মনে ফুলি' ॥ ১

রাম-অঙ্গদ-সংবাদ

এখানে ডাকা'ন বীর অঙ্গদে রঘুনাথ ॥ আসি' পদ-শতদলে নোয়া'য় আপন মাথ ॥
অতীব আদরে পাশে করা'য়ে উপবেশন। কৃপাল খরারি হাসি' কহেন তবে বচন ॥ ২
হে বীর বালির সুত হৃদে জাগে কুতূহল। জিজ্ঞাসা করি তোমা সত্য করিয়া বল' ॥
রাক্ষসকুল-চূড়া মহাবীর যে রাবণ। যা'র ভুজবলে ধরা গুণগান-পরায়ণ ॥ ৩
চারি উষ্ণীষ তা'র করিলে হেথা প্রেরণ। কহ তাত কি প্রকারে হইল তাহা ঘটন ॥
শুনহ সর্ব্বজ্ঞ প্রভু প্রণতের সুখকর। নহেক মুকুট উহা চারি গুণ রঘুবর ॥ ৪

সাম দান ভেদ দণ্ড এই চারি গুণচয়। রহে নৃপতির হৃদে বেদে প্রভু এই কয়॥
নীতি-ধরমের এই চারি পদ বিমোহন। এ কারণে প্রভু-পদে করে প্রতি-আগমন॥ ৫

দো—ধর্ম্মহীন প্রভু- পদে মতিহীন নিশাচর কাল-গ্রাসে।
সে কারণে ওরা তোমার চরণে তা'রে ত্যজি' ফিরে আসে॥৩৮(ক)
চতুরতা ভরা বচন শুনিয়া হাসেন প্রভু উদার।
পরে সমাচার দুর্গের যত কহেন বালি-কুমার॥ ৩৮(খ)

যুদ্ধারম্ভ

চৌ—অরাতির ভেদ সব যবে হ'ল উদ্‌ঘাটন। সচিবগণেরে রাম করিলেন আবাহন॥
লঙ্কায় রহে চারি দুর্ব্বার পুরদ্বার। কি ভাবে বা হানা দিবে সকলে কর বিচার॥১
তখন সুগ্রীব আর জাম্ববান বিভীষণ। দিনকর-কুল কেতু শ্রীরামের করি' স্মরণ॥
মন্ত্রণা স্থির করি' বিচারের সহযোগে। বিভাগ করিল কপি-বাহিনীরে চারি ভাগে॥ ২
যোগ্য সেনা-নায়কেরে করা হ'ল নিয়োজিত। তখন সেনানীগণ হ'ল সবে একত্রিত॥
প্রভুর প্রতাপ-কথা তা'দিগে সব বুঝায়। গর্জ্জন করি' যত বানর তখন ধায়॥ ৩
হরষিত মনে রাম-চরণে নমিয়া শির। গিরি-চূড়া করে ল'য়ে ধায় যত মহাবীর॥
গর্জ্জে তর্জ্জে যত ভালু আর কপীশ্বর। বলে জয় রঘুবীর কোশলের অধীশ্বর॥ ৪
যদিও জানিত গড় দুর্জ্জয় সবমতে। প্রভুর প্রতাপে যায় সকলে নিডর চিতে॥
জলদ-জালের মত চারি দিক হ'তে ঘেরি'। মুখেই বাজা'তে থাকে দুন্দুভি আর ভেরী॥ ৫

দো—জয় রঘুপতি জয় কপিনাথ জয় জয় লক্ষ্মণ।
ভীমনাদে কপি গরজে ঋক্ষ অতি ভীম পরাক্রম॥ ৩৯

চৌ—লঙ্কা-ভিতরে উঠে কোলাহল অতিশয়। করিল শ্রবণ কাণে দশানন মদ-ময়॥
কহে দেখ দেখ সবে বানরের স্পর্দ্ধা কত। হাসি আহ্বান করে রক্ষঃ-বাহিনী যত॥ ১
কালের প্রেরিত হ'য়ে আসিল বানরগণ। রাক্ষসগণ সবে ক্ষুধার সহে তাড়ন॥
এ কথা কহিয়া মূঢ় করে মহা অট্টহাস। কহে ধাতা আনি' দিলা গৃহেতে ভোজন-রাশ॥২
ওহে মহাবীরগণ সবে চারিদিকে যাও। ধরি' ধরি' কপি ভালু সকলে মিলিয়া খাও।
হর ক'ন উমা হেন রাবণের মদ হায়। টিট্টিভ* ঊর্দ্ধ-পদ হইয়া যথা ঘুমায়॥ ৩
আজ্ঞা-কামনা করি' চলে নিশাচরগণ। ভিন্দিপাল খর শেল করেতে করি' গ্রহণ॥
তোমর† মুদ্গর ভীম পরশু প্রখর-ধার। কৃপাণ পরিঘ‡ শূল প্রস্তর ধরি' আর॥ ৪
লোহিত উপল§ দল যথা করি' দরশন। মাংস-আহারকারী ধায় মূঢ় খগগণ॥
চঞ্চু-ভাঙ্গার ক্লেশ মনেতে না আনে হায়। তেমনি অবুঝ যত নিশাচর ধে'য়ে যায়॥ ৫

* তিতির। † সড়কী। ‡ বর্শা। § চুনি।

দো—কতই আয়ুধ শর-চাপ-ধর নিশাচর মহাবীর।
গৃহ-চূড়া 'পরে করে আরোহণ কোটি কোটি রণধীর ॥ ৪০

চৌ—প্রাসাদ-উপরে চূড়া সেইমত শোভা পায়। মেরু-চূড়া 'পরে যথা জলদ বিভা বাড়ায় ॥
বাজে দুন্দুভি ঢোল সমর-দামামা বাজে। রবে উৎসাহ জাগে বীরগণ-মনোমাঝে ॥ ১
তূরী ভেরী নিনাদিত হইতেছে অগণন। যাহা শুনে' ফেটে' যায় কাপুরুষগণ-মন ॥
সুবিশাল-কলেবর কপি ভালু বীরদল। গিয়া নয়নেতে হেরে নিশাচর-দলবল ॥ ২
হেরি' কপি ভালু ধায় উঁচু নীচু নাহি জ্ঞান। পর্ব্বত ভেদি' করে বর্ম্মের নির্ম্মাণ ॥
কট্‌কট্ রব করে—করে বীর গর্জ্জন। দশনে অধর কাটে করে ঘোর তর্জ্জন ॥ ৩
এ দিকে রামের জয় ও দিকে দশাননের। জয়জয়কার সনে সুরু হয় সমরের ॥
রাক্ষস গিরি-চূড়া বলে নিক্ষেপ করে। লম্ফে ধরিয়া কপি তা'দেরি উপরে মারে ॥ ৪

ছ—ভূধর-খণ্ড ধরি' প্রচণ্ড মর্কট ভালু দুর্গে মারে।
রক্ষঃ-পদ ধরি' ভূমিতে আছাড়ি' লাজ দেয় পরিহাসের ভরে ॥
অতি চঞ্চল— যুবা-কপিদল লম্ফিয়া বেগে আরোহি' গড়।
প্রবেশি' মহলে মহাকুতূহলে জয় রাম-রবে তুলিছে ঝড় ॥

দো—এক এক করি' নিশাচরে ধরি' পলায় বানর দল।
উপরে আপনি রাক্ষসে নীচে রাখি' পড়ে ধরাতল ॥ ৪১

চৌ—রামের প্রতাপ-বলে বলী শাখা-মৃগ বীর। মথিতেছে নিশাচর-বীরগণে রণধীর ॥
চারিদিকে বানরেরা হানা দেয় গড় 'পরে। দিয়া জয় রঘুবীর প্রতাপের দিনকরে ॥ ১
নিশাচর-সেনাদল পলাইয়া যায় হেন। প্রবল পবন-যোগে জলদ-পটল যেন ॥
পুরী-মাঝে হাহাকার উঠিল নিরতিশয়। বালক রমণী রোগী-রোদন নগরীময় ॥ ২
সকলে মিলিয়া গালি দেয় লঙ্কা-অধিপেরে। রাজ্য করিতে যেবা ডেকে আনে মরণেরে ॥
পশিল রাবণ-কাণে বিচল আপন দল। তা'দের ফিরা'য়ে কহে হৃদে কোপ-দাবানল ॥৩
রণে কেহ পলাইল যদি শুনে মোর কাণ। করাল কৃপাণে এই যাইবে তাহার প্রাণ ॥
খাইল পরিল আর ভুঞ্জিল সুখ যত। সমর-ভূমিতে এবে প্রাণ প্রিয় হ'ল এত ॥ ৪
উগ্র বচন শুনি' সবে প্রাণে ডর পে'ল। লাজ পে'য়ে ক্রোধ ভরে বীরেরা যুঝিতে গেল ॥
সমরে মরণ বিনা বীরের কি শোভা হ'বে। তখন করিল ত্যাগ প্রাণের মমতা সবে ॥ ৫

দো—বহু প্রহরণ ধরি' বীরগণ দম্ভে রণে মেতে' যায়।
কপি ভালুগণে করে বিচলিত পরিঘ ত্রিশূল-ঘায় ॥ ৪২

চৌ—ভয়েতে আতুর কপি সুরু করে পলাইতে। যদিও ভবানি তা'রা জয়ী হ'বে ভবিষ্যতে ॥
কেহ বলে কোথা হনু কোথা বা বালি-তনয়। বলবান্ নল নীল দ্বিবিদ বা কোথা রয় ॥ ১

হনুমান্-কাণে এ'ল বিকল আপন দল। পশ্চিম দ্বারে যবে ছিল সেই মহাবল॥
তা'র সনে মেঘনাদ করিতেছিল সমর। কঠিন সে দ্বার ভেদ করা অতি দুষ্কর॥ ২
পবন-তনয়-মনে উপজে দারুণ ক্রোধ। গর্জ্জন করে যেন কাল-সম ভীম যোধ॥
লঙ্কার গড়-চূড়ে লাফে হনু আরোহিল। পর্ব্বত করে ধরি' মেঘনাদে ধে'য়ে গেল॥ ৩
চূর্ণ করিল রথ বিনাশিল সারথিরে। করে ভীম পদাঘাত মেঘনাদ-বক্ষোপরে॥
অন্য সারথী তবে হেরিয়া বিকল তা'রে। আলয়ে আনিল ত্বরা চড়া'য়ে রথের 'পরে॥ ৪

দো—অঙ্গদ-কাণে গেল হনুমান্ একাকী পশে'ছে গড়ে।
রণ-সুনিপুণ বালির তনয় হেলায় তাহাতে চড়ে॥ ৪৩

চৌ—অরাতি-বিরোধী ক্রোধ-যুত কপি দুইজন। রামের প্রতাপ-বল হৃদয়ে করি' স্মরণ॥
আরোহণ করে গিয়া রাবণ-মহল 'পরে। কোশলের অধিপতি রামের দোহাই করে॥ ১
কলস সহিত করে রাবণ-পুরীর ক্ষতি। হেরি' মনে পায় ডর রাক্ষসপতি অতি॥
রমণী-নিকর করে বক্ষেতে করাঘাত। বহে হায় এবে এল বানরের উৎপাত॥ ২
বানরেরা খেলা-ছলে করে ভয় প্রদর্শন। গান করে রঘুবীর-গুণগান অনু'খণ॥
তখন ধারণ করি' হেমময় স্তম্ভ সব। বলাবলি করে এস করা যা'ক্ উপদ্রব॥ ৩
অরাতি-কটক মাঝে গর্জ্জিয়া পড়ে গিয়া। অতি ভীম ভুজযুগে ফেলিতে থাকে মথিয়া॥
কাহারেও পদাঘাত চপেট কা'রে বা মারে। বলে রামে না ভজার ফল ছাখ্ এইবারে॥ ৪

দো—ঠোকাঠুকি করে একে আর সনে ছিঁড়ে' ছুড়ে' দেয় মুণ্ড।
রাবণের আগে গিয়া পড়ে যেন ভগ্ন দধির কুণ্ড॥ ৪৪

চৌ—মহামহা সেনানীরে যদি ধরিবারে পারে। পা' ধরি' টানিয়া ফেলি' দেয় প্রভু-পাশে তা'রে॥
বিভীষণ ব'লে দেন তাহাদের কি কি নাম। প্রদান করেন রাম তা' সবারে নিজধাম॥ ১
ব্রাহ্মণ-মাংসে ভোজী খল মতি নিশাচরে। যোগি-বাঞ্ছিত যেই গতি তাহা লাভ করে॥
ভবানি কোমল-প্রাণ শ্রীরাম করুণাকর। ভাবেন ভাবে ত' মোরে অরি-ভাবে নিশাচর॥২
এ ভাবি' পরমাগতি রক্ষঃগণে করুণায়। দেন উমা কৃপাময় কেবা যথা রঘুরায়॥
সে প্রভু এমন শুনি' যে না ভজে ত্যজি' ভ্রম। ভাগ্যহীন কূটমতি পরম সে নরাধম॥ ৩
রাম ক'ন অঙ্গদ আর বীর হনুমান্। প্রবেশ করিল গড় মাঝে দুই বলবান্॥
লঙ্কা-মথনে দুই বীর শোভে সেইমত। মন্দর-যুগ* যেন সিন্ধু-মথনে রত॥ ৪

দো—ভুজ-বলে অরি করিয়া দলন হেরি' দিবা অবসান।
লাফ মারি' শ্রম করি' বিদূরিত আসে যথা ভগবান্॥ ৪৫

---

* এক জোড়া মন্দর পর্ব্বত।
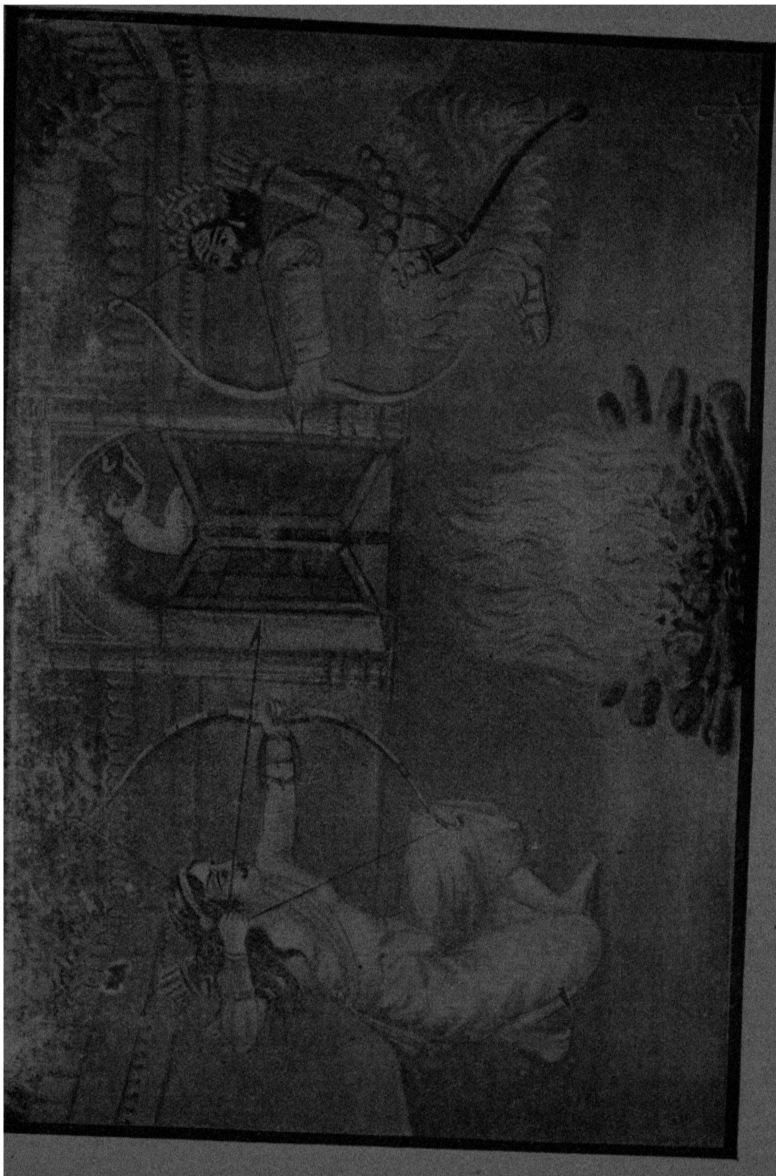
লক্ষ্মণের সহিত ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ

চৌ—প্রভু-পদ শতদল মাথায় করে ধারণ। মহাবীর দ্বয়ে হেরি' ফুল্ল রামের মন ॥
করুণা করিয়া দোঁহে দৃষ্টি করেন দান। শ্রম সব অপগত সুখ-সরে ডুবে প্রাণ ॥ ১
অঙ্গদ হনু ফিরে' গিয়াছে বুঝিয়া মনে। সমর হইতে ফিরে কপি ভালু-বীর গণে ॥
প্রদোষ আসিলে সব রাক্ষস বল পায়। গাহি' রাবণের জয় কপিদল-পিছে ধায় ॥ ২
রাক্ষস সেনা হেরি' পুনঃ ফিরে কপিদল। চারি দিকে কট্‌কট্ রব করে অবিরল ॥
দু' দিক্‌ই বলবান্ করি' তা'রা আস্ফালন। করে রণ পরাজয় নাহি মানে কোনজন ॥ ৩
রাক্ষস মহাবার অসিত বরণ সবে। বিবিধ বরণ কপি সুবিশাল অবয়বে ॥
মহাবল দুইদল সমবল যোধগণ। কৌতুক ভরে যুঝে হ'য়ে ক্রোধ-পরায়ণ ॥ ৪
বরষার শরতের দুই ঘন জলধর। পবন-প্রেরিত হ'য়ে করিছে যেন সমর ॥
অকম্পন অতিকায় এই দুই সেনাপতি। সেনা বিচলিত হেরি' প্রকাশিল মায়া অতি ॥ ৫
নিমেষ-ভিতরে হয় অতি ঘোর আঁধিয়ার। বরষে রুধির-শিলা ভস্ম মুষল-ধার ॥ ৬

দো—দশদিকে হেরি' ঘোর আঁধিয়ার ত্রস্ত কপির দল।
কেহ কাহারেও পায় না দেখিতে চীৎকারে অবিরল ॥ ৪৬

চৌ—এর ভেদ রঘুনাথ বুঝিলেন মনে মনে। করিলেন আবাহন অঙ্গদে হনুমানে ॥
সব কহি' বুঝা'লেন সমাচার রঘুবর। শুনিতেই ছুটে' গেল ক্রোধে কপি-কুঞ্জর ॥ ১
তখন হাসিয়া রাম তুলিলেন শরাসন। অতি দ্রুত হানিলেন অগ্নিবাণ সুভীষণ ॥
অমনি আলোক জাগে তমঃ আর নাহি লেশ। জ্ঞানোদয়ে সংশয় যেইমত হয় শেষ ॥ ২
আলোক পাইয়া ভালু বানর-বাহিনীগণ। হরষিত মনে ধায় অপগত ভয় শ্রম ॥
অঙ্গদ হনুমান্ করে রণে গর্জ্জন। হুঙ্কার শুনি' ভয়ে পলায় রাক্ষসগণ ॥ ৩
ভূমিতে আছাড়ে নিশাচরে পলায়ন-পর। দেখায় কৌশল কপি ভালু অদ্ভুততর ॥
পদে ধরি' তাহাদের সাগর-জলে চুবায়। মকর উরগ মাছে ধরিয়া ধরিয়া খায় ॥ ৪

দো—নিহত কতক কতক আহত গড়ে বা কেহ পলায়।
বলে অরিদলে বিচলিত করি' কপি-ভালু গর্জ্জায় ॥ ৪৭

মাল্যবানের রাবণকে উপদেশ দান

চৌ—রজনীর আগমনে চারি কপি-অনীকিনী। ফিরিয়া আসিল যথা র'ন রাম রঘুমণি ॥
শ্রীরাম করুণা-ব'সে চাহিলেন সব-পানে। হইল বিগত-শ্রম বানরেরা সেইক্ষণে ॥ ১
ও দিকে সচিবগণে ডাকাইল দশানন। নিহত বীরের কথা করে সবে বর্ণন ॥
কহে অর্দ্ধ অনীকিনী করে কপি সংহার। বলহ উপায় ত্বরা কি করা যা'বে এবার ॥ ২
স্থবির রাক্ষস এক নাম ছিল মাল্যবান্। রাবণের মাতামহে যুক্তি করিত দান ॥
কহিল বচন পূত নীতিভরা সবিশেষ। শুনহ এখন তাত কিছু মম উপদেশ ॥ ৩

জানকী হরণ করি' আনিলে যেদিন হ'তে। কত যে অশুভ হয় কেবা পারে বর্ণিতে॥
বেদ ও পুরাণে যাঁ'র গুণ-গান সদা গায়। সে রামে বিমুখ হ'লে কেহ সুখ নাহি পায়॥ ৪

দো—হিরণ্যাক্ষ সহ নিজ সহোদর মধুকৈটভ আর।
যে বধিলা সেই কৃপানিধি প্রভু ধ'রেছেন অবতার॥ ৪৮ (ক)
কাল-রূপ খল- গহন-দহন জ্ঞান-ঘন গুণধাম॥
শিব চারিমুখ সেবেন যাঁহারে তাঁ'র 'পরে তুমি বাম॥ ৪৮ (খ)

চৌ—বিরোধ করিয়া শেষ জানকীরে ফিরে' দাও। প্রেমময় কৃপানিধি রাম-গুণ সদা গাও॥
মাল্যবান্-বাণী লাগে শেল সম হৃদয়েতে। কহে পোড়া-মুখ ল'য়ে চলে' যা' এখান হ'তে॥১
বধিতাম তো'রে তবে এখন হ'লি প্রাচীন। আমার সমুখে আর না আসিস্ কোনদিন॥
এ কথায় মাল্যবান্ করে এই অনুমান। ইহারে এবার স্থির বধিবেন ভগবান্॥ ২

লক্ষ্মণ-মেঘনাদ যুদ্ধ

চ'লে গেল মাল্যবান্ রাবণেরে গালি দিয়া। কহে তবে মেঘনাদ কোপেতে দহিত হিয়া॥
কালি প্রাতে দরশন ক'রো মোর গুণপনা। করিব যে কতবিধ হইবে কি বর্ণনা॥ ৩
পুত্র-বচন শুনি' হৃদয়ে ভরসা এ'ল। স্নেহের সহিত তা'রে নিজ কোলে বসাইল॥
ভাবিতে ভাবিতে নিশা হ'য়ে এ'ল অবসান। চারি দ্বারে পুনঃ কপি হানা দিতে আগুয়ান॥৪
দুর্গম গড়ে ঘেরে কপিরা ক্রোধের ভরে। কোলাহল হয় ঘোর লঙ্কাপুরী-ভিতরে॥
বিবিধ আয়ুধ ল'য়ে রাক্ষসগণ ধায়। দুর্গ-উপর হ'তে গিরিচূড়া ছুড়ে' দেয়॥ ৫

ছ—ছুড়ে' মারে কোটি পাহাড়ের চূড়া বিবিধ প্রকার গোলক ধায়।
করে গরজন অশনি যেমন প্রলয়ের যেন বাদল ছা'য়॥
হয় সমবেত ভীম কপি যত তনু জর-জর তবু না ফিরে।
তুলিয়া পাথর মারে গড়'পর যথা তথা কত রক্ষঃ মরে॥

দো—মেঘনাদ শুনি' হানা দে'ছে পুনঃ দুর্গের পুরোভাগে।
গড় হ'তে বীর নামিয়া চলিল বাদ্য সহিত আগে॥ ৪৯

চৌ—বলে কোথা কোশলের অধিপতি দুই ভাই। বাণ-চালনায় যা'র জগতে তুলনা নাই॥
কোথায় বা নল নীল সুগ্রীব সে দ্বিবিদ। অঙ্গদ হনুমান্ মহাবল রণবিদ্॥ ১
নিজ সহোদর-দ্রোহী কোথায় সে বিভীষণ। সবারে আজিকে ঠিক করিব বলে নিধন॥
এ বলিয়া শরাসনে চড়া'ল কঠিন বাণ। দারুণ কোপেতে দিল শ্রবণ অবধি টান॥ ২
ছাড়িতে লাগিল যত নিশিত শায়ক-চয়। পক্ষ-যুত অহি সম ছুটিল আকাশময়॥
দেখা গেল যথা তথা ভূমিতে প'ড়ে বানর। সমুখে আসিতে কেহ নারে সেই অবসর॥ ৩

এ দিকে ও দিকে কপি পলায় ভালুক-দল। বিগত সমর-সাধ অপহৃত সব বল ॥
সমর-ভূমিতে হেন কপি দেখা নাহি যায়। শুধু প্রাণ অবশেষ যাঁদের না হ'ল হায় ॥ ৪

দো—দশ দশ শর মারে সকলেরে ভূমে পড়ে কপিবীর।
কেশরীর নাদে গর্জ্জে ভীষণ মেঘনাদ বলী ধীর ॥ ৫০

চৌ—ব্যাকুল বাহিনী করি' হনুমান্ দরশন। কাল-সম ক্রোধভরে ধাবিত হ'ল তখন ॥
মহা গিরিবর এক উপাড়িল ত্বরা করি'। মহা রোষে নিক্ষেপিল তাহে মেঘনাদোপরি ॥১
গিরি পড়িতেছে হেরি' আকাশে উঠি' পলায়। সারথি ও রথ বাজী চূর্ণিত হ'য়ে যায় ॥
ধিক্কার দেয় তা'রে হনুমান বার বার। নিকটে না আসে তবু মর্ম্ম জানে ইহার ॥ ২
অবশেষে মেঘনাদ রামের নিকটে যায়। নানাবিধ কটুবাণী তাঁহারে পাপী শুনায় ॥
বিবিধ আয়ুধ করে তাঁহার 'পরে ক্ষেপণ। হেলায় করেন প্রভু সে সকলে নিবারণ ॥ ৩
প্রতাপ হেরিয়া মূঢ় অতিশয় লাজ-ভরে। তাঁহার উপরে মায়া ব্যাপিতে প্রয়াস করে ॥
যেন অহি-শিশু এক করেতে করি' গ্রহণ। গরুড়ে দেখা'তে ভয় সাধ করে কোনজন ॥ ৪

দো—মহেশ বিধাতা ছোট বড় সব মোহিত মায়ায় যাঁ'র।
তাঁহারে ভুলা'তে আপন মায়ায় চাহে রাক্ষস ছার ॥ ৫১

চৌ—করে সে আকাশে উঠে' বরষণ অঙ্গার। ধরাতল হ'তে উঠে বিপুল জলের ধার ॥
কতই বিবিধ ভাঁতি পিশাচিনী ও পিশাচ। মার্-কাট্ ধ্বনি করি' করে কতবিধ নাচ ॥ ১
মল পুয কেশ অস্থি রুধিরের ধারা আর। কখনো বরষা শিলা হ'তে থাকে বারবার ॥
ধূলি বরষণ করি' আঁধার সৃজন করে। দেখিতে না পাওয়া যায় প্রসারিত নিজ করে ॥২
মায়া দরশন করি' কপিরা অতি বিকল। সবারি মরণ লেখা আছে ভাবে অবিকল ॥
কৌতুক হেরি' হাসি ঈষৎ হাসিলা রাম। ভয়-ভীত সব কপি বু'ঝলেন গুণধাম ॥ ৩
কাটিলেন এক শরে সব রাক্ষস-মায়া। দিনকর-করে যেন কাটে আঁধারের ছায়া ॥
কপি-ভালু পানে কৃপা-চ'খে চা'ন রঘুরায়। দারুণ হইল রণ রোধিলে না রোধা যায় ॥ ৪

দো—আদেশ যাচিয়া রামের চরণে অঙ্গদাদি কপি সাথ।
মহা ক্রোধ-ভরে যা'ন লক্ষ্মণ শর-শরাসন হাত ॥ ৫২

চৌ—অরুণ নয়ন যুগ উর ভুজ সুবিশাল। হিমগিরি-নিভ তনু তদুপরে আভা লাল ॥
এ দিকে রাক্ষসপতি পাঠাইল বীরগণে। ধায় তা'রা কতবিধ ভীম প্রহরণ সনে ॥ ১
পর্ব্বত নখ পাদপেরে করি' প্রহরণ। জয়জয় রাম রবে ধায় কপি-বীরগণ ॥
রাক্ষস-বানরেতে জোড়া-জোড়া রণ করে। জয়-সাধ দু' দলের কম নহে হৃদি-'পরে ॥ ২
মুষ্টিকা পদাঘাত দাঁতে করে দংশন। বিজয়ী কপিরা বধে করে ভয় প্রদর্শন ॥
মার্ মার্ ধর্ ধর্ ধরিয়া কর্ নিহত। শির চূর্ণ করি' কর্ ভুজযুগ উৎপাটিত ॥ ৩

নয় লোক পূর্ণ থাকে এই মহা কোলাহলে। প্রচণ্ড দেহ কত যথা তথা ছুটে বলে ॥
অম্বরে করে সুর কৌতুক দরশন। কখনো বিষাদে সুখে কখনো মগন মন ॥ ৪

দো—খাদেতে শোণিত- উপরে উড়িয়া ধূলি-রাশি জমা হয়।
অঙ্গার-রাশি- উপরেতে যেন ভস্ম ছাইয়া রয় ॥ ৫৩

লক্ষ্মণের শক্তিশেল

চৌ—কুসুমিত কিংশুক-তরু শোভা যথা হয়। সেইমত শোভিতেছে মৃত বীর সমুদয় ॥
লক্ষ্মণ-মেঘনাদ রণবীর দুই জন। মহারোষে এ উঁহারে করিলেন আক্রমণ ॥ ১
কাহারো-অপরে জয় করিতে নাহি শকতি। ছল বল রাক্ষস করি'ছে রণে অ-নীতি ॥
কোপেতে অধীর তবে হইলেন লক্ষ্মণ। চূর্ণ করেন ত্বরা সারথী ও স্যন্দন ॥ ২
প্রহার বিবিধ ভাবে করিতে থাকেন শেষ *। তাহে রাক্ষস হ'ল শুধু প্রাণ-অবশেষ ॥
তখন রাবণ-সুত করে মনে অনুমান। সঙ্কট হ'ল অরি ল'বে এবে মোর প্রাণ ॥ ৩
শক্তি বীর-বিঘাতিনী এত ভাবি' ক্ষেপ করে। তেজোময়ী শক্তি লাগে লক্ষ্মণ হৃদি-'পরে ॥
ভীষণ তাহার ঘায় লক্ষ্মণের জ্ঞান যায়। তখন নিডর হ'য়ে তাঁহার নিকটে যায় ॥ ৪

দো—মেঘনাদ-সম শতকোটি বীরে তুলিতে প্রয়াস করে।
জগৎ-আধার শেষে কি তুলিবে লজ্জিত হ'য়ে ফিরে ॥ ৫৪

হনুমানের সুষেণ বৈদ্যকে আনয়ন

চৌ—শুন মহাদেবি যেই অনন্ত-কোপানলে। চারি-দশ লোক পারে দহন করিতে পলে ॥
তাঁহারে সমরে কহ জিনিতে শকতি কা'র। সুর নর চরাচর সদা সেবা করে যাঁ'র ॥ ১
শ্রীরামের কৃপা-আঁখি যাহার উপরে হয়। এ লীলার গূঢ় ভেদ তা'রি শুধু জানা রয় ॥
প্রদোষ আগত হ'ল ফিরে পুনঃ দুই দল। আপন আপন অনী সামালে সেনানীদল ॥ ২
ব্যাপক ব্রহ্ম যিনি অজেয় ভুবনেশ্বর। লক্ষ্মণ কোথা বলি' শুধা'ন করুণাকর ॥
এমন সময়ে হনু লক্ষ্মণে ল'য়ে আসে। অনুজে নিরখি' প্রভু-হৃদি অতি দুখে ভাসে ॥ ৩
জাম্ববান্ বলে রহে সুষেণ ভিষক্-রাজ। কে আনিতে যায় তা'রে লঙ্কাপুরীর মাঝ ॥
হনুমান্ গেল তথা লঘু কলেবর ধরি'। আলয় সহিত তা'রে আনে অতি ত্বরা করি' ॥ ৪

দো—রামের-চরণ- শতদলে আসি হইল সুষেণ নত।
কহি' নাম গিরি- ভেষজের কহে গিয়া আন' বায়ু-সুত ॥ ৫৫

কালনেমি-রাবণ সংবাদ

চৌ—রাম-পদ-সরসিজ হৃদয়ে করি' ধারণ। আশ্বাস-বাণী সনে করিল হনু গমন ॥
ও দিকে অনেক দূত রাবণে বারতা দিল। কালনেমি-পুরে আসি' রাবণ উদিত হ'ল ॥ ১

---

* বাসুকির অবতার লক্ষ্মণ।

সবিশেষ ভেদ-কথা দশানন কহে তা'রে। শুনি' কালনেমি শির ঠুকে ভূমে বারে বারে ॥
তোমারি সমুখে যেবা করিল পুরী দহন। তা'র গতিরোধ করে আছে হেন কোন্‌জন ॥ ২
নিজ হিত কর' করি' রঘুপতি বন্দনা। ছাড়' রক্ষেশ বৃথা তব এই জল্পনা ॥
নীল-শতদল তনু, অতি কমনীয় শ্যাম। হৃদয়ে ধরহ রূপ নয়নের অভিরাম ॥ ৩
আমি তিনি মোর ত্যাগ কর তব এ মূঢ়তা। মহা মোহ-যামিনীর ত্যজ' নিদ্রা-বিকলতা ॥
কাল-রূপী বায়ুভুক্ যাঁ'র পাশে পায় ক্ষয়। কভু কি তাঁহারে রণে স্বপনেও হয় জয় ॥ ৪

দো—শুনি' দশানন কোপ-যুত অতি কালনেমি মনে করে।
রাম-দূত-করে মরি সেও ভাল ডুবে পাপী পাপ-সরে ॥ ৫৬

মকরী-উদ্ধার

চৌ—এত ভাবি' পথে যেতে প্রপঞ্চ করে সৃজন। নির্ম্মাণ করে সর মন্দির উপবন ॥
হনুমান্ হেরে এক পূত মুনি-আশ্রম। ভাবে করি জল পান করিবারে দূর শ্রম ॥ ১
রাক্ষস রহে তথা তাপসের ছদ্মবেশে। মায়াপতি-দূতে চাহে ভুলাইতে মায়াবশে ॥
চরণে প্রণাম করে তথা গিয়া হনুমান্। সুরু করে কালনেমি শ্রীরামের গুণগান ॥ ২
কহে হয় মহারণ শ্রীরামে ও দশাননে। শ্রীরামের জয়ে মোর সংশয় নাহি মনে ॥
হেথায় থাকিয়া আমি সকলি দেখিতে পাই। জ্ঞান-দরশন-বল আমার বড়ই ভাই ॥ ৩
বারি যাচে হনুমান্ দিল নিজ কমণ্ডলু। কপি কহে বেশি নাই রহে অতি অল্প জল ॥
রক্ষঃ কহে ত্বরা এস করি' সরে মজ্জন। দীক্ষা-দান করি তোমা জ্ঞান হ'বে এইক্ষণ ॥ ৪

দো—ধরিল চরণ আকুলি মকরী সলিলে যেমনি নামে।
বধিতে তাহারে দেব-দেহ ধরি' চলিল স্বরগ-ধামে ॥ ৫৭

চৌ—তোমার দরশে কপি হইলাম নিষ্পাপ। এখন ঘুচিল তাত মুনিবর-ঘোর শাপ ॥
মকরী কহিল মুনি নহেক এ নিশাচর। প্রকৃত আমার কথা ধর' নিজ হৃদি 'পর * ॥ ১

কালনেমি-উদ্ধার

যেমনি অপ্সরা গেল হনুরে এ কথা বলি'। রাক্ষস-পাশে হনু তখনি আসিল চলি' ॥
হনুমান্ কহে মুনি আগে দক্ষিণা লহ। তা'র পর তব মন্ত্র-উপদেশ মোরে দেহ ॥ ২

---

* মকরী ও কালনেমি ইন্দ্রসভার শাপভ্রষ্ট অপ্সরা ও গন্ধর্ব্ব। একদিন তাহাদের নৃত্যগীতে ইন্দ্রসভা মুগ্ধ; কিন্তু তথায় উপবিষ্ট মহর্ষি দুর্ব্বাসা কোন প্রশংসা করিলেন না। ইহাতে মহর্ষিকে নৃত্যগীত বিষয়ে অজ্ঞ মনে করিয়া তাহারা অবজ্ঞার হাসি হাসিয়াছিল; ফলে তাঁহারা অভিসম্পাতে অপ্সরা মকরী ও গন্ধর্ব্ব কালনেমি রূপে পৃথিবীতে নিপতিত। উহারা মহর্ষির চরণে শাপ-মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিলে, মহর্ষি দুর্ব্বাসা আদেশ করেন যে, ত্রেতাযুগে যখন ভগবান্ রামচন্দ্র পৃথিবীতে আসিবেন, তখন তাঁহার দূত হনুমানের চরণ-স্পর্শে মকরীর, ও তাহার হস্তে নিহত হইলে কালনেমির উদ্ধার হইবে। এই গুপ্ত-সন্ধান মকরী হনুমানকে বলিয়া দিয়াছিল।

এ বলি' তাহার শির লাঙ্গুলে জড়াইয়া। আছাড়িল মরে রক্ষঃ নিজ তনু প্রকাশিয়া
রাম রাম রাম বলি' ছাড়িল আপন প্রাণ। তা' শুনি' হরষ-ভরে চলে পুনঃ হনুমান্ ॥ ৩

ভরতের শরে হনুমানের মুর্চ্ছা

হেরে হনু পর্ব্বতে ভেষজে চিনিতে নারে। তখন সহসা কপি উপাড়ি' লইল তা'রে ॥
গিরি ল'য়ে নিশাযোগে নভে বায়ু-বেগে ধায়। অযোধ্যা-উপর দিয়া বানর উড়িয়া যায় ॥ ৪

দো—অতীব বিশাল নেহারি' ভরত রাক্ষস অনুমানি'।
ফলক-বিহীন হানেন শায়ক শ্রবণ অবধি টানি' ॥ ৫৮

ভরত-হনুমান সংবাদ

চৌ—মূরছি' ধরায় পড়ে ভীষণ শরের ঘায়। মুখে জপ করি' নাম রাম রাম রঘুরায় ॥
ভরত চলেন ছুটে প্রিয়-নাম শুনি' কাণে। আকুল-পরাণে যা'ন বানরের সন্নিধানে ॥ ১
কাতর হেরিয়া ল'ন হনুমানে বুকে ক'রে। উপায় করেন বহু জ্ঞান নাহি আসে ফিরে' ॥
শুকায় ভরত-মুখ দুখে বিচলিত মন। সজল-নয়নে তবে ভরত বচন ক'ন ॥ ২
যে বিধি শ্রীরাম-পদে বিমুখ আমারে করে। এই নিদারুণ দুখ আজি' মোর তারি তরে ॥
কায় মন বচনের সহিত আমার যদি। রাম পদে অকপট রহে প্রীতি নিরবধি ॥ ৩
রঘুপতি মোর 'পরে যদি র'ন অনুকূল। তবে যেন হয় কপি অপগত শ্রম-শূল ॥
কহিতেই এই কথা জয় জয় রঘুপতি। বলিয়া উঠিল বসি' হনুমান দ্রুতগতি ॥ ৪

সো—ল'ন তা'রে হৃদি 'পরে পুলকিত তনু লোচনে জল।
হৃদে প্রেম নাহি ধরে স্মরি' রাম রঘুকুল-কমল ॥ ৫৯

চৌ—ক'ন তাত সুখনিধি রামের কহ কুশল। সহিত অনুজ মাতা জানকীর মঙ্গল ॥
সংক্ষেপে হনু সব বিবরিল সমাচার। শুনি' অনুতাপ প্রাণে মনে খেদ অতি আর ॥১
ক'ন হায় দৈব কেন আমার জনম হ'ল। প্রভুর কোনই কাজে এ অধম না লাগিল ॥
খেদের সময় নয় বুঝি' মনে ধরি' ধীর। হনুমান্ প্রতি বাণী কহিলেন বল-বীর ॥ ২
হে তাত বিলম্ব বড় হইবে তোমার যে'তে। প্রভাত হইয়া গেলে কার্য্য নাশ হ'বে তা'তে ॥
পর্ব্বত-সনে মোর শরে কর আরোহণ। প্রেরণ তোমারে করি যথা কৃপা-নিকেতন ॥ ৩
শুনি' হনুমান্-মনে উপজিল অভিমান। মোর ভার বহিতে কি সক্ষম হ'বে বাণ ॥
শ্রীরাম-প্রতাপ-কথা বিচারিয়া হৃদি 'পরে। বন্দি' চরণ কপি কহে করি' জোড়করে ॥ ৪

দো—তোমার প্রতাপ হৃদে রাখি' নাথ ত্বরা যা'ব প্রভু-পায়।
এত বলি' লভি' ভরত-আদেশ নমি' হনুমান্ যায় ॥ ৬০(ক)
ভরতের শীল গুণ বাহু-বল প্রভুতে প্রেম অপার।
বারবার মনে করিয়া বাখান যাই'ছে বায়ু-কুমার ॥ ৬০(খ)

শ্রীরামের বিলাপ

চৌ—ও দিকে জানকীনাথ হেরি' অনুজের পানে। কহেন বচন যথা কহে সব নরগণে॥
অর্দ্ধ-রাত অতিক্রম কপি না আসিল ফিরে'। নিলেন অনুজে রাম আপন বুকের 'পরে॥ ১
পারিতে না কভু ভাই হেরিতে মোরে বিকল। সদাই আছিল তব স্বভাব অতি কোমল॥
আমারি হিতের তরে বর্জ্জিলে পিতামাতা। সহিলে কাননে হিম তাপ বায়ু সদা ভ্রাতা॥ ২
তোমার সে অনুরাগ রহিল কোথা এখন। আকুলতা-ভরা কথা শুনিয়া না উঠ কেন॥
যদি জানিতাম বনে তোমারে হারা'তে হ'বে। পিতার বচন নাহি পালিতাম কভু তবে॥ ৩
তনয় বিভব নারী ভবন ও পরিবার। আসে যায় এরা সবে এ জগতে বারবার॥
কিন্তু জগত মাঝে ভাই আর মিলে না ত'। এ বিচার করি' মনে হও তাত জাগরিত॥ ৪
পক্ষ বিহনে খগ যেমন অতীব দীন। কর বিনা করী আর ফণী হ'লে মণি-হীন॥
তেমনি জীবন মম ভাই তোমা হারাইয়ে। জড় দৈব যদি রাখে মোরে এবে বাঁচাইয়ে॥ ৫
জায়া-উদ্ধার হেতু হারাইয়া অনুজেরে। কোন্ মুখ ল'য়ে পুনঃ অযোধ্যায় যা'ব ফিরে'॥
সেও ভাল অপযশ সহিতাম জগময়। বনিতারে হারাইলে তাহে ক্ষতি বেশী নয়॥ ৬
এবে ঘোর অপযশ আর শোক তব তরে॥ কঠোর হিয়ারে হ'বে অনিবার সহিবারে॥
তব জননীর তুমি একমাত্র সুকুমার। তুমিই কেবল তাত তাঁহার জীবনাধার॥ ৭
ধরিয়া তোমার হাত করিলেন সমর্পণ। সব বিধি হিতকর সুখদ করি' গণন॥
কি উত্তর দিব তাঁরে ফিরে গিয়ে অযোধ্যায়। উঠি' মোরে কেন নাহি শিখাইয়া দাও হায়॥৮
চিন্তা কতই তাঁ'র যিনি চিন্তা-বিমোচন। বরষে আসার দুই রাজীব-দল লোচন॥
উমা এক খণ্ডহীন প্রভু রাম সনাতন। ভকতে কৃপায় তাঁ'র নরলীলা আচরণ॥ ৯

হনুমানের প্রত্যাবর্ত্তন

সো—প্রভুর বিলাপ শুনি' কাণ কপিদের প্রাণে দারুণ বাজে।
হেন কালে আসে হনুমান্ বীররস যথা করুণ-মাঝে॥ ৬১

চৌ—পুলকিত হ'য়ে রাম মিলিলেন হনুমানে। পরম সুজন প্রভু কৃতজ্ঞতা-ভরা প্রাণে॥
ভিষক্ ত্বরিত তবে সমাপিল প্রতিকার। পুলকিত লক্ষ্মণ বসেন উঠি' আবার॥ ১
করেন হৃদয়ে ধরি' অনুজে প্রভু আদর। ঋক্ষ কপির দলে সুখের বহে লহর॥
যেভাবে ভিষকে হনু ক'রেছিল আনয়ন। আবার সেভাবে তা'রে লইল পুনঃ ভবন॥ ২

কুম্ভকর্ণের জাগরণ

এ বারতা পহুঁছিল গিয়া দশানন-কাণে। অতীব বিষাদে শিরে বারবার কর হানে॥
ব্যাকুল হইয়া যায় কুম্ভকরণ-পাশে। বিবিধ যতনে তা'র ঘুমের জড়তা নাশে॥ ৩
উঠে' বসে নিশাচর তাহারে দেখায় হেন। শরীর ধরিয়া কাল উঠিয়া ব'সেছে যেন॥
শুধাইল রাবণেরে নিশাচর হে রাজন্। শুষ্ক বদন তব হেরি এবে কি কারণ॥ ৪

সব কথা কহে তবে মহামানী দশানন। যে প্রকারে জানকীরে আনিল করি' হরণ ॥
কহে তাত বানরেরা ব'ধেছে রাক্ষসগণে। মহা মহাবীরগণে নিধন ক'রেছে রণে ॥ ৫
দুর্ম্মুখ সুররিপু নরাহারী যতজন। মহা বিক্রম বীর অতিকায় অকম্পন ॥
মহোদর আদি যত আমাদের ছিল বীর। নিপতিত সংগ্রামে সেই সব রণধীর ॥ ৬

কুম্ভকর্ণের রাবণকে উপদেশ দান

দো—দশানন-বাণী শুনিয়া কুম্ভ সখেদে কহে বচন।
জগত-মাতারে হরি' আনি এবে কল্যাণ চাহে মন ॥ ৬২

চৌ—উত্তম কাজ ইহা না করিলে হে রাজন্। এখন আসিয়া মোরে জাগাইলে কি কারণ ॥
এখন-ও পরিত্যাগ করি' ওই অভিমান। রামের ভজনা কর হ'বে তব কল্যাণ ॥ ১
হনুমান্ দাস সম করে যাঁ'র পদে নতি। সে রামে কি নর মনে ভাব' নিশাচরপতি ॥
হায় হায় ভাই তুমি কুকাজ ক'রেছ ঘোর। আসি' কহিলে না কেন প্রথমেই কাছে মোর ॥২
বিধাতা মহেশ দেব প্রভৃতি সেবক যাঁ'র। বিরোধ এনে'ছ টেনে' সে পরম দেবতার ॥
দেবর্ষি কহিলা মোরে গূঢ় যে জ্ঞান-বচন। কহিতাম তোমা তা'ই কিন্তু এবে অকারণ ॥ ৩
এখন আমারে তাত দাও গাঢ় আলিঙ্গন। গিয়া দরশনে করি সফল নিজ লোচন ॥
ত্রিতাপ-মোচনকারী নিরখি গিয়া নয়নে। শ্যাম-তনু সরসিজ-নয়ন জীবন-ধনে ॥ ৪

দো—রাম-রূপ গুণ করিয়া স্মরণ নিমেষ তরে বিলীন।
পরেতে যাচিল সুরা কোটি ঘট মহিষ গণনাহীন ॥ ৬৩

বিভীষণ-কুম্ভকর্ণ সংবাদ

চৌ—মহিষ আহার করি' মদিরা ঢালি' গলায়। পরে সিংহনাদ করে বজ্রাঘাত-রব যা'য় ॥
মত্ত সমর-মদে মদিরায় লৌলীন। দুর্গ ত্যজিয়া চলে একাকী সেনা-বিহীন ॥ ১
তা' দেখিয়া বিভীষণ আগুয়ান হ'য়ে এ'ল। চরণে পতিত হ'য়ে নিজ নাম শুনাইল ॥
অনুজে তুলিয়া বুকে করে তা'য় আলিঙ্গন। শ্রীরাম-ভকত জানি' তা'র 'পরে প্রীত মন ॥ ২
বিভীষণ কহে তাত হিত-বাণী কহা-দোষে। পদাঘাত দশানন ক'রেছিল মোরে রোষে ॥
আসিয়াছি সে গ্লানির কারণে প্রভুর কাছে। দীন হেরি' দাস তাঁ'র প্রসন্নতা লভিয়াছে ॥৩
শুন ভাই এবে কাল-কবলিত দশানন। পরা-শিক্ষা আর কভু লইবে কি সে এখন ॥
ধন্য রে বিভীষণ তো'রে বলিহারী যাই। রক্ষঃকুল-বিভূষণ হ'য়েছিস্ তুই ভাই ॥ ৪
হে ভ্রাতঃ তুমিই কুল করিলে যশে উজল। ভজিলে সুখের নিধি রাম-পদ-শতদল ॥ ৫

দো—কায় বাক্ মনে কপটতা ছাড়ি' ভ'জো রাম রণধীর।
কাল-বশ আমি নিজ পর জ্ঞান- বিস্মৃত যাও বীর ॥ ৬৪

কুম্ভকর্ণের যুদ্ধ

চৌ—ভ্রাতার বচন শুনি' ফিরে আসে বিভীষণ। উপনীত যথা প্রভু তিনলোক-বিভূষণ॥
কহে নাথ ধরাধর-সদৃশ শরীর-ধর। আসিতেছে কুম্ভকর্ণ ধীর রণ-ধুরন্ধর॥ ১
এ কথা শ্রবণে যবে কপিরা করে শ্রবণ। করিয়া হরষ-রব ধায় যত বীরগণ॥
তুলিয়া লইল করে বিটপীদল ভূধর। কট্‌কট্‌ রব করি' ছুড়ে তা'র দেহ 'পর॥ ২
কপি আর ভালু বীরগণ একএক বারে। কোটি কোটি গিরি-চূড়া তাহারে প্রহার করে॥
মন তা'র অবিচল কলেবর নাহি হেলে। অর্ক* ফলের ঘায় করী যথা নাহি টলে॥ ৩
তখন পবন-সুত মুষ্টি করে প্রহার। মাথা ঠুকে' ধরা 'পরে পতন হইল তা'র॥
উঠিয়া সে নিশাচর মারে পুনঃ হনুমানে। ঘূর্ণিত ধরা 'পরে পড়ে হনু সেইক্ষণে॥ ৪
তা'র পর নল নীলে আছাড়ে ধরণী 'পর। যথায় তথায় ভূমে ফেলে বীর-ধুরন্ধর॥
বানর-বাহিনী দূরে ছুটিয়া পলায় ত্রাসে। অতি ভয়ে ভীত সবে কেহ না নিকটে আসে॥৫

দো—সুগ্রীব সহ অঙ্গদ-আদি কপি মূর্চ্ছিত করি'।
চলে মহাবীর সুগ্রীবে চাপি' আপন কক্ষে পূরি'॥ ৬৫

চৌ—হর ক'ন দেবি নরলীলা করি'ছেন রাম। অহিগণ সনে মিলি' যথা খেলে হরি-যান†॥
ভ্রূকুটি-বিলাসে যিনি করেন কালে সংহারে। তাঁহার কি শোভে কভু সংগ্রাম এ প্রকার॥ ১
করি'ছেন বিস্তার কীর্ত্তি জগ-পূতকরী। তরিবে মানব ভবে যাহে কীর্ত্তন করি'॥
মূর্চ্ছা অতীত হ'ল হনুমান পে'ল জ্ঞান। সুগ্রীব কোথা বলি' করে তা'র সন্ধান॥ ২
হারা-জ্ঞান সুগ্রীব আবার ফিরিয়া পে'ল। মৃত ভাবি' কুক্ষি হ'তে নিশাচর ফেলে'ছিল॥
জ্ঞান পেয়ে নাসা কাণ কেটে' নিয়ে দংশনে। গর্জ্জিলে নভে তবে কুম্ভ-করণ জানে॥ ৩
সুগ্রীবে পদে ধরি' রক্ষঃ আছাড় মারে। সুগ্রীব ঝেড়ে' উঠে' মারে প্রতি-উত্তরে॥
তা'র পর প্রভু-পাশে ফিরি' সুগ্রীব কয়। জয়তি জয়তি কৃপানিধানের জয় জয়॥ ৪
অতিশয় গ্লানি মনে দেখে' কাটা নাক কাণ। মহা ক্রোধ-ভরে ফিরে নিশাচর বলবান্‌॥
স্বভাবে ভীষণ-কায় তাহে নাসা শ্রুতি-হারা। হেরিয়া বানরদল দারুণ ত্রাসেতে সারা॥ ৫

দো—জয় জয় রঘু- কুলমণি হাঁকি' ছুটে বানরের দল।
একযোগে তা'র দেহে ছুড়ে' মারে বিটপী গিরি সকল॥ ৬৬

চৌ—রণমদে মাতি কুম্ভ ক্রোধিত ফিরে এমন। মহা ক্রোধ-ভরে কাল ফিরিয়া আসে যেমন॥
কোটি কোটি বানরেরে ধরিয়া ধরিয়া খায়। পঙ্গপাল যেন গিরি-গুহায় ঢুকিয়া যায়॥ ১
কোটি অপরেরে ধরি' ঘর্ষে দেহের সনে। ধরণীর ধূলি সহ নিষ্পেশিল কোটিজনে॥
বদন শ্রবণ নাসা-পথ দিয়া কপিদলে। আবার বাহির হ'তে থাকে সবে দলে দলে॥ ২

* মাদার। † গরুড়।

হেন রণমদে মত্ত গর্ব্বিত নিশাচর। ধাতা যেন দিলা বিশ্ব ভরিতে পোড়া উদর ॥
দূরে খাড়া বীরগণ ফিরিয়াও নাহি ফিরে। কাণে না শুনিতে পায় নয়নে নাহিক হেরে ॥ ৩
কপি-সেনা ছারখার কুম্ভ-করণ করে। তা' শুনি' রাক্ষস-অনী ছুটে উল্লাসভরে ॥
হেরিলেন রঘুমণি আপন সেনা বিকল। অরাতি-বাহিনী আসে গণনা-অতীত দল ॥ ৪

দো—শুন বিভীষণ সুগ্রীব লক্ষ্মণ রক্ষা কর সেনাগণ।
দেখি সেনা আর ছুষ্টের বল রাজীব-লোচন ক'ন ॥ ৬৭

চৌ—কটিতে বাঁধিয়া তূণ শার্ঙ্গ লইয়া হাত। অরাতি দলন তরে চলিলেন রঘুনাথ ॥
আগে টঙ্কার দেন নিজ ধনুকের গুণে। বাধর অরির দল হইল সে রব শুনে' ॥ ১
সত্যসন্ধ প্রভু শর ত্যজিলেন একলক্ষ। কাল অহি যেন চলে আকাশে ধরিয়া পক্ষ ॥
চারিদিকে ধায় যত গণনাতীত নারাচ। নিহত হইল তাহে বিকট কত পিশাচ ॥ ২
কাটে পদ বিঁধে বুক ছিঁড়ে শির ভুজ দণ্ড। কত বীর-কলেবর হ'য়ে গেল শতখণ্ড ॥
ঘূর্ণিত হ'য়ে পড়ে আহত ধরণী 'পরে। সম্বরি' উঠি' পুনঃ সুবীরেরা যুদ্ধ করে ॥ ৩
লাগিতে শায়ক করে মেঘ-সম গর্জ্জন। সুকঠোর শর হেরি' বহু করে পলায়ন ॥
চণ্ড বিশাল দেহ মুণ্ড বিহনে ধায়। ধর্‌ধর্‌ মার্‌মার্‌ ঘোর রবে গর্জ্জায় ॥ ৪

দো—ক্ষণ-মাঝে প্রভু শায়ক নিকর বধে পিশাচের প্রাণ।
পুনরায় তাঁ'র তূণীর-ভিতরে প্রবেশে সকল বাণ ॥ ৬৮

চৌ—কুম্ভকর্ণ মনে দেখিল বিচার করি'। ক্ষণ-মাঝে নিশাচর-বাহিনী নাশিলা হরি ॥
অতিশয় কোপ যুত হ'ল মহাবলী ধীর। করিলা কেশরী-নাদ অতি গুরু-গম্ভীর ॥ ১
ক্রোধভরে পর্ব্বত উপাড়ি' লইল করে। মহা কপিবীরগণ-পানে নিক্ষেপ করে ॥
পর্ব্বত আসে হেরি' সংখ্যায় অগণন। শর-যোগে ধূলি-সম করেন প্রভু তখন ॥ ২
তা'রপর ক্রোধ-ভরে আপনার ধনু টানি'। করাল শায়ক বহু হানিলেন রঘুমণি ॥
শরীরে প্রবেশ করি' বাহিরিয়া যায় শর। লুকায় চপলা যথা জলধরে সত্বর ॥ ৩
অসিত বয়ানে শোভে শোণিতের ধারা হেন। কজ্জল গিরি হ'তে গেরু ধারা ছুটে যেন ॥
ব্যাকুল নিরখি' তা'রে কপি ভালু ধেয়ে' আসে। নিকটে আসিলে পরে অমনি আবার হাসে ॥৪

দো—বিপুল আরাবে গর্জ্জন করে কোটি বানরেরে ধরি'।
গজরাজ সম ভূমিতে আছাড়ে রাবণ-শপথ করি' ॥ ৬৯

চৌ—বানর ভালুক সেনা ত্রাসে পলাইয়া যায়। বৃকে* হেরিয়া যেন মেষপাল ডরে ধায় ॥
অতীব ব্যাকুল হ'য়ে আর্ত্তনাদের সনে। তেমনি ভবানি ভঙ্গ দেয় রাক্ষস-রণে ॥ ১

---

* নেকড়ে বাঘ।

কহে এই নিশাচর আকালের রূপ ধ'রে। আসিল বানররূপী অভাগা প্রদেশ 'পরে ॥
রাখ হে শরণাগত-দুঃখ বিভঞ্জন। কৃপা-জলধর রাম খর রক্ষঃ বিনাশন ॥ ২
সকরুণ আর্ত্তনাদ শুনিতেই ভগবান্। চলেন ধরিয়া করে শরাসন আর বাণ ॥
আপনার সেনাগণে পশ্চাতে রাখি' রাম। কোপ-ভরে মহাবীর নিজে হ'ন আগুয়ান ॥ ৩
কর্ষিয়া শরাসন হানেন শতেক শর। বেগে প্রধাবিত হ'য়ে ভেদ করে কলেবর ॥
শরীরে বিঁধিতে বাণ ক্রোধ-ভরে দৌড়ায়। ধরাধর কম্পিত বসুমতী হেলে তা'য় ॥ ৪
উপাড়ি' লইল এক পর্ব্বত নিজকরে। সে কর রাঘববর কাটিলেন একেবারে ॥
তখন অপর করে পর্ব্বত ল'য়ে ধায়। তা'রেও ফেলেন ভূ'মে কাটিয়া শরের ঘায় ॥ ৫
কর্ত্তিত দুই বাহু তা'রে হেরে' মনে হয়। পক্ষ-বিহীন গিরি মন্দর যেন রয় ॥
উগ্র নয়নে প্রভু পানে করে দরশন। যেন গ্রাস করিবারে চাহে পাপী ত্রিভুবন ॥ ৬

দো—চীৎকার করি' অতি ভয়ঙ্কর ব্যাদিত বদনে ছুটে।
গগনে ত্রাসিত সিদ্ধ অমর হাহাকার করি' উঠে ॥ ৭০

চৌ—মনে বুঝিলেন প্রভু ত্রস্ত অমরগণ। শ্রবণ অবধি ধনু করি' বলে কর্ষণ ॥
ভরেন বদন তা'র হানিয়া শর নিকর। তথাপি সে মহাবল না পড়ে ধরণী 'পর ॥ ১
বাণ-ভরা মুখ ল'য়ে সম্মুখ পানে ধায়। কালরূপী প্রাণবান্ তূণ যেন দৌড়ায় ॥
তখন ক্রোধেতে প্রভু লইয়া নিশিত শর। শরীর হইতে শির কাটিলেন স্বরাপর ॥ ২
সে শির পড়িল গিয়া দশানন-সম্মুখে। মণি-হারা ফণী সম বিকল হইল দুখে ॥
শির হীন ভীম দেহ তখন ছুটিয়া যায়। কম্পিতা ধরা প্রভু কাটেন দ্বিভাগে তা'য় ॥ ৩
নভঃ হ'তে গিরি সম পতিত হইল বলে। রাক্ষস কপি ভালু প্রোথিত করিয়া তলে ॥
তা'র আত্মার তেজ পশিল প্রভু-বদনে। সুর মুনি সকলেই বিস্ময় গণে মনে ॥ ॥ ৪
হরষে বাজায় দেব দুন্দুভি অম্বরে। বরষে প্রসূন-রাজি সবে স্তুতিগান করে ॥
মিনতির শেষে যত অমর ফিরিয়া যায়। সমাগত দেব-ঋষি রাম-পাশে সে সময় ॥ ৫
করিলেন অম্বরে থাকি' হরিগুণ গান। বীররস-ভরা স্তুতি শুনি' প্রীত প্রভু-প্রাণ ॥
ত্বরায় বধহ খলে বলি' চলি' যা'ন মুনি। শোভায় করেন রাম আলোকিত রণভূমি ॥ ৬

ছ—ঘোর রণস্থল করেন উজল অতুলিত বল কোশল-রায়।
মুখে শ্রমজল আঁখি-শতদল লোহিত শোণিত বয়ানে তা'য় ॥
দু' করে ধারণ শর শরাসন চারিদিকে ঘিরে ভালু বানর।
তুলসী না পারে শোভা কহিবারে হারে শেষ বহু আনন-ধর ॥

দো—নিশাচর যেবা নীচ মলাগার তা'রে দেন নিজধাম।
অতি নীচ মতি সে নর ভবানি যেবা নাহি ভজে রাম ॥ ৭১

মেঘনাদের যুদ্ধ ; ও শ্রীরামের নাগপাশ

চৌ—দিবস অতীত হ'ল চলিল ফিরে' দু'দল। আজিকার রণে শ্রমে বীরেরা অতি বিকল ॥
শ্রীরামের করুণায় বাড়ে কপিদল-বল। তৃণ পেয়ে আরো তেজ যথা হয় মহানল ॥ ১
দিবারাতি রাক্ষসের সেইমত বল-হ্রাস। কহিলে আপন মুখে পুণ্য যথা পায় নাশ ॥
রাবণ বিলাপ বহু করি'ছে গভীর দুখে। সহোদর-শির তুলে' বারবার ধরে বুকে ॥ ২
বুকে করাঘাত করি' রমণী রোদন করে। তাহার বিপুল বল তেজের বাখান ক'রে ॥
হেন কালে মেঘনাদ করে তথা আগমন। কহিয়া অনেক কথা জনকের তোষে মন ॥ ৩
কহে মোর বীরপণা দেখ' কালিকার রণে। অধিক বড়াই তা'র কি করিব ও চরণে ॥
রথ বল লভিলাম যাহা ইষ্টদেব হ'তে। পরিচয় না দিলাম তা'র তব সাক্ষাতে ॥ ৪
বচন-বিলাসে হেন হ'য়ে গেল নিশি ভোর। আবার বানর হানা চারিদ্বারে দিল ঘোর ॥
এ দিকে বানর ভালু কাল-সম মহাবীর। ও দিকে রজনীচর অতি ভীম রণধীর ॥ ৫
করে রণ বীরগণ নিজ নিজ জয়-হেতু। সে সমর-বর্ণন কি করিব খগ-কেতু ॥ ৬

দো—মায়াময় রথে করি' আরোহণ মেঘনাদ নভে যায়।
অট্ট হাসিয়া গরজে বানর- সেনা মাঝে ভয় ছা'য় ॥ ৭২

চৌ—শক্তি শূল তরবারি কৃপাণ আয়ুধচয়। বজ্র-আদি প্রহরণ সবে মহা তেজোময় ॥
পরশু পরিঘ শিলা হানিতে থাকে কেবল। বর্ষণ শর-ধারা করে ভূমে অবিরল ॥ ১
আবৃত দশদিক নিশিত শায়ক-জালে। মঘার তারায় যেন বরষার জল ঢালে ॥
ধর্‌ধর্ মার্‌মার্ এই কাণে শুনা যায়। যে মারে তাহার কেহ সন্ধান নাহি পায় ॥ ২
তরু গিরি ধরি' নভে বানরের দল ধায়। দুঃখে ফিরিয়া আসে দেখিতে না তা'রে পায় ॥
দুর্গম ঘাঁটি পথ যত গিরি কন্দর। মায়া-বলে মেঘনাদ বাণে রচে পিঞ্জর ॥ ৩
কোথায় যাইবে ভাবি' বানর অতি ব্যাকুল। বাসবের বন্দী যেন হইল ভূধরকুল ॥
নল নীল অঙ্গদ বায়ু-সুত হনুমানে মহা বলবান্ বীরে আকুল করিল প্রাণে ॥ ৪
তা'র পর লক্ষ্মণ সুগ্রীব বিভীষণ। শর-ঘায় জর্জ্জর-দেহ হ'ন সব জন ॥
অবশেষে আক্রমণ করিল সে রঘুবরে। বর্ষিত শর সব লাগে নাগ-রূপ ধ'রে। ৫
নাগ পাশ-কবলিত হইলেন খর-অরি। স্ব-বশ অনন্ত যিনি অখণ্ড ও অবিকারী ॥
নানাবিধ আচরণ করেন নট-সমান। সদা আপনার বশ অদ্বিতীয় ভগবান্ ॥ ৬
সমর-শোভার তরে ঘটা'লেন বন্ধন। নাগপাশ হেরি' ত্রাস পা'ন যত দেবগণ ॥ ৭

দো—জপিয়া যাঁহার নাম মুনিগণ কাটেন ভবের পাশ।
বন্ধন-মাঝে কভু কি আসেন উমা সে জগ-নিবাস ॥ ৭৩

চৌ—রামের সগুণ-লীলা ভবানি মহিমাময়। বুদ্ধি কি ভাষা-বলে তর্ক না করা যায় ॥
এ বিচার করি' যত জ্ঞানী ও বিরাগী জন। রামের ভজনা করে তর্ক করি' বর্জ্জন ॥ ১

ব্যাকুল করি' দিল সেনাগণে মেঘনাদ। আবার প্রকাশ হ'য়ে কহে বহু কটুবাদ ॥
জাম্ববান্ কহে খল থাক্ ক্ষণ সংযত। এ শুনি' তাহার ক্রোধ হ'ল অতি বর্দ্ধিত ॥ ২
কহে বৃদ্ধ ভাবি' মনে মূঢ় ছাড়িলাম তো'রে। আবার দেখাস্ ভয় রে অধম তুই মোরে ॥
এ বলি' ত্রিশূল হানে অতি খর তা'র প্রতি। তাহাই ধরিয়া ধা'য় জাম্ববান্ দ্রুতগতি ॥ ৩
মেঘনাদ বক্ষেতে দারুণ প্রহার করে। ঘূর্ণিত হ'য়ে পড়ে সুরারি ধরণী 'পরে ॥
ধরিয়া চরণ পুনঃ ক্রোধ ভরে ঘুরাইল। ধরায় আছাড় মারি' নিজবল দেখাইল ॥ ৪
বরলাভ করা-ফলে মারিলেও নাহি মরে। তখন চরণ ধরি' পুরী-মাঝে ফেলে তা'রে ॥
করেন নারদ হেথা বিনতা-সুতে প্রেরণ। ত্বরায় শ্রীরাম-পাশে করিল সে আগমন ॥ ৫

দো—অহি-অরি সব করিল ভোজন মায়া-অহি ছিল যত।
পুলকে ভাসিল বানর নিকর হ'য়ে মায়া-অপগত ॥ ৭৪(ক)
পাদপ পাথর নখ গিরি ধরি' ক্রুদ্ধ বানর ধায়।
অতি ত্রাস-ভরে যত নিশাচরে দুর্গ উপরে পলায় ॥ ৭৪(খ)

মেঘনাদের যজ্ঞ-ধ্বংস ও মেঘনাদ বধ

চৌ—ইন্দ্রজিতের যবে মূর্চ্ছা হ'ল তিরোহিত। জনকে হেরিয়া লাজে হ'ল অতি অভিভূত ॥
ত্বরিতে করিল গতি গিরির গুহার পানে। অজেয় হ'বার যাগ করিতে বাসনা মনে ॥ ১
এ দিকে যুক্তি করি' নিরূপণ বিভীষণ। কহিল শুনহ প্রভু বলধর অতুলন ॥
দুষ্ট মায়াবী সেই সুর-অরি ইন্দ্রজিত। আচরণ করিতেছে যাগ এক গর্হিত ॥ ২
এ যজ্ঞ পূর্ণ হ'তে যদি অবকাশ পায়। তাহ'লে বিজয় পে'তে হ'বে প্রভু মহাদায় ॥
শ্রবণ করিয়া অতি প্রীত রামের মন। অঙ্গদ-আদি সবে কবিলেন আবাহন ॥ ৩
ক'ন লক্ষ্মণ-সাথে সবে মিলি' যাও ভাই। যাগ যাহে পণ্ড হয় উপায় করহ তা'ই ॥
তুমি তা'রে সংগ্রামে ক'রো বধ লক্ষ্মণ। দেবতার দুখ হেরে' অতি দুখী মোর মন ॥ ৪
বুদ্ধি বলের যোগে তাহারে ক'রো বিনাশ। যাহে নিশাচর দল সত্বর পায় নাশ ॥
জাম্ববান্ সুগ্রীব আর প্রিয় বিভীষণ। তোমরা নিকটে থেক' সেনা সহ তিনজন ॥ ৫
আদেশ প্রদান যবে করিলেন রঘুবীর। কটিতে তূণীর বাঁধি' করে ল'য়ে ধনু তীর ॥
প্রভুর প্রতাপ-কথা হৃদয়ে করি' স্মরণ। জলদ-গম্ভীর স্বরে কহিলেন লক্ষ্মণ ॥ ৬
আজ যদি তা'রে বধ না করিয়া আসি ফিরে'। তবে রঘুপতি-দাস আর না কহিব মোরে ॥
শত ধূর্জ্জটী যদি সহায় হয়েন তা'র। রামের দোহাই তা'র বধে বারে সাধ্য কা'র ॥৭

দো—রঘুমণি-পদে করিয়া প্রণাম লক্ষ্মণ ত্বরা যা'ন।
অঙ্গদ নীল নলময়ন্দ সহ বীর হনুমান্ ॥ ৭৫

চৌ—উপনীত হ'য়ে তথা সকলে দেখিতে পান। মহিষে রুধিরে যাগে হ'তেছে আহুতি দান ॥
ধ্বংস করিল যাগ মিলি' কপিগণ যত। তখনো উঠে না যবে প্রশংসা করিল কত ॥ ১

তথাপি অনড় হেরি' করি' কেশ কর্ষণ। পদাঘাত করি' করি' সবে করে পলায়ন ॥
ত্রিশূল লইয়া ধায় কপি করে পলায়ন। আসি' উপনীত হয় লক্ষ্মণ যথা র'ন ॥ ২
অতি ক্রোধ-কবলিত হ'য়ে আসে নিশাচর। গর্জ্জিয়া বারবার করে রব ভয়ঙ্কর ॥
ক্রোধিত পবনসুত অঙ্গদ দৌড়ায়। ধরায় পা'তিত করে বক্ষে ত্রিশূল-ঘায় ॥ ৩
হানে সে বিপুল শূল প্রভু লক্ষ্মণ প্রতি। দ্বি-ভাগ করেন শূল শর হানি' সম্প্রতি ॥
অঙ্গদ আর হনু উঠি' ক্রোধে পুনরায়। আক্রমে তা'রে তাও ব্যর্থ হইয়া যায় ॥৪
ফিরিল দু' বীর অরি মারিলেও নাহি মরে। রাক্ষস তবে ধায় নিদারুণ চীৎকারে ॥
হেরিয়া আসি'ছে ধে'য়ে ক্রুদ্ধ কালের প্রায়। হানিলেন লক্ষ্মণ করাল শায়ক তা'য় ॥ ৫
বজ্র-সমান বাণ আসে করি' দরশন। করিল ত্বরিতগতি আপনারে সঙ্গোপন ॥
বিবিধ আকার ধরি' তখন সমর করে। কখনো প্রকট কভু লুকাইয়া আপনারে ॥ ৬
অজেয় হেরিয়া অরি কপিরা ভয়ে কাতর। লক্ষ্মণ হ'ন মহাক্রোধ ভরা কলেবর ॥
তখন মনেতে স্থির করিলেন লক্ষ্মণ। পাপীর সহিত খেলা করা হ'ল বহুক্ষণ ॥ ৭
রামের প্রতাপ-কথা হৃদয়ে করি' স্মরণ। বীরমদে এক শর হানিলেন লক্ষ্মণ ॥
এড়িতেই শর লাগে তাহার বুকের মাঝে। মরণের কালে ছল কপট সকলি ত্যজে ॥ ৮

দো—রামানুজ কোথা কোথায় শ্রীরাম এ বলি' ত্যজিল প্রাণ।
ধন্য ধন্য তব মাতা বলি' উ'ঠে অঙ্গদ হনুমান ॥ ৭৬

চৌ—বিনা পরিশ্রম তা'রে হনুমান্ উঠাইল। লঙ্কা-তোরণ 'পরে রাখিয়া ফিরে' আসিল ॥
তাহার মরণ শুনি' সুর গন্ধর্ব্বগণ। সকলে আসিল করি' বিমানেতে আরোহণ ॥ ১
কুসুম বরষা করি' দুন্দুভি করে রব। বিমল রামের যশ গাহিতে লাগিল সব ॥
বলে জয় হে অনন্ত জয় হে জগদাধার। হে প্রভু তুমিই কর দেবগণে নিস্তার ॥ ২
স্তুতি করি' দেব সিদ্ধ নিজ নিজ ধামে যায়। ফিরেন লক্ষ্মণ তবে কৃপা নিধানের পায় ॥
তনয় নিধন কথা শুনিতেই দশানন। জ্ঞানহারা হ'য়ে হয় ধরণী 'পরে পতন ॥ ৩

রাবণের যুদ্ধ যাত্রা

কত কাঁদে ময়-সুতা বর্ণনা নাহি হয়। করাঘাত বুকে বহু আর্ত্তনাদ খেদময় ॥
শোকে নিমগন হয় নগর-নিবাসিগণ। দশাননে নীচ ব'লি' গালি দেয় সব জন ॥ ৪

দো—দশানন তবে রমণীগণেরে বুঝাইল নানাভাবে।
বলে নিজ মনে দেখ বিচারিয়া নশ্বর সব ভবে ॥ ৭৭

চৌ—জ্ঞান-উপদেশ সবে দেয় ভাল দশানন। নিজে নীচ বটে তা'র বচন শুভ পাবন ॥
পরে উপদেশ দিতে অনেকে অতি নিপুণ। সে ভাবে করিতে কাজ কত জন ধরে গুণ ॥ ১

রজনী অতীত হ'ল দিবসের আলো আসে। কপি ভালু চারি দ্বারে হানা দিতে পুনঃ আসে ॥
যোদ্ধাগণেরে ডাকি' ব'লে দিল দশানন। অরির সমুখে রণে যাহার ট'লিবে মন ॥ ২
তাহার পলা'য়ে য'ওয়া প্রথমেই শ্রেয়স্কর। সমরে বিমুখ হ'লে ফল নহে শুভকর ॥
বাড়া'য়েছি এ বিরোধ নিজ ভুজে করি' ভর। অরাতি আসিলে দিব নিজে তা'রে উত্তর ॥ ৩
এতেক কহিয়া বায়ু গামী রথ সাজাইল। বাজিতে লাগিল রণ বাদ্য সব যত ছিল ॥
চলিল সমরে বীর বলবান্ অতুলন। মহাবেগে ধায় যেন কাজলের প্রভঞ্জন ॥ ৪
অশুভ শকুন বহু হ'তেছিল সেই কালে। কিছু না গণিল এত মদ নিজ বাহুবলে ॥ ৫

ছ—না গণে শুভ কি অশুভ শকুন হাত হ'তে খসে আয়ুধচয়।
বীর রথ হ'তে পড়ে ধরণীতে যুথ ছাড়ি' বাজি গজেরা ধায় ॥
শিবা গৃধ্র-খর ডাকে ভয়ঙ্কর কুক্কুর ডাকে বিকট রবে।
পেঁচা ডাকে হেন যমদূত যেন রবে ভয় পায় পরাণে সবে ॥

দো—জীব-দ্রোহী যেবা কাম-বশ মোহে জ'ড়ত বিমুখ রাম।
স্বপনেও কি সে সম্পদ আর মনেতে ল'ভে বিরাম ॥ ৭৮

চৌ—অসীম রাক্ষস সেনা সমরে করে গমন। চতুরঙ্গ অনীকিনী নাহি হয় বর্ণন ॥
আরোহী কতই বিধ কত রথ কত যান। বিবিধ বরণ কত পতাকা ধ্বজা নিশান ॥ ১
অগণিত মদমত্ত বারণ বেগেতে ধায়। প্রাবৃট্ জলদজালে পবন যেন পাঠায় ॥
সমর-কুশলী বীর বহু'বিধ মায়া জানে। নানা রং অস্ত্রধর অমিত সাহস প্রাণে ॥ ২
বিচিত্র বাহিনী অতি শোভা পায় অতুলন। বীর বসন্ত যেন সেনা করে বিরচন ॥
চলিতে লাগিল চমূ দিক্ করিবর দোলে। পারাবার ক্ষুব্ধ হয়-ধরাধরগণ হেলে ॥ ৩
ধূলি-জালে আবৃত হ'য়ে গেল দিবাকর। মরুৎ স্থগিত হল ধরণী অতি কাতর ॥
ভয়াবহ নির্ঘোষে বাজি'ছে নাগাড়া ঢোল। প্রলয়ের জলধর বুঝি বা তুলি'ছে রোল ॥ ৪
তুরী ভেরী নিনাদি'ছে অনুক্ষণ অগণন। বীর সুখপ্রদ মারু রাগ হয় আলাপন ॥
বীরদল অবিরল করিতেছে হুঙ্কার। শূরতার আস্ফালন করিতেছে যে যাহার ॥ ৫
দশানন কহে তবে শুন বীর সমুদয়। মথিয়া দলিয়া ফেল কপি ভালু যত রয় ॥
আমি নিজে বিনাশিব নৃপতি-সুত দু'টারে। হেন বলি' নিজে সেনা অগ্রে চালিত করে ॥ ৬
এ বারতা বানরের শ্রবণে পশে যখন। হাঁকিয়া রামের জয় বেগে করে আক্রমণ ॥ ৭

রাক্ষস-বানরে যুদ্ধ

ছ—ছুটিল বিশাল কপিরা করাল কাল সম ভালু ছুটি'ছে রণে।
যেন পক্ষযুত উ'ড়ছে অযুত বিবিধ বরণ ভূধরগণে ॥
গিরি নখ রদ মহাক্রমায়ুধ মহাবলী প্রাণে রাখে না ডর ॥
গাহে মত্ত-করী- রাবণের অরি জয়জয় রাম কেশরী-বর ॥

দো—জয়জয় নাদ করি' দুই দল দ্বন্দ্বী বাছি' আপন।
একে রাম অন্যে রাবণে বাখানি' সমরে লাগে তখন ॥ ৭৯

চৌ—রথারূঢ় দশানন রথহীন রঘুবীর। হেরি' বিভীষণ-প্রাণ হইল অতি অধীর ॥
প্রীতির অধিকতায় সংশয় প্রাণে আসে। বন্দি' চরণযুগে কহেন প্রণয়-ভাষে ॥ ১
স্যন্দন নাহি প্রভু না কবচ পদত্রাণ। কেমনে পা'বেন জয় অরি অতি বলবান্ ॥
অবধান কর সখা কহিলেন কৃপাময়। সে রথ নহেক-এই যে রথে বিজয় হয় ॥ ২
সে রথের দুই চক্র শূরতা ধীরতা আর। পতাকা নিশান দৃঢ় সত্য আর সদাচার ॥
পরহিত দম বল বিবেক তুরগচয়। ক্ষমা কৃপা ও সমতা-পাশ যোগে বাঁধা রয় ॥ ৩
বিভুর ভজনা তাহে সারথী জ্ঞান-আধার। ঢাল বিরাগ আর সন্তোষ তরবার ॥
পরশু তাহার দান বুদ্ধি শক্তি সুভীষণ। শ্রেষ্ঠ অনুভব-জ্ঞান অতি দৃঢ় শরাসন ॥ ৪
অমল অচল মন তূণীরের করে কাজ। নিজ-বশ মন শৌচ নিয়ম নানা নারাচ ॥
ব্রাহ্মণ গুরু-পূজা অভেদ্য কবচ যত। দ্বিতীয় উপায় নাই জয়লাভে এর মত ॥ ৫
হেন ধর্ম্মময় রথ সমরে থাকে যাহার। জীবনে কোথাও রিপু তাহার থাকে না আর ॥৬

দো—হেন স্যন্দন দৃঢ় হয় যা'র শুন সখা মতিধীর।
এ মহা-অজেয় সংসার-রিপু জিনিতে সে পারে বীর ॥ ৮০(ক)
প্রভুর বচন শুনি' বিভীষণ হরষে চরণ ধরে।
এ ভাবে কৃপায় ওহে দয়াময় উপদেশ দিলে মোরে ॥ ৮০ (খ)
ও দিকে রাবণ ধিক্কারে হেথা অঙ্গদ হনুমান্।
যুঝে নিশাচর ঋক্ষ বানর করি' প্রভু-গুণ গান ॥ ৮০(গ)

চৌ—নানা সিদ্ধ মুনি ঋষি অমর চতুরানন। আকাশে বিমানে চড়ি' দেখেন দারুণ রণ ॥
আমিও তাঁ'দের সনে পুলকে উমা তখন। রামের সমর-লীলা করিয়াছি দরশন ॥ ১
দু'পক্ষের(ই) মহাবীর রণ-রসে মাতোয়ারা। জয় লভে কপিদল রাম-বলে বলী যা'রা ॥
একে অন্য সনে যুঝে এ উহারে ধিক্কারে। একেরে অপরে দলি' ফেলে ধরণীর 'পরে ॥ ২
মারি'ছে কাটি'ছে কভু মারি'ছে ধরি' আছাড়। মুণ্ড কাটিয়া পুনঃ তা' দিয়া করে প্রহার ॥
উদর বিদার করে বাহু করে উৎপাটন। ভূমিতে আছাড়ে বীরে চরণে করি' ধারণ ॥ ৩
রাক্ষস-বীরে ভালু প্রোথিত করে ধরায়। তাহার উপরে বালু প্রচুর ঢালিয়া দেয় ॥
অরি 'পরে ক্রোধযুত সমরে বানরগণ। মনে হয় ক্রুদ্ধ কাল করিতেছে মহারণ ॥ ৪

ছ—কপিরা কুপিত শমন যেমন শোণিতের ধারা শরীরে ঝরে।
মথে নিশাচর- অনী-বীরবর বলী ঘন-সম গরজ করে ॥
দংশে প্রহারে তিরস্কার-ভরে পদাঘাতে করে রেণুর প্রায়।
সবে চীৎকারে ছল-বল করে দুষ্টেরা যাহে বিনাশ পায় ॥ ১
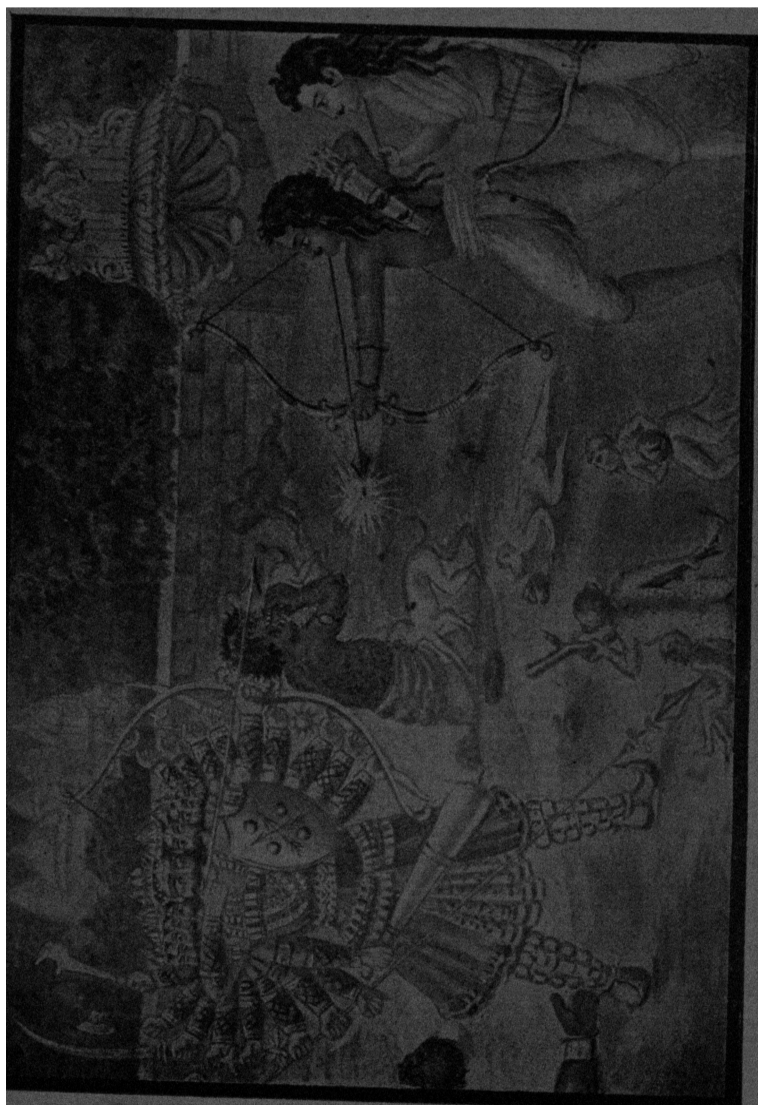
রাম রাবণের যুদ্ধ

ধরি' গাল মুখ চিরে' ফেলে বুক অন্ত্রে দোলায় গলেতে মালা।
নানা তনু ধরি' যেন নর-হরি আহবে করেন বিবিধ খেলা॥
ভরা অম্বর আর চরাচর মার্ কাট্ ধর্ এ ঘোর রবে।
জয় রাম যিনি তৃণেরে অশনি অশনিরে তৃণ করেন ভবে॥ ২

দো—নিজ বাহিনীর বিচলন হেরি' দশ ধনু বিশ করে।
ধরি' রথে ধায় দশানন হাঁকি' ফের' ফের' দম্ভ ভরে॥ ৮১

লক্ষ্মণ-রাবণের যুদ্ধ

চৌ—দারুণ কুপিত হ'য়ে ছুটিতেছে দশানন। হুঙ্কার সনে ধায় আগুসরি' কপিগণ॥
পাদপ ভূধর শিলা করেতে গ্রহণ ক'রে। সকলে রাবণ 'পরে ফেলিতেছে একেবারে॥ ১
বজ্র-কঠোর তা'র দেহে হ'য়ে প্রতিহত। চূর্ণিত হ'য়ে ফেটে' যায় শৈল-শিলা যত॥
নিদারুণ ক্রোধ ভরে রণমত্ত রক্ষঃপতি। নিশ্চল রহে রথে করিয়া স্থগিত-গতি॥ ২
সীমাহীন ক্রোধভরে করিতে থাকে দলন। হেথা হোথা তীরবেগে করি' কাপ আক্রমণ॥
রক্ষা কর' রক্ষা কর' অঙ্গদ হনুমান্। বলি' পলাইতে থাকে ভালু কপি ভীত প্রাণ॥৩
বলে প্রভু রক্ষা কর' রক্ষা কর' রঘুবর। কাল সম বধ করে এই খল নিশাচর॥
হেরিল রাবণ যায় পলাইয়া কপিগণ। দশ শরাসনে তবে করে শর বরষণ॥ ৪

ছ—করি' সন্ধান ছাড়ে খর বাণ অহি সম উড়ে' লাগি'ছে গায়।
রহে ভরি' শর ধরণী অধর কোথা বা বানর পলা'বে হায়॥
মহা কোলাহল কপি ভালুদল অতীব বিকল কহে কাতরে।
করুণা-সাগর প্রভু রঘুবর বিপদ-তারণ রক্ষ হরে॥

দো—হেরি' নিজ দলে বিচলিত তূণ কসি' শরাসন করে।
রামের চরণে নমি' লক্ষ্মণ চলিলেন কোপভরে॥ ৮২

চৌ—ও কি রে খল বধিস বানর ভালুকগণে। ভাখ্ এই কাল তোর এবার আসিল রণে॥
রাবণ কহিল ওরে পুত্রঘাতি কূটমতি। বিনাশ করিয়া তোরে আজি জুড়াইব ছাতি॥ ১

রাবণের মূর্চ্ছা, রাবণের যজ্ঞ-ধ্বংস

এতেক কহিয়া ছাড়ে শায়ক অতীব চণ্ড। করিলেন লক্ষ্মণ সে শায়ক শতখণ্ড॥
কোটি কোটি প্রহরণ রাবণ করে ক্ষেপণ। তিল তিল করি' কাটি করিলেন নিবারণ॥ ২
আবার আপন বাণে করেন তা'রে প্রহার। সারথি নিহত তাহে স্যন্দন চূরমার॥
মারিলেন দশশিরে শত শত খর শর। গিরির শিখরে যেন প্রবেশি'ছে ফণধর॥ ৩
পুনরায় শত শর মারেন হৃদয় 'পরে। রাবণ হারা'য়ে জ্ঞান পড়িল ধরণী 'পরে॥
জ্ঞান পে' পুনরায় সবলে উঠে রাবণ। শক্তি প্রহার করে বিধি-দেওয়া প্রহরণ॥ ৪

ছ—লাগে বক্ষ'পর শক্তি ভয়ঙ্কর বিধাতা প্রদান করিলা যা'রে।
পড়েন লক্ষ্মণ উঠায় রাবণ অতুল বলের মহিমা হারে॥
ব্রহ্মাণ্ড-ভবন রহে অনুখণ এক(ই) শিরে যাঁ'র রেণুব প্রায়।
তাঁহারে তুলিতে সাধ মূঢ়-চিতে ত্রিলোক-পতিরে চিনে না হায়॥

দো—দেখিয়া মারুতি ধায় ভীম গতি কঠোর কহি' বচন।
আসিতেই তা'রে মুষ্টিকা মারে দশানন সুভীষণ॥ ৮৩

চৌ—জানু ভর করি' হনু পড়া হ'তে রক্ষা পায়। সম্বরণ করি' উঠে কোপেতে হৃদয় ছায়॥
তবে মুষ্টিকা এক রাবণে মারুতি মারে। ভূধর টলিয়া যেন অশনি-আঘাতে পড়ে॥ ১
মূর্চ্ছিত নিশাচর পরে পে'ল হারা-জ্ঞান। কপির বিপুল বলে তখন করে বাখান॥
বীরতায় ধিক্ মোর ধিক্ মোরে কপি কয়। সুর-দ্রোহি এততেও তোর দেহে প্রাণ রয়॥ ২
এত কহি' লক্ষ্মণে রাম-পাশে হনু আনে। হেরি' বিস্ময় অতি লাগে দশানন-মনে॥
রাম ক'ন হৃদি-মাঝে বুঝ ভাই লক্ষ্মণ। কালের ভক্ষক তুমি দেবদল-রক্ষণ॥ ৩
বচন শুনিয়া উঠি' বসিলেন কৃপাময়। শক্তি তখন যায় নভে ফিরে' পুনরায়॥
পুনঃ লক্ষ্মণ করে ধরি' শর শরাসন। অরির সমুখে ত্বরা করিলেন আগমন॥ ৪

ছ—পুনঃ ত্বরা করি' রথ চূর্ণ করি' করেন সারথি মারি' আকুল।
অধিক বিকল পড়ে ধরাতল রক্ষঃ-বুকে বাজে শতেক শূল॥
সূত অন্যজন রথেতে স্থাপন করিয়া রাবণে পুরীতে যায়।
রঘুকুল-বীর রামানুজ ধীর ফিরিয়া প্রভুর নমেন পায়॥

দো—হোথা দশানন লভিয়া চেতন আয়োজন করে যাগে।
মূঢ় শঠ হঠে রাম-সনে দ্রোহ করিয়া বিজয় মাগে॥ ৮৪

চৌ—এ'দিকে বারতা সব লাভ করি' বিভীষণ। ত্বরায় করেন তাহা প্রভু পদে নিবেদন॥
ক'ন দশানন করে এক যাগ-আয়োজন। পূর্ণ যদি হয় তবে তাহার নাহি মরণ॥ ১
ত্বরায় পাঠাও প্রভু মহাবীর কপিগণে। বিঘ্ন করুক যাগে আসুক রাবণ রণে॥
প্রভাতেই পাঠা'লেন প্রভু বীর সমুদায়। হনুমান্ অঙ্গদ আদি সবে মিলি' ধায়॥ ২
লঙ্কা-উপর চড়ে তা'রা কৌতুক ভরে। প্রবেশে নিডর হ'য়ে রাবণ-পুরী ভিতরে॥
যেমন তাহারে যাগ করিতে দেখিতে পায়। সব বানরের মনে নিদারুণ ক্রোধ ছায়॥ ৩
কহে তা'রে লাজহীন সমরে পলা'য়ে এসে। বকের সমান ধ্যান করিস্ এখানে ব'সে॥
এত ব'ল' অঙ্গদ এক পদাঘাত করে। স্বার্থ-ভরা মন শঠ ফিরিয়াও নাহি হেরে॥ ৪

ছ—চাহিল না দেখি' বানরেরা রুখি' পদাঘাতে আর দংশে তা'রে।
কেশ-কর্ষণে স্ত্রী বাহিরে আসে অতি দীনা হয়ে রোদন করে॥

উঠে দশানন শমন যেমন ধরি' পদ ফেলে বানরগণে।
সেই অবসরে যজ্ঞ নাশ হেরে' রাবণ নিরাশ হইল মনে ॥

রাম-রাবণের যুদ্ধ

দো—যজ্ঞ-নাশ করি' কুশলে সকল ফিরে রঘুপতি-পাশ।
অতি ক্রোধভরে নিশাচর চলে ত্যজি' জীবনের আশ ॥ ৮৫

চৌ—গমনের কালে হয় কু-শকুন ভয়ঙ্কর। উড়িয়া শকুনি বসে তাহার মাথার 'পর ॥
সে তখন কাল-গ্রাসে কিছু মনে নাহি মানে। আদেশিল রণ-ডঙ্কা বাজাতে গভীর স্বনে ॥ ১
অগণিত রক্ষঃ সেনা চলিল সমর তরে। বহু পদাতিক গজ রথ তুরঙ্গম 'পরে ॥
প্রভুর সমুখ-দেশে আসে সবে সেইমত। অনলের মুখে ধায় যেমন পতঙ্গ যত ॥ ২
এদিকে দেবতাগণ মিনতি জানায় তাঁ'রে। নিদারুণ দুখ দিল এই খল দেবতারে ॥
এবে এর সনে রাম খেলা করা ঠিক নয়। দেবী জানকীর দুখ যেন দেব মনে রয় ॥ ৩
দেবের মিনতি শুনি' প্রভু মুখে ক্ষীণ হাসি'। উঠিয়া শাণিত করি' লইলেন শররাশি ॥

রূপ-বর্ণনা

দৃঢ়ভাবে জটাজুট শিরোপরে বাঁধা রয়। মাঝে মাঝে করে শোভা তাহাতে কুসুমচয় ॥ ৪
নয়ন অরুণ-আভা তনু জলধর শ্যাম। অখিল ভুবনবাসী-নয়নের অভিরাম ॥
কটিতটে পরিকর শরাধার আঁটা তা'য়। করে শার্ঙ্গ ধনু সুভীষণ শোভা পায় ॥ ৫

ছ—করেতে শার্ঙ্গ বর-নিষঙ্গ শায়ক-আধার কটিতে রয়।
ভুজদণ্ড পীন আয়ত উরসে বিপ্রপদ আঁকা কি শোভাময় ॥
কহিছে তুলসী যেমনি হরষি' ফিরান শায়ক ধনুরে করে।
দিক্‌করী অহি কূর্ম্ম নিধি মহী ত্রিভুবন কাঁপে ত্রাসের ভরে ॥

দো—সে শোভা নিরখি' দেবতা হরষি' বরষে ফুল অপার।
জয় জয় জয় হে করুণাময় শোভা বল গুণাধার ॥ ৮৬

চৌ—এই সময়ের মাঝে রাবণের মহাবল। আসিয়া পড়িল তথা অধীর সেনার দল ॥
হেরিয়া বানর বীর আগুয়ান হ'য়ে ধায়। প্রলয় কালের যেন জলদ-পটল যায় ॥ ১
চমকি'ছে তরবারি ঝ'কিছে বহু কৃপাণ। দামিনী দমকে যেন দশদিকে অবিরাম ॥
গজ রথ তুরগেরা চীৎকারে ভয়ঙ্কর। মনে হয় গর্জ্জন করিতেছে জলধর ॥ ২
বিপুল-আকার কপি-লাঙ্গুল নভে ছায়। ইন্দ্রধনুর মত অম্বরে শোভা পায় ॥
উঠিতেছে ধূলি-রাশি মনে হয় জল-ধার। বাণরূপী জল-কণা বর্ষিত অনিবার ॥ ৩
ধরি' ধরি' ধরাধর ছু'দল করে প্রহার। বজ্র পতন যেন হইতেছে বারবার ॥
রোষভরে রঘুবীর করি' শর-বরষণ। আহত করেন যত ছিল রক্ষঃ-বীরগণ ॥ ৪

যেমন শায়ক' লাগে উঠে চীৎকার ক'রে। ঘু'রে ঘু'রে পড়ে তা'রা যথা তথা ভূমি 'পরে ॥
গিরি হ'তে নির্ঝর-ধারা যেন বাহিরায়। সে রুধির-ধারা হেরি' কাপুরুষ ভয় পায় ॥ ৫

ছ—কাপুরুষ-হিয়া ত্রাসেতে ভরিয়া অপূতা রুধির-তটিনী বয়।
তট দুই দল রথ বালুদল চক্র দহ লাগে পরাণে ভয় ॥
জল জীব-রাজি গজ সেনা বাজি বিবিধ বাহন গণনা-বা'র।
অহি যেন শর শকতি তোমর চর্ম্ম কূর্ম্ম ধনু লহর তা'র ॥

দো—প'ড়েছে বীরেরা তটে তরু যেন মজ্জা বহে ফেণাকারে।
তা' হেরিয়া কাঁপে ভীরুর হৃদয় বীর-মন সুখে ভরে ॥ ৮৭

চৌ—স্নান করে তাহে ভূত পিশাচদল বেতাল। লম্বিত কেশধারী প্রমথ অতি করাল ॥
কাক চিল মুখে ক'রে হাত ল'য়ে উড়ে' যায়। একের নিকট হ'তে কাড়িয়া অপরে খায় ॥ ১
কেহ কহে ওরে মূঢ় এ সব প্রচুর এত। দারিদ্র্য তোমার নহে এতেতেও অপগত ॥
অর্দ্ধমৃত বীরদল তটে প'ড়ে চীৎকারে। অর্দ্ধজলে অন্তর্জলী-তরে যেন রহে প'ড়ে ॥ ২
শকুনি ধরিয়া নাড়ী টানি'ছে তটের হ'তে। ছিপ ল'য়ে মাছ যেন ধরে সমাহিত চিতে ॥
কত বীর ভেসে' যায় পাখী বসে তদুপরে। নদীতে তরণী-যোগে সবে যেন খেলা করে ॥ ৩
যোগিনীরা সঞ্চয়ে ভরি' ভরি' খর্পর। প্রেতিনী পিশাচ-বধূ নাচে অম্বর 'পর ॥
চামুণ্ডারা গান গায় বীরের ল'য়ে কপাল। মহানন্দে কত ভাবে বাজাইয়া করতাল ॥ ৪
শকুনিরা শব কাটে কট্‌কট্ রব ক'রে। খায় ডাকে কান্না-রবে তৃপ্তি এলে অন্তে মারে ॥
মুণ্ডহীন কোটি দেহ ভ্রমিতেছে চারিধারে। ধরায় পড়িয়া মুণ্ড জয় জয় রব করে ॥ ৫

ছ—কাটা মুণ্ড কয় জয় জয় জয় শিরহীন ধায় বিরাট রুণ্ড।
খর্পর-তরে পাখী ল'ড়ে মরে একে অন্য বীরে করি'ছে দ্বন্দ্ব ॥
কপি নিশাচরে মর্দ্দিত করে রাম-বলে বলী সকলে তা'রা।
ছে'য়ে রণাঙ্গন শু'য়ে বীরগণ রাম-শরে হ'য়ে জীবন-হারা ॥

দো—ভাবিল রাবণ হৃদয়ে আপন রাক্ষস হ'ল নাশ।
শুধু আমি বাকী অগণিত কপি করিব মায়া-প্রকাশ ॥ ৮৮

চৌ—অমরেরা হেরিলেন প্রভু রাম রথ-হীন। সমুদিত মহাক্ষোভে তাঁ'দের হৃদয় দীন ॥
সুরপতি নিজ রথ পাঠা'ন প্রভুর পাশে। ত্বরিতে পুলকে রথ মাতলি লইয়া আসে ॥ ১
মহা জ্যোতির্ম্ময় রথ দিব্য ও অনুপম। হরষি' কোশলপতি করিলেন আরোহণ ॥
চঞ্চল চারি হয় মন-বিমোহন অতি। অজর অমর তা'রা মন-সম দ্রুতগতি ॥ ২
বানরেরা করি' রামে রথারূঢ় দরশন। ছুটিল প্রবল বেগে পে'য়ে বল বিলক্ষণ ॥
বানরগণের হানা সহিতে না পারা যায়। বিস্তারে মায়া তবে দশানন রক্ষঃরায় ॥ ৩

রাবণ-রচিত মায়া প্রভু 'পরে না লাগিল। কপি সহ লক্ষ্মণের প্রকৃতই মনে হ'ল ॥
রাক্ষস-সেনা মাঝে নেহারে বানরগণ। র'য়েছেন বহু রাম সহ ভ্রাতা লক্ষ্মণ ॥ ৪

ছ—বহু লক্ষ্মণ রামে দরশন করি' ভালু কপি ত্রাসিত-প্রাণে।
পটে আঁকা-মত হেরে অবিরত দাঁড়া'য়ে রামের অনুজ সনে ॥
চকিত বাহিনী হেরি' রঘুমণি হাসি' ধনু-শর ধারণ করি'।
হরি মায়া হ'রে পলক-ভিতরে কপি-প্রাণ দেন পুলকে ভরি' ॥

দো—তখন শ্রীরাম সব-পানে চাহি' ক'ন বাণী গম্ভীর।
শ্রান্ত তোমা সবে দ্বন্দ্ব-রণ এবে দরশন কর বীর ॥ ৮৯

চৌ—এ বলিয়া বিপ্রপদ-পঙ্কজে নমি' শির। চালা'ন আপন রথ রক্ষঃ পানে রঘুবীর ॥
তা' হেরি' লঙ্কেশ-প্রাণে নিদারুণ ক্রোধ ছা'য়। তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া সম্মুখ পানে ধায় ॥ ১
কহে রে তাপস তুই জিনেছিস্ রণে যা'রে। তাহার সমান কভু মনে না ভাবিস্ মোরে ॥
রাবণ আমার নাম খ্যাত-যশ জগময়। লোকপালাবধি যা'র কারাগারে প'ড়ে রয় ॥ ২
বিরাধ দূষণ খরে তুই ব'ধেছিস্ রণে। ব্যাধ সম সে বেচারী বালিরে বধিলি প্রাণে ॥
রাক্ষস বীরগণে রণে করেছিস্ হত। কুম্ভকরণ মেঘনাদ এই রণে গত ॥ ৩
সে সবের(ই) প্রতিশোধ করিব এবে গ্রহণ। রণ হ'তে যদি রাজা না করিস্ পলায়ন ॥
আজিকে কালের কোলে ক'রে দিব সমর্পণ। কঠিন রাবণ-করে এখন তব পতন ॥ ৪
তার দুর্ব্বচন শুনি' কাল-বশ করি' জ্ঞান। হাসিয়া বচন ক'ন তখন কৃপানিদান ॥
যা' কহিলে সে প্রভুতা প্রকৃত সব তোমার। বৃথা গর্ব্ব ছাড়ি দাও পরিচয় বীরত্বার ॥ ৫

ছ—বৃথা ভাষে নিজ সুযশ নেশ'না নীতি শুন এই আমারে ক্ষম'।
সংসার মাঝে ত্রিবিধ মানব গোলাপ আম্র পনস সম * ॥
একে ফুল হ'য়ে ফল ফুল আর তৃতীয়েতে শুধু ফলই ফলে।
একে বলে হ'য়ে বলে করে আর তৃতীয়েতে করে মুখে না বলে ॥

দো—রামের বচন শুনি' হাসি' কহে আমারে শিখাস্ জ্ঞান।
তখন বিরোধে লাগেনি ক' ডর এবে প্রিয় লাগে প্রাণ ॥ ৯০

চৌ—কহি' এই কটুবাণী ক্রোধযুত দশানন। কুলিশ সমান শর সুরু করে বরষণ ॥
বিবিধ আকার কত নিশিত শায়ক ধায়। ধরণী গগন দিক্ বিদিক্ সকলি ছা'য় ॥ ১
অগ্নিবাণ সন্ধান করিলেন রঘুবীর। নিমেষ ভিতরে দহে যত নিশাচর-তীর ॥
শক্তি হানিল তবে লজ্জিত দশানন। বাণের আঘাতে ফিরে পাঠা'লেন নারায়ণ ॥ ২

---

* কাঁটাল।

চক্র ত্রিশূল কোটি করে পুনঃ সন্ধান। তিলেক প্রয়াস বিনা নিবারেন সব রাম ॥
খলের কু-অভিপ্রায় যেমন বিফল হয়। তেমনি বিফল হয় রাবণ-আয়ুধচয় ॥ ৩
তখন সারথি 'পরে প্রহারিল শত বাণ। মাতলি ধরায় পড়ে মুখে বলি' জয় রাম ॥
করুণা করিয়া রাম তুলিলেন মাতলিরে। তখন প্রভুর হিয়া দারুণ ক্রোধেতে ভরে ॥ ৪

ছ—অরাতি-শমন জানকী-রমণ তূণ হ'তে বাণ লইলা ত্বরা।
কোদণ্ডের ধ্বনি রক্ষেরা শুনি' হয় সবে ঘোর ত্রাসেতে ভরা ॥
মন্দোদরী-হৃদি কাঁপে নিরবধি ভূধর কূর্ম্ম কাঁপে সাগর।
দাঁতে ধরা ধরি' ডাকে দিক্-করী কৌতুক হেরি' হাসে অমর ॥

দো—শ্রবণ অবধি টানিয়া শ্রীরাম ছাড়েন বাণ করাল।
রাম-শরদল ছুটিছে সকল লহরিত যেন ব্যাল ॥ ৯১

চৌ—পক্ষযুত অহি মত শায়ক ছুটিয়া যায়। সূত আর বাজিচয় প্রথমেই নাশ পায় ॥
চূর্ণ করিয়া রথ পতাকারে ছিন্ন করে। ভীষণ গরজে রক্ষঃ হৃদয়ে তরাস-ভরে ॥ ১
লজ্জিত হ'য়ে অন্যরথে করে আরোহণ। সন্ধান করে পরে নানাবিধ প্রহরণ ॥
সকলি বিফল হয় তা'র উদ্যম যত। পর-দ্রোহরত নর-মন হয় যেই মত ॥ ২
তখন রাবণ দশ শূল করে সন্ধান। ধরায় পাতিত করে চারি হয় বলবান্ ॥
তুরগে তুলিয়া তবে সকোপে রঘুনায়ক। কর্ষণ করি' ধনু হানেন খর শায়ক ॥ ৩
রক্ষঃশির-শতদল-কাননচারী করাল। ছুটিল ভ্রমর-রূপী শ্রীরামের শর-জাল ॥
প্রতি দশ শিরে লাগি' দশ দশ খর বাণ। ভেদ করি' যায় বহে রুধিরের খর বাণ ॥ ৪
বহি'ছে রুধির-ধারা ছুটে মহা বলধর। পুনরায় ধনু হ'তে হানিলেন প্রভু শর ॥
রঘুবীর-চাপ হ'তে আসিয়া ত্রিংশ শর। বাহুর সহিত শির পাড়ে ধরণীর 'পর ॥ ৫
কাটিতেই পুনরায় নূতন হ'ল আবার। শ্রীরাম সে ভুজ শির কাটিলেন আর বার ॥
বহুবার কাটিলেন শির আর ভুজচয়। যেমনি কাটেন পুনঃ ঝটিতি নূতন হয় ॥ ৬
শ্রীরাম কোশলপতি কৌতুকী অতিশয়। বারবার কাটি'ছেন শির ভুজ সমুদয় ॥
ঢেকে' রয় অম্বর মস্তক আর বাহু। মনে হয় অগণিত যেন কেতু আর রাহু ॥ ৭

ছ—শোণিত ক্ষরণ করিয়া ভ্রমিছে যেন নভে বহু রাহু ও কেতু।
না পারে ভূমিতে আসিয়া পড়িতে ভীম রাম-শর লাগার হেতু ॥
এক(ই) শরে সব শির ভেদ ক'রে নভে উড়ে শোভা করে এমন।
দিনকর রুষে'* রাহুরে ময়ূখে† যথাতথা গাঁথে সূতে যেমন‡ ॥

* রোষান্বিত হইয়া। † সূর্য্য-কিরণ। ‡ রামের এক এক বাণে রাবণের উদ্গত কুড়ি কুড়ি মাথা ভেদ করিয়া আকাশে উড়াতে এমন শোভা হইয়াছে, যেন রাগত হইয়া সূর্য্য-কিরণ যথাতথা রাহুগণকে বিঁধিয়া রাখিয়াছে।

দো—যেমনি শ্রীরাম কাটিছেন শির তেমনি গজা'য়ে উঠে।
বিষয় সেবিলে যথা নিত কাম নূতন নূতন জুটে ॥ ৯২

চৌ—কাটা শির গজাই'ছে এ হেরিয়া দশানন। অতি মহা ক্রোধযুত ভুলিয়া নিজ মরণ ॥
মহা অভিমান সনে করে মূঢ় গরজন। ভীম বেগে ধে'য়ে যায় টানি' দশ শরাসন ॥ ১
নিদারুণ কোপযুত দশানন-শর-ঘায়। রামের ত্রিদিব রথ নিমেষে ঢাকিয়া যায় ॥
দণ্ডেক তরে রথ হয় না আঁখি-গোচর। কুহেলি মাঝারে যেন লুকাইল দিনকর ॥ ২
করিয়া উঠিল যবে হাহাকার সুরদল। লইলেন ক্রোধে প্রভু কার্ম্মুক করতল ॥
নিবারণ করি' শর কাটেন অরির শির। ঢাকেন ধরণী নভে সেই শিরে রণধীর ॥ ৩
কর্ত্তিত শির যত আকাশে উড়িয়া যায়। জয়জয় রব করি' প্রাণে ভয় উপজায় ॥
লক্ষ্মণ সুগ্রীব কোথায় বানররাজ। কোথায় বা রঘুবীর কোশলের মহারাজ ॥ ৪

ছ—কোথা রঘুবীর বলি' সব শির ছুটে কপি ভয়ে পলা'য়ে চলে।
হাসি' ধনু টানি' রঘুকুলমণি সে শিরেরে শরে বিঁধেন বলে ॥
শিরের মালিকা করেতে কালিকা ল'য়ে অগণিত মিলে তথায়।
শোণিতের সরে যেন স্নান ক'রে সংগ্রাম-বটে পুজিতে যায় ॥

বিভীষণের প্রতি রাবণের শক্তি-ক্ষেপ

দো—আবার ভীষণ কোপে দশানন শক্তি হানে প্রচণ্ড।
ধায় হেন বেগে বিভ ষণ-আগে যেন বা যমের দণ্ড ॥ ৯৩

চৌ—হেরি' বিভীষণ পানে আসিছে শকতি ঘোর। ভাবি' প্রণতের দুখ দূর করা পণ মোর ॥
তীরবেগে বিভীষণে করি' নিজ পশ্চাতে। সেই শেল রঘুবর লইলেন বুক পেতে ॥ ১
তা'র ফলে জ্ঞান কিছু হইল অপনোদন। প্রভুর এ লীলা হেরি' বিচলিত দেবগণ ॥

রাবণ-বিভীষণের যুদ্ধ

প্রভুর লাগিল ক্লেশ ইহা দরশন করি'। ধে'য়ে যা'ন বিভীষণ ক্রোধভরে গদা ধরি' ॥ ২
কহেন রে হতভাগ্য রে শঠ রে মন্দমতি। সুর নর মুনি নাগে করিলি বিরোধ অতি ॥
মহাদেবে সমাদরে করলি শিরে ধারণ। একের বদলে কোটি পে'য়োছস্ সে কারণ ॥ ৩
তাহার কারণে খল এখনো আছিস্ বেঁচে'। এইবার কাল তোর মাথার উপরে নাচে ॥
রামের বিমুখ প্রাণ সম্পদ সাধ করে। এ বলিয়া ভীম গদা মারিলেন বক্ষোপরে ॥ ৪

ছ—বুকের উপরে গদার প্রহারে ধরণী' পরে পড়িল লুটে'।
দশ মুখ হ'তে ক্ষরিছে রুধির সম্বরি' উঠি' ক্রোধেতে ছুটে ॥
মল্ল-আহবে লাগে দু'য়ে তবে মহাবীর একে অপরে মারে।
বলী রাম-বলে বিভীষণ দলে তৃণাদপি গুরু না গণে তা'রে ॥

দো—রাবণের দিকে কখনো চাহিতে পারিত কি বিভীষণ।
সেও যুঝে আজ শমন-সমান রামের প্রভাব হেন ॥ ৯৪

রাবণ-হনুমানের যুদ্ধ; রাবণের মায়া-সৃষ্টি

চৌ—বিভীষণে রণে অতি শ্রান্ত করি' দরশন। ছুটিল পবন-সুত ভূধর করি' ধারণ ॥
তুরগ সারথি রথ নিমেষে করে নিপাত। দশানন-বক্ষো-মাঝে করে ভীম পদাঘাত ॥ ১
রাবণ দাঁড়া'য়ে রয় দেহ কাঁপে ঘন ঘন। জনগণ-ত্রাতা যথা তথা যা'ন বিভীষণ ॥
তখন রাবণ মারে হনুমানে গালি দিয়া। যায় সে গগন-পথে লাঙ্গুল প্রসারিয়া ॥ ২
রাবণ ধরিতে পুচ্ছ হনুর সহিত উড়ে। আবার সে মহাবলী রাবণ-উপরে পড়ে ॥
আকাশ-মাঝারে বীর দুই সম-বলবান্। প্রহারে অপরে একে ক্রোধে হ'য়ে কম্পমান্ ॥৩
আকাশে সে কি বাহার করে বহু ছল বল। সুমেরুর সনে যেন যুঝে গিরি কজ্জল ॥
বুদ্ধি বলেতে রক্ষে পেরে'ও হারা'তে নারে। তখন করিল হনু স্মরণ শ্রীরঘুবীরে ॥ ৪

ছ—স্মরি' রঘুবীর হনু রণ-ধীর ধিক্কার দিয়া রক্ষঃ মারে।
ধরা 'পরে পড়ে পুনঃ উঠি' লড়ে জয়জয় রব দেবতা করে ॥
হনুর বিপদ হেরি' কপি যত ভালু ক্রোধাতুর হইয়া ধায়।
মত্ত দশাননে অরি-বীরগণে মথি' বলে করে রেণুর প্রায় ॥

দো—তখন রামের ধিক্কার শুনি' ছুটে কপিদল চণ্ড।
অরিরে প্রবল হেরি' মায়াবল প্রকাশ করে পাষণ্ড ॥ ৯৫

চৌ—মুহূর্তের তরে হ'ল নিশাচর অন্তর্হিত। পরেই অনেক রূপ করে খল প্রকটিত ॥
যেখানে বানর ভালু-অনীকিনী যত রয়। সেখানেই রহে তত দশানন দুরাশয় ॥ ১
দরশন করে কপি অগণিত দশানন। যথা-তথা পলাইতে থাকে কপি ভালুগণ ॥
পলায়ন করে কপি বারিলে না ধরে ধীর। বলে রাখ' রাখ' প্রভু লক্ষ্মণ রঘুবীর ॥ ২
দশদিকে ছুটিতেছে কোটি কোটি দশানন। অতি ভয়াবহ তনু করে ঘোর গরজন ॥
পলা'তে পলা'তে বলে ত্রস্ত দেবতা সবে। বিজয় লাভের আশা বর্জ্জন কর এবে ॥ ৩
এক রাবণেই জয় ক'রেছিল দেবগণে। এখন ত অগণিত রহ এবে গিরি-কোণে ॥
ছিলেন তথায় হর বিধাতা ও জ্ঞানী মুনি। যাঁহারা বিদিত কিছু রামের গুণ-কাহিনী ॥ ৪

ছ—ভয়হীন তাঁ'রা জানেন যাঁহারা ভালু বানরেরা প্রকৃত গণে।
ইহারি কারণে বলে সেনাগণে কৃপাময় রাখ' ত্রাসিত জনে ॥
মহা বলবান্ নল হনুমান্ অঙ্গদ নীল বীরেরা মিলে'।
ধরা উদ্গাত অঙ্কুর মত কোটি মায়া দশাননেরে দলে ॥

দো—হেরি' সুরদল বানর বিকল শ্রীমুখ হাসিতে ভরে।
শার্ঙ্গের এক শায়কের ঘায় সকল রাবণ মরে ॥ ৯৬

চৌ—করিলেন দূর প্রভু ক্ষণমাঝে সব মায়া। তপন উদয়ে যথা দূর হয় তম-ছায়া॥
একই রাবণ হেরি' অমর পুলকাকুল। ফিরিয়া প্রভুর 'পরে বরষে প্রচুর ফুল॥ ১
বাহু উত্তোলন করি' বানরে প্রভু ফির'ান। তখন অপরে একে করিতে থাকে আহ্বান॥
লভিয়া প্রভুর বল কপি ভালু এবে ধায়। লাফ দিয়া রণভূমে যোগ দেয় পুনরায়॥ ২
স্তুতি-রত দেবগণে হেরি' ভাবে দশানন। ইহারা ভাবিল মনে একাকী আমি এখন॥
হাঁকি' কয় মোর বধ্য সবাই ত মূঢ় ওরে। এত কহি' মহাকোপে ধেয়ে' যায় নভোপরে॥৩
হাহাকার রব করি' অমর পলা'য়ে যায়। রক্ষঃ কহে মোর আগে কোথা থল যা'বি হায়॥
দেবেরে ব্যাকুল হেরি' দৌড়ায় অঙ্গদ। ভূমিতে রাবণে ফেলে লক্ষে আঘাতি' পদ॥ ৪

ছ—ধরাশায়ী করি' চরণে প্রহারি' অঙ্গদ গেল প্রভুর পায়।
উঠিয়া কঠোর গর্জ্জন ঘোর দশানন করে ত্রাসি' ধরায়॥

ঘোর যুদ্ধ; রাবণের মূর্চ্ছা

করি' ভীম দাপ ভরি' দশ চাপ* প্রচুর শরের বরষা করে।
হয় বীরকুল আহত ব্যাকুল নিজ বল হেরি' হরষে ভরে॥

দো—শ্রীরাম তখন রাবণের শির বাহুচয় শর চাপ।
কাটেন বিপুল বাড়ে পুনঃ যেন তীর্থেতে কৃত পাপ॥ ৯৭

চৌ—অরাতির শির ভুজ আবার বাড়িতে হেরি'। ভালু বানরের হিয়া রোষেতে উঠিল ভরি'॥
কাটিলেও বাহু শির এ পাপী না মরে হায়। ক্রোধভরে ভালু কপি-বীরগণ দৌড়ায়॥ ১
অঙ্গদ বালিসুত সুগ্রীব হনুমান। মহাবীর নল নীল দ্বিবিদাদি বলবান্॥
বিটপী ভূধর ল'য়ে রাবণে করে প্রহার। সেই গিরি তরু ল'য়ে কপিরে মারে আবার॥ ২
কয়েক বানর তা'রে নখরে করে বিদার। কেহ বা পলা'য়ে যায় চরণ করি' প্রহার॥
তা'র পর নল নীল উঠিয়া মাথার 'পরে। বিদারিতে নখাঘাত ললাট-উপরে করে॥ ৩
রুধির ক্ষরিতে হেরি' হৃদয়ে বিষাদ অতি। ধরিবার তরে কর প্রসারে তা'দের প্রতি॥
ধরিতে নাহিক পারে ফিরে কপি কর 'পরে। কমল-কাননে যেন দুইটি ভ্রমর চরে॥ ৪
অবশেষে ধরে ছু'য়ে লাফ দিয়া ক্রোধভরে। আছাড় মারার কালে ধায় নিপীড়িয়া করে॥
আবার সরোষে করে লয় দশ শরাসন। করিল শরের ঘায় আহত বানরগণ॥ ৫
হনুমান্ আদি যত বানরে মূর্চ্ছিত করি'। হরষিত-প্রাণ হয় প্রদোষ আগত হেরি'॥
দরশন করি' যত কপি বীরে হতজ্ঞান। ধেয়ে যায় মহাবেগে রণধীর জাম্ববান॥ ৬
সঙ্গের যত ভালু তা'রা তরু উঠাইয়া। মারিতে রাবণে সুরু করে ধিক্কার দিয়া॥
কুপিত ইহাতে অতি বলবান্ দশানন। আছাড়ি' চরণ ধরি' মারে নানা বীরগণ॥ ৭

---

*ধনুক।

হেরি' আপনার অনী বিনাশিত ঋক্ষনাথ। ক্রোধে রাবণের বুকে করে ভীম পদাঘাত ॥ ৮

ছ—বাজে হৃদয়েতে ভীম পদাঘাত রথ হ'তে পড়ে বিকল-প্রায়।
ধরে বিশ করে বিশ ঋক্ষ বীরে যেন পদ্মে অলি বসে নিশায় ॥
মূর্চ্ছিত হেরি' পদাঘাত করি' জাম্ব যায় প্রভু-পাশে আবার।
নিশা আসে জানি' সারথি অমনি রথে তুলি' সেবা করে তাহার ॥

দো—জ্ঞান লাভ করি' ভালু কপি যত আসিল প্রভুর পাশ।
রাবণে ঘিরিয়া রহে রক্ষঃগণ হৃদয়ে অতি তরাস ॥ ৯৮

ত্রিজটা-সীতা সংবাদ

চৌ—সেই রাতে জানকী নিকটে করি' গমন। ত্রিজটা সকল কথা করে তাঁ'রে বরণন ॥
অরাতির শির বাহু গজায় শ্রবণ করি'। সীতার হৃদয়ে ত্রাস সীমাহীন উঠে ভরি' ॥ ১
মলিন কমল-মুখ অতীব ভাবনা মনে। জনক-দুহিতা কথা কহেন ত্রিজটা সনে ॥
কি হ'বে মা তাহা হ'লে র'য়েছ কেন নীরবে। কেমনে মরিবে ভব-দুখদাতা প্রাণে তবে ॥ ২
রামের শায়কে মাথা কাটিয়াও নাহি মরে। বিপরীত লীলা সব এ যে মা বিধাতা করে ॥
আমারি কুভাগ্য যেন তাহারে পুনঃ বাঁচায়। হরি-পাদপদ্ম হ'তে দূরে যা' রাখিল হায় ॥ ৩
কপট কনক-মৃগ সৃজন করিল যেই। এখনো বিরূপ দেখি মোর প্রতি বিধি সেই ॥
যেভাবে দুঃসহ দুখ সে আমারে সহাইল। লক্ষ্মণ-প্রতি মোরে কু-বচন কহাইল ॥ ৪
শ্রীরাম-'বরহ-বিষ-শায়ক হানি' আমায়। বারবার লক্ষ্য করি' আঘাতিল তা'র ঘায় ॥
এমন দুখেও যেবা রাখে প্রাণ অভাগীর। সেই বিধাতাই তা'রে বাঁচায় বুঝিনু স্থির ॥ ৫
বারবার হেন করি' করুণানিদানে মনে। জানকী বিলাপ বহু করেন খেদের সনে ॥
ত্রিজটা তখন বলে শুন রাজ-সুকুমারি। হৃদে লাগিলেই শর মরিবে অমর-অরি ॥ ৬
এ কারণে প্রভু তা'র হৃদে না হানেন বাণ। সে হৃদি মাঝারে যে মা জানকী বিরাজমান ॥ ৭

ছ—এর হিয়া-মাঝে জানকী বিরাজে জানকীর হৃদে আমার বাস।
উদরে আমার ভুবন অপার শর-ঘায় হ'বে সবার নাশ ॥
হর্ষ-খেদ তাঁ'র এ হেন কথায় করি' দরশন ত্রিজটা কয়।
এভাবে এখন হইবে মরণ বরাননে শুন ত্যজহ ভয় ॥

দো—বারবা'র শির কাটায় বিকল হ'লে যা'বে তব-ধ্যান।
তখন রাবণে হৃদয়ে আঘাত করিবেন ভগবান্ ॥ ৯৯

চৌ—এ বলে কহিয়া তাঁ'রে নানাভাবে বুঝাইল। ত্রিজটা তখন নিজ আলয়ে চলিয়া গেল ॥
রামের স্বভাব সীতা হৃদয়ে করি' স্মরণ। উঠল বিরহ-ভারে অতীব কাতর হন ॥ ১

রজনীতে শশধরে নিন্দেন কত মত। ক'ন যুগ-সম রাত্তি নাহি হয় অপগত ॥
রামের বিরহ-দুখে জনক-সুতা কাতর। বিলাপ আপন মনে করিছেন নিরন্তর ॥ ২
অতীব বিরহ-দাহে দাহিত যবে হৃদয়। বাম আঁখি আর বাহু স্পন্দিতে শুরু হয় ॥
শুভদ শকুন বুঝি' মনেতে ধরেন ধীর। বুঝেন পা'বেন পুনঃ কৃপাল সে রঘুবীর ॥ ৩

রাবণ-বধ

এ দিকে আধেক-রাতে রাবণ লভিল জ্ঞান। সূত-প্রতি হানে রূঢ় বচনের খর বাণ ॥
কহিল সমর-ভূমি ত্যাগ করাইলি মোরে। মন্দমতি রে অধম শত ধিক্ থাক্ তোরে ॥ ৪
সারথি চরণে ধরি' অনেক ভাবে বুঝায়। প্রভাতেই রথে উঠে' ছুটে রণে পুনরায় ॥
শুনিয়া সমর-ভূমে রাবণের আগমন। প'ড়ে গেল কপি-মাঝে অতিশয় বিচলন ॥ ৫
যথাতথা হ'তে ল'য়ে উপাড়িয়া পর্ব্বত। কট্‌কট্ রবে ক্রোধে ধায় কপিবীর যত ॥ ৬

ছ—ছুটে মর্কট ঋক্ষ বিকট লইয়া করাল ধরণীধর*।
অতি কোপভরে ভূধর প্রহারে পলাইয়া চলে রজনীচর† ॥
বিচলিত করি' অনীকিনী অরি বলী কপি লয় রাবণে ঘিরে'।
চারি দিক্ হ'তে চপেট-আঘাতে নখে দেহ ছিঁড়ে' কাতর করে ॥

দো—হেরি' কপিদল অতীব প্রবল রাবণ করি' বিচার।
হইয়া গোপন নিমেষ মাঝারে করিল মায়া প্রচার ॥ ১০০

ছ—যেমনি করিল মায়া-প্রকাশ। ভয়াল জীবের হ'ল বিকাশ ॥
বেতাল যতেক ভূত পিশাচ। ধরি' ধ'র' করে ধনু নারাচ ॥ ১
যোগিনীরা অসি ধরিয়া করে। মানব-কপাল অপরে ধ'রে ॥
করিয়া সদ্য-শোণিত পান। নাচে আর করে কতই গান ॥ ২
ধর মার রব সঘনে করে। দিক্‌চয় সেই আরাবে ভরে ॥
ব্যাদিত বদনে গ্রাসিতে ধায়। হেরিয়া বানর ভয়ে পলায় ॥ ৩
যে দিকেই কপি পলা'য়ে চলে। সে দিকেই দেখে আগুন জ্বলে ॥
অতীব বিকল বানর ভালু। তখন তা 'পরে বরষে বালু ॥ ৪
যথাতথা কপি বিকল করি'। উঠে দশানন গরজ করি' ॥
লক্ষ্মণ কপিপতি সমেত। সকল বীরেরা হ'ল অচেত ॥ ৫
বলিয়া হা রাম হা রঘুনাথ। কপি বীরগণ নিপীড়ে হাত ॥
এ ভাবে বিবশ করিয়া সবে। অপর ছলনা ক'রল তবে ॥ ৬
বহু হনুমান্ করে সৃজন। ধায় যা'রা শিলা করি গ্রহণ ॥
সবে ঘিরে গিয়া রামেরে তা'রা। চারিদিকে করি' সেনার কারা ॥ ৭

---

* পর্ব্বত। † রাক্ষস।

মার্ ধর্ যেন নাহি পলায়। লাঙ্গুল তুলি' কট্‌কটায় ॥
দশদিকে করে হনু বিরাজ। তাহাদের মাঝে কোশলরাজ ॥ ৮

ছ—সুন্দর শ্যাম তনু অভিরাম শোভি'ছেন বহু হনুর মাঝে।
তুঙ্গ তমালে ঘেরি' বেড়াজালে ইন্দ্রধনু বহু যেন বা রাজে ॥
হেরিয়া প্রভুরে হর্ষ-খেদ ভরে জয়জয় রব দেবতা গা'য়।
ক্রোধে রঘুবীর হানি' এক(ই) তীর হরিলা নিমেষে সেই মায়ায় ॥ ১
মায়া অপগত কপি হরষিত তরু গিরি বহি' সকলে ফিরে।
বহু শর হানি' কাটেন নৃমণি পুনঃ রাবণের বাহু ও শিরে ॥
শ্রীরাম-রাবণ- সমর-কথন বহু কল্প ধরি যদিও গায়।
শত অহিপতি বেদ কি ভারতী তবু তাঁ'র পার কভু না পায় ॥ ২

দো—সে গুণের কিছু করে বর্ণন জড় এ তুলসীদাস।
মক্ষিকা যেন নিজ-বল মত উড়িয়া ফিরে আকাশ ॥ ১০১(ক)
কাটিলেন শিরে ভুজ বহুবার রাবণ তবু না মরে।
খেলি'ছেন প্রভু ব্যাকুল সকলে তাঁ'র ক্লেশ মনে ক'রে ॥ ১০১(খ)

চৌ—প্রতি লাভ-শেষে যথা লোভ আর(ও) বেড়ে' যায়। কাটিলেই সেইমত বাড়ে শির পুনরায় ॥
মরে না অরাতি শ্রম হইল নিরতিশয়। বিভীষণ-পানে তবে চাহিলেন কৃপাময় ॥ ১
কালের(ও) মরণ হয় উমা ইচ্ছায় যাঁ'র। ভকত-প্রাণের প্রেম এ শুধু পরীক্ষা তাঁ'র ॥
বিভীষণ ক'ন শুন হে প্রভু অন্তরযামি। প্রণতের দুখহারি সুর-নর-মুনি-স্বামি ॥ ২
অমিয়-ভাণ্ডার রহে নাভিদেশে রাবণের। তাহারি বলেতে নাথ প্রাণ রহে অধমের ॥
বিভীষণ-বাণী এই শ্রবণ করি' কৃপাল। হরষে নিলেন করে শায়ক অতি করাল ॥ ৩
তখন অশুভ নানা হ'তে থাকে চারিধারে। কুকুর গর্দ্দভ শিবা রোদনের রব করে ॥
জগত-অশুভ ঘোষি' পক্ষী করে আরাব। যথাতথা ধূমকেতু নভে হয় আবির্ভাব ॥ ৪
অগ্নিকাণ্ড হ'তে থাকে অতিশয় চারিধারে। তিথি-ব্যতিরেকে রাহু গ্রাস করে দিবাকরে ॥
ময়-সুতা-হৃদিতল কেঁপে' উঠে বারবার। নয়ন-আসার বহে আঁখি-পথে প্রতিমার ॥ ৫

ছ—প্রতিমা-রোদন অশনি-পতন অনল-দহন কম্প-মহী।
বরষে জলদ কেশ রক্ত ধূলি কে পারে অশুভ ফুরা'তে কহি' ॥
উৎপাত নভে বহু হেরি' সবে জয়জয় করে ভীত অমর।
হেরিয়া ত্রাসিত বৃন্দারক যত ধনুতে শ্রীরাম চড়া'ন শর ॥

দো—হানিলেন ধনু আ-শ্রুতি টানিয়া খর একত্রিশ শর।
রামের শায়ক ছুটিয়া চলিল যেন কাল-ফণধর ॥ ১০২

চৌ—নাভি-ভাণ্ডার এক শায়ক করে শোষণ। আর যত বাণ শির বাহু করে কর্ত্তন ॥
শির বাহু কেটে' ল'য়ে বাণ যায় ভেদ ক'রে। শির ভুজ হীন দেহ নাচিতে আরম্ভ করে ॥ ১
চণ্ড-বেগে রুণ্ড ছুটে ধরণী ধ্বসিয়া যায়। দ্বিভাগ করেন তবে তা'রে প্রভু শর ঘায় ॥
কোথা রাম ধিক্কার দিয়া রণে মারি তা'রে। এ বলি' মরণ কালে ঘোর গরজন করে ॥ ২
যেমনি পড়িল ভূমে কাঁপিয়া উঠিল ক্ষিতি। ক্ষুব্ধ ধরণী নদী দিক্-করী বারিপতি ॥
শরীরের দুই ভাগ কপি ভালু-বীরদলে। প্রোথিত করিয়া সবে পড়িল ধরণীতলে। ৩
রাণী মন্দোদরী-আগে রাবণের বাহু শির। ফেলিয়া শায়ক ফিরে যথা প্রভু রঘুবীর ॥
আবার তূণীর মাঝে তাহারা প্রবেশ করে। হেরি' দুন্দুভি-নাদ করে সুর অম্বরে ॥ ৪
প্রবেশ তাহার তেজ করিল প্রভু-বদনে। তা' হেরি' হরষ ভতি বিধাতা মহেশ-প্রাণে ॥
জয় জয় জয় রবে ভ'রে গেল ব্রহ্মাণ্ড। জয় রঘুবীর জয় অতি বল ভুজদণ্ড ॥ ৫
বর্ষেন ফুলদল মুনি-অসুরারি বৃন্দ। গা'ন জয় হে কৃপাল জয়তি জয় মুকুন্দ ॥ ৬

ছ—জয় কৃপাকন্দ দ্বন্দ্ব-হ মুকুন্দ শরণাগতের সুখদ প্রভু।
খল-বিদারণ পরম কারণ মহাকারুণিক সতত বিভু ॥

রূপ-বর্ণনা

বরষে সুমন* প্রীত দেবগণ দুন্দুভি বাজে কতই রঙ্গে।
রণভূমি 'পরে রাম-কলেবরে বহু অনঙ্গ-মাধুরী ভঙ্গে।† ১
শিরে জটাজুট জটার মুকুট মাঝে মাঝে ফুল কি দেয় শোভা।
নীলগিরি-শিরে চপলার সনে তারারাজি যেন বিতরে আভা ॥
ভুজ-দণ্ডে শর কোদণ্ড-প্রবর তনু ভরি' কণ-রুধির রাজে।
তমালের 'পরে অতি সুখ-ভরে লালমন‡ বহু যেন বিরাজে ॥ ২

দো—প্রভু কৃপাদৃষ্টি করি' লাভ বৃষ্টি নির্ভয় সুরবৃন্দ।
কপি ভালুগণ হরষে মগন গায় জয় হে মুকুন্দ। ১০৩

মন্দোদরীর বিলাপ ; রাবণের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া

চৌ—হেরিতেই রক্ষঃরাণী দয়িতের শির কর। আকুলি' হারা'য়ে জ্ঞান পড়েন ধরণী 'পর ॥
কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটে' যতেক রমণীগণ। তাঁহারে রাবণ-পাশে লইয়া করে গমন। ১
হেরিয়া পতির দশা আর্ত্তনাদ-বাণী মুখে। এলায়িত কেশদাম বশহীন দেহ দুখে ॥
করের প্রহার বুকে করেন সহ রোদন। করেন রাবণ-বল বহুভাবে বর্ণন ॥ ২
তোমার প্রতাপে নাথ টলমান্ হ'ত ধরা। ছিল শশী হুতাশন দিবাকর তেজ-হারা ॥
কূর্ম্ম বাসুকী যা'র সহিতে নারিত ভার। ধূলি-ধূসরিত হ'য়ে প'ড়ে রণে দেহ তা'র ॥ ৩

* ফুল। † শোভা করে। ‡ লালমন পাখী।

-রুণ কুবের বায়ু বিম্বা দেবরাজ বীর। তোমার সমুখে রণে কেহ না রহিত স্থির ॥
বাহুবলে পরাজিলে তুমি প্রভু যমে কালে। সে তুমি অনাথ-প্রায় আজি প'ড়ে ভূমিতলে ॥৪
তোমার প্রতাপ-কথা ধরাতলে সুবিদিত। সুত আত্মীয়-বল মুখে ক'য়ে ক'ব কত ॥
রামের বিমুখ হ'য়ে হইল দশা এমন। রহিল না কেহ তব তরে যে করে রোদন ॥ ৫
ধাতার সৃজন যত সব তব পদানত। নোয়া'ত চরণে শির ভয়ে দিক্‌পাল যত ॥
এখন সে শির ভুজ শৃগাল-জঠরে যায়। রাম-দ্রোহ-ফলে ইহা অনুচিত নহে হায় ॥ ৬
কাল-বশ হ'য়ে নাথ মানিলে না নিবারণ। অগ-জগ-নাথে* নর করিলে হেন গণন ॥ ৭

ছ—দনুজ-কানন দহন পাবক হরিরে ভাবিলে মানব সম।
নমেন যাঁহারে ধাতা হর সুরে ভজিলে না তাঁ'রে হে প্রিয়তম ॥
জন্ম হ'তে নিত পর-দ্রোহ-রত পাপময় তনু তোমার স্বামি।
তোমারেও রাম দিলা নিজ ধাম সেই ব্রহ্ম রামে প্রণমি আমি ॥

দো—আহা আহা নাথ রঘুনাথ সম কৃপানিধি নাহি আন্।
যোগী-দুর্লভ সেই পরাগতি দিলা তোমা ভগবান্ ॥ ১০৪

চৌ—রাণী মন্দোদরী-বাণী শ্রবণ করিয়া কাণে। সুর মুনি সিদ্ধ সবে মহাসুখ পা'ন প্রাণে ॥
মহেশ চতুরানন দেব-ঋষি শনকাদি। যে সকল মুনিবর পরমার্থ-তত্ত্ববাদী ॥ ১
নয়ন ভরিয়া করি' রঘুপতি দরশন। অতি সুখ পে'য়ে হ'ন পরাপ্রেমে নিমগন ॥
রোদন করিতে হেরি' যতেক রমণীগণে। বিভীষণ যা'ন তথা অতীব কাতর মনে ॥ ২
হেরি' অগ্রজ-দশা করেন দুখ প্রকাশ। আদেশ অনুজে তবে দিলেন সীতা-নিবাস ॥
প্রবোধ অনেক মতে লক্ষ্মণ দেন তাঁ'রে। অবশেষে বিভীষণ প্রভু-পদে যা'ন ফিরে' ॥ ৩
কৃপা-আঁখিযোগে প্রভু তাঁ'র পানে চাহিলেন। শোক পরিহরি' শেষ-ক্রিয়া তরে কহিলেন ॥
দেশকাল-অনুরূপ ঊর্দ্ধ-দেহ ক্রিয়া যত। সাধিলেন বিভীষণ প্রভুর আদেশ মত ॥ ৪

দো—মন্দোদরী আদি সকলে রাবণে তিল-অঞ্জলি দিয়া।
গেলেন ভবনে মনে মনে রাম- গুণগ্রাম বরণিয়া ॥ ১০৫

বিভীষণের রাজ্যাভিষেক

চৌ—আসি' পুনঃ বিভীষণ চরণে নোয়া'ন শির। অনুজে আহ্বান তবে করিলেন রঘুবীর ॥
তোমা সবে অঙ্গদ কপিরাজ নল নীল। জাম্ববান্ হনুমান্ আদি বীর নীতি-শীল ॥ ১
সকলে মিলিয়া যাও লঙ্কা অধিপতি সাথ। রাজ-টিকা সমাপন কর ক'ন রঘুনাথ ॥
পালিতে পিতার সত্য নগরে নাহিক যা'ব। আপন সমান কপি অনুজেরে পাঠাইব ॥ ২

---

* চরাচরপতি।

দ্রুতগতি যায় কপি শুনিয়া প্রভু বচন। করিল তথায় গিয়া রাজ-টিকা আয়োজন ॥
সমাদরে বিভীষণে বসাইল রাজাসনে। তিলক-প্রদান শেষে স্তুতি করে সব জনে ॥ ৩
জোড় করি' পাণিতল সবে শির নত করে। পরে বিভীষণ সহ প্রভু-পদে আসে ফিরে' ॥
তখন শ্রীরঘুবীর কপিগণে আহ্বানি'। করিলেন সুখী সবে কহি' শ্রুতি-সুখ বাণী ॥ ৪

ছ—সুধামাখা বাণী ক'ন রঘুমণি তোমাদেরি বলে মরিল অরি।
পা'ন বিভীষণ রাজ-সিংহাসন তব যশে র'বে ত্রিলোক ভরি' ॥
মোর সনে তব আচরণ-শুভ অতি প্রীতিভরে নিত যে গা'বে।
ভব পারাবার অগাধ অপার অনায়াসে পার সে জন পা'বে ॥

দো—প্রভুর বচন করিয়া শ্রবণ তৃপ্তি আসে না মনে।
নমে বারে বারে সবে করে ধরে শতদল সে চরণে ॥ ১০৬

হনুমানের সীতা-সমীপে গমন

চৌ—তা'রপর হনুমানে করা'লেন আহ্বান। লঙ্কায় যাও তা'রে কহিলেন ভগবান্ ॥
জানকীরে সমাচার শুনাও গিয়া সকল। চ'লে এস পুনরায় তাহার ল'য়ে কুশল ॥ ১
তখন নগর-মাঝে মহাবীর হনু যায়। নিশাচর নিশাচরী সে কথা শুনিয়া ধায় ॥
বিবিধ প্রকারে পূজা ক'রল সবে তাহারে। দেখাইয়া দিল পুনঃ জানকীদেবী-সীতারে ॥ ২
দূর হ'তে হনুমান্ প্রণমিল জানকীরে। রঘুপতি দূত বলি' চিনিলেন সীতা তা'রে ॥
কহিলেন কহ তাত প্রভু কৃপা-নিকেতন। অনুজ বা'হনী স'ন কুশলে ত সবে র'ন ॥ ৩
কুশল সকল বিধি শ্রীরামের হনু কয়। জননি রাবণে রণে ক'রেছেন প্রভু জয় ॥
বিভীষণ অ'বচল রাজ্য পা'ন অবশেষে। কপির বচন শুনি' ভরে প্রাণ পরিতোষে। ৪

ছ—মন হরষিত তনু পুলকিত ক'ন বারবার সজল চ'খে।
এ বারতা-তরে কি দিব তোমারে কিবা আছে দিতে এ তিন লোকে ॥
হনু কহে বাণী শুন গো জননি পাইয়াছি স্থির অখিল-রাজ।
সমর-বিজিত অনুজ সহিত অনাময় রামে নিরখি' আজ ॥

দো—শুভ কহি শুন সব শুভ গুণ হৃদে র'বে হনুমান্।
লক্ষ্মণ সনে সদা অনুকূল রাখিবেন ভগবান্ ॥ ১০৭

সীতার আগমন ; অগ্নি-পরীক্ষা

চৌ—এখন ত্বরিত গতি কর তাত সে উপায়। নয়নে নিরখি যাহে সে শ্যামল কম-কায় ॥
হনুমান্ করে ত্বরা শ্রীরাম-পাশে গমন। কুশল-বারতা তাঁ'র পদে করে নিবেদন ॥ ১
ভানুকুল-বিভূষণ বারতা করি' শ্রবণ। যুবরাজ বিভীষণে করিলেন আবাহন ॥
কহিলেন যাও তুমি হনুমানে সাথে ক'রে। দেবী জানকীরে হেথা আন সমাদর ভরে ॥ ২

সকলে ত্বরিত যা'ন যথায় রহেন সীতা। সেবা করে নিশাচরী তাঁহারে অতি বিনীতা॥
নিশাচরীগণে সব বুঝা'লেন বিভীষণ। বহুভাবে করাইল সীতারে অবগাহন॥ ৩
বসন ভূষণ কত পরায় যতন ভরে। শিবিকা সাজা'য়ে আনে যা' হেরিয়া মন হরে॥
হরষ-পুরিত মনে তদুপরে আরোহণ। করিলেন বৈদেহী শ্রীরামে করি' স্মরণ॥ ৪
বেত্র করে রক্ষক শিবিকার চারিপাশে। চলে সবে মিলি' মন ভাসে মহা উল্লাসে॥
দর্শন-তরে আসে ঋক্ষ বানরগণ। রক্ষকগণ ক্রোধে করে সবে নিবারণ॥ ৫
কহিলেন রঘুবীর কথা মোর হৃদে ধর। জানকীরে পদব্রজে সখা আনয়ন কর॥
দেখুক বানরগণ মাতারে দেখে যেমন। হাসি-ভরা মুখে এই কহিলেন নারায়ণ॥ ৬
শুনিয়া প্রভুর বাণী কপি ভালু হরষিত। নভ হ'তে দেবদল কুসুম বরষে কত॥
সীতারে অনল-মাঝে রাখিয়াছিলেন আগে। প্রকাশ করিতে এবে হৃদয়ে বাসনা জাগে॥ ৭

দো—তাহারি কারণে করুণা-নিদান ক'ন কিছু কু-বচন।
বিষাদে ভরিল যে কথা শুনিয়া নিশাচরীগণ-মন॥ ১০৮

চৌ—প্রভুর চরণ শিরে ধারণ করিয়া সীতা। কহিলেন কায়মন-বচনে অতি পুণিতা॥
ধর্ম্মের সহায়ক হও মম লক্ষ্মণ। আয়োজন কর ত্বরা জ্বালিবারে হুতাশন॥ ১
বিরহ বিবেক ধর্ম্ম নীতি-রসে সিঞ্চিত। লক্ষ্মণ সীতা-বাণী শুনি' অতি বিষাদিত॥
দু'নয়নে জল ভরে জোড় করি' দুই পাণি। রহেন প্রভুরে কিছু কহিতে সরে না বাণী॥ ২
রাম-মনোভাব বুঝি' ধাইলেন লক্ষ্মণ। করেন স্থাপিয়া বহ্নি সংগ্রহ ইন্ধন॥
করিয়া অনল সীতা প্রজ্বলিত দরশন। হৃদয়ে না ভয় নাহি হরষের লক্ষণ॥ ৩
ক'ন যদি কায় মন হৃদয়ে কিবা বচনে। রঘুপতি বিনা মতি নাহি রহে অন্যজনে॥
তবে হুতাশন যিনি জানেন সবার মন। শীতল মলয়-প্রায় মোর তরে তিনি হ'ন॥ ৪

ছ—মিথিলা-কুমারী প্রভু-পদ স্মরি' পশিলা পাবকে মলয়-প্রায়।*
জয় কোশলেশ পূজিত মহেশ পূত সীতা-মন যে পদে ভায়॥
ছায়া-কায়া আর লোক-অপবাদ প্রবল পাবক-মাঝারে দহে।
এ প্রভু-চরিত কেহ না জানিল নভে সুর মুনি চাহিয়া রহে॥ ১
ধরি' দেহ হতে ধরি' বৈশ্বানর বেদ ধরা-খ্যাত প্রকৃত-সীতা।
শ্রীরামের করে দেন প্রীতি ভরে পয়োধি রমারে দিলেন যথা॥
শ্রীরামের বামে কমনীয় ঠামে বিরাজেন সীতা রুচির সাজে।
নব নীলোৎপল- পাশে সুবিমল কনক কমল-কলিকা রাজে॥ ২

দো—বরষে সুমন* প্রীত দেবগণ নাগাড়া বাজিছে নভে।
কিন্নর গায় অপ্সরা নাচে বিমানে উঠিয়া সবে॥ ১০৯ (ক)

* ফুল।

জনক-দুহিতা- সাথেতে প্রভুর অগাধ শোভা অপার ।
হেরি' ভালু কপি হরষে ধ্বনি'ছে জয় রাম সুখ-সার ॥ ১০৯ (খ)

দেবগণের স্তব ; ইন্দ্রের সুধা বর্ষণ

চৌ—রামের আদেশ-বাণী তখন মাথায় ধরি' মাতলি ফিরিয়া গেল চরণে প্রণাম করি' ॥
আসে সদা-স্বার্থরত দেবদল অতঃপর । এমন বচন কহে যেন পরমার্থ-পর ॥ ১
কহে সবে দীননাথ কৃপাময় রঘুপতি । করিলেন অতি দয়া দেবতাগণের প্রতি ॥
চরাচর-দ্রোহরত এই দুষ্ট আর কামী । আপন পাপের ফলে মরিল কু-পথগামী ॥ ২
তুমি সম-রূপ প্রভু ব্রহ্ম তুমি অবিনাশী । সদা এক-ভাবময় আত্মরত ও উদাসী* ॥
অখণ্ড অগুণ অজ অ-কলুষ অবিকার । অজেয় অমোঘ-বল প্রভু রাম কৃপাধার ॥ ৩
তুমি মীন কূর্ম্ম-রূপ বরাহ নর-কেশরী । বামন পরশুরামে আস' ভীম বপু ধরি' ॥
যখনি যখনি নাথ দুখ পায় দেবগণ । তুমিই বিনাশ' নানা শরীর করি' ধারণ ॥ ৪
এই মন্দমতি খল দেব-দ্রোহে সদা মন । কাম লোভ মদ-রত অতি ক্রোধ-পরায়ণ ॥
অধমের শিরোমণি তবু তব পদ পায় । বিস্ময় এই প্রভু আমাদের প্রাণে ছা'য় ॥ ৫
হ'য়েও দেবতা মোরা উত্তম-অধিকারী । তবু স্বার্থ-বিজড়িত ভকতি-রীতি পাশরি' ॥
ভবের প্রবাহ মাঝে পতিত পুরুষোত্তম । শরণে পতিতগণে রাখ' ভব-নিবারণ ॥ ৬

ব্রহ্মার স্তব

দো—মিনতি জানা'য়ে সিদ্ধ সুর রহে যথাতথা জোড়করে ।
করিলেন স্তুতি সপ্রেমে বিধাতা রোমাঞ্চিত কলেবরে ॥ ১১০

ছ—জয় রাম সদা সুখ-ধাম হরি । রঘুনায়ক কার্ম্মুক শায়ক-ধারি ॥
ভব-বারণ-দারুণ সিংহ প্রভু । গুণ-সাগর নাগর নাথ বিভু ॥ ১
বহু কাম-সমান তনুঃঅনুপ ছবি । গুণ কীর্ত্তিত সুরগণ মুনীশ কবি ॥
যশ পাবন তব খগ রাবণ-নাগে । গরুড়-সমান গ্রাস করিলে রাগে ॥ ২
জন-রঞ্জন ভঞ্জন শোক ভীতি । গত-ক্রোধ সদা তব জ্ঞানেতে স্থিতি ॥
অবতার উদার তুমি অপার গুণ । মহীভার-বিভঞ্জন জ্ঞান-ঘন ॥ ৩
অজ ব্যাপক এক অনাদি তুমি । করুণাকর প্রভু রাম তোমারে নমি ॥
রঘুবংশ-বিভূষণ দূষণহারি । কৃত ভূপ বিভীষণে ও-পদচারী ॥ ৪
গুণ জ্ঞান-অতলনিধি অ-মান অজ । নিত নম্য হে বিভু রাম বিগত-রজ ॥
ভুজদণ্ড-প্রতাপে তুমি চণ্ডবলী । খলবৃন্দ নিপাতে সদা মহাকুশলী ॥ ৫
বিনা কারণে দীনের প্রতি দয়া হিত-ধাম । শোভা-আধার প্রণমি রমা সহিত শ্রীরাম ॥
তুমি কার্য্য-কারণ-পরে ভবের তারণ । মন-সম্ভব নিদারুণ দোষ-নাশন ॥ ৬

---

* শক্তির হীন ।

শর কার্ম্মুক মনোহর তূণীরধারি। অজ-অরুণ-আঁখি দুরিতহারি ॥
সুখ-মন্দির সুন্দর জানকী-রমণ। মোহ কাম অহং বৃথা মোহের শমন ॥ ৭
অনবদ্য অতীন্দ্রিয় খণ্ডবিহীন। সব-রূপ তথাপি কভু নহ তাহে লীন ॥
যত বেদ এ ভণে নহে দম্ভ-কথা*। রবি দীপ্তি পৃথক্ পুনঃ অভেদ যথা ॥ ৮
কৃতকৃত্য শাখামৃগ সকলে প্রভু। সাদরে নিরখে তব আনন বিভু ॥
শত ধিক্কার দেব দেহে জীবনে হরি। তব ভক্তি বিহীন মজে বিষয়ে জরি' ॥ ৯
এবে দীন-দয়াল এই করুণা করি'। সেই বুদ্ধি বিভেদ-করী হর হে হরি ॥
যাহে কর্ম্ম যা' বিপরীত করি আচরণ। তাহে পার-হীন সুখ ভাবি' রহি নিমগন ॥ ১০
খল-মর্দ্দন রঞ্জন রম্য ধরা। পদ-পদ্ম স-শিব উমা সেবন-পরা ॥
নৃপ-নায়ক দেহ প্রভু এই বরদান। চরণাম্বুজে যেন প্রেম রহে অবিরাম ॥ ১১

দো—করেন মিনতি শতদল-যোনি প্রেম-পুলকিত কায়।
শোভা-পারাবারে হেরিয়াও আঁখি তৃপ্তি নাহিক পায় ॥ ১১১

দশরথের আগমন

চৌ—সেই কালে দশরথ আসিলেন সেইখানে। তনয়ে নেহারি' জল ভরে তাঁ'র দু'নয়নে ॥
অনুজের সনে প্রভু করিলেন প্রণিপাত। তনয় যুগলে পিতা করিলেন আশীর্ব্বাদ ॥ ১
রাম ক'ন তাত তব পুণ্য-প্রভাবে আজ। বিজয় ক'রেছি লাভ দশানন রক্ষঃ-রাজ ॥
তনয়-বচন শুনি' প্রেম অতি বেড়ে' যায়। সলিলে নয়ন ভরে রোমাঞ্চিত হয় কায় ॥ ২
জীবিত-কালের প্রীতি স্মরণ করিয়া রাম। হেরিয়া পিতায় প্রতি বিতরেন দৃঢ়-জ্ঞান ॥
ভেদ-ভক্তি নৃপতির জীবনে কামনা ছিল। এ কারণে মোক্ষলাভ তাঁহার নাহিক হ'ল ॥ ৩
সগুণ-ভকত যা'রা মোক্ষ কভু না চায়। নিজ-ভক্তি শ্রীরামের নিকটে তাহারা পায় ॥
বারবার প্রভু-পদে জানা'য়ে নিজ প্রণাম। হরষিত-প্রাণ যা'ন দশরথ সুরধাম ॥ ৪

ইন্দ্রের স্তব

দো—লক্ষ্মণ সীতা- সঙ্গেতে প্রভু কুশলী কোশলপতি।
সে শোভা হেরিয়া হরষিত মনে বাসব করেন স্তুতি ॥ ১১২

ছ—জয় রাম শোভাধার। প্রণতের সুখাগার।
ধৃত তূণ শর চাপ। প্রবল ভুজ-প্রতাপ ॥ ১
জয় খর দূষণারি। রক্ষঃ মথনকারি ॥
বধিলে খলেরে নাথ। করিলে দেবে সনাথ ॥ ২

---

* মিথ্যা কথা।

ধরাভার-হারি জয়। অপার মহিমাময় ॥
রক্ষঃ নি-মূলকারি। হে কৃপাল রাবণারি ॥ ৩
লঙ্কেশ বল-গর্ব্বে। দলে সুর গন্ধর্ব্বে ॥
সিদ্ধ মুনি নাগ নরে। হঠে অপকার করে ॥ ৪
পর-দ্রোহ রত দুষ্ট। পেল' ফল পাপ-পুষ্ট ॥
শুন হে দীন-দয়াল। অজ-আঁখি সুবিশাল ॥ ৫
ছিল হৃদে অভিমান। কেহ নহে মো' সমান ॥
এবে হেরি' প্রভু-পদ। গত মান দুখ-প্রদ ॥ ৬
কেহ ব্রহ্মে ধ্যান করে। বেদে নেতি কহে যাঁ'রে ॥
মোর প্রেম রাম রূপে। স-গুণ কোশলভূপে ॥ ৭
ল'য়ে সীতা-লক্ষ্মণে। রহ হৃদি-নিকেতনে ॥
ভেবে' মোরে নিজ দাস। ভক্তি দেহ শ্রীনিবাস ॥ ৮

ছ—দেহ হে ভকতি জানকী-নিবাস ত্রাস-হারি সুখ শরণাগতে।
সুখ-ধাম রাম তোমারে প্রণাম বহুকাম-ছবি কোশলপতে।
সুরগণানন্দ বিনাশন দ্বন্দ্ব নর-রূপধর অতুল বল।
ব্রহ্মাদি মহেশ সেবিত অশেষ নমি রাম ওহে কৃপা-কোমল॥

দো—এবে কৃপা-দৃষ্টি করি' মোর 'পরে আদেশ দেহ কৃপাল।
কি সেবা করিব শু'নি' প্রিয়বাণী কহেন দীন-দয়াল ॥ ১১৩

চৌ—রাম ক'ন সুরপতি মোর কপি ভালু যত। প'ড়ে আছে নিশাচরগণ-করে হ'য়ে হত ॥
আমার হিতের তরে ইহারা ত্যজিল প্রাণ। সুজান সুরেশ কর উহাদের প্রাণ দান ॥ ১
শুন খগরাজ অতি গূঢ় এই প্রভু বাণী। মর্ম্ম ইহার শুধু বিদিত মুনিরা জ্ঞানী ॥
ত্রিলোক করিয়া নাশ পারেন প্রভু বাঁচা'তে। এ শুধু তাঁহার লীলা বাসবে গৌরব দিতে ॥ ২
সুধা-ধারে করিলেন কপি ভালু সঞ্জীবিত। উঠি' হরষিয়া হয় প্রভু পদে উপনীত ॥
সুধার বরষা হ'ল উভয় দলের 'পর। কপি ভালু বাঁচে, শুধু নহেক রজনীচর ॥ ৩
রাম-ময় হ'য়েছিল রণে রক্ষদের মন। মরিয়া মোচন লভে ঘুচে ভব-বন্ধন ॥
দেব-অংশে হ'তে জাত ঋক্ষ বানর সবে। রাম-ইচ্ছায় তাই নূতন জীবন লভে ॥ ৪
রামের সদৃশ কেবা দীনে হিত পরায়ণ। করিলেন মুক্তি দান রক্ষগণে বিতরণ ॥
খল পাপাগার কামী রাবণ রাক্ষসপতি। মুনিও না পা'ন তাহা সে লভিল যেই গতি ॥ ৫

মহাদেবের স্তব

দো—কুসুম বরষি' দেব যায় চড়ি' দিব্য বিমান-বর।
শুভ অবসর হেরি' প্রভু-পাশে আসিলেন দিগম্বর ॥ ১১৪ (ক)

মহা প্রেমভরে করযুগ জুড়ে' নয়নে ভরিয়া বারি।
পুলকিত তনু গদগদ ভাষে কহেন ত্রিপুর-অরি ॥ ১১৪ (খ)

চৌ—রাখ' রাখ' মোরে রাম রাঘব-কুলনায়ক। করে ধরা বর-চাপ মানস-হর শায়ক ॥
মোহরূপী মহা ঘন-জলদ-প্রভঞ্জন। সংশয়-বনানল দেবগণ-রঞ্জন ॥ ১
অগুণ সগুণ গুণ-মন্দির সুন্দর। ভ্রম-তমে অতি বল তেজ তুমি দিবাকর ॥
কাম ক্রোধ মোহ মদ আদি রিপু-কুঞ্জরে। কেশরী সমান মন-থাক' জন-কান্তারে ॥ ২
বিষয়-কামনারূপী কমল-কানন তরে। প্রবল তুষার তুমি উদার মনের(ও) পরে ॥
ভব-নিধি-মন্দর কর দূর ঘোর ভয়। দুস্তর যাওয়া-আসা কর রোধ কৃপাময় ॥ ৩
শ্যামল সু-কলেবর রাজীব-নয়নধারি। বন্ধু দীনের চির প্রণতের দুখহারি ॥
অনুজ দয়িতা সীতা সহিত নিরন্তর। বাস কর রাজা রাম মম হৃদি-অন্তর ॥ ৪
মুনি-রঞ্জন মহী-মণ্ডল মণ্ডন। তুলসী দাসের প্রভু ত্রাস-বিভঞ্জন ॥ ৫

দো—কোশল পুরীতে হে প্রভু যখন তিলক হ'বে তোমার।
কৃপা-পারাবার আসিব তখন হেরিতে লীলা উদার ॥ ১১৫

বিভীষণের প্রার্থনা

চৌ—মিনতি জানা'য়ে হর করিলা যবে গমন। প্রভুর সদনে হন উপনীত বিভীষণ ॥
চরণে নমিয়া শির কহিলেন মৃদুবাণী। মিনতি আমার প্রভু শুন হে শার্ঙ্গপাণি ॥ ১
বধিলে রাবণে সহ কুল আর দলবল। পাবন যশেতে তব ত্রিভুবন ঝলমল ॥
অতি দীন বিমলিন নীচমতি হীন জাতি। আমার 'পরেও কৃপা করিয়াছ বহু ভাঁতি ॥ ২
এবে ভকতের গৃহ করহ প্রভু পাবন। মজ্জন করি' রণ-শ্রম কর বিদূরণ ॥
সম্পদ মন্দির ধন করি' দরশন। দেহ কৃপাময় করি' কপিগণে বিতরণ ॥ ৩
সব বিধি মোরে নাথ ক'রে লও আপনার। ল'য়ে চল সাথে ক'রে কোশলপুরী তোমার ॥
এ হেন মৃদুল বাণী পশিতে প্রভুর কাণে। আঁখি-জল ভ'রে এল সুবিশাল দু'নয়নে ॥ ৪

দো—শুন ভাই তব গৃহ ধন যত সত্য মম সকল।
ভরতের দশা মনে করি' মোর যুগ সম লাগে পল ॥ ১১৬ (ক)
তাপসের বেশ কৃশ-কলেবর মম নাম অবিরত।
ত্বরা হেরি যেন কর সে উপায় এই অনুরোধ ভ্রাতঃ। ১১৬ (খ)
গেলে গণা-দিন পূরিবার পরে জীবিত পা'ব না তা'রে।
ভরতের প্রেম স্মরিয়া প্রভুর পুলকন কলেবরে ॥ ১১৬ (গ)
কল্প ধরি' প্রজা করহ শাসন স্ম'র মোরে নিরন্তর।
শেষে মমধাম পাইবে যথায় যা'ন যত সাধুবর ॥ ১১৬ (ঘ)

বিভীষণের বানরগণকে বস্ত্র-অলঙ্কার বিতরণ

চৌ—বিভীষণ শুনি' কাণে পূতবাণী শ্রীরামের। হরষে পড়েন পায়ে সেই কৃপা-নিদানের ॥
বানর ভালুরা সবে পুলকে অধীর প্রাণ। চরণ ধারণ করি' করে প্রভু-গুণগান ॥ ১
আবার ফিরিয়া গৃহে আসিলেন বিভীষণ। বিমানে ভরিয়া ল'ন মাণিক বসন ধন ॥
করেন পুষ্পক ল'য়ে প্রভুর আগে স্থাপনা। করেন হাসিয়া রাম বচন হেন রচনা ॥ ২
উঠিয়া বিমান 'পরে শুন সখা বিভীষণ। কর বাস অলঙ্কার নভঃ হ'তে বরষণ।
গগন-উপরে তবে আরোহিয়া বিভীষণ। করেন বসন মণি ঊর্দ্ধ হ'তে বরষণ ॥ ৩
সে লয় কুড়া'য়ে তাহা ভাল লাগে যা' যাহার। মুখে দিয়া মণি কপি বাহিরে ফেলে আবার ॥
কৌতুক করি' রাম সীতা সহ লক্ষ্মণ। হাসেন কৌতুক ময় মহা কৃপানিকেতন ॥ ৪

দো—ধ্যানে মুনি যাঁ'রে না পা'ন ভাবিয়া নেতি নেতি বেদ করে।
সেই কৃপাময় কপি সনে খেলা করেন প্রমোদ ভরে ॥ ১১৭(ক)
উমা যোগ জপ দান তপ নানা যজ্ঞ নিয়ম ব্রতে।
রামের করুণা তত নাহি হয় যত অবিচল প্রীতে ॥ ১১৭(খ)

চৌ—ঋক্ষ বানরগণ বসন ভূষণ পায়। পরিধান করি' সবে আসে শ্রীরামের পায় ॥
অগণিত জাতি কপি করি' রাম দরশন। করিতে অক্ষম প্রভু হ'ন হাসি-সম্বরণ ॥ ১
করিলেন দয়া-বৃষ্টি চাহিয়া সবার পানে। কহিলেন রঘুরায় কোমল বচন সনে ॥
তোমাদেরি বলে আমি রাবণে করি নিধন। তা'রপর বিভীষণে বসা'য়েছি রাজাসন ॥ ২
আপন আপন বাসে এখন কর গমন। কা'রেও ক'র না ভয় আমারে ক'র স্মরণ ॥
এ কথা শুনিয়া প্রেমে আকুল হ'ল বানর। আদরে জানায় পদে সবে করি' জোড়কর ॥ ৩
যা' কিছু বলহ প্রভু সকলি শোভে তোমারে। তব এ কথায় মোহ লাগে আমা-সবাকারে ॥
ত্রিভুবন-নাথ তুমি দীননাথ রঘুনাথ। দীন বুঝিয়াই কপি-সকলে কর সনাথ ॥ ৪
প্রভুর বচন শুনি' সবে মরি লজ্জায়। করিতে গরুড়-হিত মশকে পারে কোথায় ॥
শ্রীরামের পানে চাহি' ঋক্ষ বানর যত। গৃহ-পানে নাহি মন প্রেমে অভিভূত এত ॥ ৫

দো—প্রভুর আদেশে ঋক্ষ বানর রাম-রূপ হৃদে ধরি'।
হরষ-বিষাদ- ভরা প্রাণে যায় অনেক মিনতি করি' ॥ ১১৮(ক)
সুগ্রীব নীল- নল জাম্ববান্ অঙ্গদ হনুমান্।
সহ বিভীষণ আর যা'রা কপি- সেনাপতি বলবান্ ॥ ১১৮(খ)
না পারে করিতে প্রেম-বশে কিছু জলেতে নয়ন ভরে।
সম্মুখে চাহি' রহে রাম-পানে পলক চ'খে না পড়ে ॥ ১১৮(গ)

রাম সীতা লক্ষ্মণের অযোধ্যায় গমন

চৌ—তাহাদের অতি-প্রেম করি' রাম দরশন। সবারে বিমান 'পরে করা'লেন আরোহণ॥
মনে মনে বিপ্রের চরণে নোয়া'ন শির। উত্তর দিকে রথ চালা'লেন রঘুবীর॥ ১
যেমনি বিমান চ'লে উঠে ঘোর কোলাহল। জয় রঘুবীর রব করিল মিলি' সকল॥
রথ-মাঝে রাজাসন উচ্চ মানসহ র। জানকী-সহিত প্রভু বসিলেন তদুপর॥ ২
দয়িতা সহিত রাম-রূপে সেই মত শোভা। সুমেরু-শিখরে ঘন মেঘে যেন ক্ষণপ্রভা॥
রুচির বিমানবর বিদ্যুৎ-বেগে ধায়। কুসুম-বরষা করে অমর পুলক-কায়॥ ৩
পরম সুখদ বহে তিনবিধ সমীরণ। নির্ম্মল নীরে ভরে পারাবার নদীগণ॥
হ'তে থাকে লক্ষণ সুন্দর চারিধার। নির্ম্মল নভঃ দিক্ প্রীত মত সবাকার॥ ৪
এই দেখ রণস্থল সীতারে শ্রীরাম ক'ন। এখানে করিলা বধ মেঘনাদে লক্ষ্মণ॥
অঙ্গদ ও হনুর দারুণ আঘাত-ফলে। বড় বড় রাক্ষস ঐ প'ড়ে ভূমিতলে॥ ৫
অমর মুনিরে দুঃখ-দাতা ভাই দুই জন। এইখানে হত হ'ল কুম্ভকর্ণ ও রাবণ॥ ৬

দো—হেথা সেতু হ'ল প্রতিষ্ঠিত আর মহেশ্বর সুখ-ধাম।
জানকী সহিত করেন শ্রীরাম মহেশ-প্রতি প্রণাম॥ ১১৯(ক)
যেখানে যেখানে করিলেন প্রভু বনে বাস বিশ্রাম।
সে সব দেখা'য়ে দেবী জানকীরে বলেন সবারি নাম॥ ১১৯(খ)

চৌ—অনতি কালেতে রথ চ'লে এল স্থানে সেই। অতি মহা রমণীয় দণ্ডক বন যেই॥
অগস্ত্য প্রভৃতি তথা যত মহামুনিবর। সবাকার আশ্রমে যা'ন রঘু-কুলেশ্বর॥ ১
সকল ঋষির কাছে লভিয়া শুভ-আশীষ। চিত্রকূটে তা'রপর আসিলেন জগদীশ॥
তথা সন্তোষ করি' যত মহামুনিগণে। চলিল পুষ্পরথ ভীষণ বেগের সনে॥ ২
অবশেষে দেখা'লেন জানকীরে রঘুমণি। যমুনা কলির যত কলুষ মলহারিণী॥
পুণ্যতোয়া গঙ্গা হ'ল পরেতে আঁখি-গোচর। প্রণাম করহ সীতা কহিলেন রঘুবর॥ ৩
এর পরে দেখা পা'বে প্রয়াগ তীরথ-রায়। দেখা মাত্রেতে যা'র কোটি কোটি পাপ যায়॥
দেখিবে তাহার পরে মহা পুত সঙ্গম। শোক-হর পরাধাম দিতে যা' সোপান সম॥ ৪
শেষে অযোধ্যার পুরী পুণিত নিরতিশয়। সববিধ তাপ ভব-রোগ যথা দূর হয়॥ ৫

দো—সীতার সহিত অযোধ্যাপুরীরে নমিলেন কৃপাধার।
নয়নেতে জল শরীরে পুলক শিহরেন বারবার ১২০(ক)
তা'রপর প্রভু ত্রিবেণীতে আসি' হরষে করেন স্নান।
কপিগণ সনে বিপ্রগণেরে দিলেন বিবিধ দান॥ ১২০(খ)

চৌ—বুঝাইয়া প্রভু রাম কহিলেন হনুমানে। ব্রহ্মচারী-রূপ ধরি' যাও অযোধ্যার ধামে॥
আমার কুশল-কথা ভরতেরে শুনাইও। তাহার বারতা ল'য়ে আবার ফিরে' আসিও॥ ১

ত্বরাগতি প্রস্থান করে তবে হনুমান্। ভরদ্বাজ মুনি-পাশে তখন শ্রীরাম যা'ন ॥
বিবিধ বিধানে পূজা করিলেন মুনিবর। আশীষ দিলেন তাঁ'রে স্তুতি করিবার পর ॥ ২
মুনির চরণ পূজি' যুক্ত করিয়া কর। বিমান আরোহি' পুনঃ আগে যা'ন রঘুবর ॥
প্রভু আসিলেন ইহা নিষাদ শুনিল যবে। তরী কোথা তরী কোথা বলি' ডাকাইল সবে ॥৩
সেই অবসরে রথ সুরধুনী উত্তরি'। করিল অবতরণ প্রভুর আদেশ ধরি' ॥
তখন জনক-সুতা পূজি' মাতা গঙ্গায়। অনেক বিধানে পুনঃ পড়েন তাঁহার পায় ॥ ৪
হরষে আশীষ দেন হর-শির বিহারিণী। সোহাগ অচল তব রহিবে বর-বদনি ॥
উত্তরণ-কথা শুনি' প্রেমাকুল গুহ ধায়। পুলক-বিভোর প্রাণে প্রভুর নিকটে যায় ॥ ৫
করিয়া তাঁহার সনে জানকীরে দরশন। পড়িল ধরণী 'পরে দেহ-বোধ বিসরণ ॥
তাহার পরম প্রেম নিরখিয়া রঘুনাথ। পুলকে ধরেন চাপি' আপন বুকের সাথ ॥ ৬

ছং—জ্ঞানী-শির-ধন শ্রীরমা-রমণ আলিঙ্গনে ল'ন বুকেতে করি'।
পার্শ্বে বসা'য়ে শুধা'ন কুশল কহে গুহ ভাষে মিনতি ভরি' ॥
হেরিয়া চরণ কুশল এখন যে পদ সেবেন বিধাতা হর।
সুখ ধাম রাম পরিপূর্ণ কাম নমি নমি তব চরণ 'পর ॥ ১
নিষাদ যে জন চরম অধম হৃদে ল'ন হরি ভরত-প্রায়।
হীন-অভিলাষ রে তুলসীদাস মোহে সে প্রভুরে ভুলিলি হায় ॥
রাবণ-দলন- চরিত পাবন রাম-পদে রতি করয়ে দান।
কামনাদি-হর শুদ্ধ জ্ঞান কর সুর সিদ্ধ মুনি করেন গান। ২

শ্রীরাম-লীলা মাহাত্ম্য

দো—সমর-বিজয়ী রঘুপতি-লীলা শুনে যেই জ্ঞানবান্।
বিজয় বিবেক বিভূতি সতত দেন তা'রে ভগবান্ ॥ ১২১(ক)
এই কলিকাল মলাগার মন দেখহ করি' বিচার।
ত্যজি' প্রভু রাম চির পূত নাম নাহিক কোন আধার ॥ ১২১(খ)

কলিযুগের সমস্ত পাপধ্বংসকারী শ্রীরামচরিত-মানসের
এই ষষ্ঠ সোপান সমাপ্ত হইল ॥

(লঙ্কাকাণ্ড সমাপ্ত)

শ্রীগণেশায় নমঃ

শ্রীজানকীবল্লভের জয়

শ্রীরামচরিত মানস

সপ্তম সোপান

উত্তরকাণ্ড

শ্লোক—ময়ূরকণ্ঠ-আভা দেবতার অগ্রগণ্য ভূষিত ভৃগু-পদচিহ্ন
শোভাগার-পীতবাস নলিন যুগল আঁখি মূরতি সদা সুপ্রসন্ন।
চাপ নারাচপাণি কপিদল-বেষ্টিত সেব্যমান অম্বুজ চরণ
নমি হে পরম বিভু জানকীর পতি রাম পুষ্পক-আরূঢ় ভগবন্ ॥ ১
কোশলেশ ও চরণ মঞ্জু কঞ্জ* যেন সুকোমল অজ শিব-বন্দিত।
চিন্তকের মন-ভৃঙ্গ- সঙ্গী দিবানিশি মরি জানকী-সরোজ-কর-সেবিত ॥ ২
শঙ্খ কুন্দ বিধু- গৌর সুন্দর কায় অম্বিকার পতি সিদ্ধিদাতা।
করুণার আয়তন কমল-লোচনে নমি শঙ্কর মকরকেতু-ত্রাতা ॥ ৩

ভরত-বিরহ ও হনুমান-ভরত মিলন

দো—শুধু এক দিন রহে বাকী আর ব্যাকুলিত পুরজন।
এ কথাই শুধু নরনারী-মুখে বিরহে কাতর মন ॥
শুভ-লক্ষণ হেরি' চারিদিকে পুলকিত নরনারী।
প্রভু-আগমন যেন বা জানায় রমণীয় লাগে পুরী ॥
হরষ অপার বহি'ছে এমন রাম-মাতাদের প্রাণে।
যেন কাণে পশে আসিলেন প্রভু বধূ ও অনুজ সনে ॥
ভরত-নয়ন দক্ষিণ ভুজ স্পন্দিত বারেবার।
শুভ-লক্ষণ জানি' প্রীত মন করেন তবে বিচার ॥

চৌ—প্রাণাধার গণাদিনে† একদিন বাকী আর। এ কথা পড়িয়া মনে বিষাদ জাগে অপার ॥
কি কারণে প্রভু ফিরে' না আসিলা এতদিন। কপট কুটিল বলি' ত্যক্ত কি দীনহীন ॥ ১

---

* পদ্ম। † রামের ফিরিবার অবধারিত দিনের।

অনুজগণের মাঝে লক্ষ্মণ বড় ভাগী। এ হেতু সে রাম-পদ-সরসিজে অনুরাগী ॥
কপট কুটিল বলি' আমারে বুঝেন নাথ। করিলেন অস্বীকার তাইতে লইতে সাথ ॥ ২
মোর আচরণ যদি হৃদি মাঝে ভাবা যায়। শতকোটি কল্পেও নিস্তার নাহি হায় ॥
শুধু আশা ভকতের দোষ না দেখেন কভু। দীননাথ কৃপানিধি কোমল-পরাণ প্রভু ॥ ৩
সেই হেতু প্রাণে মম দৃঢ় আশা অতিশয়। ফিরে' পা'ব তাঁরে যেন লক্ষণ কাণে কয় ॥
কিন্তু যদি গণাদিন-পরে মোর রহে প্রাণ। তবে এ জগত মাঝে নীচ কে মম সমান ॥ ৪

দো—শ্রীরাম-বিরহ সাগর মাঝারে মগ্ন ভরত-প্রাণ।
দ্বিজ-বেশ ধরি' তরণী সমান উত্তরিলা হনুমান্ ॥ ১ (ক)
কুশাসনাসীন কৃশ কলেবর জটার মুকুট মাথে।
রঘুপতি রাম জপেন নিয়ত প্রেম-বারি নয়নেতে ॥ ১ (খ)

চৌ—হরষিত হনুমান করি' ছবি দরশন। রোমাঞ্চিত কলেবর সজল হ'ল লোচন ॥
অপার পুলক-সরে মজ্জিত মন তাঁ'র। বলেন স-প্রেম বাণী শ্রবণ-সুখ আধার ॥ ১
যাঁহার বিরহে প্রাণ জ্বলি'ছে রজনী দিন। অবিরল যাঁ'র নাম রটনায় লৌলীন ॥
সেই রঘুকুলমণি সজ্জন-সুখদাতা। কুশলে আসেন ফিরি' দেব মুনিজন-ত্রাতা ॥ ২
সমরে জিনিয়া অরি সহ সীতা লক্ষ্মণ। আসি'ছেন ওই শুন জয় গা'ন দেবগণ ॥
ভরত ভুলেন খেদ বারতা করি' শ্রবণ। অমিয় লভিল যেন ব্যাকুল তৃষিত জন ॥ ৩
হে তাত কে তুমি কহ আগমন কোথা হ'তে। শ্রবণের সুধাসম প্রিয় কথা শুনাইতে ॥
হে কৃপানিধান শুন পবন-তনয় আমি। হনুমান্ নাম মম কপি-জাতি রঘুমণি ॥ ৪
দীনের সহায় রাম রঘুপতি-কিঙ্কর। শুনিয়া ত্বরিত উঠি' ভরত মিলে সাদর ॥
মিলন-পুলক প্রেম হৃদয়েতে নাহি ধরে। শিহরিত কলেবর প্রেম-নীর চ'খে ঝরে ॥ ৫
তোমার দরশে দুখ-নিশি আজ হ'ল ভোর। তব দরশনে যেন পাইলাম রামে মোর ॥
কুশল শুধা'ন তা'রে কতই বিবিধ মতে। ক'ন কহ কিবা দিব এ বারতা সম্মানিতে ॥ ৬
এ শ্রবণ-সুধাকর সম কথা মোর কাছে। ধরণী মাঝারে বল সুমধুর কিবা আছে ॥
তোমার এ-ঋণ কভু পরিশোধ নাহি হয়। এখন প্রভুর কথা কহ মোরে সমুদয় ॥ ৭
তখন পবন-সুত চরণে নমিয়া মাথা। বিস্তার করি' বলে শ্রীরামের গুণ-গাথা ॥
কহ কপি রঘুমণি মহাকৃপা পরায়ণ। কখনো কি দাস-ভাবে করিলা মোরে স্মরণ ॥ ৮

ছ—নিজ দাস বলি' কখনো কি প্রভু রঘুকুলপতি স্মরিলা মোরে।
ভরতের শুনি' বিনীত বচন পুলকিত কপি চরণে পড়ে ॥
ভাবে রঘুবীর শ্রীমুখে আপন যাঁ'র গুণ-গাথা সতত গা'ন।
সে যদি না হ'বে সব-গুণাধার কে হ'বে বিনীত সু-গুণবান্ ॥

দো—তুমি নাথ রাম- প্রাণের সমান সত্য এ কথা মোর।
শুনি' বারবার আদরে ভরত নয়নে প্রেমের লোর ॥ ২ (ক)

সো—ভরত-চরণে করি' নতি ফিরে হনুমান্ রাম-পায়।
কুশল-শ্রবণে প্রীত মতি বিমানে উঠেন রঘুরায় ॥ ২ (খ)

চৌ—আসিলা কোশলপুরী ভরত মোদিত মন। সব কথা গুরু-পদে করিলেন নিবেদন ॥
রাণী-বাস মাঝে এই বারতা প্রকাশ পায়। কুশলে আসেন ফিরি' কোশলেতে রঘুরায় ॥ ১
এ কথা পশিতে কাণে ছুটেন জননী যত। ভরত কুশল তাঁ'র নিবেদিলা কতমত ॥
পুরবাসী সমাচার করিয়া সবে শ্রবণ। নরনারীগণ-প্রাণ পুলকেতে নিমগন ॥ ২
দুর্ব্বা দধি গোরোচন নানাবিধ ফুল ফল। সকল শুভের মূল নবীন তুলসী-দল ॥
কনক থালায় ভরি' যত সব সোহাগিনী। মঙ্গল-গান গাহি' চলিল গজ-গামিনী ॥ ৩
যে যেমন ছিল উঠি' সেই ভাবে দৌড়ায়। ছেলে বুড়ো ফেলে আসে পাছে দেরী হ'য়ে যায় ॥
যে'তে যে'তে এ উহারে করে এই সম্ভাষণ। দেখে'ছ কি তুমি ভাই রঘুকুল-বিভূষণ ॥ ৪
অযোধ্যাপুরীতে ফিরে' আসি'ছেন প্রভু জানি'। ধরে বিমোহন রূপ পূর্ণ শোভার খনি ॥
বহিতে লাগিল মৃদুমন্দ সুরভি বায়। সরযূ বিমল পূত সলিলে ভরিল কায় ॥ ৫

দো—হরষিত গুরু পরিজন যত অনুজ ভূ-সুরবৃন্দ।
ভরতের সনে প্রেম-ভরে যা'ন ভেটিতে করুণাকন্দ ॥ ৩ (ক)
গৃহ-চূড়ে চড়ি' কত শত জন গগনে বিমান হেরে ॥
এদিকে বিমানে দেব কলতানে মঙ্গল-গান করে ॥ ৩ (খ)
রাকা শশী রাম করি' দরশন পুরী-সিন্ধু হরষিত।
কোলাহল করি' উদ্বেল যেন রমণী লহরী-মত* ॥ ৩ (গ)

চৌ—এদিকে তপনকুল-তপনের দিবাকর। কপিরে দেখা'ন তাঁ'র নিজ পুরী মনোহর ॥
অঙ্গদ সুগ্রীব শুন লঙ্কার পতি। পুণিত নগরী এই এদেশ পাবন অতি ॥ ১
যদিও বৈকুণ্ঠধাম-মহিমার বিবরণ। পুরাণ বেদেতে গীত জানে তা' জগত জন ॥
সেও নহে প্রিয় এই কোশলপুরীর প্রায়। অতীব বিরল জন এর গূঢ় ভেদ পায় ॥ ২
আমার জনমভূমি এই পুরী চারু কায়া। উত্তরদিকে বহে সরযূ পাবন-তোয়া ॥
যা'র জলে অবগাহি' নিমেষে বিনা আয়াস। আমার সমীপে জীব লাভ করে চিরবাস ॥ ৩
অতিশয় মোর প্রিয় হেথাকার অধিবাসী। মমধাম-প্রদায়িনী এ নগরী সুখরাশি ॥
বচন শুনিয়া কপি হরষিত অতি সুখে। ধন্য নগরী প্রভু বাখানেন নিজমুখে ॥ ৪

---

* রাম যেন রাকাশশী (পূর্ণচন্দ্র); আর অযোধ্যাপুরী যেন সমুদ্র; পূর্ণচন্দ্র দর্শন করিয়া সমুদ্র যেন আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। নারীরা সেই সাগরের তরঙ্গের মত।

শ্রীরাম-ভরতাদি মিলন

দো—অযোধ্যাবাসীরে আসিতে হেরিলা কৃপানিধি ভগবান্।
নগর-নিকটে প্রভু প্রেরণাতে নামিল ক্ষিতি বিমান ॥ ৪(ক)
উতরি' ধরণী পুষ্পকে ক'ন যাও কুবেরের পুরী।
পুষ্পক ফিরে মিলিত হরষ- বিরহের তাপ ধরি' ॥ ৪ (খ)

চৌ—ভরতের সনে আসে পুরবাসী যত লোকে। কৃশ-তনু শ্রীরামের বিরহ-জনিত শোকে ॥
বামদেব মুনিপতি বশিষ্ঠে আসিতে দেখি'। অনুজ-সহিত শর শরাসন ভূমে রাখি' ॥ ১
ধাইয়া পড়েন মুনি-চরণ কমল 'পরে। পুলকে অবশ প্রাণ শিহর শ্রীকলেবরে ॥
কুশল শুধা'ন মুনি তুলি' করি' আলিঙ্গন। কুশল করুণা তব হে প্রভু শ্রীরাম ক'ন ॥ ২
সমাগত দ্বিজ-পদে অবনত করি' শির। নমেন ধরম-রত রাম রঘুকুল-বীর ॥
ধরেন ভরত আসি' সেই পদ-পঙ্কজে। যে পদে নমিত হর সুর মুনি আর অজে ॥ ৩
তুলিলে না যায় তোলা পতিত ধরণী 'পরে। কৃপার নিধান বলে ধরেন হৃদয়ে তাঁ'রে ॥
কম শ্যাম-কলেবরে রোমাঞ্চ দণ্ডায়মান। নবীন নলিন-চ'খে প্রেম-জলে বহে বাণ ॥ ৪

ছ—রাজীব-নয়নে জল-ধারা মরি পুলকিত দেহে লাবণী কিবা।
আলিঙ্গন-পাশে অনুজের সনে বাঁধা প্রভু ক'ব কিবা সে বিভা ॥
সে সুখ-মিলন শোভার সদন বরণিতে কা'র শকতি রয়।
শৃঙ্গার-সনে তনু ধরি' যেন প্রণয় মিলিয়া সুষমা লয় ॥ ১
কুশল শুধা'ন বিপুল পুলকে ভরতের মুখে কথা না আসে।
যে পায় সে জানে ভাষা মনাতীত যে সুখ-সাগরে ভরত ভাসে ॥
এখন কুশল ব্যাকুল নিরখি' দিলে যবে প্রভু দরশ দান।
বিরহ-অতলে ছিলাম ডুবিয়া হাত ধরি' তুলি' বাঁচা'লে প্রাণ ॥ ২

দো—অনন্তর প্রভু শত্রুঘ্নের সনে করিলেন আলিঙ্গন।
লক্ষ্মণ মিলেন ভরতের সনে ফুল্ল মন দুইজন ॥ ৫

চৌ—লক্ষ্মণ মিলিলেন ভরত-অনুজে পরে। দু-সহ বিরহ-জাত দুঃখ তখন হরে ॥
জানকী-চরণতলে ভরত অনুজ সনে। শির অবনত করি' বড় সুখ পা'ন মনে ॥ ১ ॥
প্রভু-পানে নিরখিয়া প্রমোদিত পুরবাসী। বিরহ-জনিত খেদ ঘুচি' মুখে ফুটে হাসি ॥
প্রণয়ে বিকল সবে করি' প্রভু দরশন। দিব্য কৌতুক এক করা'লেন দরশন ॥ ২
গণনা-অতীত রূপ তখন করি' ধারণ। যে যেমন তথা তা'রে দেন রাম দরশন ॥
কৃপাময় কৃপা-আঁখি বরষণ সবে করি'। সবার বিপুল খেদ নিমেষে হরিলা হরি ॥ ৩

এ ভাবে নিমেষ-মাঝে সব-সনে ভগবান্। মিলনের ভেদ উমা কেহ নাহি টের পা'ন ॥
এরূপে সবারে সুখ বিতরণ করি' রাম। আগুসার পুরী-পানে হ'ন তবে গুণধাম ॥ ৪
কৌশল্যা-আদি মাতা ছুটেন ব্যাকুল চিত। বৎস তরে বৎস-হারা গাভী ধায় যেইমত ॥ ৫

ছ—পর-বশে যথা চরিতে কাননে ধেনু যায় ফেলি' বৎসে ঘরে।
হুঙ্কার করি' দিবা-অবসানে গৃহে ফিরে দুধ স্তনেতে ঝরে ॥
অতি প্রেম-ভরে মাতাগণ-সনে মিলি' বহু মৃদু বচন ক'ন।
বিয়োগ-ব্যসন সব অবসান সুখ-সরে এবে মগন মন ॥

দো—রামের চরণে মতি জানি' সুতে সুমিত্রা মিলেন সুখে।
রামেরে মিলিতে সঙ্কোচে ভাঙ্গে কেকয়ীর হৃদি দুখে ॥ ৬ (ক)
মিলেন লক্ষ্মণ সব জননীর আশীস ধরি' মাথায়।
কৈকেয়ী-পদে নমি' বারবার হৃদি-জ্বালা নাহি যায় ॥ ৬ (খ)

চৌ—জানকী মিলেন যত শ্বশ্রূগণের সনে। তাঁ'দের চরণে নমি' অতি সুখ পা'ন মনে ॥
কুশল শুধা'য়ে সবে ক'ন শুভাশিস্-বাণী। চির সৌভাগ্যবতী হও স্বামি-সোহাগিনী ॥ ১
রঘুপতি-মুখশশী সবে করে দরশন। শুভ-অবসর জানি' করে আঁখি সম্বরণ ॥
লইয়া কনক থাল আরতি করেন তাঁ'র। প্রভুর শ্রীঅঙ্গ পানে নিরখে'ন বারবার ॥ ২ ॥
রত্ন ধন নানাবিধ বিলা'ন কত প্রচুর। পরম বিলাস-রস হৃদয়েতে ভরপুর ॥
কৌশল্যার দু' নয়ন তৃপ্তি নাহিক মানে। হেরেন তৃষিত চ'খে বারবার রাম-পানে ॥ ৩ ॥
চাহিয়া শ্রীমুখ-পানে অবিরত মনে হয়। কেমনে দু'জনে করে রাবণেরে পরাজয় ॥
আমার এ দুইজন অতি বড় সুকুমার। সে রাক্ষস দুর্জ্জয় অতি বলশালী আর ॥ ৪

দো—লক্ষ্মণ আর সীতার সহিত প্রভু-পানে মাতা চা'ন।
পুলকে শরীর বারবার তাঁ'র সুখ-সরে ডুবে প্রাণ ॥ ৭

চৌ—লঙ্কার অধিপতি কপিপতি নল নীল। জাম্ববান্ বালি-সুত অঙ্গদ শুভশীল ॥
হনুমান্ আদি করি' কপি-বীর সব যত। ধারণ করিলা সবে আকার নরের মত ॥ ১
তা'রা সবে ভরতের ত্যাগ শীল প্রণয়েরে। বর্ণন করে অতি প্রণয়ে আদর ভরে ॥
মোহিত নিরখি' যত নগরবাসীর রীতি। প্রভুর চরণে কত বাখানে তা'দের প্রীতি ॥ ২
তখন সবারে সব ডাকিয়া কাছে শ্রীরাম। শিখা'ন মুনির পদে করিতে সবে প্রণাম ॥
ইনি পূজ্য কুলগুরু বশিষ্ঠ মহর্ষিবর। ইঁহারি কৃপার বলে রণে হত নিশাচর ॥ ৩
প্রধান মুনিরাজ এঁরা সব সখা মোর। হ'লেন তরণী-সম সমর-সাগরে ঘোর ॥
জীবন আহুতি দিলা আমার হিতের তরে। ভরত হ'তেও সবে প্রিয়তর লাগে মোরে ॥ ৪
প্রভুর বচন শুনি' সকলে মোদিত মন। এইবিধি পলে পলে নব সুখে নিমগন ॥ ৫

দো—কৌশল্যা মাতার চরণে তখন করেন সবে প্রণাম।
হরষি' আশীষ দেন রাম-সম হও মম অভিরাম ॥ ৮ (ক)
কুসুম-বৃষ্টি- সঙ্কুল নভঃ গৃহে যা'ন সুখ-কন্দ।
গৃহ-চূড়া হ'তে করে দরশন পুর-নরনারীবৃন্দ ॥ ৮ (খ)

চৌ—বিচিত্র মণির সাজে সাজা'য়ে সোণার ঘট। যতনে রাখেন সবে নিজনিজ দ্বার-তট ॥
সহিত তোরণ-মালা রুচির পতাকা কেতু। সাজায় ভবন নিজ মঙ্গলাচার-হেতু ॥ ১
সুরভি সেচন করে নগরের পথে পথে। দেয় বহু আলিপন গজ-মোতি দিয়া তা'তে ॥
সজ্জিত চারুপুরী নানা মঙ্গল-সাজে। বিপুল হরষ ভরে বিবিধ বাজন বাজে ॥ ২
যথা তথা নারী করে মণি ধন বিতরণ। শুভাশিস্ দান করে হরষে হ'য়ে মগন ॥
সাজা'য়ে আরতি হেম-থালে সুলোচনাগণ। মঙ্গল-গান গায় পরম পুলক-মন ॥ ৩
আর্ত্তি-হরণ যিনি তাঁহার আরতি করে। রঘুকুল-শতদল-বিপিনের দিনকরে ॥
নগরীর শোভা যত বিভব কি কল্যাণ। আগম কি শেষ বাণী করিতে নারে বাখান ॥ ৪
এঁরাও অ-বাক্ যবে কহিতে গুণ অগাধ। তখন নরের উমা কহ কিবা অপরাধ ॥ ৫

দো—অযোধ্যা সরসী নারী কুমুদিনী রামের বিরহ সূর্য্য।
অস্ত গতে পুনঃ ফুটিতেছে হেরি' রাকেশ রাম-মাধুর্য্য* ॥ ৯ (ক)
শুভ-লক্ষণ হয় অগণন নাগারা বাজে আকাশে।
নরনারীগণে সনাথ করিয়া ভগবান্ যা'ন বাসে ॥ ৯ (খ)

চৌ—হে ভবানি প্রভু জানি' কৈকেয়ী লজ্জিতা। সবাকার আগে তাই গমন করেন তথা ॥
করিয়া প্রবোধ দান মহা সুখী করি' তাঁয়। আপন মহলে তবে যা'ন রাম রঘুরায় ॥ ১
কৃপাধাম আসিলেন নিজ মন্দিরে যবে। পুর-নরনারী মনে অতি সুখ পায় তবে ॥

রামের রাজ্যাভিষেক

দ্বিজ সকলেরে ডাকি' তখন বশিষ্ঠ ক'ন। সব(ই) আজ অতি শুভ কিবা দিন কিবা ক্ষণ ॥২
দেহ ব্রাহ্মণগণ হরষে অনুশাসন। আজই করুন রাম রাজাসন আরোহণ ॥
বশিষ্ঠ মুনির কথা অতি শ্রুতি-সুখকর। শ্রবণে মোদিত অতি যত সব দ্বিজবর ॥ ৩
তখন বচন মৃদু কহেন দ্বিজ অনেক। জগ-আনন্দ দাতা শ্রীরামের অভিষেক ॥
কাল ক্ষয় নাহি কর এ পরম শুভকাজে। এখনি তিলক-ক্রিয়া কর শেষ মহারাজে ॥ ৪

দো—রাজ-গুরু তবে সচিবে কহেন শুনি' যা'ন প্রীত মন।
বহু রথ বহু বাজি গজ-আদি ত্বরায় সাজা'য়ে ল'ন ॥ ১০(ক)

---

* অযোধ্যা যেন সরোবর, নারীগণ কুমুদিনী, আর রামচন্দ্রের বিরহই যেন সূর্য্য; সেই রাম-বিরহসূর্য্য অস্তমিত হইয়া, রামচন্দ্ররূপী পূর্ণচন্দ্রের মাধুর্য্য দেখিয়া তাহারা যেন আবার বিকশিত হইতেছে।

চারিদিকে দূত পাঠা'য়ে আনা'য়ে মাঙ্গলিক সমুদয়।
পুলকের ভরে ফিরি' পরশে'ন মুনির চরণদ্বয় ॥ ১০(খ)

চৌ—মনোহর সাজে সবে সাজায় কোশলপুরী। জলের প্রপাত-ধারে ঢালে ফুল অম্বুরাশি ॥
কহেন শ্রীরাম তবে ডাকিয়া সেবকগণ। করাও সখার সব আগে স্নান সমাপন ॥ ১
এদিকে-ওদিকে ধায় বাণী শুনি দাসগণ। সুগ্রীবাদিরে ত্বরা করায় অবগাহন ॥
তা'র পর ভরতেরে আবাহন করি' হরি। নিজ করে তাঁ'র জটা দিলেন মোচন করি' ॥ ২
ভকত-বৎসল রাম কৃপাময় তা'র পরে। ভ্রাতা তিনজনে স্নান করা'ন যতন ভরে ॥
ভরতের ভাগ্য আর তাঁ'র হৃদি-কোমলতা। শত কোটি শেষ নারে কহিবারে সেই কথা ॥ ৩
শেষেতে আপন জটা খুলিলেন গুণধাম। গুরুর আদেশ যাচি' স্নান সমাপেন রাম ॥
স্নান-শেষে সুশোভিত হ'লেন ভূষণে সাজে। তনু-শোভা হেরি' শত অতনু মূরছে লাজে ॥ ৪

দো—শ্বশ্রূরা আদরে ল'য়ে জানকীরে স্নান করাইয়া ত্বরা।
সাজা'ন দিব্য বসন ভূষণে প্রতি অঙ্গে মনোহরা ॥ ১১(ক)
শ্রীরামের বামে শোভেন অপার রমা রূপ-গুণখনি।
হেরি' মাতাগণ হরষে মগন জনম সফল জানি' ॥ ১১(খ)
শুন খগরাজ এই অবসরে শিব বিধি মুনিবৃন্দ।
আরোহি' বিমান আসে দেবগণ হেরিবারে সুখ-কন্দ ॥ ১১(গ)

চৌ—প্রভুরে নিরখি' ভরে অনুরাগে মুনি-মন। করা'ন ত্বরিত দিব্য রাজাসন আনয়ন ॥
রবি-সম তেজ তা'র বর্ণিতে ভাষা হারে। শ্রীরাম বসেন তাহে দ্বিজেরে প্রণতি ক'রে ॥ ১
জনক-দুহিতা সনে রামে করি' দরশন। অতীব মগন-মন যত সব মুনিগণ ॥
বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে দ্বিজ সমুদায়। জয়তি জয়তি জয় নভেঃ সুর মুনি গা'য় ॥ ২
বশিষ্ঠ দিলেন নিজে প্রথম তিলক-দান। আদেশ লভিয়া পরে বিপ্রগণ আগুয়ান ॥
প্রাণের দুলালে হেরি' অতি সুখী মন মা'র। প্রেম-সুখে বারবার আরতি করেন তাঁ'র ॥ ৩
বিবিধ বিধানে দান দ্বিজগণে প্রদানিলা। যাচকগণেরে চির-অযাচক করাইলা ॥
রাজ-সিংহাসন 'পরে হেরি' ত্রিভুবন-পতি। বাজা'ন নাগারা সবে অমর হরষ-মতি ॥ ৪

ছ—নভেঃ দুন্দুভি বাজি'ছে বিপুল ত্রিদিব-গায়ক গাহি'ছে গান।
অপ্সরা নাচে পরমানন্দে মজ্জিত মুনি দেবতা-প্রাণ ॥
বিভীষণ হনু কপিগণ যত ভরতাদি রাম-অনুজত্রয়।
বিরাজেন ধরি' চামর ছত্র ব্যজনী কৃপাণ আয়ুধচয় ॥ ১
রমা সনে রবি- বংশ-ভূষণ বহু কাম-সম শোভা অনুপ।
নব জলধর- বরণ অঙ্গে পীতবাসে ভব-ভুলান' রূপ ॥

মুকুটাঙ্গদ ভূষণ কতই প্রতি অঙ্গে মরি কি শোভা হায়।
অম্ভোজ-আঁখি* বিশাল বক্ষঃ ভুজ ধন্য যেবা দরশ পায় ॥ ২

দো—সে শোভা সমাজ আর সেই সুখ খগেশ কহা না যায়।
শ্রুতি শেষ বাণী বাখানে সে রস মহেশ জানেন তা'য় ॥ ১২(ক)

চারিবেদের স্তব

পৃথক্ পৃথক্ স্তুতি করি' দেব যান নিজ নিজ ধাম।
চারি বেদ তবে চারণের বেশে আগত যথা শ্রীরাম ॥ ১২(খ)
সর্ব্ব-জ্ঞানী প্রভু করিলেন অতি আদর কৃপানিদান।
কেহ না বুঝিল মরম ইহার আরম্ভিল গুণ-গান ॥ ১২ (গ)

ছ—অনুপম রূপ ভূপ-শিরোমণি স-গুণ অ-গুণ স্বরূপ জয়।
দশ-শির আদি খল নিশাচর ভুজবলে তুমি করিলে জয় ॥
নর-অবতার সংসার-ভার ভঞ্জিয়া দুখ করিলে ভস্ম।
হে প্রণত-পাল জয় হে কৃপাল শক্তির সহ তুমি নমস্য ॥ ১
তোমারি মায়ায় নর সমুদায় সুরাসুর নর অচর চর।
ঘুরে দিনে রাতে ঘোর ভব-পথে ক্রিয়া কাল গুণে করিয়া ভর ॥
কৃপা-আঁখিপাত কর' যা'রে নাথ দুঃখ ত্রিবিধ হ'তে সে তরে।
রক্ষ ভব-পাশ- ছেদন-দক্ষ প্রণতি তোমার চরণ 'পরে ॥ ২
জ্ঞান-মদে যেবা হ'য়ে প্রমত্ত পরা-ভক্তি তব ঠেলে হেলায়।
দেব-দুর্ল্লভ লাভিয়াও পদ দেখা যায় চ্যুত হইতে তা'য় ॥
ত্যজি' সব আশ হ'য়ে তব দাস যেবা রহে আশ তোমায় করি'।
তরে বিনাশ্রম জপি' তব নাম এমন তোমারে প্রণাম করি ॥ ৩
পূজ্য শিব অজ যে চরণ-রজ যা' পরশি' তরে মুনির নারী।
যা'র নখ হ'তে লভিল জনম মুনি-বন্দিতা পাবন বারি ॥
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ- কমল-অঙ্ক যে পদে বিপিনে কীলক ফুটে।
যে চরণযুগে হে রমেশ রাম এ মানস-অলি সতত লুটে ॥ ৪
বাক্যাতীত†-মূল অনাদি পাদপ ত্বক্ চারি‡ বেদ আগম কয়;
স্কন্ধ ছয়§ শাখা পঞ্চ-বিশ বহু ঘন পল্লব কুসুমময় ॥
তিক্ত মধুর দুই ফল‖ তা'হে বল্লরী এক জড়া'য়ে রহে।
পল্লবিত নব পুষ্পিত নিত সংসার-ক্রম ¶ প্রণমামহে ॥ ৫

---

* পদ্মচক্ষু। † অব্যক্ত; প্রকৃতি। ‡ চারিবেদ। § ষড়্‌দর্শন। ‖ পাপ ও পুণ্য। ¶ সংসার-বৃক্ষরূপী বিশ্বরূপ।

দ্বৈতহীন মন- অতীত ব্রহ্ম অনুভব-জ্ঞেয় অজে যে বশ।
যেমন সে জানে বলুক তেমনি অমিত' হে গা'ব সগুণ-যশ॥
করুণার খনি প্রভু গুণাকর এই বর দাস চরণে চায়।
কায় বাক মন বিকার ত্যজিয়া অনুরাগ যেন পদেই রয়॥ ৬

দো—সবার সকাশে চারিবেদ এই উদার মিনতি করি'।
অন্তর হ'য়ে করিলা প্রয়াণ ব্রহ্মলোক-সরাসরি॥ ১৩(ক)
শুন বিহগেশ মহেশ তখন আসি' শ্রীরামের পাশ।
করিলেন স্তব পুলক-শরীর প্রেম-গদগদ ভাষ॥ ১৩(খ)

মহাদেবের রাম-স্তব

ছ—জয় রাম রমা-রমণং শমনং। ভব-তাপ-ভয়াকুল ত্রাহি জনং।
অবধেশ সুরেশ রমেশ বিভু। শরণাগত প্রার্থিত ত্রাহি প্রভু॥ ১
দশশীষ-বিনাশন বিংশবাহু। অপসারক মহা মহী-দুঃখ-রাহু॥
রজনীচর-নিকর-পতঙ্গ জারি'। শর দীপ্ত হুতাশনে দগ্ধকারী॥ ২
মহীমণ্ডল-বিভূষণ চারুতর। ধৃত শায়ক চাপ নিষঙ্গবর॥
মদ মোহ-মহা-মমতা-রজনী। তম পুঞ্জে দিবাকর-তেজ-অনী॥ ৩
মন-জাত কিরাত কুভোগ-শরে। মৃগ-লোক-হৃদয়ে হানি' নিপাত করে॥
বধি' নাথ রাখহ দেব অনাথগণে। যত পামর বিষয়-বন-ভ্রান্ত জনে॥ ৪
বহু রোগ বিয়োগ-দুখগ্রস্ত রহে। তব চরণ-নিরাদর-শাস্তি সহে॥
ভব-সিন্ধু অতল মাঝে মনুজ পড়ে পদ পঙ্কজে প্রেম না যে আচারে॥ ৫
অতি দীন মলিন নিত দুঃখে মরে। নাহি প্রীতি যাহার পদ-সরোজ 'পরে॥
অবলম্ব তোমার কথা যা'র জীবনে। প্রিয় সাধু পরম-ঈশ তা'র সদনে॥ ৬
মদ রাগ লোভ কি মান থাকে না কদা। সম বিপদ বিভব-সুখ তাহার সদা॥
যোগ-ভরসা ত্যজিয়া তাই মন-হরষে। মুনি ভুবেন সেবার নিত সুখ-সরসে॥ ৭
ধরি' প্রেম নিরন্তর নিয়ম ক'রে। পদ-পদ্ম সেবেন সদা শুদ্ধিভরে॥
গণি' আদর নিরাদর সমান মনে। সব সন্ত ভ্রমেন মহী ফুল্ল প্রাণে॥ ৮
মুনি-মানস-কমল-অলি তোমারে ভজি। রঘু নায়ক সমর-ধীর অজেরে পুজি॥
জপি ও নাম তোমার নমি তোমারে হরি। মহা জন্ম-মরণ-রোগ মান-অরি॥ ৯
তুমি সু-গুণ বিনয় কৃপা পরম নিধান। আমি প্রণমি তোমারে নিত শ্রী-অভিরাম॥
রঘু-নন্দ নি-মূল কর দ্বন্দ্ব ঘনে। আঁখি-কোণায় ভূপতি হের এ দীনজনে॥ ১০

দো—বারবার বর যাচি হে চরণে স-প্রীতি দেহ শ্রীরঙ্গ।
অচলা ভকতি ও পদ-সরোজে সদা সাধুজন-সঙ্গ॥ ১৪ (ক)

বাখানি' মহেশ রাম-গুণাবলী সুখে কৈলাশ যা'ন।
প্রভু তবে কপি- গণেরে করা'ন সুখ-ভরা বাস দান ॥ ১৪ (খ)

চৌ—হে বিহগরাজ শুন সু-পাবন এই কথা। নাশ করে তিন তাপ জন্ম-মরণ-ব্যথা ॥
শুনি' কল্যাণময় গাথা-রাম-অভিষেক। স্থির লাভ করে নরে বিরাগ তথা বিবেক ॥ ১
কামনার ভাব ল'যে যেবা শুনে যেবা গা'য়। সুখ সমৃদ সেইজন নানা ভাঁতি পায় ॥
দেব-দুর্লভ সুখ হেথা করি' উপভোগ। শেষে গিয়া বাস করে শ্রীরঘুপতির লোক ॥ ২
যেবা শুনে কি বিষয়ী মুক্ত জীব কি উদাসী। মুক্তি ভকতি পায় নবীন বিভব রাশি ॥
কহিলাম রাম-কথা যেইমত নিজ জ্ঞান। জন্ম মরণ ভয় দুখ যাহা করে ত্রাণ ॥ ৩
বিরাগ বিবেক আর ভক্তিরে দৃঢ় করে। এ তরণী যোগে মোহ-নদীতে মানব তরে ॥
কোশলপুরীতে নিত্য নব সমারোহ হয়। জনগণ সব বিধি হরষিত প্রাণে রয় ॥ ৪
নিত্য নব অনুরাগ রাম-পদ-পঙ্কজে। প্রণত যে বাঞ্ছা পায় সদাশিব মুনি অজে ॥
যাচকে লভিল বহু আভরণ ও বসন। বিবিধ প্রকার দান লভেন ভূ-সুরগণ ॥ ৫

বানরগণ ও গুহককে বিদায় দান

দো—ব্রহ্ম-সুখে লীন বানর সকল প্রভুর চরণে মন।
জানে না কেমনে দিন কেটে'যায় বর্ষ-আধ গেল হেন ॥ ১৫

চৌ—বিস্মৃত গৃহ-কথা স্বপনেও নাহি মনে। পর-হানি-কথা যথা নাহি সাধু-মন কোণে ॥
ডাকা'ন শ্রীরঘুনাথ শেষে সখা সকলেরে। আসিয়া আদর ভরে চরণে প্রণাম করে ॥ ১
পরম প্রীতির মনে বসা'ন কাছে আপন। ভকত-সুখদ মৃদুভাষে মধু-কথা ক'ন ॥
তোমরা সকলে যত করিলে সেবা আমার। সমুখে কেমনে করি মহিমা বাখান তা'র ॥ ২
করিলে আমার তরে গৃহ-সুখ বর্জ্জন। তোমা-সবে প্রিয় অতি লাগে মোর সে কারণ ॥
রাজ্য অনুজগণ কি জানকী কি বিভব। আপন শরীর ধাম কুটুম্ব সখা যেসব ॥ ৩
তোমাদের সম প্রিয় কিছুই নাহিক মম। প্রকৃত এ কথা সত্য নাহি করি অতিক্রম ॥
সবারি সেবক প্রিয় এ রীতি জগতময়। মোর ত' দাসের 'পরে প্রীতি নিরতিশয় ॥ ৪

দো—সখাগণ সবে গৃহে ফিরে' যাও দৃঢ়-ব্রতে ভজ' মোরে।
সর্ব্ব-গত সদা সর্ব্ব-হিত জানি' বেঁধ' মহা প্রেম-ডোরে ॥ ১৬

চৌ—শুনিয়া প্রভুর বাণী প্রেমে ভাসে সব জন। কে আমি আছি বা কোথা দেহ-জ্ঞান বিস্মরণ ॥
পলক না পড়ে চ'খে করজোড়ে রহে আগে। কহিতে না আসে বাণী অতি-প্রেম অনুরাগে ॥ ১
তা'দের পরম প্রীতি করি' প্রভু দরশন। করিলেন অনুভব-জ্ঞান বহু বর্ণন ॥
প্রভুর সমুখে কিবা কহিবে নাহিক জানে। বারবার চাহে শুধু কমল-চরণ পানে ॥ ২

তখন আনা'ন প্রভু বেশ ভূষা সুন্দর। নানা রং নানাবিধ অনুপম মনোহর॥
প্রথমেই সুগ্রীবে ভরত আপন করে। বসন ভূষণ যোগে সাজা'ন আদরভরে॥ ৪
প্রভুর প্রেরণাবশে বিভীষণে লক্ষ্মণ। সাজা'ন নিরখি' ফুল্ল হ'ল শ্রীরামের মন॥
অঙ্গদ নিজাসনে বসিয়া অচল-প্রায়। অনুরাগ হেরি' তা'রে না ডাকেন রঘুরায়॥ ৪

দো—নীল জাম্ববান্ আদি সকলেরে সাজা'লেন রঘুবীর।
রাম-রূপ হৃদে রাখিয়া চলিল চরণে নমিয়া শির॥ ১৭ (ক)
অঙ্গদ তবে উঠিয়া প্রণমি' জোড় করি' পাণিদ্বয়।
অতি বিনম্র প্রেম-মাখা বাণী সজল নয়নে কয়॥ ১৭ (খ)

চৌ—শুন হে সর্ব্বজ্ঞ মহা কৃপা-সুখসিন্ধু। দীনজনে দয়াময় আর্ত্তের বন্ধু॥
আমার জনক বালি মোরে পরমাত্মন্। মরণে তোমারি কোলে ক'রেছেন অর্পণ॥ ১
অনাথ শরণ ওহে ভকতের হিতকারি। আমারে ঠেলো'না পায়ে আপনার পণ স্মরি'॥
তুমি গুরু পিতা মাতা তুমিই আমার স্বামী। ও পদ-কমল ছাড়ি কোথা আর যা'ব আমি॥ ২
বল' মহারাজ বল' তুমিই বিচার করি'। গৃহে মোর কিবা কাজ প্রভু তোমা পরিহরি'॥
হে নাথ বালক আমি জ্ঞান মতি বল হীন। রাখ হে শরণে তব তোমার সেবক দীন॥ ৩
নীচ হ'তে নীচ সেবা করিব গৃহের যত। নিরখি' কমল-পদ হ'ব ভব-উত্তরিত॥
হে প্রভু রাখহ মোরে যাইতে ব'লো না ঘরে। এ বলি' পড়িল গিয়া রামের চরণ 'পরে॥ ৪

দো—শুনি' অঙ্গদ- বিনীত বচন কৃপা-সীমা রঘুনাথ।
উঠাইয়া প্রভু ধরেন হৃদয়ে সজল নয়ন-পাত॥ ১৮ (ক)
নিজ গল-হার রতন ভূষণে সাজা'ন বালির সুতে।
দিলেন বিদায় শেষে ভগবান্ বুঝাইয়া নানা মতে॥ ১৮ (খ)

চৌ—ভরত লক্ষ্মণ অরি-সূদনে লইয়া সাথে। ভকতের সেবা স্মরি' চলেন বিদায় দিতে॥
অঙ্গদ-হৃদে ভরা ভকতি সামান্য নয়। ফিরে' ফিরে' বারবার শ্রীরামের পানে চায়॥ ১
বার বার দণ্ড সম লুটা'য়ে প্রণাম করে। মন যেন চায় রাম থাকিতে বলেন তা'রে॥
রামের চাহনি-ভঙ্গি চলন কথা-ভঙ্গিমা। সহাস মিলন-রীতি স্মরি' নাহি সুখ-সীমা॥ ২
চাহিয়া শ্রীরাম-পানে অনেক মিনতি করি'। চলিল হৃদয় মাঝে কমল-চরণ ধরি'॥
অতীব আদরে সব বানরে বিদায় ক'রে। ভরত অনুজ সনে আবার আসেন ফিরে'॥ ৩
তা'র পর হনুমান্ ধরি' সুগ্রীব-পায়। মিনতি অনেক রীতি প্রকাশ করিল তা'য়॥
দেব আরো দিন দশ সেবি' পদ রঘুপতি। তোমার চরণ তলে আবার করিব গতি॥ ৪
পুণ্য-নিলয় হনু পবন-তনয় তুমি। যাও সেবা কর রাম কৃপাধাম গুণমণি॥
এত বলি' চলে সব বানর ত্বরিত গতি। অঙ্গদ তবে এই বলে হনুমান্-প্রতি॥ ৫

দো—শুন হনুমান্ করজোড়ে কই দণ্ডবৎ শ্রীরামেরে।
জানা'য়ো আমার তাঁ'রে বারবার স্মরণ করা'য়ো মোরে ॥ ১৯ (ক)
এত বলি' চলে বালির তনয় আসি' ফিরে' হনুমান্।
প্রভু-পাশে বলে তা'র অনুরাগ প্রেম-মগ্ন ভগবান্ ॥ ১৯ (খ)
কঠোর কুলিশ হ'তে রাম-চিত কোমল কুসুম হ'তে।
বল' খগরাজ কাহার শকতি এ লীলার তল পে'তে ॥ ১৯ (গ)

চৌ—অবশেষে কৃপাময় ডাকিয়া নিষাদরাজ। প্রীতিভরে করিলেন প্রদান বসন সাজ ॥
গৃহে যাও রহ মোর স্মরণেতে নিমগন। কায় বাক্ মন সনে ধর্ম্ম কর আচরণ ॥ ১
ভরত-সমান তুমি ভাই মম তুমি সখা। এ পুরীতে যাতায়াত রাখিয়া করিও দেখা ॥
এ বচন শুনি' প্রাণে উপজিল সুখ ভারি। নয়ন ছাপিয়া পড়ে চরণ-উপরে বারি ॥ ২
নলিন-চরণ হৃদে রাখি' গুহ গৃহে যায়। প্রভুর চরিত-কথা পরিজন-পাশে গায় ॥
প্রভু-আচরণ কথা শুনি' কাণে পুরবাসী। বারবার বলে ধন্য ধন্য রাম সুখরাশি ॥ ৩

রাম-রাজ্য-বর্ণন

রাম রাজ-অভিষেক শেষ হ'লে তিন লোক। বিলাসে পুরিত হ'ল বিদূরিত সব শোক ॥
বিরোধ নাহিক করে কেহ আর কা'রো সনে। ভেদ-ভাব দূরে গেল রামের প্রতাপ-গুণে ॥ ৪

দো—নিজ আশ্রম বরণানুসরি' বেদবিধি-রত লোক।
সদা সুখে রয় অপগত ভয় নাহি রোগ নাহি শোক ॥ ২০

চৌ—দৈহিক* দৈবিক† ভৌতিক‡ তাপ তিন। রাম-রাজ্য-মাঝে কা'রো নাহি লাগে কোনদিন ॥
সকল মানবে করে এ উহার সনে প্রীতি। স্ব-ধরম রত হ'য়ে চলে মানি' বেদ-নীতি ॥ ১
পূর্ণ চারি ধর্ম্ম-পদ সত্য শৌচ দয়া দান। স্বপনেও জগমাঝে নাহিক পাপের নাম ॥
রাম-ভকতিতে রত যত সব নরনারী। সকলেই পরাগতি পাইবার অধিকারী ॥ ২
অকাল-মরণ নাহি নাহিক পীড়ার ভোগ। সবে সুন্দরকায় শরীর বিহীন রোগ ॥
কাঙাল নাহিক কেহ নাহি কেহ দুখী দীন। মূর্খ নাহিক কোনো শুভ-লক্ষণহীন ॥ ৩
দম্ভ রহিত সবে পূত-প্রাণ ধর্ম্মরত। নরনারী সকলেই সুচতুর গুণ-যুত ॥
গুণজ্ঞ পণ্ডিত সবে সবাই তথায় জ্ঞানী। নাহি কৃতঘ্নতা নাহি ধূর্ত্ততা-ভরা প্রাণী ॥ ৪

দো—নভগেশ শুন রাম-রাজ মাঝে চরাচর জগময়।
কর্ম্ম কাল কিবা স্বভাবজ গুণ দুখ কা'রো নাহি রয় ॥ ২১

চৌ—সপ্ত-সাগর যা'র মেখলা এহেন ক্ষিতি। এক-ছত্র রাজা তা'র গুণাগার রঘুপতি ॥
কতই ভুবন যাঁ'র প্রতি লোমকূপে রয়। তাঁ'র এ প্রতাপ কিছু নহেক নিরতিশয় ॥ ১

---

* শারীরিক। † দেবতার কৃত। ‡ প্রাকৃতিক।

অপার মহিমা তাঁ'র যদি হৃদে গাঁথা রয়। হেন বিবরণে তবে হীনতাই করা হয় ॥
তথাপি খগেশ যেবা' জানিল মহিমা তাঁ'র। মহাপ্রেমে প্রাণ তা'র ভিজা থাকে অনিবার ॥ ২
ইন্দ্রিয়-রোধকারী ক'ন মহামুনি সব। মহিমা জানিলে তবে হয় লীলা অনুভব ॥
যে বিভব আর যত সুখ রাম-রাজ্যে রয়। বাসুকি কি বীণাপাণি কহিতে পারগ নয় ॥ ৩
সকলে উদার আর সবে পর-উপকারী। বিপ্র-চরণে মতি যত সব নরনারী ॥
এক জায়ারত নর তেমতি সব বনিতা। কায় বাক্ মনে নিজ পতি-হিত-আচরিতা ॥ ৪

দো—নাহি অরি নাহি অপরাধী তথা অনুকূল সবে রয়।
দণ্ড যতি-করে নট-পাশে ভেদ মনের জয়েতে জয়* ॥ ২২

চৌ—বিটপী কানন ভরা ফলে ফুলে বার' মাস। কেশরীর সনে করী প্রীতিভরে করে বাস ॥
পশু পাখী পাশরিয়া দ্বন্দ্ব প্রকৃতিগত। এ উহার সনে থাকে পরম প্রণয়-যুত ॥ ১
মধুরে কূজনে পাখী পশুগণ নানাজাতি। সকলে বিগত-ভয় বিচরে পুলকে মাতি' ॥
শীতল সুরভি বায়ু বহে সদা মৃদুমন্দ। গুঞ্জরি' চলে অলি আহরিয়া মকরন্দ ॥ ২
বিটপী লতিকা হ'তে চাহিতেই মধু ঝরে। রসনার তৃপ্তিকর পয়ঃ দান ধেনু করে ॥
শস্যে পূরিত ধরা হিত প্রতি নিয়ত। ত্রেতায় হইল যেন সত্য প্রতি-আগত ॥ ৩
জগদাত্মা ভগবান্ জগতের ভূপ জানি'। প্রকাশ করিল গিরি বিবিধ মণির খনি ॥
শীতল সুধার স্বাদ পরাণ শীতলকারী। বহিত সকল নদী সুবিমল বর-বারি ॥ ৪
সাগর রহিত নিত নিজ মর্য্যাদা ভরে। রতন ছড়া'ত তটে নরে আহরণ তরে ॥
কমলে কমলে ভরা যত সব জলাশয়। সকল বিদিক্ দিক্ মোদিত নিরতিশয় ॥ ৫

দো—বিধু ভরে ধরা ময়ূখে তপন প্রয়োজন মত তাপ।
যাচিতে জলদ অমনি বরষে শ্রীরঘুনাথ-প্রতাপ ॥ ২৩

চৌ—কোটি অশ্বমেধ প্রভু করিলেন সমাপন। আশার অতীত ধন লভিলেন দ্বিজগণ ॥
বেদ-পথ রক্ষাকারী ধর্ম্মের ধুরন্ধর। গুণের অতীত আর ভোগে সম পুরন্দর ॥ ১

সীতার রাম-সেবা

পতিপদ-অনুগামী অতি সুকুমারী সীতা। বিমল প্রেমের খনি সুশীলা অতি বিনীতা ॥
বিদিতা করুণানিধি শ্রীরাম-মহিমা যত। সেবেন চরণযুগ প্রাণ মনে অবিরত ॥ ২

---

* রাজ্য পালনে সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই চারি প্রকার নীতি অবলম্বিত হইয়া থাকে। কিন্তু রাম-রাজ্যে আর অপরাধীকে দণ্ড দিতে হয় না, তাহা এখন "দণ্ডী"র (সন্ন্যাসীর) হাতে গিয়া উঠিয়াছে; সকলেই অনুকূল, তাই ভেদ-ভাব উঠিয়া গিয়া এখন তাহা নর্ত্তক-সমাজে (সময়, ভেদ, অর্থাৎ তাল-রাখার) সীমাবদ্ধ হইয়াছে; আর জয় করিবার শত্রু নাই, তাই এখন মনকে জয় করাই একমাত্র কাজ।

যদিও সতত গৃহ সেবক-দাসীতে ভরা। সববিধি সেবা-কাজে সদা সুনিপুণ তা'রা॥
তবু নিজ করে করি' গৃহ-সেবা সমাপন। শ্রীরাম-আদেশ সীতা করেন অনুসরণ॥ ৩
কৃপানিধি-মনোমাঝে যাহাতে হরষ আসে। সেবা-বিচক্ষণা শ্রীর তাহাতেই মন বাসে*॥
কৌশল-দুহিতা-আদি ভবনে শ্বাশুড়ীগণে। সেবেন সবারে কিছু মদ মান নাহি মনে॥ ৪
শিব ক'ন মহাদেবি ধাতাদি পূজিতা রমা। জগত-জননী সদা অনবদ্যা অনুপমা॥ ৫

দো—যাঁ'র কৃপা-আঁখি- লালায়িত দেব নিমেষ-তরে না পা'ন।
সে-স্বভাব ত্যজি' রহেন চাহিয়া রাম-পদে অবিরাম॥ ২৪

চৌ—অনুকূল অনুজাতগণ সেবা-পরায়ণ। শ্রীরাম-চরণযুগে রত সবাকার মন॥
কখন্ কৃপাল কা'রে করেন আদেশ কিবা। এ আশায় মুখ পা'নে চেয়ে র'ন নিশিদিবা॥ ১
রামের হৃদয় মাঝে অনুজ-উপরে প্রীতি। নিয়ত কতই মতে শিখা'ন তাঁ'দের নীতি॥
পুলক-মগন যত রহে সব পুরবাসী। উপভোগ করে সুর-দুর্লভ ভোগরাশি॥ ২
দিবানিশি বিধি-পাশে প্রার্থনা করে বর। থাকে যেন অনুরাগ শ্রীরাম-চরণ 'পর॥

সন্তান-জন্ম; অযোধ্যার রমণীয়তা

লব-কুশ সুকুমার কুমার জানকী পা'ন। যাঁ'দের চরিত করে বেদ পুরাণেতে গান॥ ৩
দু'য়ে অগ্রগণ্য বীর বিনয়ী সু-গুণাকর। যেন শ্রীহরির দুই প্রতিরূপ মনোহর॥
প্রতি ভাই লভিলেন দুইদুই সুকুমার। তাঁ'রাও সকলে শীল গুণ আর রূপাধার॥ ৪

দো—জ্ঞান মতি বাণী ইন্দ্রিয়াতীত অ-জ মন গুণ পা'র।
সৎ চিৎ সুখ- ঘন বিভু তাঁ'র মানব-লীলা অপার॥ ২৫

চৌ—সরযূ-সলিলে করি' প্রভাতে অবগাহন। সভায় বসেন রাম সহ দ্বিজ সাধুজন॥
বেদ পুরাণাদি-কথা ক'ন মুনিপুঙ্গব। শুনেন শ্রীরাম তাহা যদিও জানেন সব॥ ১
ভোজন করেন সব অনুজগণের সনে। নিরখিয়া ভরে সুখ জননীগণের মনে॥
অনুজ ভরত রিপু-সূদন দোঁহে মিলিয়া। সহিত পবন-সুত উপবন মাঝে গিয়া॥ ২
বসিয়া শুধা'ন রাম-গুণ কথা প্রাণারাম। সুমতি-সলিলে ডুব দিয়া কহে হনুমান্॥
শুনিয়া বিমল গুণ অতি সুখে নিমগন। করা'ন মিনতি করি' বারবার কীর্ত্তন॥ ৩
সবারি আলয়ে হয় পুরাণাদি কীর্ত্তিত। অথবা অনেক বিধি শ্রীরাম-কথা পুণিত॥
সকল রমণী নর রাম-গুণই গান করে। নাহি জানে দিন রাত অতীত কেমন ক'রে॥ ৪

দো—শত শেষ হারে কহিতে প্রজার সম্পদ সুখ-গ্রাম।
বিরাজিত যথা নিজে ভগবান্ নৃপতির রূপে রাম॥ ২৬

---

* প্রতিষ্ঠিত হয়।

চৌ—নারদ শনক-আদি মুনি-অধিপতিগণ। কোশল-অধিপ রামে করিবারে দরশন ॥
প্রতিদিন সমাগত সকলে কোশলপুরী। বিরাগ ভুলিয়া যা'ন নিরখিয়া সে নগরী ॥ ১
মণি হেমময় যত প্রাসাদ মানসহরা। কিবা চত্বর ঢালু বিবিধ রঙ্গভরা ॥
পুরী-চৌদিকে বহিঃ গড় অতি মনোহর। তাহাতে রচিত চূড়া রঙ্গ রঙ্গ বর ॥ ২
নয় গ্রহ একযোগে সাজা'য়ে বাহিনীচয়। অমরাবতীরে যেন চারিদিকে ঘিরে' রয় ॥
রতনের বহু চারু চত্বর পথ-মাঝে। নিরখিয়া যা'র শোভা মুনির মানস নাচে ॥ ৩
ধবল প্রাসাদ-চূড়া অম্বরে যায় মিশি'। কলস-আভায় যেন নিন্দি'ছে রবিশশী ॥
মণিতে খচিত বহু বাতায়ন শোভা পায়। ঘরেঘরে মণিময় প্রদীপ শোভা বাড়ায় ॥ ৪

ছ—চিত্রশালা চারু প্রত্যেক গৃহে আঁকা আছে সেসবায়।
শ্রীরাম-চরিত যা' নিরখি' মুনি- মানস(ও) হারা'য়ে যায় ॥ ২৭

চৌ—কুসুম-বাটিকা চারু নিজনিজ ঘরে ঘরে। রচিল কতই বিধ অতীব যতন ভরে ॥
ললিত লতিকা বহু জাতির মানসহর। মধুঋতু-সম শোভা দেয় অতি সুন্দর ॥ ১
মধুকর মনোহর রবে করে আলাপন। শীতল সুরভি মৃদু বহে সদা সমীরণ ॥
বালকেরা পালে কত বিহঙ্গ নানাজাতি। কিবা শোভা করি' উড়ে কূজে সুমধুর অতি ॥২
মরাল সারস শিখী-আদি করি' পারাবত। ভবন-উপরে থাকি' বাড়ায় বা শোভা কত ॥
যথায় তথায় হেরি' প্রতিরূপ আপনার। সুমধুর স্বরে কূজে নাচে তা'রা কত আর ॥ ৩
শুক ও শারিকা দলে শিখায় যত বালক। বল' রাম রঘুপতি সকল জন-পালক ॥
নৃপতি-দুয়ার তথা সববিধি মনোহর। বীথি কি বিপণি চারু চৌমাথা সুন্দর ॥ ৪

ছ—বিপণি রুচির বরণি' না যায় বিনা-মূলে তথা বিকায় পণ্য।
নৃপতি যথায়- শ্রীরমা-নিবাস কে ক'বে বিভব কত যে ধন্য ॥
বসন-অর্থ- বণিক কতই কুবেরের প্রায় বিপুল-বিত্ত।
কিবা নর নারী বৃদ্ধ বালক সুন্দর সুখী সচ্চরিত্র ॥

দো—উত্তর দিকে সরযূ বহিছে বিমল-জল গভীর।
নির্ম্মিত ঘাট তথা মনোহর পঙ্ক-বিহীন তীর ॥ ২৮

চৌ—দূরেতে পৃথক্ এক ঘাট ছিল অধিষ্ঠান। গজ-বাজিদল জল করিত তথায় পান ॥
জল-আহরণে নানা ছিল ঘাট মনোরম। স্নান তথা না করিত পুরীর পুরুষগণ ॥ ১
রাজ-ঘাট সব হ'তে শ্রেষ্ঠ ও মনোহর। ব্যবহার করিত যা' সব-বর্ণের নর ॥
তটিনীর কূলে কূলে মন্দির অগণন। ঘেরি' তা'র চারিদিক সুন্দর উপবন ॥ ২
কোথাও নদীর তীরে জগত গৃহ-উদাস। জ্ঞান-পরায়ণ মুনি উদাসী করেন বাস ॥
তুলসী গণনাহীন সরযূর তীরে তীরে। রোপণ করিলা যাহা কত শত মুনিবরে ॥ ৩

নগরীর শোভা কিছু নাহি আর কহিবার। নগর-উপান্ত-শোভা তাহারো অতি বাহার॥
পুরী-দরশনে হয় অখিল পাপের ক্ষয়। বন উপবন আর বাপীতট জলাশয়॥ ৪

ছ—অনুপম বাপী তড়াগ অনুপ মনোহর কূপ বিশালায়তন।
সোপানের সারি সুবিমল বারি হেরি' সুর মুনি বিমোহে মন॥
বিবিধ বরণ সরসিজগণ মধুপ গুঞ্জে পাখীরা হাঁকে।
চারু উপবনে কোকিল-কূজন পথিকেরে যেন আদরে ডাকে॥

দো—যথা রমাপতি নৃপতি সে পুরী কথন কভু কি যায়।
অণিমাদি সুখ- সম্পদ সদা কোশলেতে রহে ছা'য়॥ ২৯

চৌ—যথায় তথায় নর রঘুপতি-গুণ গায়। ব'সে ব'সে এ উহারে এক শুধু এ শিখায়॥
ভজহ প্রণত-পাল রঘুকুলপতি রাম। সেই এক রূপ শীল শোভাধার গুণধাম॥ ১
সেই সরসিজ-আঁখি শ্যাম কলেবরধারী। পলক-দিঠিতে সেই ভকতের ত্রাণকারী॥
ধৃত শর সুন্দর কার্ম্মুক আর তূণ। সন্ত-কমল-রবি ধীর রণ-সুনিপুণ॥ ২
কাল-করাল ব্যাল-কাল সে খগেশেরে*। অকাম-প্রণামে শুধু মমতা যেজন হরে॥
লোভ মোহ-মৃগদল-কিরাতে কর প্রণাম। মনসিজ-করী হরি ভকতের প্রাণারাম†॥ ৩
সংশয় শোক-রূপ নিবিড় তমের ভানু। দনুজ-গহন ঘন-দহনকারী কৃশানু‡॥
জনক-সুতার সনে ভবভয়-ভঞ্জন। শ্রীরাম-চরণতলে কেন না সঁপহ মন॥ ৪
মনের বাসনা বহু নাশকারী হিমরাশি। সতত যে এক রস অ-জনম অবিনাশী॥
মুনিমন-রঞ্জন গঞ্জন মহীভারে। তুলসী দাসের প্রভু মহান্ অতি উদারে॥ ৫

দো—এইমত যত পুর-নরনারী করে রাম-গুণ গান।
অনুকূল র'ন সবাকার 'পরে শ্রীরাম কৃপানিধান॥ ৩০

চৌ—যখন হইতে রাম-প্রতাপ-বিহগবর। উদিত হইল যথা সুপ্রখর দিনকর॥
তবে হ'তে সে প্রতাপ প্রকাশে ত্রিলোকময়। বহুজন সুখী এতে আর বহু দুখী রয়॥ ১
পে'ল সন্তাপ যা'রা কহি সব পরকাশি'। প্রথমে ত ভোর হ'ল অবিদ্যা-তামসী নিশি॥
লুকাইল যথাতথা কলুষ-পেচক যত। কাম-ক্রোধ-কুমুদ সেরবি-তেজে কুঞ্চিত॥ ২
বাঁধনে জড়ায় যত কর্ম্ম গুণ ও স্বভাব। সে সব চকোর-মনে ঘটিল সুখ-অভাব॥
অহঙ্কার মোহ মান আর মদ-তস্করের। পূর্ণ অচল হ'ল কারিগরী উহাদের॥ ৩
জ্ঞান অনুভব-জ্ঞান ধর্ম্ম-তড়াগ মাঝে। বিকশিত হ'ল নানা শতদল নানা সাজে॥
সন্তোষ সুখ আর বিবেক-আদি বিরাগ। ইহারা বিগত-শোক যেন সুখী চক্রবাক্॥ ৪

---

* কাল-রূপ করাল সর্পের কাল-স্বরূপ গরুড় (যিনি)। † কাম-রূপী হস্তীর যিনি সিংহস্বরূপ। ‡ রাক্ষস-রূপী ঘন বন দহনে যিনি অনল-তুল্য।

দো—এ প্রতাপ রবি যাহার হৃদয়ে যখনি প্রকাশ পায়।
বৃদ্ধি পায় যত শেষেতে উক্ত প্রথমেরা নাশ পায় ॥ ৩১

শনকাদির রাম-সকাশে আগমন

চৌ—অনুজগণের সনে প্রভু রাম একবার। সহিত পরম সখা পবন-প্রিয়কুমার ॥
হেরিবার তরে যা'ন সুন্দর উপবন। নব-পল্লবময় পুষ্পিত তরুগণ ॥ ১
শনকাদি আসিলেন বুঝি' শুভ অবসর। সুশীল সু-গুণ আর তেজোময় কলেবর ॥
আত্মা তাঁহা-সবাকার ব্রহ্মসুখ-সরে লীন। দেখিতে বালক যেন কিন্তু সবে সুপ্রবীণ ॥ ২
যেন বা স্বরূপ ধরি' সুপ্রকাশ চারিবেদ। সমদর্শী তাঁ'রা সবে হৃদি অপগত ভেদ।
দিগ্বসন সবাকার শুধু এই অনুরাগ। শ্রীরাম-চরিত কথা শুনিতে সহ সোহাগ ॥ ৩
যেইস্থানে বিরাজেন জ্ঞানী কুম্ভজ মুনি*। আসেন সেখান হ'তে শনকাদি হে ভবানি।
গাহিলেন মুনিবর অনেক শ্রীরাম-কথা। যাহাতে উপজে জ্ঞান অরণি† অনল যথা ॥ ৪

দো—মুনিগণে রাম আসিতে দেখিয়া নমেন হরষ-মন।
স্বাগত করিয়া নিজ পীতবাস বিছা'য়ে দেন আসন ॥ ৩২

চৌ—তিনভাই হনুমান্ সহিত পুলকভরে। মুনিগণে তা'র পর সবে দণ্ডবৎ করে ॥
রঘুপতি-রূপশোভা নিরখিয়া অতুলন। মগন হ'য়েন প্রেমে বশে নাহি রয় মন ॥ ১
অম্বুজ-অম্বক নবঘন-কলেবর। ভবভয়-ভঞ্জন রুচিরতা-আকর ॥
অনিমেষে চেয়ে র'ন পলক না পড়ে কভু। যুক্ত যুগলপাণি নত-মস্তক প্রভু ॥ ২
ভকতি-বিভল দশা হেরি' রাম-রঘুবর। নয়নেতে জলধার শিহরিত কলেবর ॥
ধ'রিয়া সবার কর বসা'ন মহর্ষিগণে। কহিলেন অতি প্রাণ-মনোহারী সুবচনে ॥ ৩
বড় ধন্য আজ আমি হে মুনি-অধীশগণ। ধৌত সকল পাপ করি' লাভ দরশন ॥
বহু ভাগ্যেতে তবে সৎসঙ্গ পাওয়া যায়। শ্রম বিনা যাহে ভবভয় চির নাশ পায় ॥ ৪

দো—কবি পণ্ডিত সাধুজনে ক'ন বেদ-পুরাণাদি গ্রন্থ।
কামীদের‡ পথে ভবের বাঁধন মোক্ষ সঙ্গে সন্ত ॥ ৩৩

চৌ—প্রভুর বচন শুনি' প্রমোদিত মুনিগণ। আরম্ভিলা স্তুতিগান অতি হরষিত মন ॥
জয়জয় ভগবান্ অন্তহীন অবিকার। অপাপ অনেকরূপ অদ্বিতীয় কৃপাধার ॥ ১
জয় নির্গুণ জয় জয় হে গুণ-সাগর। সুখের আলয় জয় সুচতুর সুন্দর ॥
জয় হে কমলাপতি ধরা-ধর তোমা জয়। অনুপ জনমহীন আদিহীন শোভাময় ॥ ২

---

* অগস্ত্য মুনি। † একজাতীয় কাঠ, যাহা পরস্পরের সহিত ঘর্ষণ করিলে অগ্নি উৎপন্ন হয়। ‡ কামনা-পরায়ণগণের।

অপরেরে মানদাতা মানহীন জ্ঞানময়। পাবন সুযশ তব গান করে বেদচয় ॥
তত্ত্বজ্ঞ কৃতজ্ঞ* তুমি অজ্ঞানতা-বিনাশন। অনন্ত তোমার নাম নামহীন নিরঞ্জন ॥ ৩
সর্ব্বরূপ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বহৃদি-অধিবাসী। মোদের শরণে লও হে অসীম সুখরাশি ॥
দ্বন্দ্ব বিপদ যত দূর কর ভব-পাশ। হৃদি-মাঝে বসি' রাম মদ কাম কর' নাশ ॥ ৪

দো—পরা-সুখময় কৃপাধার তুমি পূরাও মনের কাম।
অবিচল প্রেম ও পদ-সরোজে কৃপা করি' দেহ রাম ॥ ৩৪

চৌ—দেহ হে জানকীপতি পুণিত ভকতি তব। তিনবিধ তাপ যাহা বিনাশে দহনভব ॥
প্রণতের কামধেনু সুর-তরু প্রার্থিজনে। এই বর দাও প্রভু মোদের মোদিত মনে ॥ ১
এই ভব-বারিধিতে কুম্ভজ-সম রাম। ভকত-সুলভ অতি সকল আনন্দ-ধাম ॥
মন-উপজাত দুখ দারুণ দীর্ণ কর'। হে দীন-শরণ সম-দৃষ্টি বিধান কর' ॥ ২
বিষয়-বাসনা ভয় ঈর্ষার নিবারক। বিনয় বিবেক ভব-বিরাগের প্রসারক ॥
ভূপতি-মুকুটমণি অবনীর আভরণ। বিতর ভকতি জন্ম-মরণ-বারি তারণ ॥ ৩
হে মুনি-মানসসর-বিলাস-পর মরাল। সতত পূজিত-পদ অজ-যোনি বিধু-ভাল ॥
তপন-কুলের কেতু বেদ-পরিরক্ষক। স্বভাব করম কাল গুণাদির ভক্ষক ॥ ৪
ত্রাতা† তুমি তুমি ত্রাতা সকল দোষ-হরণ। তুলসী দাসের প্রভু ত্রিভুবন-আভরণ ॥ ৫

দো—স্তুতি বারবার করি' অনুরাগে প্রণমি' চরণ 'পর।
শনকাদি সবে বিধি-পুরে যা'ন লভি' মনোমত বর ॥ ৩৫

রাম-সকাশে হনুমান-কর্ত্তৃক ভরতের প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা

চৌ—শনকাদি মুনিগণ বিধি-লোকে গেলে চলি'। রামের অনুজগণ আসি' ল'ন পদধূলি ॥
প্রভুরে শুধাইতে সঙ্কোচ রহে মনে। পবন-তনয় পানে চা'ন সবে এ কারণে ॥ ১
শ্রবণ করিতে চা'ন শ্রীমুখের বর-বাণী। যাহাতে জুড়ায় প্রাণ হয় সব ভ্রম-হানি ॥
অন্তরযামী প্রভু জানিলেন সব কথা। বলেন পবন-সুতে কহিতে মরম-কথা ॥ ২
করজোড়ে হনুমান্ করে পদে নিবেদন। শুন দেব দীনজনে দয়াময় ভগবন্ ॥
ভরত অনুজ তব চা'ন কিছু শুধাইতে। সঙ্কোচ প্রাণে রয় তব পদে নিবেদিতে ॥ ৩
কহেন শ্রীরাম তুমি জান' ভাল কপিরাজ। কি আছে ভরতে মো'তে অন্তর জগ-মাঝ ॥
প্রভুর বচন শুনি' ভরত ধরেন পায়। শুন হে শরণাগত-ত্রাণকারি রঘুরায় ॥ ৪

দো—নাহি নাথ মম সন্দেহ কিছু শোক মোহ নাহি স্বপনে।
হে কৃপা-আধার হরষের নিধি সে কেবল তব স্ব-গুণে ॥ ৩৬

---

* ভক্ত সামান্য যাহা কিছু ভক্তিই করুন না কেন, তাহা উপেক্ষিত হয় না। † যিনি নিজে মুক্ত।

চৌ—করুণানিধান ক্ষম' এক বাচালতা মম। ভকত তোমার আমি তুমি ভক্ত-সুখ ঘন ॥
হে রঘু-কুলের মণি সদা বেদ পুরাণেতে। সাধুর মহিমা-গাথা গান করে নানামতে ॥ ১
শ্রীমুখে আপনি প্রভু কর' সাধু-গুণগান। সাধু 'পরে সমধিক প্রীতিময় তব প্রাণ ॥
শুনিতে তৃষিত দেব সাধুজন-লক্ষণ। কৃপার সাগর তুমি গুণ-জ্ঞান-বিচক্ষণ ॥ ২
সাধু ও অসাধু-মাঝে কি প্রভেদ দেখাইয়ে। হে প্রণত-পাল দাসে ব'লে দাও বুঝাইয়ে ॥
শ্রীরাম বলেন শুন সাধুজন-লক্ষণ। শ্রুতি পুরাণেতে যাহা বাখানিত অনু'খণ ॥ ৩
সাধু আর অসাধুর আচরণ সেইমত। চন্দন কুঠারের ব্যবহার যেইমত ॥
পরশু ছেদন করে মলয়ের বিটপেরে। নিজগুণে সুবাসিত মলয় তা'রেই করে ॥ ৪

দো—তা'তেই আদরে রহে দেব-শিরে জগত-প্রিয় শ্রীখণ্ড।
পোড়াইয়া মুখ পিটান'র দুখ পরশু সহে এ দণ্ড ॥ ৩৭

চৌ—বিষয়েতে অ-জড়িত শীল ও গুণ-আকর। পর-দুখে দুখী সুখী সুখী নিরখিলে পর ॥
সম ভাব অবিরোধী মদহীন অ-বিরাগী। লোভ আর ক্রোধহীন ভয় বা হরষ ত্যাগী ॥ ১
কোমল-পরাণ যিনি দীনজনে সদা দয়া। মন বাণী কাজে মোর প্রতি মতি গত মায়া ॥
সবে মান দেন নিজে অ-মানী থাকিয়া যিনি। প্রাণের সমান মম হে ভরত সেই প্রাণী ॥ ২
বিগত-কামনা সদা মম নাম-পরায়ণ। শান্তি বিনয় যিনি বিরাগ আনন্দ মন ॥
শীতলতা সরলতা সখা-ভাব সব-সনে। ধর্ম্ম-দায়িনী প্রীতি বিপ্রের শ্রীচরণে ॥ ৩
এই লক্ষণ যাঁ'র হৃদয়েতে অনু'খণ। তাঁরেই জানিবে' তাত অকপট সাধুজন ॥
সম দম বিধি নীতি-বিচলিত কভু নহে। কঠোর বচন কভু কাহারেও নাহি কহে ॥ ৪

দো—স্তুতি অবিনয় সমান উভয় অনুরাগ চরণে আমার।
সেই সাধুজন মম প্রাণ-সম গুণধাম সুখাগার ॥ ৩৮

চৌ—এবে শুন অসাধুর স্বভাবের দোষ যত। ভ্রমেও তা'দের সাথে থেকো' না নিমেষ মত ॥
দুঃখ-আগার সদা অসাধুর সাথে বাস। যেমন কু-গাভী করে কপিলার গুণ নাশ ॥ ১
খলের হৃদয় মাঝে নিদারুণ তাপ রহে। অপরের সুখ হেরি' প্রাণ তা'র সদা দহে ॥
যদি কভু অপরের নিন্দা শ্রবণে যায়। হরষিত যেন পথে নিধি কুড়াইয়া পায় ॥ ২
কাম ক্রোধ লোভ আর অহঙ্কার-পরায়ণ। নিদয় কপট ছল কলুষের আয়তন ॥
অকারণে সব-সাথে বিরোধ তাহার রয়। উপকার যেবা করে তা'রি অপকারী হয় ॥ ৩
মিথ্যার লেন-দেন মিথ্যার কারবার। শয়নে অশনে শুধু মিথ্যার ব্যবহার ॥
সুমধুর কেকা-রব ময়ূর যেমন করে। অথচ কঠোর প্রাণ ফণীতে জঠর ভরে ॥ ৪

দো—পর-নিন্দা পর- ধনে রত মন পর-দারা পর-দ্রোহে।
পাপময় সেই পামর মানব রাক্ষস নর-দেহে ॥ ৩৯

চৌ—লোভই শয়ন তা'র লোভ দেহ-আবরণ। যম-ডর নাহি প্রাণে শিশ্নোদর-পরায়ণ*।
পরের মহিমা-গান যদি কভু কাণে যায়। বুক ভাঙা হা-হুতাশ খেদ ভরে বাহিরায় ॥ ১
পরের বিপদ যবে করে সেই দরশন। পরা-সুখে হয় প্রাণ পুলকেতে নিমগন ॥
অনুক্ষণ স্বার্থরত বাদ আত্মীয় সনে। কাম লোভে বিজড়িত নিদারুণ ক্রোধ মনে ॥২
পিতামাতা নাহি মানে নাহি মানে গুরুজন। পতিত অধঃতে নিজে ডুবায় অপরজন ॥
মোহের বশেতে সদা দ্রোহ করে পর সনে। সাধুসঙ্গ হরি কথা ভাল নাহি লাগে মনে ॥ ৩
দোষের সাগর যেন কূট-মতি ব্যভিচারী। বেদ-বিধি-নিন্দক পরধন-অপহারী ॥
বিপ্রের সনে দ্রোহ পর-দ্রোহ সবিশেষ। দম্ভ কপট প্রাণে পরিধান চারু বেশ ॥ ৪

দো—এমন অধম কুটিল মানব নাহি সত্য-ত্রেতাযুগে।
দ্বাপরেতে কিছু হইবে প্রকাশ বহু হেন কলিযুগে ॥ ৪০ ॥

চৌ—ধর্ম্ম হেন নাহি ভাই পর-উপকার প্রায়। এমন নীচতা নাই পর পীড়া পায় যা'য় ॥
সকল পুরাণ বেদে নিরূপিত হ'ল যাহা। কহিলাম তা'ই এবে জ্ঞানীরা জানেন তাহা ॥১
মানব-শরীর ধরি' পরে দুখ দেয় যেই। জন্ম মরণ ঘোর দুখ-রাশি সয় সেই ॥
স্বার্থ-জড়িত হ'য়ে নানা পাপ করে নরে। তা'র ফলে পরলোক-হারা হ'য়ে ঘুরে' মরে ॥ ২
তা'র কাছে আমি ভাই কাল-রূপে প্রকাশক। অশুভ অথবা শুভ-ক্রিয়াফল প্রদায়ক ॥
এ বিচার রাখি' মনে পরম চতুর যেবা। দুখের আগার ধরা জানি' মোর করে সেবা ॥ ৩
এ কারণে ত্যজি' কাজ শুভাশুভ-বিধায়ক। ভজেন আমারে সুর মানব মুনি-নায়ক ॥
সাধু অসাধুর গুণ করিলাম বিবরণ। স্মরণে রাখিলে জালে নাহি পড়ে কদাচন ॥ ৪

দো—সব দোষ গুণ মায়া-জাত মায়া গুণ ও দোষ অনেক।
গুণ দোষ-গুণে না দেখা নয়নে চেয়ে' দেখা অবিবেক ॥ ৪১

চৌ—শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণী শুনিয়া অনুজ যত। পরাণে পরম সুখ প্রণয় ধরে না এত ॥
করেন বিনয় পদ-শতদলে বারবার। হনুমান্-হৃদে বহে অপার হরষ-ধার ॥ ১
নিজ মন্দিরে তবে যা'ন রাম রঘুপতি। এমনি লীলায় কাল অপগত নব নিতি ॥
দেবঋষি কতবার আসিয়া অবনী 'পরে। শ্রীরাম-চরিত পূত-গীত গা'ন প্রেম ভরে ॥ ২
নিত নব লীলা ঋষি আসি' করি' দরশন। করেন ধাতার পাশে অকপট বর্ণন ॥
শুনিয়া ধাতার প্রাণে পুলকের বহে ধার। ক'ন রাম-গুণগান কর' তাত বারবার ॥ ৩
শনকাদি মুনি যত ক'ন ধন্য দেবঋষি। যদিও তাঁ'-সবে সদা ধাতায় রহেন মিশি' ॥
তথাপি সমাধি ভুলি' হ'য়ে অনন্য-মন। সাদরে শুনেন রাম-গুণকথা-কীর্ত্তন ॥ ৪

* যে কেবল আহার ও স্ত্রী-সহবাস ভালবাসে।

দো—ব্রহ্ম-পর যবে শনকাদি শুনে রাম-কথা ত্যজি' ধ্যান।
হরি-কথা শুনি' ভিজে না যেজন কে পাষাণ সে-সমান ॥ ৪২

রামের প্রজাগণকে উপদেশ

চৌ—একবার রঘুনাথ-আদেশ ধরিয়া শিরে। দ্বিজ গুরু পুরবাসী উপনীত রাজ-পুরে ॥
বসেন আসনে নিজ দ্বিজ গুরু সজ্জন। ভকতের ভবহারী মধুর বচনে ক'ন ॥ ১
শুনহ শুনহ সবে পুরবাসি মম বাণী। এ বচন নাহি বলি মমতা হৃদয়ে আনি' ॥
অথবা অ-নীতি নাহি প্রভুতা নাহিক তা'য়। শুনিয়া বুঝিয়া কর' যা'র যা' পরাণ চায় ॥ ২
সে-ই মম প্রিয়তম পরম ভকত সেই। আমার অনুশাসন কায়-মানে মানে যেই।
যদি বলি হেন কোন কথা নীত-বিরহিত। বিনা ডরে সেই ক্ষণে ক'রো মোরে নিবারিত ॥৩
বড় শুভ ভাগ্য-বলে মিলে'ছে এ নর-কায়। দেব-দুর্লভ এর মহিমা সকলে গায় ॥
সাধন-আগার ইহা মোক্ষের সিংহদ্বার। এ পে'য়ে যে না সামালে পরলোক আপনার ॥৪

দো—সে তথায় গিয়ে মাথা খুঁড়ে' কাঁদে করে নানা দুখ ভোগ।
কর্ম্ম কাল আর বিধাতার 'পরে বৃথা করে অভিযোগ ॥ ৪৩

চৌ—নহেক বিষয় ভোগ এ দেহ পাওয়ার ফল। স্বরগেও অল্প সুখ শেষে দুখ অবিরল ॥
মানব-শরীর পে'য়ে ভোগেতে যে দেয় মন। সে মূঢ় সুধার ভুলে বিষে হয় নিমগন ॥ ১
পরশ মণিরে ফেলে' কুঁচ যে আদরে লয়। কোনজন তা'রে কভু জ্ঞানবান নাহি কয় ॥
চৌরাশির লক্ষ* যোনি স্বেদ-জরায়ুজ যত। অমর অজর এই জীব ঘুরে অবিরত ॥ ২
মায়ার প্রেরণা-বশে স্বভাব করম কাল। তিন গুণ-বশ হ'য়ে ঘুরে মরে জীব-পাল ॥
অহেতুকী-প্রেমময় করুণানিধান বিভু। বিরলেই দয়া করি' নর-দেহ দেন কভু ॥ ৩
মানব-শরীর ভব-সাগরের তরী সম। অনুকূল সমীরণ তাহাতে করুণা মম ॥
সুদৃঢ় তরণী 'পরে সৎগুরু কর্ণধার। কঠোর সাধন এবে সু-সহজ এ প্রকার ॥ ৪

দো—যেজন না তরে ভবের সাগরে পে'য়েও মানব কায়।
সেই মন্দমতি অকৃতজ্ঞ অতি আত্মঘাতী-ফল পায় ॥ ৪৪

চৌ—যেবা এ জীবনে আর পরলোকে সুখ চাও। আমার বচন শুনি' প্রাণে দৃঢ় গেঁথে' লও ॥
সুলভ সুখদ পথ এ নর-জীবন কালে। আমার ভকতি এই বেদে ও পুরাণে বলে ॥ ১
দুর্গম জ্ঞান-পথ বহু বাধা সেই পথে। সাধনা কঠিন মন আধার পায় না তা'তে ॥
অনেক ক্লেশের পরে যদি বা কেহ তা' পায়। ভকতি-বিহীন ব'লে করুণা মম না পায় ॥ ২
ভকতি স্ব-বশ আর সকল সুখের খনি। সৎসঙ্গ করা বিনা কভু নাহি পায় প্রাণী ॥
বিপুল সুকৃতি বিনা সন্ত না যায় পাওয়া। সন্ত-সঙ্গ দূর করে ভব-আসা-যাওয়া ॥ ৩

---

* সাধারণতঃ লোকে "চৌরাশি-লক্ষ" যোনি বলিয়া থাকে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই "লক্ষ" শব্দের অর্থ শূন্য।

শুধু এক পুণ্য ভবে তা'র সম নাহি আর। কায় বাক্ মনে দ্বিজ-পদে নতি অনিবার ॥
অকপট মনে যেবা দ্বিজ-পদ সেবা করে। অনুকূল দেব মুনি হ'ন সেই নরবরে ॥ ৪

দো—আর এক মত অতি গোপনীয় করজোড়ে কহি সবে।
নাহি পায় নর আমার ভকতি না ভজিলে মহাদেবে ॥ ৪৫

চৌ—বল' ত' ভকতি-পথ মাঝে আছে কি প্রয়াস। যোগ নাই যাগ নাই জপ তপ উপবাস ॥
সরল স্বভাব হ'বে নাহি র'বে কুটিলতা। যাহা পা'বে তা'তে তোষ হৃদয়েতে র'বে সদা ॥ ১
মোর নাম দাস ধ'রে রাখে মানুষের আশ। তা'র ভকতির 'পরে থাকে বল কি বিশ্বাস ॥
অতি বিস্তার করি' আর কি বলিব কথা। আমি ত' অধীন রহি আচরণ যা'র যথা ॥ ২
অবিরোধী অ-বিগ্রহ যা'র আশা ত্রাস নাই। সুখময় চারিদিক তা'র পাশে সর্ব্বদাই ॥
ইচ্ছা-অতীত যিনি গৃহ-হীন মান-হীন। অ-পাপ অ-রোষ দক্ষ বিজ্ঞানী ভকতি-লীন ॥ ৩
চাহেন প্রীতিতে সদা সাধুজন-সংসর্গ। তৃণ সম যাঁ'র পাশে হেয় স্বর্গ অপবর্গ* ॥
ভকতি-বিষয়ে মনে যাঁ'র দৃঢ় অনুরাগ। শঠতা মূঢ়তা নাহি কু-তর্ক দে'ছেন ত্যাগ ॥ ৪

দো—মম গুণ-গান নামে রতি যা'র মায়া মদ মোহ গত।
হৃদয়-দেবতা যেজন পে'য়েছে সে-ই জানে সুখ কত ॥ ৪৬

চৌ—শুনিয়া সুধার সম শ্রীরঘুনাথের বাণী। চরণ-কমলে সবে নমিল পরশি' পাণি ॥
জনক জননী গুরু সখা তুমি সবাকার। করুণানিধান প্রিয় প্রাণের অধিক আর ॥ ১
ধন ধাম তনু রাম তুমি সব-উপকারী। তুমি হে সকলবিধি প্রণতের দুখহারী ॥
তুমি বিনা কেবা আর আমাদের এ শিখা'বে। পিতামাতা-আদি সব স্বার্থ-জড়িত ভবে ॥ ২
স্বার্থ-বিহীন ভবে উপকারী দুইজন। তুমি তব ভক্ত আর হে অসুর-নিসূদন ॥
স্বার্থের সখা সব জগত জুড়িয়া রয়। স্বপনেও তাহাদের ধরমের ভাব নয় ॥ ৩
প্রেমরস-উপচিত সবার বচন শুনি'। হৃদয়েতে প্রমোদিত অতি রঘুকুলমণি ॥
আদেশ লভিয়া তবে যা'ন সবে ভবনেতে। বিমোহন প্রভু-বাণী কীর্ত্তন করি' পথে ॥ ৪

দো—হর ক'ন উমা অযোধ্যা-নিবাসী নরনারী সব ধন্য।
নৃপতি যথায় রঘুপতি রাম সৎ-চিৎ-সুখ ব্রহ্ম ॥ ৪৭

শ্রীরাম-বশিষ্ঠ সংবাদ

চৌ—একবার আসিলেন বশিষ্ঠ মহর্ষিবর। বিরাজিত যথা রাম সুখধাম মনোহর ॥
অতীব আদর ভরে করিলেন আবাহন। পাদোদক ল'ন করি' পদ-যুগ প্রক্ষালন ॥ ১

---

* মুক্তি।

শুন রাম গুণধাম মুনি ক'ন করজোড়। হে কৃপা-সাগর কিছু মিনতি আছয়ে মোর।
মানব-শরীরে তব লীলা হেরি' অবিরত। মনোমাঝে সীমাহীন ভ্রম হয় সমুদিত॥ ২
অমিত মহিমা তব বেদ নাহি জানে সীমা। লঘুমতি আমি কহ কি জানিব সে মহিমা॥
পুরোহিত-কার্য্যভার স্থির কহি নীচ অতি। নিন্দিত শাস্ত্রেতে বেদ কি পুরাণ খ্যতি॥ ৩
কুল-পুরোহিত-ভার অস্বীকার করি যবে। বিধাতা কহেন এতে বৎস উপকার হ'বে॥
পরমপুরুষ আসি' ধরিবেন নররূপ। হ'বেন রাঘবকুল-বিভূষণ জগ-ভূপ॥ ৪

দো—তখন হৃদয়ে করিনু বিচার যোগ যাগ ব্রত দান।
সব শুভফল লভিব ইহায় ধর্ম্ম নাহি হেন আন॥ ৪৮

চৌ—জপ তপ যোগ-বিধি অথবা আপন ধর্ম্ম। বেদের বিহিত আর যত সব ক্রিয়াকর্ম্ম॥
জ্ঞান দয়া দম কিম্বা তীর্থ-নীরে মজ্জন। করম ধরম যাহা বলে সাধু-সজ্জন॥ ১
আগম নিগম আর পুরাণাদি পাঠ-বলে। অথবা শ্রবণে প্রভু একই ফল তাহে ফলে॥
সে তোমার পদ্ম-পদে অনুরাগ নিরন্তর। সব সাধনেরি এই শুভফল মনোহর॥ ২
মলিনতা অপগত ধু'লেই কি হয় মলে। হবিঃ কি উপজে কভু বারি মন্থন-ফলে॥
প্রেম অনুরাগ-বারি বিহনে হে রঘুরায়॥ হৃদয়ের মলিনতা কখনই নাহি যায়॥ ৩
সর্ব্বজ্ঞানী তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত গুণধাম। সেইজন শুধু খণ্ডহীন অনুভববান্॥
দক্ষ সুলক্ষণযুত অবনীতে সেইজন। তব পদ-সরোজেতে মতি যা'র অনু'খন॥ ৪

দো—প্রভু এক বর করি হে কামনা কৃপা করি' দেহ রাম।
জনমে জনমে তব পায়ে প্রেম নাহি হয় উপরাম॥ ৪৯

চৌ—এত বলি' মুনিবর যা'ন নিজ গৃহ পা'নে। করুণা-সাগর রাম প্রমোদিত অতি মনে॥
অনন্তর ভকতের সুখদাতা রঘুনাথ। হনুমান্ ভরতাদি অনুজে লইয়া সাথ॥ ১
নগরের সানুদেশে সকলে করি' গমন। আদেশে'ন রথ গজ করিবারে আনয়ন॥
হেরিয়া প্রভুরে সবে প্রেমে করে জয়গান। যাচকেরে সে সকলে পুলকে করেন দান॥ ২
শ্রান্ত হেরেন নিজে ধরণীর শ্রমহারী। সুশীতল আম্রবনে যা'ন রাম ধনুধারী॥
ভরত দিলেন নিজ উত্তরী বিছাইয়ে। বসিলেন প্রভু তা'য় সেবেন সকল ভা'য়ে॥ ৩
আপনি পবন-সুত ব্যজন করেন তাঁ'য়। পুলকিত কলেবর প্রেমবারি আঁখি ছা'য়॥
হে ভবানি তাঁ'র সম ভাগ্যবান্ নাহি আর। রামের চরণে হেন অচলা ভকতি যাঁ'র॥ ৪
আপনি শ্রীরাম তাঁ'র সেবার মহিমা-গান। বারবার নিজমুখে পুলকে করেন গান॥ ৫

দো—সেই অবসরে দেবঋষি আসি' করতলে ধরি' বীণ।
গা'ন সুমধুরে প্রাণ মনোহর শ্রীরাম-কীর্ত্তি নবীন॥ ৫০

নারদের রাম-সকাশে আগমন ও স্তব

চৌ—মম পানে চাহ' দেব কমলদল-লোচন। কটাক্ষ-কণায় যাঁ'র হয় শোক বিমোচন॥
নীল-সরসিজ শ্যাম অতনু মনোজ-অরি-। হৃদয়-কঞ্জ-মকরন্দ-মধুপ হরি*॥ ১
রাক্ষস নিশাচর দল-বল-ভঞ্জন। সাধু মুনি রঞ্জন কলুষ বিভঞ্জন॥
তৃষিত বিপ্র-প্রাণে নব জল প্রদায়ক†। অ-শরণ-শরণ হে দীনের পরিপালক॥ ২
বিপুল ধরার ভার ভুজবলে খণ্ডিত। বিরাধ দূষণ খর-নিসূদন-পণ্ডিত॥
রাবণ অরাতি তুমি সুখরূপ ভূপবর। জয় দশরথকুল-কুমুদের সুধাকর॥ ৩
তোমার মহিমা গা'ন পুরাণ নিগমাগম। গা'ন সব সুর মুনি সাধুজন-সমাগম॥
পরম করুণাময় বৃথা মদ-খণ্ডন। কুশলী সকল বিধি অযোধ্যার আভরণ॥ ৪
মমতা-হরণ নাম কলিমল-মর্দ্দন। তুলসীদাসের প্রভু রক্ষ' প্রণতজন॥ ৫

দো—প্রেমেতে মাতিয়া দৈব ঋষিবর বাখানিয়া গুণগ্রাম।
হৃদে ধরি' রূপ শোভার আধার যা'ন চলি' বিধি-ধাম॥ ৫১

হর-পার্ব্বতী সংবাদ

চৌ—অবধান কর সতি বিস্তারে এই কথা। সকলি কহিনু তোমা মোর অনুভব যথা॥
শ্রীরাম-মহিমা-গ্রাম করিবারে কীর্ত্তন। না পারে বাসুকি বাণী শতকোটি অগণন॥ ১
সীমাহীন সীতাপতি অগণিত গুণ তাঁ'র। জনম করম নাম সব(ই) গণনার বা'র॥
সলিলের কণা কিম্বা ধূলি যদি গণা যায়। তথাপি রামের গুণ কহিলে না শেষ পায়॥ ২
সুবিমল এই কথা হরি-পদপ্রদায়িনী। অচলা ভকতি জাগে এ গুণ-কাহিনী শুনি'॥
শ্রবণের প্রীতিকর কহিলাম সব কথা। গরুড় বিহগরাজে ভুষুণ্ডি কহিল যথা॥ ৩
রাম-গুণকথা কিছু কহিনু সংক্ষেপ ক'রে। যা' কহিবে হে ভবানি কহিব তা' এর পরে॥
এ পরম কথা শুনি' হরষিতা উমা অতি। কহিলেন মৃদুভাষে করিয়া অতি মিনতি॥ ৪
ধন্য ধন্য আমি শত ধন্য ত্রিপুরারি। শুনিলাম রাম-গুণকথা ভব-ভয়হারী॥ ৫

দো—কৃতার্থ কৃপায় হে কৃপা-নিলয় মোহ-অপগত মন।
জানিলাম প্রভু শ্রীরাম-প্রতাপ জ্ঞান ও আনন্দ-ঘন॥ ৫২ (ক)
তব মুখশশী- বিচ্যুত সুধা- সম কথা-রঘুবীর।
শ্রুতিপুটে পান করিয়া এ মন তৃপ্ত নহে মতি-ধীর ৫২ (খ)

প্রাণ যা'র ভ'রে যায় শ্রীরাম-মহিমা শুনে'। তাহার বিশেষ রস কিবা সে নাহিক জানে॥
মুনি-শ্রেষ্ঠ যিনি মুক্ত জীবকালে যেইজন। শুনেন শ্রীহরি-গুণকথা তিনি অনুক্ষণ॥ ১

---

* হে হরি! তুমি নীল-কমলের মত শ্যাম-কায়, আর কামদেব-অরি মহাদেবের হৃদয়-কমলের মধু (প্রেম-মধু) পানকারী ভ্রমর-স্বরূপ। † নূতন মেঘের স্বরূপ।

ভবের বারিধি পার হইতে যে লালায়িত। রাম-কথা তা'র পাশে সুদৃঢ় তরণী-মত ॥
বিষয়ী জনের তরে শ্রীহরির গুণগ্রাম। শ্রবণ-সুখদ অতি আর মন-অভিরাম ॥ ২
শ্রবণ-শকতিধর কেবা আছে জগ-মাঝে। রামের মহিমা যা'র মধুর না কাণে বাজে ॥
রঘুপতি-গুণগাথা না লাগে মধুর যা'র। আত্ম-হনন সেই মূঢ় করে অনিবার ॥ ৩
শ্রীহরি-চরিতগাথা করিলে যা' কীর্ত্তন। শ্রবণ করিয়া নাথ অমিত পুলক-মন ॥
তুমি যে কহিলে এই চরিত মানসহর। গরুড়ে কহিল যাহা ভুষুণ্ডি খগবর ॥ ৪

দো—কাক-কলেবরে . শ্রীরাম-ভকতি চরণে গভীর রতি।
বিজ্ঞান বিরাগ দৃঢ়-জ্ঞান পে'ল এতে সন্দেহ অতি ॥ ৫৩

চৌ—সহস্র নর-মাঝে শুন প্রভু ত্রিপুরারি। বিরাজে বিরল যেবা রহে ধর্ম্ম ব্রত ধরি' ॥
কোটি ধর্ম্ম-শীল-মাঝে অতিশয় অল্পজন। বিরাগ-সংযুক্ত হ'য়ে বিষয়ে অ-রত মন ॥ ১
নিগম এ কথা বলে কোটি বিরাগীর মাঝে। প্রকৃত জ্ঞানাধিকারী অতীব বিরল আছে ॥
জ্ঞানবান্ কোটিজন মাঝে জীবন্মুক্ত কেহ। অতীব বিরল ভবে তাহে নাহি সন্দেহ ॥ ২
তেমন সহস্র মাঝে সকল সুখ-আকর। ব্রহ্ম-লীন বিজ্ঞানী মেলা অতি দুষ্কর ॥
ধর্ম্ম-অনুরাগী আর আসক্তি-হীন জ্ঞানী। জীবন্মুক্ত আর ব্রহ্ম-পদে লীন যেই প্রাণী ॥ ৩
তা' সবার মাঝে প্রভু দুর্ল্লভ সেইজন। শ্রীরাম-ভকতি-রত গত মদ-মায়া মন ॥
হরির ভকতি হেন কি প্রকারে কাক পে'ল। ভব নাথ কৃপা করি' দাসীরে বুঝা'য়ে বল' ॥ ৪

দো—রাম-পরায়ণ জ্ঞান-রত যেবা গুণধাম মতি ধীর।
বল' নাথ সেই কিসের কারণ লভিল কাক-শরীর ॥ ৫৪

চৌ—প্রভুর রচিত-কথা এই মহা পুণ্যময়। কাক কোথা হ'তে পে'ল বল' ইহা কৃপাময় ॥
তুমিই বা কি প্রকারে শুনিলে এসব গাথা। বড় কুতূহল প্রাণে শুনিবারে সেই কথা ॥ ১
গরুড় ত' মহাজ্ঞানী আর সব গুণ-রাশি। শ্রীহরি-সেবক তাঁ'র অতীব নিকটবাসী ॥
সে-ই বা কি কারণে ছাড়ি' যত মুনিগণে। যাইয়া কাকের পাশে হরির মহিমা শুনে ॥ ২
বল' মোরে কি প্রকার কথা প্রতি-উত্তর। হইল ভকতে দুই কাক ও বিহগবর ॥
শুনিয়া উমার বাণী সরল মানসহরা। ফুল্ল-হৃদয়ে হর বলেন আদর-ভরা ॥ ৩
ধন্য সতি ধন্য তব প্রাণ অতি পুণ্যময়। শ্রীরাম-চরণে প্রেম তোমার ত' কম নয় ॥
শুনহ পরম পুণ্যময় এই ইতিহাস। যা' শুনে' সকল-লোকে হয় ভ্রম-তমোনাশ ॥ ৪
উপজে রামের পদে বিশ্বাস অনুপম। ভবনিধি তরে নরে বিনা লেশ-পরিশ্রম ॥ ৫

দো—এমনি প্রশ্ন করিল গরুড় বায়স-সদনে গিয়া।
অতীব আদরে কহি সে সকল শুন উমা মন দিয়া ॥ ৫৫

চৌ—এ ভব-মোচন কথা যেরূপে এ'ল শ্রবণে। সে কাহিনী শুন তবে হে সুমুখি সুলোচনে॥
দক্ষ-আলয়ে আগে এসে'ছিলে একবার। সে জনমে সতী-নামে প্রচার ছিল তোমার॥ ১
দক্ষ-যাগ মাঝে তব হ'য়েছিল অপমান। নিদারুণ ক্রোধে তুমি ত্যজে'ছিলে নিজ প্রাণ।
সে যাগ করিল নাশ মোর অনুচর যত। সে সকল কথা তুমি সবিশেষ অবগত॥ ২
তখন মনেতে প্রিয়ে হ'য়েছিল অতি শোক। হ'য়েছিনু অতি দুখী সহিয়া তব বিয়োগ॥
সুন্দর গিরি বন সারত্ত তড়াগচয়। ফিরিয়া বিরাগ-ভরে হেরি কৌতুকচয়॥ ৩

কাক-ভুষুণ্ডির উপাখ্যান

গিরিবর সুমেরুর দূরে উত্তরভাগে। অতি মনোহর নীল পর্ব্বত এক জাগে॥
কনকের আভাময় চূড়া তা'র মনোরম। তা'র মাঝে চারি চূড়া লাগে মোর বিমোহন॥ ৪
তাহাদের 'পরে ক্রম এক এক অতিকায়। অশথ পাকুড় বট সহকার শোভা পায়॥
ভূধরের 'পরে শোভে সরোবর সুন্দর। মণি-সোপান দেখি' বিমোহিত অন্তর॥ ৫

দো—শীতল কোমল সুমধুর জল সরসিজ নানা রঙ্গ।
ভুলি'ছে মরাল সুললিত রব গুঞ্জে মঞ্জু ভৃঙ্গ॥ ৫৬

চৌ—সেই পর্ব্বত 'পরে বিরাজে বায়সবর। কল্প-শেষেও তা'র নাহি নাশ কলেবর॥
মায়া-জনিত বহু গুণ কিবা দোষচয়। মোহ মন-জাত আদি অবিবেক যত রয়॥ ১
সে গিরির নিকটেতে কদাচ নাহিক আসে। চির শান্তি পাবনতা সতত তথায় ভাসে॥
তথায় নিবসি' কাক যেভাবে হরিরে ডাকে। অনুরাগ-ভরে শুন কহিব উমা তোমাকে॥ ২
থাকে সে অশথ-মূলে মহাধ্যানে নিমগন। পাকুড়ের তলে করে জপ-যাগ সমাপন॥
মানস-পূজন সারে সহকার তরুমূলে। আর কাজ নাহি তা'র হরির ভজনা ফেলে॥ ৩
বটতরু-তলে করে হরি-কথা কীর্ত্তন। আসে তথা শুনিবারে বিহগেরা অগণন॥
অভিনব লীলা-গাথা সদা অতি সমাদরে। নানাভাবে গান করে খগবর প্রেমভরে॥ ৪
মরাল বিমল মতি সবে তা' করে শ্রবণ। সেই সরোবরে যা'রা বাস করে অনুক্ষণ॥
হেরিনু সে কৌতুক তথায় গমন করি'। অতীব পুলকে মোর হৃদয় উঠিল ভরি'॥ ৫

দো—মরাল-আকার ধরি' কিছুকাল তথা করিয়াছি বাস।
আদরে শুনিয়া রাম-গুণগান ফিরিয়াছি কৈলাস॥ ৫৭

গরুড়ের মোহ

চৌ—বলিলাম তোমা উমা সেই সব ইতিহাস। খগবর-নিকটেতে যখন করিনু বাস॥
এবে শুন সেই কথা কাক-পাশে যেই হেতু। যাইল গরুড় চরাচর-খগকুল-কেতু॥ ১
রঘুনাথ লীলা হেন করিলেন যবে রণে। স্মরণ হ'লেই যাহা বড় লাজ পাই প্রাণে॥
বন্দী হ'লেন নিজে মেঘনাদ-বাহুবলে। পাঠা'লেন গরুড়েরে দেবঋষি সেইকালে॥ ২

নাগপাশে ত্রাণ করি' প্রভুরে গরুড় যায়। প্রবল বিষাদ তা'র অন্তর মাঝে ছায় ॥
প্রভু-বন্ধন কথা নানাভাবে স্মরি' মনে। গরুড় বিচার করে মনোমাঝে সযতনে ॥ ৩
ব্রহ্ম যিনি বাণী মন-অতীত বিকারহীন। চরাচর-ব্যাপ্ত মায়া-অতীত আপন-লীন ॥
ভেবে'ছিনু এসে'ছেন তিনি এই ধরা 'পর। এবে দেখি সে প্রভাব নাহি এক কণা ভর ॥ ৪

দো—ভবের বাঁধন হয় বিমোচন জপ করি' যাঁর নাম।
ছার রাক্ষস বাঁধিল কঠোর নাগপাশে সেই রাম ॥ ৫৮

চৌ—নানামতে বুঝাইল গরুড় আপন মনে। জ্ঞান নাহি জাগে তবু ভ্রম নাহি প্রশমনে ॥
বিষাদে বিষণ্ণ মন কুতর্ক উঠায় শত। হ'য়েছিল ভ্রান্ত মন উমা তব যেইমত ॥ ১
অতীব বিকল হ'য়ে দেবঋষি-পাশে যায়। উদ্‌ঘাটি' হৃদি ব্যথা নিবেদন করে পায় ॥
নারদের মনে শুনি উপজে করুণা অতি। ক'ন ধীরে রাম-মায়া কহি শুন খগপতি ॥ ২
যে মায়া-ছলনে কত জ্ঞানী পরাভব পায়। সুগভীর মোহ-জালে বিজড়িত করে যা'য় ॥
যেই মায়া আমারেই নাচাইল কতবার। সেই মায়া-বিজড়িত তুমি এবে খগবর ॥ ৩
গরুড় যে মহা মোহ তব মন ছে'য়ে রয়। আমার কথায় তাহা দুরিত হ'বার নয় ॥
দেব-পিতামহ পাশে যাও হে বিহগরাজ। যেমন আদেশ তাঁ'র সেইমত কর কাজ ॥ ৪

দো—এতেক কহিয়া হরি-মায়া বল বর্ণিয়া বারবার।
গেলেন চলিয়া দেব-ঋষিবর গাহি' রাম-গুণ সার ॥ ৫৯

চৌ—গরুড় তখন যায় বিধাতার নিকেতনে। নিজ সন্দেহ খুলে' বলে তাঁ'র শ্রীচরণে ॥
রাম উদ্দেশে বিধি নমিত করেন শির। প্রতাপ বুঝিয়া প্রেমে শিহরি' উঠে শরীর ॥ ১
বিধাতা বিচার তবে করেন আপন মনে। সকলেই মায়া-বশ কি পণ্ডিত জ্ঞানিজনে ॥
হরির প্রেরিত মায়া অমিত প্রভাব তা'র। মোহিত প্রভাবে যা'র আমি নিজে কতবার ॥ ২
আমারি সৃজিত যবে চরাচরময়ী ধরা। অভিনব কিবা ইহা বিমোহিত হ'বে তা'রা ॥
এত ভাবি ক'ন বিধি এ বচন সুন্দর। শ্রীরাম-মহিমা গূঢ় অবগত শঙ্কর ॥ ৩
খগরাজ যাও তুমি দেবেশ শিব-সদনে। এ পরম প্রশ্ন যেন ক'রো না অপর জনে ॥
সেইখানে হ'বে তব সংশয় নিবারণ। চলিল গরুড় ছাড়ি' বিধি-লোক ম্লান মন ॥ ৪

দো—পরম আতুর বিনতা-তনয় আসিল আমার পাশে।
কুবের-সদনে যাই যবে দেবি রাখি' তোমা কৈলাসে ॥ ৬০

চৌ—সাদরে আমার পায়ে শির অবনত করি'। বলে শেষে আপনার সন্দেহ বিস্তারি' ॥
তাহার সে দীন ভাষা তাহার বিনীত বাণী। শুনিয়া আদর ভরে কহিলাম হে ভবানি ॥ ১
মিলে'ছ বিহগরাজ পথিমাঝে আমি হেথা। কেমনে বিশদ ক'রে বুঝাইব সব কথা ॥
তখন হইবে তব সংশয় সব ভঙ্গ। বহুকাল ধ'রি যবে আচরিবে সৎসঙ্গ ॥ ২

সুমধুর হরি-কথা করহ শ্রবণ তথা। কতমতে মুনিগণ গান যথা গুণ-গাথা ॥
যে মহিমা-কথনের আদি মধ্য অবসান। প্রতিপাদ্য শুধু এক প্রভু রাম ভগবান্ ॥ ৩
যথায় হরির কথা নিতপ্রতি হয় ভ্রাতা। শুনিবারে একমনে পাঠা'ব তোমায় তথা ॥
শুনিয়া হইবে তব সংশয় নিবারণ। উদিবে চরণ-যুগে অনুরাগ অতুলন ॥ ৪

দো—সৎসঙ্গ বিনা না হরির কথা তা' বিনা মোহ না যায়।
মোহ না ঘুচিলে রামের চরণে দৃঢ় প্রেম নাহি পায় ॥ ৬১

চৌ—প্রাণে অনুরাগ বিনা নাহি মিলে রঘুপতি। আচর যতই যোগ জ্ঞান তপ কি বিরতি ॥
উত্তর-অভিমুখে নীল গিরি মনোহর। যাও তথা যথা কাক ভুষুণ্ডি সুশীলবর ॥ ১
শ্রীরাম-ভকতি পথে অতীব প্রবীণ তিনি। সকল গুণের ধাম প্রাচীন পরম জ্ঞানী ॥
অবিরল রাম-কথা সুধা পানে নিমগন। শুনে যত বিহগেরা সাদরে পুলক-মন ॥ ২
তাঁ'র পাশে গিয়া শুন হরি-কথা সুমধুর। অপগত হ'বে মোহ দুঃখ হইবে দূর ॥
বুঝাইতে এই ভাবে শুনিয়া ধৈর্য্য ধরি'। চলিল পুলক ভরে আবার প্রণাম করি' ॥ ৩
রামের কৃপায় এর ভেদ সুবিদিত মোর। গরুড়ের মনে বুঝি আছে অভিমান ঘোর ॥
ভগবান্ ঘুচাইতে চা'ন তা'র অভিমান। বিরত হলা'ম তাই দিতে উপদেশ দান ॥ ৪
অপর কারণ তা'রে পাঠা'তে কাকের পাশে। যে যাহার নিজ ভাষা বুঝে ভাল অনায়াসে ॥
শ্রীহরির মায়া শিবে বলবতী অতিশয়। জ্ঞানী আছে কে এমন মোহিত যে নাহি হয় ॥ ৫

দো—জ্ঞানী যে ভকত- কুল-শিরোমণি হরির বাহন যেই।
অহঙ্কার কিবা করে মূঢ় নর মায়া-পাশে বাঁধা সে-ই ॥ ৬২ (ক)
বিমোহিত যবে বিধাতা মহেশ কি কথা অপর জনে।
ভজেন মুনিরা মায়াপতি এই সার কথা রাখি' মনে ॥ ৬২ (খ)

গরুড়ের কাক ভুষণ্ডির নিকট গমন ও রাম-কথা শ্রবণ

চৌ—ভুষুণ্ডি যথায় থাকে গরুড় তথায় যায়। অখণ্ড ভকতি যা'র সদা মতি হরি-পায় ॥
পড়িতেই চ'খে গিরি অমনি মোদিত মন। মায়া মোহ অনুতাপ নিমেষে অপনোদন ॥ ১
তড়াগেতে স্নান করি' জল পান করি' তা'র। বটতরু-তলে যায় হরষ হিয়ে অপার ॥
তথা সমাগত সব স্থবির বিহগ যত। শুনিবারে মনোরম রাম-কথা অমৃত ॥ ২
পুণিত লীলার কথা সুরু হওয়া-অবসরে। ভাগ্যবান্ খগরাজ উতরিল সভা'পরে ॥
গরুড় বিহগরাজে হেরি' তথা উপনীত। কুল বায়সবর সহ খগগণ যত ॥ ৩
মহা সমাদরে করি' গরুড়েরে আপ্যায়ন। শুধা'য়ে কুশল দিল বসিবারে সুখাসন ॥
তা'র পর পূজা করি' সহ অতি অনুরাগ। বচনে অমিয় ভরি' কহিতে লাগিল কাক ॥ ৪

দো—মহাধন্য আজি হইলাম পে'য়ে খগরাজ দরশন।
করহ আদেশ কি করিব প্রভু কোন্ কাজে আগমন ॥ ৬৩(ক)
মৃদুবাণী কয় বিনতা-তনয় কৃতার্থ-মূরতি নিজে।
গুণ-গান যাঁ'র করেন মহেশ আপনার মুখাম্বুজে ॥ ৬৩ (খ)

চৌ—শুন তাত যে কারণে হেথা মম আগমন। নিমেষে সফল তাহা লভি' তব দরশন ॥
হেরিয়া নয়ন ভরি' আশ্রম তব পূত। সংশয় মোহ ভ্রম সব মম অপগত ॥ ১
শ্রীরাম-চরিত কথা পুণ্যময় নিরন্তর। সকল সুখদ যাহা দুখ-তমোরাশি-হর ॥
সাদরে এখন তাত সে কথা শুনাও মোরে। তব পাশে এ মিনতি করি প্রভু বারেবারে ॥ ২
শুনি' গরুড়ের কথা পুলিত বিনয় ভরা। সরল স-প্রেম আর সুখদ মানসহরা ॥
বায়সের প্রাণে বহে উৎসাহ অনুপম। আরম্ভ করিল রাম-গুণকথা-কীর্ত্তন ॥ ৩
প্রথমেই অনুরাগে হইয়া বিভোর-প্রায়। রাম-লীলা-সরোবর রূপক কহে বুঝায় ॥
অনন্তর নারদের মোহ করি' বর্ণন। কহিল তাহার পরে রাবণ-দেহ গ্রহণ ॥ ৪
প্রভু-অবতার কথা কহিল তাহার পর। তা'র পর বাল্যলীলা বাখানিল মনোহর ॥ ৫

দো—মহা প্রেমভরে করি' কার্ত্তন বাল সে চরিতচয়।
কৌশিকী-সনে মিলন কহিয়া বিবাহ-কাহিনী কয় ॥ ৬৪

চৌ—অতঃপর শ্রীরামের রাজ-অভিষেক কথা। দশরথ-অঙ্গীকার পুরবাসী-হৃদিব্যথা ॥
শ্রীরামের বিরহেতে সকলের কি বিষাদ। কহিলেন শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ-সংবাদ ॥ ১
বনেতে গমন-কথা ভকত গুহে মিলন। প্রয়াগেতে অবস্থান জাহ্নবী উত্তরণ ॥
প্রভু-সনে বাল্মীকি-মিলন কথন করি'। বলিলা যেমন র'ন চিত্রকূট শৈলে হরি ॥ ২
সচিব-প্রতিগমন দশরথ-দেহত্যাগ। ভরতের আগমন রাম পদে অনুরাগ ॥
নৃপতির ক্রিয়া-শেষে সাথে ল'য়ে পুরবাসী। কহিল ভরত-যাত্রা যথা প্রভু সুখ-রাশি ॥ ৩
রাম-সনে বহুবিধ অনুরোধ আলাপন। তাঁহার পাদুকা ল'য়ে কোশল প্রতিগমন ॥
ভরতের ব্রহ্মচর্য্য জয়ন্তের ব্যবহার। প্রভু অত্রিঋষি-সনে মিলন-সুখ অপার ॥ ৪

দো—বিরাধ-হনন পরে যে প্রকারে ত্যজে কায় শরভঙ্গ।
সুতীক্ষ্ণের প্রেম কহিয়া বরণে কুম্ভজ* সৎসঙ্গ ॥ ৬৫

চৌ—বাখানিয়া দণ্ডকের পাবনতা অনুপম। জটায়ুর সখ্য-কথা বর্ণিল মনোরম ॥
যে প্রকারে পঞ্চবটী বনে প্রভু নিবসিলা। নিবারি' মুনির ত্রাস মহাশ্বাস প্রদানিলা ॥ ১
পুনঃ লক্ষ্মণ-প্রতি করেন যে উপদেশ। যে ভাবেতে সূর্পণখা কুরূপা হইল শেষ ॥
খর ও দূষণ-বধ বিবরিল পুনরায়। বর্ণন করে যথা রাবণ সংবাদ পায় ॥ ২

---

* অগস্ত্যমুনি।

তা'র পর সুনিপুণ বর্ণিল বিবরণ। মারীচ-রাবণ সনে যেইমত আলাপন ॥
মায়া-সীতা হরণের ইতিহাস বিস্তার। বিবৃত করি' কহে রামের বিরহ-ভার ॥ ৩
যে প্রকারে জটায়ুর ঊর্দ্ধদেহ-ক্রিয়া হ'ল। কবন্ধের বধ যথা শবরী সুগতি পে'ল ॥
অতঃপর রঘুবীর-বিরহের বর্ণন। পম্পা সরসী-তীরে যে প্রকারে আগমন ॥ ৪

দো—প্রভু-নারদের সংবাদ কহে মিলন হনুর সনে।
সুগ্রীব-মিলন আর প্রভু যথা বালিরে বধেন প্রাণে ॥ ৬৬(ক)
সুগ্রীবে টীকা করিয়া প্রদান প্রবর্ষণ-গিরি বাস।
বরষা শরৎ- বর্ণন আর রাম-রোষ কপি-ত্রাস ॥ ৬৬(খ)

চৌ—যেইরূপে কপিরাজ কপি-সেনা পাঠাইল। সীতা-উদ্দেশ তরে দিকেদিকে প্রধাবিল ॥
পর্ব্বত-গুহা মাঝে যেইরূপে প্রবেশিল। সম্পাতি-সনে দেখা কপির তথায় হ'ল ॥ ১
সম্পাতি-মুখে শুনি' সব কথা হনুমান্। উত্তাল বারি লাফে লঙ্ঘন করি' যা'ন ॥
যে প্রকারে হনুমান্ পুরীদ্বার হয় পার। প্রবোধ প্রদান করে জানকীরে যে প্রকার ॥ ২
ধ্বংসি' অশোকবন দশাননে বুঝাইয়া। পুড়াইয়া লঙ্কায় পুনঃ বারি লাফাইয়া ॥
সকল বানর সনে রাম-পদে আসি' ফিরে'। সীতার কুশল-কথা পদে নিবেদন করে ॥ ৩
যেইমত সেনা-সহ প্রভু রাম রঘুবীর। মহা বিক্রমে পার হ'লেন সাগর-নীর ॥
মিলিল রামের পায়ে বিভীষণ যেপ্রকারে। সাগর-শাসন কথা শুনাইল বিস্তারে ॥ ৪

দো—বাঁধিয়া সাগর কপি-সেনা সহ পহুঁছি' সাগর-পার।
দূত-রূপে যায় বীরকুল-বর অঙ্গদ বালি-কুমার ॥ ৬৭(ক)
রক্ষঃ-বানর- ভীষণ সমর বিবিধ প্রকারে বলে।
বলে মেঘনাদ কুম্ভকরণ- প্রতাপ বধ-কৌশলে ॥ ৬৭(খ)

চৌ—বিবিধ প্রকারে কত মরে নিশাচরগণ। রাবণ-রাঘব রণ করে সব বর্ণন ॥
রাবণ-মরণ আর বিভীষণে রাজাসন। ময়-সুতা-শোকগাথা শোক-হীন দেবগণ ॥ ১
কহিল মিলন পুনঃ সীতা সনে রঘুমণি। দেবগণ-স্তুতিবাদ যোড় করি' দুই পাণি ॥
পুষ্পক চড়ি' পুনঃ সহ কপি-সেনাগণ। কৃপাধার শ্রীরামের কোশলেতে আগমন ॥ ২
যেইমত রঘুমণি উতরেণ অযোধ্যায়। বায়স বিশদ করি' কহে সেই সমুদায় ॥
রাম-রাজ-অভিষেক করি' পুরী-বর্ণন। গুণধাম-নীতি-কথা অনেক করি' কথন ॥ ৩
রাম-কথা সমাপন করিল বায়স-মণি। তব পাশে যে সকল কহিলাম হে ভবানি ॥
পুণিত চরিত-কথা গরুড় করি' শ্রবণ। কহিল বচন মনে উৎসাহ অনুপম ॥ ৪

কাক ভুষুণ্ডির নিজ পূর্ব্ব-জন্মকথা বর্ণন

দো—সন্দেহ অপগত মোর শুনিলাম রাম-লীলা যত।
তোমার প্রসাদে খগবর রাম-পদে প্রেম উদ্‌গত ॥ ৬৮(ক)

হ'য়েছিল অতি মোহ রণে বদ্ধ প্রভু করি দরশন।
চিদানন্দ-ঘন যেই রাম বিকলতা তাঁ'র কি কারণ ॥ ৬৮(খ)

চৌ—মানব-সমান হেরি' সব আচরণ তাঁ'র। ব'হেছিল মনোমাঝে অতি সংশয়-ধার ॥
এখন বুঝিনু ভ্রম আমারি হিতের তরে। কৃপানিধানের ইহা করুণা আমার 'পরে ॥ ১
দারুণ আতপ-তাপে দগ্ধ হয় যেইজন। সেই জানে ছায়া করে কি অমিয় বরষণ ॥
বিষম বিকার যদি না জাগিত মোর মনে। কেমনে মিলন তাত হ'ত বল তোমা সনে ॥২
শুনিতাম কেমনে বা হরি-কথা মনোহর। করিলে যা' গান তুমি শ্রবণ-সুখ আকর ॥
নিগম আগম আর পুরাণেও এই কয়। ক'ন মুনি সিদ্ধ যত সংশয় তিল নয় ॥ ৩
যা'র 'পরে শ্রীরামের হয় কৃপা-ঈক্ষণ। সেইজন শুধু পায় সন্তের দরশন ॥
তব দরশন মম রামের করুণা ভরে। তোমার প্রসাদে এবে সব সন্দেহ হরে ॥ ৪

দো—শুনি' খগরাজ- বাণী সুললিত সবিনয় অনুরাগ।
পুলকিত কায় সজল লোচন হরষিত-মন কাক ॥ ৬৯(ক)
সুশীল সুমতি পুতকথা-প্রেমী রস-ঘন হরিদাস।
পে'লে মহাদেবি গোপন কথাও করে সাধু সুপ্রকাশ ॥ ৬৯(খ)

চৌ—একথা শ্রবণ করি' বায়স-প্রবর ক'য়। নভগ-নাথের 'পরে রাম-প্রীতি কম নয় ॥
সকল প্রকারে নাথ পুজনীয় তুমি মম। তুমি রঘুনায়কের কৃপাধার প্রাণসম ॥ ১
দ্বিধা নাহি তব মনে নাহি তব মোহ মায়া। হে নাথ আমার 'পরে কতই করিলে দয়া ॥
মোহ-ছল করি' তোমা প্রভু হেথা পাঠাইল। দয়া করি' রাম মোর গৌরব বাড়াইল ॥ ২
নিজ মোহ-কথা যাহা কহিলে বিহগবর। ধরণী-উপরে তাহা নহে বিস্ময়কর ॥
দেবঋষি মহাদেব ধাতা মুনি সনকাদি। মানব মুনি-নায়ক আত্মতত্ত্ব-ভেদবাদী ॥ ৩
কহ মোরে মোহ কা'রে অন্ধ বা নাহি করে। কে আছে জগতী-তলে কাম না নাচায় যা'রে ॥
কোন্ জনে নাহি করে বাসনা পাগল-প্রায়। ক্রোধের দহনে কা'র প্রাণ নাহি দহে হায় ॥ ৪

দো—জ্ঞানী পণ্ডিত তপোরত কবি গুণাধার দেবতারে।
বিড়ম্বনা নাহি করে কা'র সনে বল' লোভ সংসারে ॥ ৭০(ক)
মদ-বক্র কা'রে রমা নাহি করে কর্ণহীন প্রভুতায়।
মৃগ-নয়নীর নয়নের বাণ কে আছে লাগে না যা'য় ॥ ৭০(খ)

চৌ—তিনগুণ-সন্নিপাত-রোগে রোগী কেবা নয়। মান মদ কা'রে নাহি পরশে জীবনময় ॥
যৌবন-জ্বর তাপে কে আপনা না ভুলিল। মমতা কাহার যশ কহ মোরে না নাশিল ॥ ১
অহঙ্কার মসী-ছাপ দেয় না কাহার গায়। কোন্ জন বিত্তাড়িত নাহি হয় শোক-বায় ॥
চিন্তা-সাপিনী কা'রে না করিল দংশন। ধরা-মাঝে কেবা নাহি সহে মায়া-বন্ধন ॥ ২

চিন্তাই কীট আর এ শরীর দারু-খান। এ ঘুণ ধরে না কা'রে কে হেন ধীরযবান্ ॥
ধন সন্তান আর প্রতিষ্ঠা-কামনা তিন। কা'র মন হেন আছে করিল না যা' মলিন ॥ ৩
মহা বলবান্ এরা সব মায়া-পরিবার। প্রবল অপার সবে কহিতে শকতি কা'র ॥
মহেশ চতুরানন যা'র ভয়ে ভয়-যুত। তুচ্ছ জীবের কথা কেবা গণে কহ তাত ॥ ৪

দো—সংসার-মাঝে প্রসারিত রহে মায়ার কটক চণ্ড।
কামাদি সকলে সেনাপতি সেনা দম্ভ কপট ভণ্ড ॥ ৭১(ক)
তবে এই মায়া শ্রীরামের দাসী বুঝিলে যদিও মিথ্যা।
রাম-কৃপা বিনা ঘুচেনাক' ভ্রম জ্ঞান হয় যেন নিত্যা ॥ ৭১(খ)

চৌ—যেই মায়াময়ী মায়া ত্রিভুবনে নাচাইল। যাহার মরম কেহ বুঝিবারে না পাইল ॥
প্রভুর নয়ন-ভঙ্গি-ভরে সেই খগবর। নটী-সম নাচে নাচ সহ নিজ অনুচর ॥ ১
সেই সৎ-চিৎ-সুখ-ঘন রঘুবর রাম। জনম-অতীত বিজ্ঞানরূপ বলধাম ॥
ব্যাপ্য ব্যাপক আর অ-বিফল খণ্ডহীন। অমিত অমোঘ-বল ভগবান্ অন্তহীন ॥ ২
অমলিন সর্ব্বদর্শী মায়া গুণ বিরহিত। অজেয় মহান্ আর বাণী ইন্দ্রিয়াতীত ॥
নির্গম নিরাকার মোহ নাহি ছোঁয় যাঁ'রে। নিত্য অ-পাপ বিভু সুখরাশি চরাচরে ॥ ৩
প্রকৃতি-অতীত প্রভু সবার হৃদয়-বাসী। বিরজ অতীত-ইচ্ছা ব্রহ্ম তিনি অবিনাশী ॥
রামের হৃদয়ে মোহ কভু স্থান নাহি পায়। তমোরাশি কখনো কি দিনকর-পাশে যায় ॥ ৪

দো—ভকতের হেতু প্রভু ভগবান্ ভূপ-কলেবর ধরি'।
পুত-লীলা নিজ দেখা'ন সবারে মানবেরে অনুকারি' ॥ ৭২(ক)
নট যথা নানা বেশেতে সাজিয়া ফিরে অঙ্গন-ময়।
বেশ-অনুরূপ ভাব সে দেখায় নিজ-ভাব তাহা নয় ॥ ৭২(খ)

চৌ—সেইমত রঘুপতি-লীলা ওহে উরগারি। দিতিসুত-বিমোহন জন-মন-সুখকারী ॥
মলিনতা-ভরা মন বিষয়ের বশ যা'রা। এইমত করে মায়া প্রভুতে আরোপ তা'রা ॥ ১
পাণ্ডু-রোগেতে রোগী হয় যেবা অন্ধু'খন। পীত বরণের শশী করে সেই দরশন ॥
যদি কা'রো দিক্-ভ্রম হয় তবে উরগারি। সে বলে প্রতীচী হ'তে সমুদিত তমোহারী ॥ ২
নৌকা-আরোহী হেরে মেদিনী চলিয়া যায়। মোহের বশেতে ভাবে নিজেরে অচল-প্রায় ॥
ঘূর্ণিত শিশু হেরে ঘুরিতেছে গৃহ আদি। সত্য কহিলে বলে এ উহায় মিথ্যাবাদী ॥ ৩
হেন কল্পনা শুধু হরিতে মোহ-আবেশ। স্বপনেও ভগবানে নাহি অজ্ঞতা-লেশ ॥
কিন্তু যেবা মায়াবদ্ধ-মন্দমতি ভাগ্যহত। প্রাণে যা'র প'ড়ে আছে আবরণ বহুশত ॥ ৪
যুক্তি ঠেলি' সেই মূঢ় সন্দেহ পুষে প্রাণে। আপনার অজ্ঞতা আরোপ করে শ্রীরামে ॥ ৫

দো—কাম ক্রোধ লোভ মোহ-বশ যেবা দুখ-রূপ গৃহাসক্ত।
কেমনে চিনিবে সে রঘুনাথেরে সে ত' তমোকূপ-রক্ত ॥ ৭৩(ক)
নির্গুণ রূপ বুঝিতে সহজ স-গুণ বুঝা না যায়।
স-গুণের লীলা সুগম অগম মুনি পরাভব পায় ॥ ৭৩(খ)

চৌ—শুনহ বিহগরাজ শ্রীরাম-মহিমা-কথা। জ্ঞান-মত কহি সেই প্রাণ-মনোহর গাথা ॥
মোহ-সঞ্চার মম হ'য়েছিল যে প্রকার। শুনাই তোমারে সেই সবিশেষ সমাচার ॥ ১
তুমি তাত রঘুনাথ রামের কৃপা-ভাজন। হরিগুণ-অনুরাগী মোর হৃদি-রঞ্জন ॥
এ-কারণে গোপনীয় কিছু নাহি তব পাশে। পরম রহস্য-কথা বলিব তব সকাশে ॥ ২
রামের স্বভাব-কথা করি তাত বর্ণন। ভকত জনের মোহ না রাখেন কদাচন ॥
জন্ম-মরণরূপ সংসার মূলাধার। বহু ক্লেশ-প্রদ আর নিদারুণ শোকাগার ॥ ৩
এহেতু করেন মোহ বিদূরিত কৃপাধার। করুণা ভকত 'পরে শ্রীরামের এ প্রকার ॥
যেমন শিশুর দেহে হইলে দূষিত ব্রণ। জননী চিরা'ন তাহা হইয়া পাষাণী সম ॥ ৪

দো—যদিও যাতনা শিশু পায় তাহে কাতরে রোদন করে।
বেদনা তাহার না ভাবেন মাতা তারি ব্যাধি-নাশ তরে ॥ ৭৪(ক)
তথা দাস-হিত হেতু রঘুনাথ ঘুচা'ন তাহার মান।
এমন প্রভুরে ভ্রম তেয়াগিয়া কেন না সঁপিব প্রাণ ॥ ৭৪(খ)

চৌ—শ্রীরামের কৃপা আর মূর্খতা আপনার। এই কথা বলি কর অবধান এইবার ॥
যতবার নররূপ ধারণ করিয়া রাম। ভকতের তরে লীলা আচরে'ন গুণধাম ॥ ১
ততবার আমি সেই কোশল নগরে যাই। শিশুলীলা নিরখিয়া অতিশয় সুখ পাই ॥
জনমের উৎসব করি গিয়া দরশন। পঞ্চ বরষ লীলা হেরি মন-বিমোহন ॥ ২
অভীষ্ট দেবতা মম শ্রীরাম বালকরূপ। শতকোটি কাম জিনি' তনু-শোভা অপরূপ ॥
আপন প্রভুর মুখ নিরখি' নয়ন ভরি'। নয়ন সফল মম করি আমি উরগারি ॥ ৩
শাবক-বায়সরূপ ধরি' ফিরি তাঁ'র সাথে। রামের বালক-লীলা হেরি কত বিধিমতে ॥ ৪

দো—যথা যথা যা'ন শিশু ভগবান্ সাথেতে উড়িয়া যাই।
পড়িলে ভূমিতে প্রসাদ তাঁহার অমনি খুঁটিয়া খাই ॥ ৭৫(ক)
একবার লীলা অতি অপরূপ করিলেন রঘুবীর।
সে লীলা প্রভুর স্মরণ করিয়া পুলকি' উঠে শরীর ॥ ৭৫(খ)

চৌ—কাহছে বায়স তবে শুনহ খগ-নায়ক। শ্রীরাম-চরিতকথা ভকত-সুখদায়ক।
চারু নৃপ-মন্দির সব বিধি সুন্দর। কনকে খচিত মণি-জড়িত প্রাসাদ-বর ॥ ১

মনোহর অঙ্গন কি শোভা কহিব কা'রে। চারি ভাই যেইখানে খেলেন পুলকভরে ॥
লীলায় বিনোদ করি' জননীর প্রাণ মন। করেন সে অঙ্গনে শিশু রাম বিচরণ ॥ ২
মরকত মণি-সম মৃদু-কলেবর শ্যাম। সারাদেহে শোভা করে যেন শতকোটি কাম ॥
নবীন রাজীব সম কোমল চরণদ্বয়। পদজ রুচির নখ শশী-ভাতি হ'রে লয় ॥ ৩
সুন্দর রেখা ধ্বজ কুলিশাঙ্কুশ চারি। সে পদে নূপুর-মৃদু মধু গুঞ্জনকারী ॥
কনক-রচিত কিবা খচিত রতনবর। কটি-কিঙ্কিণী কল-মুখর মানসহর ॥ ৪

দো—নাভি রমণীয় গোপুর উদর ত্রিবলীর রেখা তা'য়।
বিশাল উরস তাহে বালোচিত বেশভূষা শোভা পায় ॥ ৭৬

চৌ—পাণিতল হিঙ্গুল অঙ্গুলী নখ শোভে। ভূষিত বিশাল ভুজ-যুগল মানস লোভে ॥
কম্বু-কণ্ঠ বাল-কেশরী-অংস গ্রীবা। চিবুক আনন-ছবি অতুলন শোভা কিবা ॥ ১
আধ আধ শিশু-ভাষা অধরে অরুণ-ভাতি। কুন্দ-ধবল শোভে দুই দুই রদ-পাঁতি ॥
ললিত কপোল নাসা সুগঠিত মনোহর। প্রাণ-বিমোহন হাসি যেন রাকা শশধর ॥ ২
সুনীল কমল-আঁখি ভবভয় বিমোচন। শোভিত ললাট 'পরে তিলক গোরোচন ॥
ভ্রূযুগ সুবঙ্কিম শ্রবণ-যুগল সম। কুঞ্চিত কেশদাম শ্যাম-শিখিপাখা যেন ॥ ৩
পীত অঙ্গরাখা গায়ে মরি কিবা শোভাময়। মোহন দিঠিতে ভাবে প্রাণে বড় সুখ হয় ॥
দশরথ-অঙ্গন-বিচরণকারী হরি। নাচেন পুলকভরে আপনার ছায়া হেরি' ॥ ৪
করেন আমার সনে বিবিধ কতই খেলা। পাই লাজ বিবরিতে তাঁ'র সেই সব লীলা ॥
কল-হাসি হেসে যবে আমারে ধরিতে যা'ন। পলাই মুখের গ্রাস তখন মোরে দেখান ॥ ৫

দো—নিকটে আসিলে হাসেন শ্রীহরি কাঁদেন পলা'লে পরে।
চরণ ছুঁইতে যাইলে পলান চাহিতে চাহিতে ফিরে' ॥ ৭৭(ক)
উপজিল মোহ হৃদয়ে আমার সেই শিশুলীলা দেখি'।
চিৎ-সুখ-ঘন চরাচর-প্রভু তাঁ'র ছেলে-খেলা একি ॥ ৭৭(খ)

চৌ—যেমনি একথা মনে উদয় হইল মোর। রামের প্রেরিত মায়া অমনি ব্যাপিল ঘোর ॥
তবে রাম-কৃপাবলে আমারে না দুখ দিল। কিম্বা আর জীব-মত ভবঘোরে না ঘুরা'ল ॥ ১
অপর কারণ কিছু আছয়ে ইহার কোন। এবে সে কারণ-কথা অবহিত হ'য়ে শুন ॥
শুধু এক সীতাপতি অখণ্ড জ্ঞান-রূপ। বাকী জড় কি চেতন মজ্জিত মায়া-কূপ ॥ ২
জীবের রহিল যদি হেন অখণ্ড জ্ঞান। তবে বল কি প্রভেদ জীব আর ভগবান্ ॥
মায়ার বশেতে জীব রহে মোহে বিজড়িত। সে গুণ-জননী মায়া রহে বিষ্ণু-পদাশ্রিত ॥ ৩
পর-বশ জীব আর শ্রীনাথ স্ব-বশে র'ন। চরাচরে এক প্রভু কিন্তু জীব অগণন ॥
যদিও অলীক এই ভেদ মায়া-বিরচিত। তথাপি শ্রীহরি বিনা নহে ইহা নিবারিত ॥ ৪

দো—রঘুনাথ-পদ ভজনা না করি' যে চাহে মুক্তি-পদ।
হইলেও জ্ঞানী শৃঙ্গ পুচ্ছহীন্ পশু সেই চারিপদ ॥ ৭৮(ক)
সব গিরি-চূড়ে দাবানল-ভাতি রাকা শশী তারা সাথে।
মিলিলেও রবি বিহনে কখনো তমোদূর নহে তা'তে ॥ ৭৮(খ)

চৌ—সেইমত খগরাজ শ্রীহরি-ভজনা বিনা। কখনো মিটে না জীবে দারুণ দুখ-যাতনা ॥
হরির ভকতজনে কখনো লাগে না মায়া। প্রভুর প্রেরিত জ্ঞানে উজল তাঁহার হিয়া ॥ ১
একারণে ভকতের কখনো বিনাশ নাই। অন্তরে ভেদভক্তি বাড়ে তা'র সর্ব্বদাই ॥
যবে হেরিলেন রাম ভ্রমেতে চকিত মোরে। হাসিলেন মৃদুহাসি শুন লীলা তা'র পরে ॥ ২
তাঁহার লীলার কেহ না বুঝিল ভেদ সার। কিবা সহোদরগণ মাতা কি জনক আর ॥
চলেন ধরিতে মোরে জানু-পাণি যোগে হরি। অরুণ-চরণ কর শ্যামল বয়ানধারী ॥ ৩
দুই পাখা ছড়াইয়া উড়িয়া চলিনু আমি। ধরিতে আমারে ভুজ বাড়া'ন ভুবনস্বামী ॥
যতদূর আকাশেতে উড়িয়া পলাতে যাই। ততই তাঁহার বাহু নিকটে দেখিতে পাই ॥ ৪

দো—বিধি-লোকে উড়ে' পলাইনু ভয়ে দেখিনু ফিরিয়া পাছে।
রাম-বাহু আর আমার মাঝারে দু' আঙ্গুল দূর আছে ॥ ৭৯(ক)
শত আবরণ ভেদ করি' মোর গতি ছিলযত দূর।
সেখানে গিয়াও প্রভু-ভুজ হেরি' হ'লাম ভয়ে আতুর ॥ ৭৯(খ)

চৌ—অতি ত্রাস হ'ল যবে আঁখি হ'ল নিমীলিত। চেয়ে' দেখি পুনঃ ফিরি' কোশলে আমি আগত ॥
চাহিয়া আমার পানে হাসিলেন রঘুনাথ। ব্যাদিত বদনে আমি প্রবেশিনু অচিরাৎ ॥ ১
হে অণ্ডজ-রাজ শুন সেই উদরের মাঝে। হেরিনু গণনাতীত কত ব্রহ্মাণ্ড রাজে ॥
কত অভিনব লোক কি রচনা অগণন। এক অণ্ড হ'তে বড় কি করিব বর্ণন ॥ ২
কোটি কমলযোনি কোটি উমাপতি হর। অগণিত গ্রহ তারা শশধর দিবাকর ॥
গণনা-অতীত যম কাল আর লোকপাল। কতই ভূধর কত মহীতল সুবিশাল ॥ ৩
অসংখ্য গহন নদ সরোবর পারাবার। অনন্ত-প্রসার কত রচনা নানা প্রকার ॥
সুর মুনি খগ নাগ গন্ধর্ব্ব কিন্নর নর। স্বেদ জরায়ুজ জীব কতই সচরাচর ॥ ৪

দো—কখনো দেখিনি কাণেতে শুনিনি মনেতে ভাবিনি যাহা।
সে-সব অদ্ভুত হেরিনু সৃজন কেমনে কহিব তাহা ॥৮০(ক)
শতেক বরষ করিনু তথায় বাস প্রত্যেক খণ্ডে।
এমন করিয়া দেখিয়া ভ্রমিনু অনেক ব্রহ্ম-অণ্ডে ॥ ৮০(খ)

চৌ—প্রত্যেক লোক 'পরে পৃথক্ ভাগ্য-বিধাতা বিষ্ণু শিব লোকপাল সকলি পৃথক্ তথা ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর নর বেতাল পিশাচগণ। সে সকলি ভিন্ন ভিন্ন পশু পাখী অগণন ॥ ১

দেবতা দনুজগণ তথায় বিবিধ ভাঁতি। জীব সব তথাকার নানাকার প্রতিকৃতি ॥
অনেক পৃথিবী গিরি নদী সর ও সাগর। সকল রচনা তথা নানাবিধ কলেবর ॥ ২
প্রত্যেক লোক-মাঝে দেখে'ছি আমারে নিজে। অনুপম দ্রব্যচয় দেখিয়াছি কত কি যে ॥
প্রত্যেক লোকে দেখি র'য়েছে কোশলপুরী। বিভিন্ন সরযূ তথা ভিন্ন যত নরনারী ॥ ৩
দশরথ কৌশল্যা তথা দেখিবারে পাই। সবই বিভিন্ন রূপ ভরতাদি তিনভাই ॥
প্রতি ব্রহ্ম-অণ্ড মাঝে অবতার রূপে রাম। দেখিয়াছি শিশুলীলা আচরেন প্রাণারাম ॥ ৪

দো—সকলি পৃথক্ করি দরশন পৃথক্ পৃথক্ ধাম।
অগণন লোকে দেখিনু কেবল সেই এক প্রভু রাম ॥ ৮১(ক)
সেই শিশুরূপ সেই এক শোভা দয়াময় রঘুবীর।
ভুবনে ভুবনে ফিরিলাম হেরি' তাড়িত মোহ-সমীর ॥ ৮১(খ)

চৌ—ভ্রমণ করিতে এই ভুবন গণনাহীন। ভেবে' দেখ বহু কল্প কালোদরে হ'ল লীন ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে শেষে ফিরি' নিজ আবাসেতে। যাপন করিনু কাল তথা পুনঃ নানামতে ॥ ১
শুনি' পুনঃ অযোধ্যায় প্রভু-অবতার-কথা। প্রেমেতে পূরিত প্রাণ চলিনু ত্বরিত তথা ॥
করিলাম দরশন জনমের মহোৎসব। যেমন কথন আগে ক'রেছি তোমারে সব ॥ ২
রামের জঠর মাঝে হেরে'ছি জগত যত। দেখিবারে সেই সব বর্ণিয়া ক'ব কত ॥
অযোধ্যায় আসি' পুনঃ হেরিনু হৃদয়স্বামী। কৃপার আধার প্রভু সবার অন্তরযামী ॥ ৩
আপনার মনোমাঝে বিচারিনু বারবার। মোহের আবিল পাঁকে মজ্জিত মন আমার ॥
এক দণ্ড মাঝে যেন হেরিয়াছি এ সকল। বিশেষ মোহেতে মন হইল অতি বিকল ॥ ৪

দো—বিকল হেরিয়া হাসেন আবার কৃপাময় রঘুবীর।
সে হাসির ফাঁকে আসিনু বাহিরে শুন ওহে মতি ধীর ॥ ৮২(ক)
বাললীলা রাম করিতে লাগিলা আবার আমার সনে।
কোটি মতে কত বুঝাইনু তবু শান্তি নাহিক মনে ॥ ৮২(খ)

চৌ—নিরখিয়া লীলা আর প্রভুতা হেরিয়া তাঁ'র। আপন দেহের জ্ঞা'ন হরণ হ'ল আমার ॥
পড়িলাম ধরা 'পরে মুখে নাই আর কথা। রক্ষা কর রক্ষা কর আর্তজন-ভয়ত্রাতা ॥ ১
প্রেমাকুল মোরে প্রভু করিয়া অবলোকন। আপন প্রভাব মায়া কারিলা অপহরণ ॥
সরোরুহ কর নিজ রাখিয়া আমার শিরে। দীননাথ সব খেদ হরিলা নিমেষভরে ॥ ২
করিলেন মোরে রাম এককালে মোহশূন্য। ভকত-আনন্দদাতা দয়ালুর অগ্রগণ্য ॥
প্রথম-দয়ার কথা প্রভুতা কারি' স্মরণ। হইল অতীব মন পুলকেতে নিমগন ॥ ৩
ভকতের প্রতি দয়া দেখিয়া প্রভুর মনে। অতুলন অনুরাগ উপজিল মোর প্রাণে ॥
হরষ-সজল চ'খে জুড়িয়া যুগল পাণি। কহিনু অনেক বিধি মিনতি-পূরিত বাণী ॥ ৪

দো—প্রেমেতে পূরিত মোর কথা শুনি' হেরি' দীন নিজ দাস।
সুখদ-বচন গম্ভীর মৃদু কহেন রমা-নিবাস ॥ ৮৩ (ক)
হে কাক-ভুষুণ্ডি যাচ' বর অতি প্রীত তোমা 'পরে জানি'।
অষ্টসিদ্ধি কিবা যত ঋদ্ধি লহ মোক্ষ-সুখের খনি ॥ ৮৩ (খ)

চৌ—বিরতি বিজ্ঞান জ্ঞান বিবেক আছয়ে যত। মুনিজন-দুর্লভ এ জগতে গুণ শত ॥
প্রদান করিব তোমা নাহি সংশয় তা'য়। তা'ই চাহ মোর পাশে তব মন যাহা চায় ॥ ১
শুনিয়া বচন প্রাণ ভ'রে গেল অনুরাগে। ভাবিতে লাগিনু বর নিজ হৃদি-পুর-ভাগে ॥
সব দান দিতে প্রভু করিলেন অঙ্গীকার। ভকতি-দানের কথা ক'ন নি ত' একবার ॥ ২
ভকতি-বিহীন গুণ সব সুখ এইমত। লবণ-বিহীন বহু সিদ্ধ ভোজন যত ॥
ভজনা-বিহীন হ'য়ে সুখে মোর কিবা কাজ। ভাবিয়া জুড়িয়া কর কহিলাম খগরাজ ॥ ৩
সত্য যদি দাও বর হে নাথ হ'য়ে সদয়। সত্য যদি দীন 'পরে কর কৃপা কৃপাময় ॥
তবে প্রভু এই বর প্রার্থনা পদতলে। করি হে অন্তরযামি দেহ বর দীন ব'লে ॥ ৪

দো—অবিরল তব শুদ্ধা ভকতি বেদ পুরাণে যা' গায়।
যোগী-পতি মুনি খুঁজে যা' সতত কৃপাতে কদাচ পায় ॥ ৮৪ (ক)
ভক্ত-সুরতরু প্রণত-তারণ কৃপানিধি সুখধাম।
সে নিজ ভকতি হে প্রভু আমারে দয়া করি' দেহ রাম ॥ ৮৪ (খ)

চৌ—'এবমস্তু' বলি' তবে রঘুর কুল-নায়ক। বলেন বচন প্রভু অতীব সুখ-দায়ক ॥
শুনহ বায়স তুমি স্বভাবতঃ মতিমান্। সেহেতু যাচিলে এই সর্ব্বোত্তম বরদান ॥ ১
সকল সুখের খনি ভকতি চে'য়েছ তা'ই। ভাগ্য তোমার সম জগ-মাঝে কা'রো নাই ॥
জপ যোগানল-মাঝে দহিয়া আপন কায়। কতই যতন করি' মুনি ইহা নাহি পায় ॥ ২
তব চতুরতা হেরি' প্রীতি-ধার হৃদে বয়। চে'য়েছ ভকতি-বর পুলকিত অতিশয় ॥
শুনহ বিহগ কহি আমার দয়ার ফলে। সবগুণ বিরাজিবে তোমার হৃদয়-তলে ॥ ৩
বিরাগ অথবা যোগ ভকতি কি তত্ত্বজ্ঞান। আমার লীলার বহু রহস্য অথবা জ্ঞান ॥
তব অনুভবে ত্বরা আসিবে সকল ভেদ। আমার প্রসাদে নাহি লাগিবে সাধন-খেদ* ॥ ৪

দো—মায়া-জাত যত ভ্রম সব আর কভু না লাগিবে তোরে।
জানিস্ অনাদি স-গুণ অ-গুণ ব্রহ্ম বলিয়া মোরে ॥ ৮৫ (ক)
ভকত আমার প্রিয় প্রাণাধার এ বিচারি' শুন কাক।
কায় বাক্ মনে ক'রো মোর পদে অবিচল অনুরাগ ॥ ৮৫ (খ)

* সাধনার কষ্ট।

চৌ—এবে শুন বাণী মম নির্ম্মল সুললিত। সত্য সহজ যাহা নিগমাদি বাখানিত ॥
নিজ সিদ্ধান্ত এই কহিব তব গোচরে। স্মরণে রাখিও আর সব ত্যজি' ভ'জো মোরে ॥১
মম মায়া হ'তে এই জগতের উদ্ভব। নিবসে বিবিধ যথা চরাচর জীব সব ॥
সকলেই প্রিয় মম আমা হ'তে উদ্ভূত। মানব সবার হ'তে মোর পাশে আদৃত ॥ ২
মানবের মাঝে দ্বিজ দ্বিজ-মাঝে শ্রুতিধারী। তাহাদের মাঝে পুনঃ বেদধর্ম্ম-নিষ্ঠাচারী ॥
নিষ্ঠাচারী-মাঝে প্রিয় যে জ্ঞানী বিরাগ-যুত। বিরাগী-ভিতরে অতি প্রিয় অনুভব-যুত ॥ ৩
তাহাদের মাঝে প্রিয় লাগে মোর নিজ-দাস। যে মম-অনন্যমতি অপরে না রাখে আশ ॥
সত্যই তব পাশে কহি আমি বারবার। ভকতের সম প্রিয় কেহ মম নাহি আর ॥ ৪
ভকতি-বিহীন যদি হ'ন-ও চতুরানন। সাধারণ জীব সম তিনি মম প্রিয় হ'ন ॥
ভকতি-বিলীন চিত হইলেও নীচ প্রাণী। প্রাণ-সম প্রিয় সেই এ মোর ঘোষণা-বাণী ॥ ৫

দো—পুণিত সুশীল সুমতি সেবকে ভিজে না কাহার প্রাণ।
এ নীতিতে ভরা স্মৃতি বেদ সব কর ইহা অবধান ॥ ৮৬

চৌ—একই পিতার হ'লে একাধিক সন্তান। হয় তা'রা ভিন্ন মত শীল আর গুণবান্ ॥
কেহ পণ্ডিত কেহ তপ-রত কেহ জ্ঞানী। কেহ ধনবান্ কেহ সুধীর কেহ বা দানী ॥ ১
কেহ মহা-জ্ঞানী কিম্বা ধর্ম্ম-রত কোনজন। সবারি উপরে থাকে পিতার সমান মন ॥
কিন্তু যে পিতায় রত সব করি' পরিহার। স্বপনেও নাহি জানে এ বিনা ধরম আর ॥ ২
সে তনয় প্রিয় হয় পিতার প্রাণের সম। হ'লেও অপর যত সুত হ'তে হীনতম ॥
এইমত চরাচর-মাঝে যত জীব রয়। দেব নর আদি করি' দনুজ অসুরচয় ॥ ৩
মো' হ'তে উৎপন্ন এই অখিল ভুবন মাঝে। সবারি উপরে মোর সমান করুণা রাজে ॥
কিন্তু তাহার মাঝে পরিহরি' মদ মায়া। যে ভজে আমারে সঁপি' মানস বচন কায়া ॥৪

দো—হ'ক সে পুরুষ অথবা রমণী কিম্বা আর জীব কোন।
অকপটে সব- ভাবে যে ভজিবে সে-ই হ'বে প্রিয়তম ॥ ৮৭ (ক)
অনন্য অ-কাম মম-রত মতি প্রাণ-সম প্রিয় ভক্ত।
মনে এ বিচারি' জগ-আশা ছাড়ি' মো'তে হও অনুরক্ত ॥ ৮৭ (খ)

চৌ—তব 'পরে কাল নাহি দেখা'বে প্রভাব তা'র। কোন ভাবিও মোরে আর ভজ' অনিবার ॥
তৃপ্তি প্রভুর বাণী শুনি' হৃদে নাহি আসে। শিহরিত কলেবর অতি সুখে মন ভাসে ॥ ১
কি সুখ হৃদয়ে জাগে জানে কাণ জানে মন। কমনে তা' রসনায় করি আমি বর্ণন ॥
এ নয়ন জানে মোর প্রভুর রূপের শোভা। বচনে কেমনে ক'ব কি সে বিভা মনোলোভা ॥২
এভাবে প্রবোধি' ধন্ত করি' বহু সুখে মোরে। খেলিতে লাগিলা পুনঃ তেমনি-ই লীলা-ভরে ॥
নয়নে আনিয়া জল মুখ কিছু ম্লান করি'। চাহেন জননী-পানে অতীব ক্ষুধিত হরি ॥ ৩

কাতর নেহারি' মাতা উঠিয়া আসেন ত্বরা। ধরেন চাপিয়া বুকে বলি' বাণী স্নেহ-ভরা ॥
যতনে বসা'য়ে কোলে করা'ন পীযূষ পান। তাঁহার ললিত লীলা আদরে করিয়া গান ॥ ৪

দো—যে সুখের তরে ত্রিপুর-অরাতি অশুভ-বেশেতে র'ন।
যে সুখ-সাগরে কোশলের বাসী নিত-প্রতি নিমগন ॥ ৮৮ (ক)
সে সুখের অনু- পরমাণু যেবা বারেক স্বপনে পায়।
ব্রহ্মপদ-সুখ তা'র গণনায় না আসে বিহগ-রায় ॥ ৮৮ (খ)

চৌ—আরো কিছুদিন আমি রহিলাম অযোধ্যায়। হেরিলাম শিশুলীলা প্রেমের মগনতায় ॥
রামের প্রসাদে লভি' ভকতির বরদান। আশ্রমে এনু ফিরে' তাঁহারে করি' প্রণাম ॥ ১
এইরূপে যে অবধি নে'ছেন আপন ক'রে। সে অবধি মায়া নাহি বিমোহিত করে মোরে ॥
সু-গোপন লীলা এই করিলাম কীর্ত্তন। হরির প্রেরিত মায়া নাচা'ল মোরে যেমন ॥ ২
আমার যা' অনুভব তোমারে কহি খগেশ। হরির ভজনা বিনা না হয় ক্লেশের শেষ ॥
শ্রীরামের কৃপা বিনা শুন হে বিহগ-রায়। তাঁহার শকতি কত কভু নাহি জানা যায় ॥ ৩
শকতি না জানা হ'লে স্থায়ী নহে পরতীতি। বিশ্বাস বিনা কহ কেমনে জাগিবে প্রীতি ॥
দৃঢ় প্রীতি না থাকিলে ভক্তি নাহিক রয়। সলিলের ঝিকিমিকি কতটুকু স্থায়ী হয় ॥ ৪

দো—গুরু বিনা জ্ঞান হয় না কখনো তা' বিনা বিরাগ নয়।
হরিভক্তি বিনা নাহি কোন সুখ বেদ পুরাণেতে কয় ॥ ৮৯(ক)
শান্তি কি প্রাণে পায় কভু যা'র সন্তোষ নাই স্বভাবে।
শত উপায়েও চলে কি কখনো তরণী জলের অভাবে ॥ ৮৯(খ)

চৌ—সন্তোষ বিনা নাশ নাহি হয় কামনার। কামনা থাকিতে সুখ কভু নহে লভিবার ॥
রামের ভজনা বিনা কামনা না নাশ হয়। ধরণী বিহনে তরু উপ্ত কি কভু হয় ॥ ১
পরা-জ্ঞান না জাগলে সমতা আসে কি প্রাণে। দূরতা রহে কি কভু নভঃ অবর্ত্তমানে ॥
ধর্ম্ম নাহিক থাকে শ্রদ্ধা না যদি রয়। ক্ষিতিতল বিনা বাস* থাকা সম্ভব নয় ॥ ২
তাপ বিনা তেজ কভু কেমনে প্রসার পা'বে। জলের বিহনে রস কিসে সম্ভব হ'বে ॥
পণ্ডিত-সেবা বিনা সদাচার নাহি আসে। তেজ বিনা রূপ যথা কখনও না প্রকাশে ॥ ৩
আত্ম-আনন্দ বিনা স্থির কি হে হয় মন। সমীরণ-তত্ত্ব বিনা হয় না ক' পরশন ॥
প্রতীতি না এলে প্রাণে সিদ্ধি কি কভু হয়। শ্রীহরি-ভজনা বিনা ভবভয় নাশ নয় ॥ ৪

দো—বিশ্বাস বিনা নাহিক ভকতি তা' বিনা দ্রবে না রাম।
রাম-কৃপা বিনা স্বপনেও জীব লভে না ক' বিশ্রাম ॥ ৯০(ক)

---

* গন্ধ।

এ বিচার মনে রাখিয়া সতত তর্ক সংশয় ত্যজি'।
ভজ রঘুবীর করুণা-আকর- সুখদ চরণে মজি' ॥ ৯০(খ)

চৌ—নিজমতি অনুসরি' করিলাম বর্ণন। প্রভুর প্রতাপ নাথ খগকুল-বিভূষণ ॥
দেখেছি' এসব আমি আপনার আঁখি যোগে। অতিরঞ্জন নাই যুক্তির সহযোগে ॥ ১
অসীম অপার সব রঘুনাথ-গুণগ্রাম। কিবা রূপ কিবা লীলা অথবা পাবন নাম ॥
নিজনিজ মতি-মত মুনি হরিগুণ গা'ন। নিগম মহেশ শেষ অন্ত না তাঁ'র পা'ন ॥ ২

রামের মহানতা

তোমা হ'তে আদি করি' মশক অবধি ধায়। আকাশ মাঝারে তবু অন্ত না কেহ পায় ॥
সেইমত রঘুপতি-মহিমা অ-গত তল। অন্ত না কেহ পায় অ-প্রমেয় অতিবল ॥ ৩
শতকোটি কাম-সম সুন্দর তনুধারী। কোটি ঈশানী-সম অমিত অরাতিহারী ॥
বিলাস-বিভবযুত যেন কোটি সুরেশ্বর। কোটি আকাশ-প্রায় প্রসার বিহগবর ॥ ৪

দো—শতকোটি বায়ু- সম বলশালী শতকোটি রবি-ভাষ।
শতকোটি শশী সমান শীতল শমন সকল-ভব-ত্রাস ॥ ৯১ (ক)
শতকোটি কাল সমান আবার দুস্তর দুর্গ* দুরন্ত।
শতকোটি ধূম- কেতুর সমান দুর্জয় ভগবন্ত ॥ ৯১(খ)

চৌ—অগাধ পাতাল-সম-শতকোটি প্রভু মোর। করাল শমন-শতকোটি-সমান ঘোর ॥
তীর্থ সহস্রকোটি-সম তিনি পূতধাম। অখিল-পাতক চির-বিনাশন তাঁ'র নাম ॥ ১
কোটি হিমালয়-সম অবিচল রঘুবীর। শতকোটি পারাবার সম মহাগম্ভীর ॥
কোটি কামধেনু-সম দয়াময় কৃপাবান্। সকল কামনা-ফল-বিধায়ক ভগবান্ ॥ ২
শত বাগেদবী-সম অ-প্রমেয় চতুরতা। শতকোটি বিধি-সম সৃষ্টির নিপুণতা ॥
কোটিকোটি বিষ্ণু-সম পালন-ভব-কারণ। রুদ্রদেব কোটিশত-সমান জগ-নাশন ॥ ৩
কুবের সহস্রকোটি-সমান বিভববান্। কোটি মায়া জিনি' তাঁ'র সৃজনের উপাদান ॥
ভারধারী যথা শতকোটি অহি-ঈশ্বর। সব(ই) সীমা-বিরহিত অনুপ জগদীশ্বর ॥ ৪

ছ—নিরুপম নাহি উপমা আর রাম(ই) সম রাম নিগম কয়।
সম শতকোটি- খদ্যোত রবি উপমায় যথা লঘুতা হয় ॥
এইমত নিজ মন অনুসরি' মুনিগণ তাঁ'র মহিমা গা'ন।
প্রভু শুধু ভাব- টুকু ল'ন অতি সুখ কৃপাময় তাহাতে পা'ন ॥

দো—গুণের অতল- সাগর শ্রীরাম কেহ নাহি তল পায়।
সন্তের কাছে শুনে'ছি যেমন কহিলাম সমুদায় ॥ ৯২(ক)

---

* দুর্গম।

প্রেমভাব-বশ শুধু ভগবান্ সুখাকর কৃপাধাম।
জানকী-পতিরে ভজিও সতত ত্যজি' মায়া মদ মান ॥ ৯২(খ)

চৌ—শুনি' ভুষুণ্ডির বাণী শ্রবণের সুখকর। হরষিত খগপতি শিহরিত কলেবর ॥
নয়নে ভরিল জল মন অতি হরষিত। শ্রীরাম-প্রতাপ হ'ল হৃদিমাঝে দৃঢ়ীভূত ॥ ১
স্মরি' পূর্ব্বের মোহ অনুতাপ এল এবে। পরম পুরুষে ভ্রমে মানুষ-সমান ভেবে' ॥
বার বার বায়সের চরণে লুটায় শির। বাড়ায় প্রণয় মানি' তা'রে সম রঘুবীর ॥ ২
গুরু বিনা ভবনিধি তরিতে নাহি শকতি। হ'লেও বিধির সম কিম্বা শিব উমাপতি ॥
সন্দেহ-অহি তাত দংশিয়াছিল মোরে। দুখদ তর্ক-কূট বাহিরিল বেগভরে ॥ ৩
তোমা-সম অহি-বৈদ্য দিয়া শ্রীজানকী-নাথ। জিয়া'লেন পুনঃ মোরে করুণা করি' অগাধ ॥
তোমার প্রসাদে মোর মোহ হ'ল খণ্ডন। শ্রীরামের ভেদ এবে জানিলাম অতুলন ॥ ৪

দো—করি' সাধুবাদ বহুবিধ তা'র নতি করি' যুড়ি' কর।
প্রেমভরা মৃদু বিনীত বচন বলে তবে খগবর ॥ ৯৩(ক)
হে প্রভু আপন অবিবেক-হেতু শুধাই তোমার পাশ।
কৃপার সাগর দাও সদুত্তর জানি' মোরে নিজদাস ॥ ৯৩(খ)

চৌ—তুমি হে সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞাত-তত্ত্ব আর মায়াহীন। মতিমান্ শীলবান্ সরল আচার-লীন ॥
জ্ঞান ও বিরাগযুত অনুভব-পরায়ণ। তুমি রঘুনায়কের অতি প্রিয় নিজজন ॥ ১
তুমি কহ কি কারণে লভিলে বায়স-কায়। হে তাত কৃপায় কহ বুঝাইয়া সমুদায় ॥
শ্রীরাম-চরিতরূপ অমৃত-সরোবর। আস্বাদ কোথা হ'তে পে'লে তুমি নভশ্চর ॥ ২
মহাদেব-শ্রীবদনে এ কথা শুনে'ছি প্রভু। মহা প্রলয়েও তব অভাব না হয় কভু ॥
অপলাপ নহে কভু শ্রীমুখের সে বচন। তাহাও এ মনে করে সন্দেহ উৎপাদন ॥ ৩
চরাচরময়ী ধরা সহ দেব নর যত। সকল জগত কাল-মুখগত খাদ্য-মত ॥
সংখ্যাহীন ব্রহ্ম-অণ্ড বিশাল ভুবনময়। প্রকৃতই কাল সদা অনিবার্য্য অতিশয় ॥ ৪

দো—তব 'পরে তা'র লাগে না প্রভাব কি তা'র কারণ বল'।
তব জ্ঞান-বলে হইল ঘটন অথবা তা' যোগফল ॥ ৯৪ (ক)
তব আশ্রমে আসিতেই হ'ল মোহ ভ্রম সব ত্যাগ।
এ কথার(ও) প্রভু কারণ জানিতে হৃদে বড় অনুরাগ ॥ ৯৪ (খ)

চৌ—গরুড়-বচন শুনি' হরষিত হ'ল কাক। কহিল ভবানী বাণী সহ অতি অনুরাগ ॥
ধন্য বিহগপতি ধন্য তব পূত-মতি। প্রশ্ন তোমার মোরে মধুর লাগিল অতি ॥ ১
শুনি' তব প্রেমভরা জিজ্ঞাসা মনোহর। বহু জনমের কথা উদিল স্মৃতির 'পর ॥
আপনার সব কথা বর্ণন করি যথা। সমাদর ভরে তাত শুন তবে সেই কথা ॥ ২

জপ তপ যজ্ঞ যাগ সম দম ব্রত দান। বিরাগ বিবেক যোগ আর অনুভব-জ্ঞান ॥
সকল ক্রিয়ার ফল রাম পদে প্রেম সার। তা' বিনা কল্যাণ-প্রদ কিছুই নাহিক আর ॥ ৩
এ শরীর পে'য়ে তবে পে'য়েছি ভকতি তাঁ'র। সে কারণে এই দেহে মমতা বেশী আমার ॥
যাহা হ'তে কিছু নিজ স্বার্থ সাধিত হয়। তদুপরি সকলেরি অধিক মমতা রয় ॥ ৪

দো—হে পন্নগ-অরি শ্রুতি-সম্মত সাধু-উক্ত এই নীতি।
হিতকারী জানি' নীচের(ও) সহিত করিবে পরম প্রীতি ॥ ৯৫ (ক)
গুটি-কীট হ'তে উপজে তন্তু পট্টবাস তাহা হ'তে।
তা'তে হেয় কীটে প্রাণের সমান পালে সবে নানামতে ॥ ৯৫ (খ)

চৌ—জীবের প্রকৃত স্বার্থ কেবল ইহারে বলে। কায় বাক্ মনে প্রেম রামের চরণতলে ॥
সুপবিত্র আর পুনঃ সুন্দর সেই কায়। যাহারে লভিয়া রাম-আরাধনা পাওয়া যায় ॥ ১
শ্রীরাম-বিমুখ যদি ব্রহ্মার দেহ পায়। কবি পণ্ডিত কভু মহিমা না তা'র গা'য় ॥
মোর এই কাক-দেহে শ্রীরাম-ভকতি জাগে। সে হেতু এ কলেবর মোর অতি প্রিয় লাগে ॥ ২
ইচ্ছা-মরণ তবু এ শরীর বরজি না। বেদে কহে নাহি হয় ভজনা শরীর বিনা ॥
মোহের বশেতে শুধু কুগতি ভুগে'ছি দুখে। শ্রীরাম-বিমুখ মনে ঘুম না আসিত সুখে ॥ ৩
অনেক জনম ধরি' আচরিনু ক্রিয়া কত। করিলাম কত যোগ জপ তপ যাগ ব্রত ॥
কোন যোনি নাহি হেন কহি হে বিহগপতি। বারবার ঘুরে' যাহে হয়নি আমার গতি ॥ ৪
হে নাথ সকল ক্রিয়া করিয়া দেখে'ছি ইহা। কভু না পে'লাম সুখ এ দেহে পে'য়েছি যাহা ॥
বহু জনমের কথা র'য়েছে স্মরণে মোর। শিবের কৃপায় মোরে ব্যাপে না ক' মোহ-ঘোর ॥ ৫

কলি-মাহাত্ম্য বর্ণন

দো—প্রথম জনম যে ভাবে কাটিল শুন কহি এবে তাহা।
প্রভুপদে জাগে রতি আর মিটে কষ্ট শুনিলে যাহা ॥ ৯৬ (ক)
পূর্ব্ব-কল্পে পাপ- মূল যুগ কলি- যুগ ছিল একবার।
অ-ধরম ভরা ছিল নারীনর বেদের বিরোধী আর ॥ ৯৬ (খ)

চৌ—সেই কলিযুগে আমি আসিয়া কোশলপুরী। শূদ্র-শরীর ধরি' জনম গ্রহণ করি ॥
মহেশ-ভকত ছিনু কায় মন আর বাণী। নিন্দিতাম অন্য দেবে এত ঘোর অভিমানী ॥ ১
ধন-মদে মত্ত ছিনু কটু-বাদী অতিশয়। উগ্র মতি ছিল মম দম্ভে ভরা এ হৃদয় ॥
যদিও নিবাস ছিল রঘুনাথ-রাজধানী। তথাপি মহিমা কিছু তখন না তাঁ'র জানি ॥ ২
এখন জেনে'ছি ভাল কি প্রভাব অযোধ্যার। সব শাস্ত্রে ইহা গা'য় অথবা পুরাণে আর ॥
কোন জনমেও যদি অযোধ্যায় জন্ম পায়। হয় রাম-পরায়ণ নাহি সংশয় তা'য় ॥ ৩

অযোধ্যা-প্রভাব তবে বুঝে ভাল সেই প্রাণী। বসেন হৃদয়ে যবে সীতানাথ ধনুপাণি ॥
বড়ই কঠিন সেই কলিকাল উরগারি। পাপে মজ্জিত ছিল যত সব নরনারী ॥ ৪

দো—কলির পাতক হ'য়েছে ধরম পুণ্য-গ্রন্থ গুপ্ত।
দম্ভিদের সব কল্পনা-যোগে বহু মত তথা উপ্ত ॥ ৯৭ (ক)
মোহ-বশ যত মানব তথায় সদাচার লোভ-গ্রস্ত ॥
বিবরিব এবে ধর্ম্ম যা' কিছু ছিল কলিযুগ-ন্যস্ত ॥ ৯৭ (খ)

চৌ—ছিল না ক' বর্ণ-ধর্ম্ম অথবা আশ্রম চারি। বেদের বিরোধী ছিল যত সব নরনারী ॥
বিপ্রে বেচিত বেদ নৃপতি প্রজা-শোষক। বেদের অনুশাসন লাগিত না ক' রোচক ॥ ১
সে ধরিত সেই পথ যা'র যাহা প্রাণ চায়। যে গাল-বাজান' পটু বলিত পণ্ডিত তা'য় ॥
বৃথা আড়ম্বর আর দম্ভ রত যেই জন। সেইজন সন্ত-নামে পে'ত তথা বিজ্ঞাপন ॥ ২
পরধন-অপহারী সে-ই বড় বুদ্ধিমান। দম্ভ করে যেই জন সেই সে আচারবান্ ॥
মিথ্যা-কথন পটু বিদ্রূপকারী যেবা। কলিযুগে সেই পায় গুণবান্ বলি' সেবা ॥ ৩
আচার-বিহীন যেবা শ্রুতি-পথ পরিত্যাগী। কলিযুগ-মাঝে সেই জ্ঞানী আর সে বিরাগী ॥
ভার-নত যেবা বড় নখে আর জটাজালে। সেজন তাপস নামে বিখ্যাত কলিকালে ॥ ৪

দো—বসন ভূষণ অশুভ যাহার ভক্ষ্যাভক্ষ্য খায়।
সেই যোগী সেই সিদ্ধ পুরুষ সকলের পূজা পায় ॥ ৯৮ (ক)
পরের অহিত- আচরণ যা'র সে-ই গৌরব-ধন্য।
ক্রিয়া বাক্ মন মিথ্যা-কথনে বক্তা বলিয়া মান্য ॥ ৯৮ (খ)

চৌ—রমণী-বিবশ সবে সে কালের নর যত। বাজিকর-হাতে নাচে মর্কট যেইমত ॥
শূদ্রেরা দ্বিজগণে জ্ঞান উপদেশ করে। গলে উপবীত ধরি' কু-দান গ্রহণ করে ॥ ১
সব নর কাম-বশ লোভ-রত আর ক্রোধী। সন্ত ব্রাহ্মণ বেদ দেবতাগণ-বিরোধী ॥
গুণের আকর অতি সুন্দর পতি ত্যজি'। অভাগিনী নারী ভজে পর-পুরুষেতে মজি' ॥ ২
সধবা সেখানে থাকে ভূষণেতে অভূষিত। বিধবা সতত করে শৃঙ্গার কত মত ॥
শিষ্যে নাহি কাণ আর আঁখি-হীন গুরু যেন। না শুনে বচন অন্যে জ্ঞান-দৃষ্টি নাহি কোন ॥ ৩
শিষ্য-ধন হরে যেবা অজ্ঞতা নাহি হরে। তেমন পামর গুরু ঘোর নরকেতে জরে ॥
মাতাপিতা আপনার সন্তানে ধ'রে ধ'রে। শিখায় সে ধর্ম্ম শুধু যাহাতে উদর ভরে ॥ ৪

দো—ব্রহ্মজ্ঞান বিনা নরনারী তথা অন্য কথা নাহি কয়।
লোভে কড়ি-মূলে গুরু-দ্বিজ-বধ তাহাতে নাহিক ভয় ॥ ৯৯(ক)
বিবাদ সেখানে শূদ্র দ্বিজ সনে হীন কিসে বল' দেখি।
ব্রহ্মে যেবা জানে বিপ্র সেইজনে হিঙ্গুল করে আঁখি ॥ ৯৯(খ)

চৌ—পরনারী-রত যেবা কপটতা-সুচতুর। বিরোধ মমতা আর অহমিকা-ভরপুর॥
সে হয় অভেদ-জ্ঞানী আর সে-ই জ্ঞানী জন। কলিযুগ-লীলা নিজে করিয়াছি দরশন॥ ১
আপনি পতিত অধেঃ অপরে পাতিত করে। নষ্ট করে তা'রে যেবা সৎ-মার্গ সেবা করে॥
বেদ-নিন্দা করে যেবা বিস্তারি' তর্ক জাল। শ্রুতি নরকে সে মজে ধরি' কল্পকল্প কাল॥ ২
তেলি কুম্ভকার কিম্বা হীন বংশে উৎপন্ন। ভীল কোল কিরাত কি অন্য যত অধঃ-বর্ণ॥
বনিতা-বিয়োগ-শোকে কিম্বা গৃহনাশ-পরে। মাথা মুড়াইয়া যা'রা সন্ন্যাসী-বেশ ধরে॥ ৩
করায় নিজের সেবা তা'রা দ্বিজগণ সনে। নিজ-করে নাশ করে দুই লোক এ কারণে॥
তথা ব্রাহ্মণ লোভী নিরক্ষর কাম-রত। আচার-বিহীন কিম্বা স্খলিতা-রমণী-ব্রত॥ ৪
অ-ব্রাহ্মণ করে জপ তপ ব্রত অগণন। ব্যাসাসন 'পরে বসি' করে কথা-কীর্ত্তন॥
আচার পালন করে নিজনিজ মতি-মত। কত যে অ-নীতি তথা সে কথা কহিব কত॥ ৫

দো—বর্ণ-সঙ্কর মর্য্যাদা-হত কলিযুগ মাঝে লোক।
পাপ-রত রহে ফলে তা'র মোহ দুখ ভয় রোগ শোক॥ ১০০(ক)
শ্রুতি-সম্মত হরি-ভক্তি পথ জ্ঞান ও বিরাগ যুত।
সে মত তেয়াগি' মোহবশে রচে নূতন ধরম কত॥ ১০০(খ)

চৌ—উদাসী জমা'য়ে ধন যতনে সাজায় ঘরে। বিরাগ নাহিক তা'য় বিষয় ল'য়েছে হ'রে॥
তাপসেরা ধনবান্ নির্ধন গৃহী যত। কলির মজার কথা বিবরিয়া ক'ব কত॥ ১
বিতাড়িত করি' নর পতি-রতা বনিতারে। কদাচারী সে আসনে দাসীরে বসায় ঘরে॥
সুত সেথা পিতামাতা ততদিন করে মান্য। যতদিন বিধুমুখী নিরখি' না হয় ধন্য॥ ২
শ্বশুর-ভবন তা'র যবে হ'তে লাগে প্রিয়। অরাতি লাগিতে থাকে নিজ পরমাত্মীয়॥
পাপ-পরায়ণ নৃপ আপনার ধর্ম্মহীন। দণ্ডি' প্রজারে করে বিড়ম্বনা প্রতিদিন॥ ৩
ধনবান্-হীনজাতি কুলীন-মাঝারে গণ্য। দ্বিজত্বের চিহ্ন নাহি উপবীত ভিন্ন অন্য॥
বেদ বা পুরাণ-শ্রুতি যে নহে মর্য্যাদাবান্। সন্ত বলিয়া সেই কলিযুগে পূজ্যবান্॥ ৪
কবি তথা অগণিত নাহিক কবি-পোষণ। গুণ-নিন্দক বহু নাহি গুণবান্ জন॥
অকাল যাতনা দিতে আসে তথা বারবার। অন্ন বিনা লোক সব মরে করি' হাহাকার॥ ৫

দো—খগবর শুন সেই কলিযুগে ছলনা দম্ভ দ্বেষ।
মান মোহ আর কামাদি বিকার প্রসারিত সবিশেষ॥ ১০১(ক)
তামস-আচারে মানবেরা করে জপ তপ যাগ দান।
দেব না বরষে সময়ে তথায় মেদিনী দেয় না ধান॥ ১০১(খ)

চৌ—সেখানে নারীর শুধু আভরণ কেশদাম। ধনহীনা বহু-ক্ষুধা মমতা অপূর্ণ-কাম॥
সুখাভিলাষিণী অতি মতি নহে ধর্ম্ম-রতা। বুদ্ধি লঘু সুকঠোর নাহি লেশ-কোমলতা॥ ১

রোগেতে পীড়িত নর না পায় সুখের লেশ। অকারণ অভিমান বিরোধ রহে বিশেষ ॥
পঞ্চাশ-বর্ষব্যাপী তা'রা অল্প-আয়ুধর। মনে অহমিকা যেন রহিবে কল্পান্ত-পর ॥ ২
বে-হাল ক'রেছে এই কলিকাল মানবেরে। তনয়া কি সহোদরা কিছু না বিচার করে ॥
নাহি তোষ* না বিবেক কিম্বা নাহি শীতলতা। সব জাতি কি কু-জাতি বেছে' নে'ছে যাচকতা ॥৩
ঈর্ষা লালসা কটু-বচনে পুরিত ধরা। একেবারে অপগত সমতা মানসহরা ॥
মহাশোকে দুখে ক্ষিন্ন সকল মানব ভবে। আচরণ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম-কর্ম্ম গত এবে ॥ ৪
ইন্দ্রিয়-রোধ দান নাহি দয়া কি সুমতি। পর-প্রতারণা আর জড়তা ছে'য়েছে ক্ষিতি ॥
নর নারী সবে এবে শরীর-পরিপোষক। অবনী ভরিয়া রহে যত পর-নিন্দক ॥ ৫

দো—শুন ব্যাল-অরি এই কলিকাল দোষ ও পাপ-আগার।
কিন্তু এক গুণ আছে সু-মহৎ প্রয়াস-বিনা নিস্তার ১০২(ক)
সত্যযুগে পূজা ত্রেতায় দ্বাপরে যজ্ঞ যোগে যেই ফল।
সেই গতি এই কলিযুগে হরি- নামেতে লভে কেবল ॥ ১০২(খ)

চৌ—সত্যযুগেতে যোগী হয় অনুভব-যুত। শ্রীহরির ধ্যান করি' হয় ভব-উত্তরিত ॥
ত্রেতায় বিবিধ যাগ আচরণ করে নরে। প্রভুরে সমর্পি' ফল ভবের বারিধি তরে ॥ ১
দ্বাপরেতে রঘুপতি-চরণ করি' পূজন। ভবনিধি-তরা বিনা উপায় নাহিক কোনো ॥
কলিযুগে শুধু এক হরিগুণ-ভজনায়। অতল ভবের এই পারাবারে পার পায় ॥ ২
কলিযুগে নাহি যোগ নাহি যাগ নাহি জ্ঞান। অনন্য-আধার রাম রঘুপতি-গুণগান ॥
সব আশ্রয় ত্যজি' যেজন রামেরে ভজে। প্রেমের সহিত যেবা গুণাবলী-গানে মজে ॥ ৩
সে ভবসাগরে তরে সংশয় নাহি তা'য়। কলিযুগে নাম-ফল সবে হাতে হাতে পায় ॥
কলির মহিমা এই অতি মহা-পুণ্যময়। সম্ভবে মানস-পুণ্য পাপ সম্ভব নয় ॥ ৪

দো—যুগ নাহি আর কলির সমান বিশ্বাস হয় যদি।
রাম গুণগান গে'য়ে তরে নর বিনায়াস ভবনিধি ॥ ১০৩ (ক)
সত্য দয়া তপ দান এর মাঝে কলিতে প্রধান দান।
যেভাবে সেভাবে যাচকেরে দিলে করে দান কল্যাণ। ১০৩ (খ)

চৌ—রাম-মায়া-প্রেরণায় সব-হৃদে অবিরত। নিজ নিজ যুগ-ধর্ম্ম হইতেছে আচরিত ॥
নির্ম্মল সত্ত্বগুণ সমতা ও অনুভব। মোদিত মানস সদা সত্যযুগ-গুণ সব ॥ ১
সত্ত্ব-প্রধান কিছু রজঃ আর কর্ম্মে রতি। মোদিত সদাই মন ত্রেতাযুগ এ প্রকৃতি ॥
বহু রজঃ সত্ত্ব অল্প কতক তামসভাব। দ্বাপরের ধর্ম্ম এই কিছু হর্ষ-ভয় ভাব ॥ ২

* সন্তোষ।

তমঃ বহু রজঃ অল্প বিসম্বাদ চারিদিকে। বিশিষ্ট ধরম এই কহিলাম কলিযুগে॥
সুপণ্ডিত জন যিনি রাখি' মনে কাল-ধর্ম্ম। অধর্ম্মেরে পরিহরি' প্রেমে আচরেন কর্ম্ম॥ ৩
শ্রীরাম-চরণ রজে দৃঢ় মতি রহে যাঁ'র। যুগ-ধর্ম্ম তাঁহারে না কভু করে অধিকার॥
বাজিকর-মায়াজাল দর্শকে ভীত করে। প্রভাব না লাগে তা'র নিজ-অনুচর 'পরে॥ ৪

গুরু-অপমান ও শিবের শাপ প্রদান

দো—হরি-মায়া-কৃত দোষগুণ হরি- ভজনা বিনা না যায়।
এ বিচারি' ত্যজি' সকল কামনা লাগ' রঘুবর পায়॥ ১০৪ (ক)
সেই কলিযুগে অনেক বরষ অযোধ্যায় বাস করি'।
আকাল আসিলে বিদেশে গেলাম অতীব বিপাকে পড়ি'॥ ১০৪ (খ)

চৌ—গেলাম কোশল ছাড়ি' উজ্জয়িনীপুরী-মুখে। দরিদ্র মলিন দীন কাতর হইয়া দুখে॥
কিছুকাল গতে কিছু ধন করি' আহরণ। শঙ্কর-আরাধনে আবার দিলাম মন॥ ১
বিপ্র এক বেদবিধি-যুত ধূর্জ্জটি-ভক্ত। অন্য কাজ নাহি তাঁ'র সদা শিব-অনুরক্ত॥
অতি সাধু-ভাবাপন্ন পরমার্থে জ্ঞানবান্। শম্ভু-উপাসক তবু শ্রীহরিরে ভক্তিমান্॥ ২
করিতাম তাঁ'র সেবা কপটতা হৃদে ধরি'। অতীব দয়ালু দ্বিজ নীতি-যুত অহি-অরি॥
বাহিরে বিনয় হেরি' অতিশয় দয়া ভরে। তনয়ের মত করি' দ্বিজ পড়া'তেন মোরে॥ ৩
শিব-মন্ত্র দ্বিজবর মোরে করিলেন দান। কত সাধু-উপদেশ কি করিব সে বাখান॥
শিব-মন্দিরে গিয়া নিজ মন্ত্র জপ করি। দম্ভ অহঙ্কারে মোর হৃদয় উঠিল ভরি'॥ ৪

দো—হীনজাতি আমি মতিতে মলিন অতি খল বশ-মোহ।
হরিভক্ত আর বিপ্রের সনে ছিল নিদারুণ দ্রোহ॥ ১০৫ (ক)
বুঝা'তেন গুরু হ'তাম রাগত দুখিত হ'তেন নিত্য।
নীতি কি তাহার ভাল লাগে যা'র দম্ভেতে ভরা চিত্ত॥ ১০৫ (খ)

চৌ—একবার গুরু মোরে ডাকিয়া পাশে আপন। সুনীতি অনেক বিধি করিলেন বর্ণন॥
হে সুত ভবানী-পতি ভজনার এই ফল। শ্রীরাম-চরণে জাগে অনুরাগ অবিচল॥ ১
আপনি বিধাতা শিব ভজনা করেন তাঁ'র। পাপ-রত মানবের কথা কিবা বল' আর॥
যাঁহার চরণে নিজে শঙ্কর অনুগত। তাঁ'র সনে দ্রোহ করি' সুখ চাও ভাগ্যহত॥ ২
গুরু শঙ্করে হরি-সেবক কহেন শুনে'। জ্বলিয়া উঠিল প্রাণ নিদারুণ রোষাগুণে॥
বিদ্যালাভ করি' আমি নীচজাতি খগবর। হইলাম পয়ঃ পান করি' যথা ফণ-ধর॥ ৩
কুটিল কু-ভাগ্য আমি অভিমানী নীচজাতি। করিতাম দ্বিজ-সনে দ্রোহ সদা দিবারাতি॥
দয়াবান্ অতি গুরু রোষের নাহিক লেশ। বার বার জ্ঞান-শিক্ষা দিলেন মোরে অশেষ॥ ৪

যথা নীচ যা'র পাশে অধিক আদর পায়। অগ্রে তা'রেই বধ করে সেই দুরাশয় ॥
অগ্নি হ'তে উৎপন্ন ধূঁয়া ভাই যেইমত। মেঘ-রূপ ধরি' করে অনলেই নির্ব্বাপিত ॥ ৫
পথের উপরে ধূলি অনাদরে প'ড়ে রয়। চরণ-প্রহার সদা সবাকার শিরে বয় ॥
যে বায়ু তাহারে তুলে প্রথমে তা'রেই ভরে। তা'র পর নৃপ-শিরে মুকুটের 'পরে পড়ে ॥ ৬
শুন হে বিহগরাজ বিচারিয়া এ বচন। জ্ঞানবান্ নীচ-সঙ্গ নাহি করে কদাচন ॥
কি কবি পণ্ডিত আর সবে কহে এই নীতি। খল-সনে ভাল নহে কলহ অথবা প্রীতি ॥ ৭
রেখ' না ক' সম্বন্ধ কভু কুটিলের সনে। খল সারমেয়-সম পরিহর' খল জনে ॥
আছিলাম খল আমি প্রাণে কুটিলতা ভরা। ভাল না লাগিত গুরু-বচন মানসহরা ॥ ৮

দো—শিব-মন্দিরে গিয়া একবার জপিতেছিলাম নাম।
আসিলেন গুরু অহঙ্কার-বশে উঠি' না করি প্রণাম ॥ ১০৬ (ক)
দয়ার মূরতি না কহিলা কিছু হৃদে নাহি ক্রোধ-লেশ।
গুরু-অপমান এ ভীষণ পাপ সহিতে নারে মহেশ ॥ ১০৬ (খ)

চৌ—মন্দির-মাঝে তবে হইল আকাশ বাণী। রে অভাগা জ্ঞানহীন আত্ম-অভিমানি ॥
যদিও গুরুর তো'র পরাণে নাহিক ক্রোধ। অতীব দয়ার চিত্ত প্রাণে সম্যক্ বোধ ॥ ১
তথাপি দহিব তো'রে আমি মহা শাপানলে। নীতির হেলনে মোর পাশে নাহি ক্ষমা মিলে ॥
প্রদান না করি যদি ওরে খল সাজা তো'রে। ভ্রষ্ট তবে হ'বে মোর বেদ-পথ চিরতরে ॥ ২
গুরুর উপরে রাখে দ্বেষ যে অধম খল। কোটি যুগ ধরি' রহে রৌরব নরক-তল ॥
তা'রপর পশু-পাখী যোনিতে ঘুরিয়া শেষ। অযুত জনম ধরি' সহে নিদারুণ ক্লেশ ॥ ৩
গুরু হেরি' ছিলি পাপি বসি' অজগর-প্রায়। হ' ভুজগ মতি তো'র পাপে অবলোপ-প্রায় ॥
এ অধম গতি লভি' বিটপি-কোটরে গিয়া। থাক্ রে অধমাধম সেইখানে নিবসিয়া ॥ ৪

দো—হাহাকার করি' উঠিলেন গুরু শুনিয়া দারুণ শাপ।
কম্পিত মোরে নিরখি' জাগিল অন্তরে পরিতাপ ॥ ১০৭ (ক)
প্রেম-ভরে করি' হরেরে প্রণাম করি' দুই কর জোড়।
গদ-গদ ভাষে করেন মিনতি বুঝিয়া নিয়তি মোর ॥ ১০৭ (খ)

রুদ্রাষ্টক

ঈশান ঈশ্বর নির্ব্বাণ-রূপ তোমা নমি। বিভু ব্রহ্ম বেদ-রূপ ব্যাপক অন্তরযামি ॥
তুমি হে স্বরূপ-স্থিত গুণ ইচ্ছা-বিরহিত। চিদাকাশ আকাশ-বাস* চরণ ভজে প্রণত ॥ ১
তুমি নিরাকার আর তুরীয় ওঁকার-মূল। অতীত ইন্দ্রিয় মন বাক্য ঈশ-গিরিকুল ॥
মহাকাল-কাল তুমি করাল হে কৃপাবান্। সংসার-অপার-পার নতি মম গুণধাম ॥ ২

* তুমি চৈতন্যময়, আকাশবৎ এবং আকাশ তোমার বস্ত্র; অর্থাৎ তুমি দিগম্বর।

হিমাদ্রি-সঙ্কাশ তুমি গৌর গম্ভীর হর। খর্ব্ব মনোজ-শোভা-নিন্দিত তনু-ধর॥
স্ফুরিত মৌলি কল্লোলিনী সুরধুনী। কণ্ঠে ভুজগ শোভে ভালে বাল-নিশামণি॥ ৩
চলত-কুণ্ডল আঁখি বিশাল ভ্রূ মনোহর। প্রসন্ন আনন নীলকণ্ঠ তুমি দয়াকর॥
মৃগাধীশ-চর্ম্ম-বাস মুণ্ড-হার শোভা পায়। চরাচর-প্রিয় নাথ শঙ্কর নতি পায়॥ ৪
প্রচণ্ড* প্রকৃষ্ট† তুমি প্রগল্‌ভ পরমেশ্বর। অখণ্ড অজন্ম আর কোটিভানু-জ্যোতিধর॥
ত্রি-শূল নির্ম্মূলকারি হে প্রভু ত্রিশূল-পাণি। ভজি হে ভাবের গম্য ভবানী-ঈশ্বর আমি॥ ৫
কল্যাণ-রূপ কলা-অতীত কল্পান্তকারি। সজ্জন-সুখদাতা সদা ওহে ত্রিপুরারি॥
জ্ঞান-সুখ-পারাবার সব মোহ-অপহারি। প্রসীদ প্রসীদ প্রভু মানস-মথন-অরি॥ ৬
ইহ কিবা পরলোকে মানব না যত দিন। উমানাথ তব পাদ-পদ্মযুগে হয় লীন॥
তত দিন শান্তি নাই তাপ নাহি দূরে যায়। প্রভু সর্ব্ব-ভূতবাসি প্রীতমনে রাখ পায়॥ ৭
নাহি জানি যোগ জপ না জানি পূজা ভজন। তোমারি চরণে সদা সর্ব্বদা মোর মন॥
জন্ম জরার দুখে তাপিত দুখারে প্রভু। রক্ষা কর নমি তোমা শিব ভগবান্ বিভু॥৮

শ্লোক—এ রুদ্র-অষ্টক হর-প্রীতি হেতু দ্বিজ নিবেদিলা যা'য়।
স-ভকতি পাঠ করিলে মানবে শঙ্কর-প্রীতি পায়॥ ৯

শিবের নিকট ক্ষমা-ভিক্ষা

দো—মিনতি শুনিয়া সর্ব্বজ্ঞ শিব দেখি' দ্বিজ-অনুরাগ।
করেন মন্দিরে দেব-বাণী পুনঃ দ্বিজবর বর মাগ'॥ ১০৮(ক)
প্রসন্ন যদি হে মোর 'পরে প্রভু যদি এই দীনে স্নেহ।
প্রথমে বিতরি' ও পদে ভকতি পরে আর বর দেহ॥ ১০৮(খ)
তব মায়া-বশে এ জড় মানব ফিরি'ছে হারা'য়ে জ্ঞান।
এর 'পরে ক্রোধ না করিও প্রভু কৃপানিধি ভগবান্॥ ১০৮(গ)
হে শঙ্কর প্রভু দীনে দয়াময় কৃপা কর এই দীনে।
তোমার কৃপায় শাপ বর হয় যেন হে অল্পদিনে॥ ১০৮(ঘ)

চৌ—করুণানিধান এবে এই কৃপা কর' এরে। মহা কল্যাণ যাহে এ মানব লাভ করে॥
পরহিত-সিক্তি ব্রাহ্মণ-বাণী শুনি'। 'এবমস্তু' বলি' শেষে হইল আকাশ-বাণী॥ ১
যদিও অধম-মতি ক'রেছে দারুণ পাপ। তাই এর প্রতি আমি দিয়াছি গভীর শাপ॥
তথাপি তোমার হেরি' সাধুতা দ্বিজোত্তম। করুণা ইহার পরে করিলাম অতুলন॥ ২
পর-উপকারী যেবা আর ক্ষমা-পরায়ণ। মোর পাশে রাম-সম প্রিয় সেই ব্রাহ্মণ॥
বিফল না হ'বে কভু মোর অভিশম্পাত। সহস্র যোনিতে স্থির ফিরিবে এ অচিরাৎ॥ ৩

---

* তেজস্বী। † শ্রেষ্ঠ।

তবে জন্ম-মরণেতে যে দু-সহ দুখ পায়। তাহার কিছুই নাহি কখনো লাগিবে তা'য় ॥
জ্ঞান দূর নাহি হ'বে কোন যোনি-মাঝে গিয়া। ধ্রুব মম বাণী শূদ্র শুন এবে মন দিয়া ॥ ৪
একে ত' জনম তব হ'ল রঘুনাথ-পুরী। তাহাতে আমার সেবা করিলে পরাণ ভরি' ॥
পুরীর প্রভাবে আর অনুগ্রহ-ভরে মোর। রামের ভকতি স্থির জাগিবে হৃদয়ে তো'র ॥ ৫
বৎস শুনহ এবে সত্যভাষা এ আমার। দ্বিজ-সেবা ব্রত শুধু হরি-মন তুষিবার ॥
আর যেন করিও না কভু দ্বিজ-অপমান। সন্তে করিও মনে অপার শ্রীভগবান্ ॥ ৬
ইন্দ্র-কুলিশ কিবা বিশাল ত্রিশূল মম। কাল-করধৃত দণ্ড সুদর্শন সুভীষণ ॥
এদের(ও) প্রহারে যা'র জীবন নাহিক যায়। দ্বিজ-দ্রোহ অনলে সে ভস্ম হয় নিশ্চয় ॥ ৭
এ বিবেক যত্নভরে স্মরণে রাখিলে পরে। দুষ্কর তা'র আর কিছু নাই সংসারে ॥
অপর রহিল তব 'পরে মম আশীর্ব্বাদ। রুচিমত সব ঠাঁই রহিবে গতি অবাধ ॥ ৮

কাক-ভুষুণ্ডির পূর্ব্বকথা

দো—শিব-বাণী শুনি' পুলকিত গুরু 'এবমস্তু' এই বলি'।
আমারে বুঝা'য়ে শিব-রত মনে ভবনে গেলেন চলি' ॥ ১০৯(ক)
কাল-প্রেরণায় বিন্ধ্য-গিরিতে যাইয়া হ'লাম ব্যাল*।
কোন ক্লেশ বিনা সে-তনু ত্যজিনু গত হ'লে কিছুকাল ॥ ১০৯(খ)
যে শরীর ধরি তাহাই আবার ত্যজিতাম অনায়াসে।
সে যেন ধারণ নূতন বসন ত্যজিয়া জীর্ণ বাসে ॥ ১০৯(গ)
হর রাখিলেন বেদের সম্মান আমি নাহি পাই কষ্ট।
নানা কলেবর খগবর ধরি জ্ঞান নাহি হয় নষ্ট ॥ ১০৯(ঘ)

চৌ—তির্য্যগ দেব নর যে শরীর ধরিতাম। তা'তেই ভজনা রামে যথাবিধি করিতাম ॥
সব সুখ-মাঝে ছিল শুধু এক দুখ-ভার। অমন দয়ার গুরু-সনে রূঢ় ব্যবহার ॥ ১
শেষের শরীর মোর হ'ল এক বিপ্রের। দেব-দুর্ল্লভ যাহা গীত বেদ-পুরাণের ॥
সে যোনিতে মিলি' যত অপর বালক সনে। শ্রীরাম-চরিতলীলা খেলিতাম একমনে ॥ ২
কিশোর হইলে পিতা দেন মোরে শিক্ষাদান। শুনি বুঝি সব তবু তাহাতে মজে না প্রাণ ॥
মনের বাসনা যত সমুদয় তিরোহিত। রামের চরণ-পানে শুধু টান প্রধাবিত ॥ ৩
কহ খগরাজ হেন কেবা আছে ধরা'পরে। যেবা কামধেনু ছাড়ি' গর্দ্দভী-সেবা করে ॥
কিছু না লাগিত ভাল এই প্রেম-লীন মনে। পরাজিত পিতা মোরে পড়াইয়া এ-কারণে ॥ ৪
পরলোক গত যবে কাল-বশে পিতামাতা। বনে চলিলাম তবে ভজিতে ভকত-ত্রাতা ॥
বন-মাঝে যথা যথা মুনিগণে হেরিতাম। তাঁ'দেরি আবাসে গিয়া পদতলে নমিতাম ॥ ৫

* সাপ।

শুধা'তাম রাম-গুণ তাঁ' সবায় প্রেমভরে। কহিলে সে গুণগান শুনিতাম প্রীতিভরে ॥
ফিরিতাম শুনি' শুনি' হরিগুণ-অনুবাদ। অবারিত ছিল গতি শঙ্কর প্রসাদাৎ ॥ ৬
সুত ধন মান-আশা মন হ'তে অপগত। শুধু এক মহানল অন্তরে ধূমায়িত ॥
শ্রীরাম-চরণ যবে হেরিব নয়ন ভরি'। তখন মানিব মোর জনম সফল করি' ॥ ৭
যাঁহারে শুধাই সেই মুনিই এ কথা ক'ন। ভগবান্ সর্ব্ব-ভূত-অধিগত হ'য়ে র'ন ॥
আমারে অ-গুণবাদ কিছু ভাল না লাগিত। বিভুর স-গুণ লীলা তরে প্রাণ লালায়িত ॥ ৮

দো—গুরুর বচন স্মরণ করিয়া প্রেম রাম-পদতলে।
রঘুপতি-গুণ গাহিয়া বেড়াই নব অনুরাগ-বলে ॥ ১১০ (ক)

লোমশ-মুনির সকাশে গমন ও শাপ-বর লাভ

সুমেরু-শিখরে বটতরু তলে লোমশ মুনি আসীন।
হেরিয়া চরণ প্রণতি করিয়া কহিলাম বাণী দীন ॥ ১১০ (খ)
শুনি' বাণী মম বিনীত কোমল কৃপাবান্ মুনিরাজ।
সাদরে শুধা'ন ব্রাহ্মণ তুমি আসিয়াছ কোন্ কাজ ॥ ১১০ (গ)
কহিলাম প্রভু কৃপানিধি তুমি সব জান' গুণবান্।
স-গুণ ব্রহ্ম- আরাধনা দেহ বুঝাইয়া ভগবান্ ॥ ১১০ (ঘ)

চৌ—তখন আদরে মুনি যোগজ্ঞান-পরায়ণ। কীর্ত্তন করি' কিছু রঘুপতি-গুণগণ ॥
আমারে জানিয়া সেই পরাজ্ঞান-অধিকারী। ব্রহ্মজ্ঞান-রত আর পরম বিবেকাচারী ॥ ১
ব্রহ্ম-উপদেশ মুনি করিলেন আরম্ভন। অদ্বৈত অ-জন্ম তিনি অতীত বিষয় মন ॥
রূপ-হীন বুদ্ধি আর ইচ্ছার অগোচর। অনুভবগম্য শুধু অখণ্ড পরমেশ্বর ॥ ২
মন ইন্দ্রিয়াতীত মল-হীন অবিনাশী। বিকার-অতীত আর অবিচল সুখরাশি ॥
তিনিই সে তুমি মাঝে নাহিক কিছুই ভেদ। জল ও লহর যথা এই গা'য় সব বেদ ॥ ৩
অনেক বিধানে মুনি দেন মোরে উপদেশ। নির্গুণ-মতবাদে না লাগিল মন লেশ ॥
আবার কহিনু তাঁ'র চরণে প্রণাম করি'। সগুণ-সাধনা প্রভু কহ মোরে দয়া করি' ॥ ৪
শ্রীরাম-ভকতি নীরে আমার মানস মীন। কেমনে পৃথক্ করি তাহারে মুনি প্রবীণ ॥
কৃপা করি' কর প্রভু সেই উপদেশ দান। নয়নে যাহাতে পাই হেরিতে শ্রীভগবান্ ॥ ৫
আমার প্রভুরে আগে নিরখি' নয়ন ভরি'। পরে নির্গুণ-বাদ শুনিব যতন করি' ॥
শুনি' মুনি পুনঃ কহি হরি-কথা অনুপম। খণ্ডি' নির্গুণ-মত করিলেন নিরূপণ ॥ ৬
খণ্ডন করি' তবে নির্গুণ-মতবাদ। সগুণের পক্ষে করি হঠ-ভরে প্রতিবাদ ॥
উত্তরে দিনু প্রতি-উত্তর মুনিবরে। তাহাতে রোষের চিহ্ন মুনি-দেহে উঠে ভ'রে ॥৭
শুন প্রভু যদি বহু অপমান-শর বয়। জ্ঞানীর(ও) হৃদয়ে তবে রোষের উদয় হয় ॥
অতি-ঘর্ষণ যদি কভু করে কোন জন। চন্দন(ও) তা'হে করে অনল-শিখা সৃজন ॥ ৮

দো—কোপ-ভরে মুনি যবে বারবার স্থাপন করেন জ্ঞান।
বসিয়া তখন মনোমাঝে করি বহুবিধি অনুমান ॥ ১১১ (ক)
ভেদ-বুদ্ধি বিনা কেন আসে রোষ ভেদ বিনা-অজ্ঞান।
মায়া-বদ্ধ জড় সীমাবদ্ধ জীব হয় কি বিভু-সমান ॥ ১১১ (খ)

চৌ—সর্ব্ব-হিতকামী যেবা দুখী কভু সে কি হয়। স্পর্শমণি যা'র কাছে দীনতা কি তা'র রয় ॥
পর-দ্রোহী কখনো কি হয় ভয়-বিরহিত। কামী কি রহিতে পারে কালিমায় অ-লেপিত ॥ ১
বিপ্র-অহিত করি' বংশ কি রহে আর। কর্ম্ম সম্ভবে পরা-জ্ঞান লাভ হয় যা'র ॥
সুমতি জাগে কি যেবা খলের সাথেতে রয়। পরস্ত্রী-গামীর কহ সু-গতি কি কভু হয় ॥ ২
পরমাত্মা-বিৎ ভব-সাগরে কভু কি পড়ে। কভু সুখী হয় কি যে হরি-নিন্দা সদা করে ॥
নীতি-জ্ঞান বিনা রাজ্য কখনো কি রক্ষা হয়। হরির মহিমা-গান-পরেও কি পাপ রয় ॥ ৩
পুণ্য-বিহনে কেহ পায় কি বিমল যশ। পাপ না করিলে ভোগ কভু কি করে কুযশ ॥
হরিভক্তি-সম লাভ হয় অন্য প্রকারেতে। নিয়ত করে যা' গান যত বেদ পুরাণেতে ॥ ৪
ধরা-মাঝে এর প্রায় আর হানি কিসে হয়। শরীর ধরিয়া যদি রামে মতি নাহি হয় ॥
অসাক্ষাতে নিন্দা করা কিবা পাপ এর চেয়ে। দয়ার অধিক আর কি ধরম জগ ছে'য়ে ॥ ৫
এমনি যুক্তি কত উঠে মনে অগণিত। মুনি-উপদেশ নহে অন্তরে প্রবেশিত ॥
সগুণ-স্থাপনা যেই করিলাম শেষবার। গর্জ্জি' উঠেন মুনি ক্রোধের ভরে অপার ॥ ৬
রে মূঢ় পরম শিক্ষা না ধরিলি ছার মনে। তর্ক-বিতর্ক বহু করিলি আমার সনে ॥
প্রত্যয় না করিয়া প্রকৃত বচনে মম। সকল যুক্তিতে ডর করিলি বায়স-সম ॥ ৭
টান তোর অতিশয় আপন অধম মতে। হ' গিয়া চণ্ডাল-খগ মোর অভিশম্পাতে ॥
হরষে মুনির শাপ লইলাম তুলি' শিরে। দীনভাব নাহি মনে ভয় নাহি অন্তরে ॥ ৮

দো—ত্বরিত-ধরিনু কাক-কলেবর মুনিপদে করি' নতি।
রঘুকুলমণি রাম-পদ স্মরি' উড়িনু হরষ-মতি ॥ ১১২(ক)
হে উমা যেজন রাম-পদে রত গত কাম মদ ক্রোধ।
প্রভু-ময় জগ যে হেরে মানসে আসে না বিরোধ-বোধ ॥ ১১২ (খ)

চৌ—শুন খগরাজ এতে মুনি-দোষ নাহি কোন। সবারি প্রেরক সেই রঘুকুল-বিভূষণ ॥
কৃপার সাগর করি' মুনির মানস-ভ্রম। পরীক্ষা আপন পদে করিলেন প্রেম মম ॥ ১
জানি' প্রভু মোরে তাঁ'র কায়-মন-বাক্য দাস। মুনির হৃদয়ে দয়া করান পুনঃ প্রকাশ ॥
আমার ধীরতা হেরি' ক্রোধ-বিরহিত প্রাণ। শ্রীরাম-চরণে মম প্রতীতি অ-পরিমাণ ॥ ২
অতিশয় খেদ-ভরে পরিতাপ করি' তিনি। বিশেষ আদর করি' আবার ডাকেন মুনি ॥
অনেক প্রকারে মোরে পরিতোষ করি' দান। করিলেন রাম-মন্ত্র হরষে আমারে দান ॥ ৩

মম আজীবন-প্রিয় শিশু রাম-রূপ ধ্যান। দেন বলি' বিধি সেই পরম কৃপানিধান॥
প্রাণ-মনোহর কত কত সুখ ভরা রূপ। সে রূপের ধ্যান আগে ব'লেছি হে খগভূপ॥ ৪
তা'র পর কিছু কাল রাখিয়া আপন পাশে। শ্রীরাম-চরিত কথা শুনা'ন বিবিধ ভাষে॥
অতীব আদর ভরে শুনাইয়া সেই বাণী। শ্রবণের সুখকর বচন বলেন মুনি॥ ৫
এ গোপন রাম-লীলা প্রেমের অপার উৎস। মহেশ-প্রসাদে তবে করিয়াছি লাভ বৎস॥
এখন তোমারে জানি' পরম ভকত তাঁ'র। অকপটে উদ্‌ঘাটন করিলাম ভেদ ইহার॥ ৬
হে তাত নাহিক যা'র শ্রীরাম-ভকতি প্রাণে। না উঠা'য়ো এই কথা কভু তা'র সন্নিধানে॥
বুঝা'ন আমারে মুনি কতই বিবিধ ভাঁতি। করিলাম মুনি-পদে প্রেমের সহিত নতি॥ ৭
আপন কমল-পাণি পরশি' আমার শিরে। আশীষ দিলেন কত ভাসিয়া পুলক-নীরে॥
শ্রীরাম-চরিত তো'র হৃদয়েতে অবিরল। আমার আশীষে এবে রহিবে সদা অচল॥ ৮

দো—শ্রীরামের প্রিয় হও সদা মান- অতীত সু-গুণবান্।
কামরূপ আর ইচ্ছা-মরণ বিরাগ জ্ঞান-নিধান॥ ১১৩ (ক)
যেখানেই তুমি করিবে নিবাস স্মরিয়া শ্রীভগবান্।
যোজন ব্যাপিয়া মায়া মোহ তথা কভু না পাইবে স্থান॥ ১১৩ (খ)

চৌ—কাল করমের গুণ কিম্বা অপগুণচয়। না লাগিবে স্বভাবজ দোষ গুণ সমুদয়॥
রামের রহস্যলীলা ললিত বিধান যত। ইতিহাস পুরাণে যা' গুপ্ত বা প্রকটিত॥ ১
আয়াস বিহনে তব মানসে উদিত হ'বে। নিত নব অনুরাগ রাম-পাদপদ্মে র'বে॥
বাসনা উদিবে যাহা হ'বে তাহা সুসাধিত। হরির প্রসাদে কিছু না র'বে অনধিগত॥ ২
আশীষ-বচন এই যেমনি কহেন মুনি। গভীর নিনাদে নভেঃ হ'ল পূত ব্রহ্ম-বাণী॥
সত্য হো'ক জ্ঞানী মুনি তোমার আশীস যত। এ মোর ভকত প্রিয় কায় মন কর্ম্ম-গত॥ ৩
অপার হরষ প্রাণে দেববাণী শুনি' কাণে। সব সংশয় গত প্রেম ওত-প্রোত মনে॥
করিয়া মিনতি মুনি-আদেশ করি' গ্রহণ। চরণ-সরোজে করি' বার বার প্রণমন॥ ৪
অতীব হরষ ভরে আসিনু এ আশ্রমে। দুর্লভ বর পে'নু প্রভুর ভকতি-গুণে॥
করিতে হেথায় বাস হ'য়ে গেল এইমত। সপ্ত-বিংশ কল্প এবে কাল-কোলে নিপতিত॥ ৫
বসিয়া নিয়ত করি রঘুপতি গুণ-গান। শুনে যত বিহগেরা পরম পুলক-প্রাণ॥
যখনি কোশলপুরে আসি' রাম রঘুরায়। মানবের হিত-তরে ধরেন মানব-কায়॥ ৬
মহা উল্লাসে গিয়া তখন কোশলে রই। তাঁহার বালক-লীলা নিরখিয়া ধন্য হই॥
আবার প্রভুর মম সে মোহন বালরূপ। হৃদয়ে ধরিয়া ফিরে' আসি হেথা খগ-ভূপ॥ ৭
সকল কথাই তোমা করিলাম বর্ণন। এই নীচ কাক-দেহ লভিলাম যে কারণ॥
শঙ্কা তোমার সব মিটা'য়েছি খগবর। কি কহিব আহা রাম-ভকতি কি মনোহর॥ ৮

দো—তা'ই এ শরীর প্রিয় মম অতি পে'নু এতে রাম-স্নেহ।
পে'লাম ইহাতে প্রভু-দরশন অপগত সন্দেহ ॥ ১১৪ (ক)
ভক্তির প্রতি পক্ষপাত করি' পাইলাম ঋষি-শাপ।
মুনি-দুর্লভ বর পে'নু দেখ ভজনার কি প্রতাপ ॥ ১১৪ (খ)

চৌ—ভকতির এ প্রতাপ জে'নেও যে ত্যাগ করে। শ্রম ক'রে মরে যেবা অবিরল জ্ঞান তরে ॥
মূর্খ সে মহা মোহে কামধেনু পরিত্যজি'। অর্ক-বিটপে দুধ তরে মরে খুঁজি' খুঁজি' ॥ ১
শুন খগনাথ হরি-ভকতিরে পরিহরি'। অপর উপায়ে যেবা চাহে সুখে কাল হরি ॥
মূর্খ সে বিনা তরী পারহীন পারাবার। সাঁতারি' আপন বলে প্রয়াসে হইতে পার ॥ ২
ভুষুণ্ডির এ বচন শুনি' তবে হে ভবানি। গরুড় মোদিত মন কহিল কোমল বাণী ॥
তোমার প্রসাদে প্রভু আমার হৃদয়-মাঝে। সংশয় মোহ ভ্রম শোক কিছু নাহি রাজে ॥ ৩
শুনিলাম মহাপূত শ্রীরামের গুণগ্রাম। শান্তি তোমার কৃপা-বলে হৃদে লভিলাম ॥
আর এক কথা প্রভু করি' তোমা জিজ্ঞাসা। বুঝা'য়ে বলহ মোরে মিটাও মম পিপাসা ॥ ৪
সব সাধু মুনি এই ক'ন বেদ পুরাণেতে। দুর্লভ নাহি কিছু জ্ঞানের সম জগতে ॥
সেই জ্ঞান-উপদেশ দিলেন তোমারে মুনি। অথচ ভকতি সম আদর না হ'ল শুনি' ॥ ৫
হে প্রেমি হে কৃপাধাম মোরে কৃপা দেখাইয়া। ভকতি ও জ্ঞানে ভেদ কিবা দাও বুঝাইয়া ॥
ভুষুণ্ডি গরুড়-বাণী শুনিয়া মোদিত মন। সমাদর ভরে কাক আরম্ভিল বর্ণন ॥ ৬

জ্ঞান-ভক্তি নিরূপণ

ভকতি ও জ্ঞান-মাঝে কিছুই নাহিক ভেদ। দুই-ই হরণ করে ভব-সম্ভব খেদ* ॥
তথাপিও মুনিরাজ প্রভেদ কহেন যাহা। শুনহ বিহগবর অবহিত হ'য়ে তাহা ॥ ৭
জ্ঞান কি বিরাগ আর যোগ কিম্বা অনুভব। এ সব পুরুষ-বাচ্য শুন খগ-পুঙ্গব ॥
পুরুষ-প্রতাপ হয় প্রবল সকল ভাঁতি। স্বভাবে অবলা মায়া আ-জনম জড়জাতি ॥ ৮

দো—নারী ত্যজিবারে পারে সে পুরুষে যে বিরাগী মতি-ধীর।
পারে না ক' কামী বিষয়ে মগন চ্যুত পদ-রঘুবীর ॥ ১১৫ (ক)
পরাজ্ঞান-খনি মুনিও বিবশ বিধুমুখী আঁখি হেরি'।
নিজ বিষ্ণু-মায়া আপনি প্রকাশে ভবে মায়া-রূপ ধরি' ॥ ১১৫ (খ)

চৌ—এ বিচার-মাঝে মোর নাহি কোন পক্ষপাত। এ শুধু বাখান করি সাধু বেদ-সন্ত-মত ॥
কি মজার রীতি এক দেখ ভাবি' আহ-অরি। নারী-রূপে বিমোহিত নাহি হয় কভু নারী ॥ ১
মায়া ও ভকতি-বলি' এই দুই যাহা আছে। নারী-বর্গ বলি' এরা বিদিত সবার কাছে ॥
তা'র মাঝে রঘুবীর ভকতিতে অতি প্রীত। নটিনী বেচারী মায়া বলি' শুধু কীর্ত্তিত ॥ ২

* সংসার-জাত দুঃখ।

অনাবিল ভকতিতে তাঁ'র অতি প্রীতি হয়। সেই হেতু মায়া তাঁ'রে ভয় করে অতিশয় ॥
উপমা-রহিত শুদ্ধ রামপদ-প্রেম রসে। ভাঙিয়া সকল বাধা যাহার মানস রসে ॥ ৩
তাহারে হেরিয়া মায়া রহে সদা কুণ্ঠিত। কভু না করিতে পারে তা'রে তিল প্রতারিত ॥
এ বিচার করি' যেবা মহামুনি পরাজ্ঞানী। তিনিও যাচেন নিত প্রভু-প্রেম সুখ-খনি ॥ ৪

দো—এ গোপন ভেদ শ্রীরঘুনাথের সহজে কেহ না পায়।
যে পায় কৃপায় মোহ তা'র পাশে স্বপনেও নাহি যায় ॥ ১১৬ (ক)

জ্ঞান-দীপক

অপর প্রভেদ জ্ঞান ভকতিতে শুন এই সুপ্রবীণ।
যা'র ফলে প্রেম রামের চরণে বিরাজিবে অমলিন ॥ ১১৬ (খ)

চৌ—কথন-অতীত এক কথা শুন আর ইহা। কথনেতে নাহি আসে বুঝিবার শুধু তাহা ॥
পরম বিভুর অংশ এই জীব অবিনাশী। জ্ঞান-ময় অমলিন স্বভাবতঃ সুখ-রাশি ॥ ১
মায়ায় বিবশ হ'য়ে সে আসি' ধরণী 'পরে। স্বকরে জড়িত যথা পশু পাখী কি বানরে ॥
চেতনের 'পরে গাঁঠ জড়ের পড়িয়া গেছে। খুলিতে কঠিন বড় যদিও সে গাঁঠ মিছে ॥ ২
সে হ'তে মরণ জন্ম সহে জীব সমুদায়। নাহি খুলে সেই গাঁঠ আর না সে সুখ পায় ॥
খোলার উপায় বহু বেদ ও পুরাণে গা'য়। শিথিল না হ'য়ে আরো অধিক জড়া'য়ে যায় ॥৩
জীবের হৃদয়ে মহা অজ্ঞান-আঁধিয়ার। চ'খেই ঠেকে না গাঁঠ ঘুচিবে কেমনে আর ॥
যদি ভগবান্ দেন কভু সংযোগ এই। মোচিত কঠিন গাঁঠ তবেই কদাচ সেই ॥ ৪
সত্ত্বগুণ-শ্রদ্ধাগাভী যা'র অন্তরে বসে। করুণা-নিধান বিভু শ্রীহরির কৃপাবশে ॥
জপ তপ ব্রত আদি বিধি সংযম আর। বেদ-বিধি-বিরচিত শুভ-ক্রিয়া ও আচার ॥ ৫
এই সব তৃণ সেই উদরে যখন ভরে। ভাব-রূপ বৎসেরে লভে মহাসুখ-ভরে ॥
বিশ্বাস-দুগ্ধ-ভাণ্ড নিবৃত্তি ছাঁদন-পাশ। আহীর অ-পাপ মন সদা আত্মরত দাস ॥ ৬
দোহন করিয়া এই পয়ঃ শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ময়। নিষ্কামভাব-অগ্নি 'পরে যবে উত্তলয়* ॥
শীতল তাহারে করে সন্তোষ ক্ষমা-বায়। মন-নিগ্রহ তক্র ধীরতার যোগ পায় ॥ ৭
প্রসন্নতা-মৃৎভাণ্ডে বিচার-মন্থনী দিয়ে। দম-দণ্ডাধার 'পরে সত্যবাণী-পাশ দিয়ে ॥
মন্থন করিয়া লভে সে পরম নবনীত। বিমল বিরাগ অতি মনোহর সু-পুণিত ॥ ৮

দো—যোগাগ্নি তখন করিয়া জ্বালিত শুভাশুভ কাজে জ্বালি'।
বুদ্ধিতে† জুড়া'বে জ্ঞান-হবি যবে মোহ-মলা যাবে জ্বলি'। ১১৭ (ক)
সে পরম হবিঃ যতনে লভিয়া বিজ্ঞান-রূপী বুদ্ধি ৮
চিত-দীপ ভরি' সম-দীপদানে রাখিবে সহিত শুদ্ধি ॥ ১১৭ (খ)

---

* জ্বাল দেওয়া। † নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি। »

স্বপ্ন জাগরণ গাঢ় ঘুম-আর ত্রিগুণ-কাপাশ* হ'তে।
তুরীয়ের তুলা করি' আহরণ সুদৃঢ় বর্ত্তি-সাথে ॥ ১১৭ (গ)
করিলে জ্বালিত তেজ-মণ্ডিত বিজ্ঞানময় দীপ।
নিমেষে পুড়িবে মোহ-আদি সব যেমনি যা'বে সমীপ ॥ ১১৭ (ঘ)

চৌ—"আমি সেই" এই ভাব খণ্ডহীন এই বৃত্তি। এ বিচিত্র প্রদীপের চণ্ড শিখার দীপ্তি ॥
আত্ম-অনুভব রশ্মি এ হ'তে ছড়া'বে যবে। সব ভব-ভেদ ভ্রম সমূলে বিনাশ হ'বে ॥ ১
অবিদ্যা-জনিত সব মায়া মোহ-আঁধিয়ার। চিরতরে নাশ হ'বে সহ যত পরিবার ॥
তখনি বিজ্ঞান-বুদ্ধি আত্ম-অনুভবালোকে। হৃদ্ মন্দিরে বসি' এ-গাঁঠ খুলে পুলকে ॥ ২
এ গাঁঠ খুলিতে বুদ্ধি যদি হয় সক্ষম। কৃতার্থ এ জীব তবে পাইয়া পরম ধন ॥
একটি মজার কথা কহি তোমা খগরায়। খুলি'ছে এ গাঁট তবু মায়া হয় অন্তরায় ॥ ৩
তখন সে ঋদ্ধি সিদ্ধি সবারে করি' প্রেরণ। বুদ্ধিরে কতমতে দেয় নানা প্রলোভন ॥
কল বল ছল করি' তাহার নিকটে যায়। আঁচল-সমীরে নিজ জ্ঞানের দীপে নিবায় ॥ ৪
তবে যদি এই বুদ্ধি হয় সুচতুর অতি। বিঘ্ন জানিয়া সবে চাহে না তা'দের প্রতি ॥
এই ভাবে মায়া-বাধা যদি তা'র নাহি ঘটে। তখন দেবতা-বাধা উপাধি আসিয়া জুটে ॥ ৫
দেহ-ঘরে বাতায়ন সম ইন্দ্রিয় যত। প্রতি ইন্দ্রিয়-দ্বারে এক দেব অধিষ্ঠিত ॥
আসিতে দেখেন যেই বিষয়ের সমীরণ। অমনি তাহার দ্বার ক'রে দেন বিমোচন ॥ ৬
বিষয়ের মহাবায়ু হৃদ্-কক্ষতলে গিয়া। আত্ম-অনুভব দীপ দেয় তবে নিবাইয়া ॥
কিসে আর গাঁঠ খুলে হৃদি-ভরা আঁধিয়ার। কূলে এসে তরী ডুবে প্রাণ করে হাহাকার ॥ ৭
ইন্দ্রিয় কি দেবতা জ্ঞান নাহি ভালবাসে। সদাই তা'দের প্রীতি ইন্দ্রিয়-ভোগরসে ॥
বিষয়ের সমীরণ বুদ্ধি মজা'ল যবে। আবার সে দীপ বল' কে আর জ্বালা'বে তবে ॥ ৮

দো—তখন আবার বহুভাবে জীব ভোগে সংসার-ক্লেশ।
হরি-মায়া অতি তরিতে কঠিন সহজে নহে খগেশ ॥ ১১৮ (ক)
বলিতে কঠিন বুঝিতে কঠিন জ্ঞান-সাধনায় কষ্ট।
যদি কদাচিৎ জ্ঞান কেহ পায় বিঘ্ন করে তা' নষ্ট ॥ ১১৮ (খ)

চৌ—জ্ঞান-পথ খগপতি কৃপাণের ধার যেন। পতন হইতে দেরী লাগে না ক' এক ক্ষণ ॥
এ পথে যে বিনা বাধা হ'তে পারে উত্তরিত। কৈবল্য তা'র তরে র'য়েছে অবধারিত ॥ ১
কৈবল্য পরা-পদ অতিশয় দুর্লভ। সন্ত পুরাণ কিবা নিগমাদি ক'ন সব ॥
হে প্রভু পরা সে-পদ অনিচ্ছায় জোর ক'রে। শ্রীরাম-ভজনা ফলে আসে ভকতের 'পরে ॥ ২

* সত্ত্ব, রজ ও তম, এই তিন গুণ।

স্থল বিনা জল যথা তিষ্ঠিতে নাহি পায়। করুক না কেন কেহ কোটি যতন তা'য় ॥
সেই মত মোক্ষ-সুখ শুন খগকুল-পতি। হরির ভকতি ছাড়ি' রহিতে নাহি শকতি ॥ ৩
এ কথা বুঝিয়া মনে চতুর ভকতজন। ভক্তিতে প্রলোভিত ত্যজিয়া মুক্তি ধন ॥
ভক্তি করার ফলে বিনায়াস অযাচিত। সংসার-মায়ামূল অপবিদ্যা বিনাশিত ॥ ৪
যেমন তৃপ্তির তরে মানবে আহার করে। অনিচ্ছায় সে ভোজন জঠর-মাঝারে জরে ॥
সেইমত হরিভক্তি সুগম পুলক-ধাম। কে আছে পামর যা'রে নাহি লাগে প্রাণারাম ॥৫

দো—সেব্য সেবক- ভাব বিনা কভু ভব-দুখ নহে অন্ত।
সেই হেতু ভজ' রামের চরণ দৃঢ় করি' সিদ্ধান্ত ॥ ১১৯ (ক)
চেতনেরে জড় করেন যেজন জড়ে দেন চৈতন্য।
শক্তিমান্ হেন শ্রীরঘুনাথেরে যে ভজে সে জীব ধন্য ॥ ১১৯ (খ)

ভক্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন

চৌ—জ্ঞান ও ভকতি-কথা কহিলাম সমুদয়। ভক্তি শুনহ এবে কতই মহিমাময় ॥
শ্রীরাম-ভকতি যেন চিন্তামণি সুন্দর। এহেন রতন রহে যা'র হৃদি-অন্তর ॥ ১
দীপ্ত জ্যোতিঃতে নিজ রহে সেই দিবারাতি। কিছু নাহি প্রয়োজন প্রদীপ কি ঘৃত-বাতি ॥
মোহরূপী দরিদ্রতা নিকটে কভু না যায়। লোভরূপী মহাবায়ু কভু না তা'রে নিবায় ॥ ২
অবিদ্যারূপিণী মিটে সুনিবিড় আঁধিয়ার। হার মানে মদ-আদি পতঙ্গেরা কাছে তা'র ॥
যাহার হৃদয়-মাঝে ভকতি বিরাজ করে। কপটতা কাম লোভ তা'র কাছ হ'তে সরে ॥ ৩
বিষ হয় সুধা আর অরি হয় সখা তা'র। সে মণি বিহনে সুখ কভু নহে লভিবার ॥
যেসব দারুণ মনোদুখে জীব দুখী রহে। না লাগে সেসব এরে প্রাণে চির-সুখ বহে ॥ ৪
যাহার হৃদয়ে রহে শ্রীরাম-ভকতি ধন। স্বপনেও দুখ-লেশ নাহি করে পরশন ॥
ধরণী মাঝারে সে-ই চতুরের শিরোমণি। উচিত যতন যেবা করে লাগি' এই মণি ॥ ৫
যদিও এমন মণি এ জগতী-তলে রয়। শ্রীরাম-করুণা বিনা প্রাপ্ত না কেহ হয় ॥
উপায়(ও) সহজ অতি এই ভক্তি লভিবার। তবু ভাগ্যহত জন পদাঘাতে বারবার ॥ ৬
বেদ ও পুরাণ অতি পূত পর্ব্বত-মত। শ্রীরাম-চরিতকথা তাহাতে আকর শত ॥
মরম-বিজ্ঞানী সাধু কোদাল সু-মতিমান্। জ্ঞান ও বিরাগ তা'র যেন তীব্র দু'-নয়ান ॥ ৭
ভাবের সহিত যেবা সন্ধান তথা করে। সুখের আকর ভক্তি-মণি সেই লাভ করে ॥
আমার মনেতে প্রভু অতিদৃঢ় বিশ্বাস। শ্রীরাম হ'তেও বড় শ্রীরামের নিজ-দাস ॥ ৮
শ্রীরাম সাগর ধীর সজ্জন মেঘ যেন। চন্দনতরু হরি সাধুজন সমীরণ ॥
সকল সাধন-ফল শ্রীহরি-'পরে ভকতি। সন্ত বিহনে কেহ নাহি পায় সে যুকতি ॥ ৯
এ বিচার করি' মনে সৎসঙ্গ যেবা করে। রামের ভকতি অতি সহজেই লাভ করে ॥ ১০

দো—বেদ-পারাবার মন্দর জ্ঞান সাধুরাই দেবগণ।
পারাবার মথি' করেন মধুর কথা-সুধা আহরণ ॥ ১২০ (ক)
বিরাগ-চর্ম্ম জ্ঞান-অসি-ঘায় লোভ মোহ অরি মারি'।
বিজয়ে যা' পাবে তাহাই ভকতি খগেশ দেখ বিচারি' ॥ ১২০ (খ)

গরুড়ের সাত প্রশ্ন

চৌ—পুনরায় প্রেমভরে কহে খগ-ঈশ্বর। কৃপা-পরায়ণ যদি তুমি প্রভু মোর 'পর ॥
তবে নাথ মোরে তব সেবক করিয়া জ্ঞান। এই সাত প্রশ্নে মম উত্তর কর দান ॥ ১
প্রথমেই বল' মোরে হে নাথ বায়সবর। সব হ'তে দুর্লভ কোন্ দেহ ধরা'পর ॥
কিবা সে পরম সুখ সব-চেয়ে দুখ ভারি। সংক্ষেপ করি' ইহা বলহ বিচার করি' ॥ ২
সাধু-অসাধুর ভেদ নহে তব অগোচর। তাঁ'দের স্বভাব কহি' করহ মম গোচর ॥
বেদ-বিখ্যাত কোন্ আছে যা' পরম পুণ্য। কিবা সে ভীষণ পাপ সবাকার অগ্রগণ্য ॥ ৩
তা'র পর কহ দেব মন-রোগ বুঝাইয়া। সব তুমি জান' আর কৃপারাশি-ভরা হিয়া ॥
কাক বলে শুন তাত মন দিয়া সহ প্রীতি। সংক্ষেপে কহি আমি তোমা এই সব নীতি ॥ ৪
নর-সম দেহধারী অপর কেহই নাই। চরাচর-জীব যাহা কামনা করে সদাই ॥
স্বর্গ-নরক আর মোক্ষ-সোপান এই। জ্ঞান ও বিরাগ ভক্তি কল্যাণদায়ী এই ॥ ৫
এ শরীর ধরি' যেবা না হরি-ভকতি-'পর। সে হয় বিষয়-রত মন্দ মন্দতর ॥
হাতে ঠেলি' দূর করি' ফেলিয়া পরশমণি। বদলে কুড়া'য়ে লয় মূল্যহীন কাচখানি ॥ ৬
জগতের মাঝে দুখী নাহি ধনহীন-সম। সুখ আর কিছু নাই সন্ত-মিলনোপম ॥
পর-উপকার করা মানস বচন কায়। সন্ত-স্বভাব ইহা কহিলাম খগরায় ॥ ৭
সন্ত সহেন দুখ পরের হিত-কারণ। অসাধু পরের দুখ সতত করে সৃজন ॥
ভূর্জ-তরুর প্রায় সন্ত করুণাময়। হিতেতে সহেন নিজ বিপদ নিরতিশয় ॥ ৮
শণের মতন খল পরে বন্ধন তরে। চর্ম্ম আপন দিয়া দুঃখ-মরণ বরে ॥
স্বার্থ নাহিক তবু খল পর-অপকারী। যেমন মূষিক আর অহি ওহে অহি-অরি ॥ ৯
পর-সম্পদ নাশ করি' নিজে নাশ পায়। শস্য নাশিয়া যথা নীহার গলিয়া যায় ॥
দুষ্টের আগমন জগতের দুখ-হেতু। সবার বিদিত যথা গ্রহের অধম কেতু ॥ ১০
সন্তের আগমন সদা পর-সুখকারী। বিশ্ব-সুখদ যথা শশধর তমোহারী ॥
হিংসা-অভাব পরা-ধর্ম্ম এই বেদ কয়। নিন্দার সম পাপ কিছু নাই ধরাময় ॥ ১১
শিব গুরু-নিন্দক মণ্ডূক হ'য়ে রহে। হাজার জনম ধরি' সে শরীর সেই বহে ॥
দ্বিজ-নিন্দক বহু নরকেতে বাস করি'। জনমে জগতে শেষে বায়সের রূপ ধরি' ॥ ১২
বেদ আর দেব-নিন্দা করে যেই অভিমানী। রৌরব-মাঝে হয় পতিত সে হেয় প্রাণী ॥
পেচক-জনম ধরে সাধু-নিন্দার ফলে। মোহ-নিশি প্রিয় যা'র জ্ঞান-রবি অস্তাচলে ॥ ১৩

নিন্দা সকল জনে করে যেই মূঢ়জন। চর্ম্ম-চটিকা* দেহ করে সে পরিগ্রহণ.॥
হে তাত এখন শুন মন-রোগ যেসকল। যা' হ'তে সকলে ভোগে অতি বিষময় ফল॥ ১৪

মন-রোগ

মনের ব্যাধি যে সব অজ্ঞান তা'র মূল। এই শূল হ'তে হয় সৃষ্ট অপর শূল॥
কাম যেন বায়ু কফ প্রলোভন সীমাতীত। রোষ পিত্ত তাহে প্রাণ হয় নিত জর্জ্জরিত॥১৫
এ তিনের সনে যেবা প্রীতি-আচরণ করে। ঘোর সন্নিপাত রোগে নিশ্চয় তা'রে ধরে॥
বিষয়ের মনোরথ ক্লেশে যা' পুরণ হয়। শূল বলি' অভিহিত সে ভাবনা সমুদয়॥ ১৬
মমতা দদ্রু-সম ঈর্ষা সে কণ্ডুয়ন। গলগণ্ড গণ্ডমালা হর্ষ খেদ-রোগগণ॥
অপরের সুখ দেখে জ্বলনেরে বলে ক্ষয়। মন-দুষ্টতা যাহা কুষ্ঠেতে পরিচয়॥ ১৭
অহমিকা গ্রন্থিবাত ক্লেশ দেয় অতিশয়। দম্ভ কপট মদ মানে চর্ম্মরোগ কয়॥
উদরী অ-পরিমিত বৃদ্ধি পাওয়া বাসনার। সুত ধন মান-সাধ ত্র্যহিক জ্বরাধিকার॥ ১৮
অবিবেক মাৎসর্য্য সে-ও দু' প্রকার জ্বর। এমনি কতই রোগ কত ক'ব খগবর॥ ১৯

দো—একেতেই ভুগে' মরে লোক এ ত' অসাধ্য অনেক ব্যাধি।
প্রাণিগণে এরা পীড়ে অবিরল কেমনে পা'বে সমাধি†॥ ১২১(ক)
নিয়ম ধরম তপ ও আচার জ্ঞান যাগ জপ দান।
কোটি ঔষধ আছে তবু রোগ যায় না ক' হরি-যান॥ ১২১(খ)

চৌ—এইরূপ রোগে রোগী ভবে জীব সমুদয়। হর্ষ শোকাদি আর প্রীতি বিয়োগ ভয়॥
মনের রোগের কিছু করিলাম বর্ণন। আছে ত' সবার আছে জানে তা' বিরল জন॥১
রোগ আছে এ বুঝিলে কতক শমতা পায়। তবে তাহে দুখ-দায়ী রোগ নাহি নাশ পায়॥
বিষয়-কুপথ্য পে'য়ে মুনির(ও) হৃদয়-মাঝে। উদ্গত হয় রোগ নরের কি কথা আছে॥ ২
রামের হইলে কৃপা নাশে এই সব রোগ। কাহারো ললাটে যদি ঘটে শুভ-সংযোগ॥
সৎগুরু-কবিরাজ-বাণী 'পরে বিশ্বাস। সংযম এতে শুধু না রাখা বিষয়-আশ॥ ৩
শ্রীরাম-ভকতি রোগে সঞ্জীবনীতরু-মূল। শ্রদ্ধাভরা মতি তা'র অনুপান গত-ভুল॥
সংযোগ হ'লে হেন তবেই বিনশে রোগ। নতুবা যতন কোটি কে তা'র ঘুচা'বে ভোগ॥৪
তখনি জানিবে রোগ একেবারে নিরাময়। যখন হৃদয়-মাঝে বিরাগ প্রবল হয়॥
সুমতি-রূপিণী ক্ষুধা বাড়ে তা'র প্রতিদিন। দুর্ব্বলতা ভোগ-আশা নিবারিত দিন দিন॥৫
বিমল জ্ঞানের জলধারা-যোগে করে স্নান। তখন রামের প্রেম হৃদে করে অধিষ্ঠান॥
বিধাতা মহেশ শুক সনক নারদ মুনি। ব্রহ্ম-বিচারে যাঁ'রা বিদিত জ্ঞানের খনি॥ ৬

* চামচিকা। † শান্তি।

ভজন-মাহাত্ম্য

হে খগ-নায়ক মত সবাকারি এক এই। শ্রীরাম-চরণে মতি হওয়া বিনা পথ নেই ॥
শ্রুতি কি পুরাণ সব গ্রন্থ ইহাই কয়। রামের ভকতি বিনা কভু সুখ নাহি হয় ॥ ৭
কূর্ম্মের পিঠে কেশ যদি কভু উঠবে। বন্ধ্যা-তনয়ে কেহ হত করে মহাহবে* ॥
নভোমাঝে নানাজাতি বিকশিত হয় ফুল। জীব নাহি পায় সুখ হরি যদি প্রতিকূল ॥ ৮
মৃগ-তৃষিকার জলে যদি তৃষা নিবারিত। শৃঙ্গ শশক-শিরে হইলেও উদ্‌গত ॥
আঁধার যদি বা কভু দিবাকরে নাশ করে। শ্রীরাম-বিমুখ সুখ তথাপি না লাভ করে ॥ ৯
হিম হ'তে যদি কভু অনল প্রকট হয়। শ্রীরাম-বিমুখে সুখ তথাপি পা'বার নয় ॥ ১০

দো—সলিলে মথিয়া ঘৃত পায় যদি তেল মথি' বালুকায়।
তবু †হরি পূজা- বিনা না তরিবে এ কথা বৃথা না যায় ॥ ১২২ (ক)
মশকে বিধাতা পারেন করিতে অজে॰ মশা হ'তে হীন।
এ বিচার রাখি' সংশয় ত্যজি' শ্রীরামে ভজে প্রবীণ ॥ ১২২ (খ)

শ্লোক—কৃত-নিশ্চয় মানস আমার অন্যথা এর নয়।
শ্রীহরি-ভজনা করিয়া মানব ভবনিধি পার হয় ॥ ১২২ (গ)

চৌ—এই কহিলাম নাথ নিজ মতি অনুসারে। অনুপম হরি-লীলা সংক্ষেপে বিস্তারে ॥
বেদের ইহাই শেষ কথা ওহে উরগারি। পরিহরি' সব কাজ ভজ' রাম ধনুধারী ॥ ১
প্রভু রামে ত্যজি' আর কা'বে সেবা করা যায়। মম সম মূঢ়-প্রতি ভরা যিনি মমতায় ॥
তুমি বিজ্ঞান-রূপ মোহ না জিনিতে পারে। হে নাথ কতই দয়া করিলে আমার 'পরে ॥ ২
শুধাইলে রাম-কথা পুণিত নিরতিশয়। শুক শনকাদি হর ত্রিপুরারি-মনোময় ॥
সন্ত-সঙ্গ সদা দুর্লভ সংসারে। হউক সে একবার আর শুধু ক্ষণতরে ॥ ৩
দেখহ গরুড় প্রভু আপন মনে বিচারি'। আমি কিহে রঘুপতি-ভজনার অধিকারী ॥
বিহগ-অধম আমি সব বিধি অ-পাবন। করিলেন প্রভু মোরে বিদিত জগ-পাবন ॥ ৪

দো—ধন্য ধন্য আজ অতি ধন্য আমি হ'লেও অধমাধম।
নিজ দাস জানি' দিলেন শ্রীরাম হেন সাধু-সমাগম ॥ ১২৩ (ক)
যথা-জ্ঞান সব কহিলাম আমি কিছু না করি' গোপন।
শ্রীরামের লীলা অতুল-সমান তল পায় কোন্ জন ॥ ১২৩ (খ)

চৌ—স্মরণ করিয়া নানা শ্রীরাম-গুণনিকর। বার বার হরষিত বায়সের কলেবর ॥
নিগম কহিয়া নেতি যাঁহার মহিমা গায়। শক্তি অতুল তাঁ'র প্রতাপে কে তল পায় ॥ ১
যে চরণ চিরপূজ্য ব্রহ্মা-আদি মহেশের। অতীব করুণা তাঁ'র উপরে এ অধমের ॥
এমন মহিমা আর নাহি হেরি নাহি শুনি। খগনাথ রঘুপতি-সমান কাহারে গণি ॥ ২

---

* মহারণে। † ব্রহ্মা।

সিদ্ধ সাধক কিবা জীবন্মুক্ত কি উদাসী। কর্ম্মবিৎ কবি কিম্বা বিদ্যাবান্ কি সন্ন্যাসী॥
শূরবীর যোগী আর তাপস অথবা জ্ঞানী। কর্ম্ম-নিরত আর পণ্ডিত বিজ্ঞানী॥ ৩
আমার প্রভুর সেবা বিনা কেহ নাহি তরে। এমন শ্রীরাম-পদে নমি আমি বারে বারে॥
শরণ লওয়ার পরে পাপ-যূত মম সম। শুদ্ধ করেন যিনি তাঁহারে প্রণাম মম॥ ৪

দো—যাঁ'র নাম ভব- ভেষজের সম হারী তিনতাপ-শূল।
সে কৃপাল যেন আমারে সবারে র'ন চির-অনুকূল॥ ১২৪ (ক)
শুনি' বায়সের বচন পাবন হেরি' প্রেম রাম-পদে।
গত-সন্দেহ কহেন গরুড় এ বচন গদগদে॥ ১২৪ (খ)

চৌ—তোমার বচন শুনি' কৃতকৃত্য আমি আজ। শ্রীরাম-চরিত-সুধাসিঞ্চিত খগরাজ॥
রামের চরণে এবে লাগিল নূতন রতি। মায়াজাত মোহ মোর বিগত বিমল মতি॥ ১
মোহরূপী জলধির তুমি হে তরণী মম। তোমার প্রসাদে নাথ প্রাণে সুখ অনুপম॥
কি আর করিব প্রভু এর প্রতি উপকার। তোমার চরণ-তলে নতি মম বার বার॥ ২
রাম-পদ-অনুরাগী তুমি দেব পূর্ণকাম। তোমার সমান তাত কেহ নহে ভাগ্যবান্॥
সন্ত বিটপী নদী ধরণী ও ধরাধর। পরহিত-হেতু শুধু রহেন ধরণী 'পর॥ ৩
সন্ত-হৃদয় যেন সুকোমল নবনীত। কবির বচন কিন্তু উপমা নহে প্রকৃত॥
নবনী গলিত হয় আপনার উত্তাপে। সন্ত দ্রবিত হ'ন সদা পর-পরিতাপে॥ ৪
জনম জীবন মম সফল হইল আজ। সংশয় অপগত তব কৃপা খগরাজ॥
আজ হ'তে জে'ন মোরে তব এক কিঙ্কর। হে ভবানি বার বার কহিল বিহগবর॥ ৫

দো—করিয়া প্রণাম বায়সের পায় প্রেম-লীন মতি-ধীর।
চলিল গরুড় বৈকুণ্ঠে তবে হৃদে রাখি' রঘুবীর॥ ১২৫ (ক)
সাধু-সমাগম বিনা মহাদেবি লাভ নাহি জগময়।
সেই সমাগম হরি-কৃপা বিনা নাহি হয় বেদ কয়॥ ১২৫ (খ)

রামায়ণ-মাহাত্ম্য

চৌ—কহিলাম এ পরম পুণ্যময় ইতিহাস। শ্রবণেই নিদারুণ ভব-পাশ হয় নাশ॥
প্রণতের সুরতরু করুণা-আগার রাম। রাজীব-চরণতলে প্রেম জাগে অবিরাম॥ ১
স্থির চিতে যেবা করে শ্রীরাম-কথা শ্রবণ। সব পাপ ঘুচে তা'র কায়া কর্ম্ম কি বচন॥
তীর্থ-ভ্রমণ আর সাধনা যতেক সব। যোগ কি বিরাগ কিম্বা জ্ঞানলাভ ও বিভব॥ ২
বহুবিধ ধর্ম্ম কর্ম্ম আর যত ব্রত দান। যম* ইন্দ্রিয়-রোধ জপ তপ কি যাজন॥
জীবগণে দয়া সেবা গুরু কিম্বা দ্বিজগণে। বিদ্যা বিনয় আর বিবেক-ব্যুৎপত্তি মনে॥ ৩

---

* সংযম।

এ সব সাধন যত কথিত নিগমাদিতে। সকলেরি পরিণতি' শ্রীরামের ভকতিতে ॥
সে ভকতি শ্রীরামের বেদেতে ইহাও বলে। বিহনে তাঁহার কৃপা কদাচ না কা'রে মিলে ॥ ৪

দো—এ কথা যে জন শুনে সবক্ষণ মনে ধরি' বিশ্বাস।
শ্রীহরি-ভকতি মুনি-অগোচর পায় সে বিনা-প্রয়াস ॥ ১২৬

চৌ—সে-ই গুণী সে-ই জ্ঞানী সে-ই ভবে সব জ্ঞাতা। পণ্ডিত ধরাতল-বিভূষণ সে-ই দাতা॥
কুলের তারক সে-ই সে-ই ধর্ম্ম-পরায়ণ। রামের চরণতলে চির-রত যা'র মন ॥ ১
নীতিতে নিপুণ সে-ই সুচতুর সেই জন। বেদের মীমাংসা ঠিক বুঝে'ছে তাহার মন ॥
সেই কবি সে বিদ্বান্ সে-ই বীর রণ-ধীর। অকপট-প্রাণে যেবা সেবা করে রঘুবীর ॥ ২
ধন্য সেই দেশ যথা প্রবাহিনী সুরধুনী। ধন্য সেই পতি-ব্রত পালে পূর্ণ যে রমণী ॥
সেই নরপতি ধন্য যে পরম ন্যায়বান্। ধন্য সেই দ্বিজ নিজ-ধর্ম্মে যেবা নিষ্ঠাবান্ ॥ ৩
ধরা-ধন্য সেই ধন দানে যা ব্যয়িত হয়। ধন্য সে প্রবীণ-মতি পুণ্যে যাহা রত র'য় ॥
মহাধন্য সেইজন যেবা সাধুসঙ্গ করে। ধন্য-জনম দ্বিজ অখণ্ড যে ভক্তি ধরে ॥ ৪

দো—ধন্য শুন দেবি সেই মহাকুল পূজ্য জগতী-তলে।
রাম-পরায়ণ ভকত তনয় আসিয়াছে যেই কুলে ॥ ১২৭

চৌ—কহিলাম সব কথা যেমন আমার মতি। এ সব হৃদয়-মাঝে গোপনে আছিল অতি ॥
হেরি' অন্তরে তব প্রীতি-হিল্লোল বয়। বলিলাম উদ্‌ঘাটি' রাম-কথা সমুদয় ॥ ১
না কহিও এই কথা ধূর্ত্ত কপট জনে। অবিচল মন দিয়া হরিকথা যে না শুনে ॥
ক্রোধী লোভী কামী জনে না কহিবে কদাচন। চরাচর-প্রভু রামে যে নাহি করে পূজন ॥ ২
কখনই শুনা'বে না যা'র দ্বিজ-দ্রোহ মতি। যদিও সে ইন্দ্রের সম হয় নরপতি ॥
শ্রীরাম-কথা-সুধার সেইজন অধিকারী। সন্ত-সঙ্গ যা'র অতি প্রাণ-মনোহারী ॥ ৩
গুরুপদে প্রীতি যা'র আর নীতি-রত যেবা। জে'ন সে-ই অধিকারী বিপ্রে যে করে সেবা ॥
এ কথা তাহার কাণে লাগিবে অমিয় সম। শ্রীরাম-চরণ যা'র এ জীবনে প্রাণোপম ॥ ৪

দো—রামের চরণে যে চাহে ভকতি কিম্বা চাহে নির্ব্বাণ।
সে জন করিবে শ্রুতি-যুগ দিয়ে এ কথা যতনে পান ॥ ১২৮

চৌ—কহিলাম মহাদেবি রাম-কথা অনুপম। কলি-মলাহারী মন-মলিনতা-বিদূরণ ॥
ভব-রোগ বিনাশক সঞ্জীবনীর প্রায়। বিমোহন রাম-কথা বেদ পণ্ডিত গা'য় ॥ ১
সপ্ত-সোপান চারু ইহাতে র'য়েছে অতি। পথের মতন এরা সাধিতে রাম-ভকতি ॥
শ্রীহরির কৃপা যা'র 'পরে হয় অনুপম। সেই করে এ সোপান-উপরে পদ-ধারণ ॥ ২

কপটতাহীন হ'য়ে যে গাহে এ হরি-কথা। মনের কামনা তা'র পুরণে সন্দেহ কোথা ॥
শুনে গায় আর যেবা করে তা' অনুমোদন। গো-পদ সমান ভবনিধি করে উত্তরণ ॥ ৩
শুনিয়া এ সব কথা অতিশয় প্রিয় লাগে। কহেন ভবানী তবে অতুলন অনুরাগে ॥
তোমার কৃপায় প্রভু গত সন্দেহ যত। কত প্রেম রাম-পদে এবে তাহা ক'ব কত ॥ ৪

দো—শত ধন্য আমি তোমার কৃপায় বিশ্বের অধিপতি।
সব দুখ গিয়া রামের চরণে উপজিল দৃঢ় প্রীতি ॥ ১২৯

চৌ—ভবানী-ভবানীপতি-শুভদ এ সংবাদ। সুখের নিদান আর শমন সব বিষাদ ॥
ভব-ভয় ভঞ্জন সন্দেহ-অন্তক। ভকত-বিমোহন সজ্জন-তোষক ॥ ১
জগত মাঝারে যত রামের ভকতগণ। রাম-কথা সম প্রিয় না গণে কিছু এমন ॥
রঘুপতি-কৃপাবলে মম মতি যেইমত। এ পূত রচিত-কথা করিলাম কীর্ত্তিত ॥ ২
যোগ যাগ জপ তপ কি ব্রত কি পূজা হোম। এই কলিযুগে আর সাধন নাহিক কোন ॥
কেবল স্মরণ তাঁ'রে কীর্ত্তন গুণগ্রাম। শ্রীরাম-চরিত কথা শুনা ভরি' দুই কাণ ॥ ৩
শুধু এক কাজ যাঁ'র পতিত দাসেরে ত্রাণ। বেদেতে এ কথা গায় সাধু কবিগণে গা'ন ॥
রে মন তাঁহারে ভজ' কুটিলতা ত্যাগ করি'। কে না পায় পরাগতি শ্রীরাম-ভজনা করি' ॥ ৪

ছ—কেবা তরে নাই ওরে মূঢ় মন পতিত-পাবন ভজিয়া রামে।
অজামিল ব্যাধ- আদি কত খলে তারিলা সহজে আপন নামে ॥
আভীর যবন পাপরূপ যত গেল ভব-পার স্মরিয়া রাম।
শুধু একবার মুখে নাম ল'য়ে সে রাম-চরণে করি প্রণাম ॥ ১
রঘুকুলমণি- লীলা-সুধা এই যে গাহে যে শুনে যেজন বলে।
কি কলির কিবা মন-মলিনতা বিনায়াসে ধু'য়ে শ্রীধামে চলে ॥
বেশী কি যদি বা জানি' মনোহর দু'চার কবিতা স্মরণে রাখে।
তবু অবিদ্যা- জনিত বিকার নাশি' রঘুনাথ চরণে রাখে ॥ ২
সুজান সুন্দর করুণা-আকর অনাথে সদয় দুঃখ-ত্রাতা।
সে কেবল রাম কৃপালু অকাম কে তাঁ'র সমান মোক্ষদাতা ॥
যাঁ'র করুণার পরমাণু পেয়ে কুটমতি এই তুলসীদাস।
পরমা শান্তি লভিল পরাণে সে রাম সমান কে ত্রাতা ত্রাস ॥ ৩

তুলসীদাসের দীনতা ও ফলশ্রুতি

দো—মম সম দীন দীনে দয়াময় তোমা সব কেবা আর।
এ বিচারি' মনে হর' প্রভু মম দারুণ ভবের ভার ॥ ১৩০ (ক)

কামীর কামিনী লোভীর কনক যেমন প্রিয় হে রাম।
তেমনি হে প্রভু অবিরল তুমি হও, মম প্রাণারাম ॥ ১৩০ (খ)

শ্লোক—যে প্রথম-প্রকাশিত প্রভু কবি-শিরোরত্ন শ্রীশম্ভু-প্রণীত সুদুর্গম
শ্রীরাম-পদারবিন্দে অনন্য-ভকতি জাগে এমন পাবন রামায়ণ।
মানিয়া তাহায় সদা রঘুনাথ-নাম-রত নিজ-হৃদি-তমঃ শান্তি-তরে
চরিত-মানস রূপে ইহারে তুলসীদাস প্রচলিত-ভাষাবদ্ধ করে ॥ ১
পুণ্যময় পাপহর সতত মঙ্গলকর অনুভব-জ্ঞান ভক্তিপ্রদ
মায়া মোহ মলহারী সুবিমল প্রেমবারি- পরিপূর্ণ সর্ব্বদা শুভদ।
শ্রীমদ জানকী-পতি চরিত-মানস-সরে ভক্তিভরে যেবা করে স্নান
সে জন সংসাররূপী মার্ত্তণ্ড-কিরণ ঘোর- দহন হইতে পায় ত্রাণ ॥ ২

কলিযুগের সমস্ত পাপধ্বংসকারী শ্রীরামচরিত-মানসের
এই সপ্তম সোপান সমাপ্ত হইল ॥

(উত্তরকাণ্ড সমাপ্ত)